भोजप्रबन्ध

भोजप्रबन्धः।

श्रीगङ्गाचरणवेदान्तविद्यासागरप्रणीत-
टीकालङ्कृतो वङ्गानुवादसहितश्च।

श्रीसुरेन्द्रनाथरायचौधुरी (सरस्वती)
श्रीमन्मथनाथमजुमदाराभ्यां

---

५९ नं० क्यानिं ष्ट्रीट, कलिकातातः
प्रकाशितः।

१३२१ वङ्गाब्दे फाल्गुने मासि।

(मूल्यं सार्द्धरूप्यकम् १ाा० ।)

ভূমিকা।

বল্লালসেন এই ভোজপ্রবন্ধনামক গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার পুষ্পিকা দেখিলে এইরূপ বুঝিতে পারা যায়। এ বল্লাল গৌড়েশ্বর বল্লাল নহে, অন্য একজন সামান্য পণ্ডিত মাত্র, ইহা স্বীকার করাইতে হইলে, বিশেষ প্রমাণপ্রয়োগের আবশ্যক; কিন্তু কেহই যখন প্রত্যক্ষভাবের সেরূপ সাক্ষ্য ও প্রমাণপ্রয়োগ করিতে সক্ষম নহেন, তখন এই পুষ্পিকা অনুসারে আমরা ইঁহাকে গৌড়েশ্বর বল্লাল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে বোধ হয় বিশেষ দোষভোগী হইব না।

প্রায় ৭৯৬ বৎসর পূর্ব্বে বল্লালসেন গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বল্লালের সময় হইতে প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ভোজরাজ মালবদেশের ধারানগরে রাজত্ব করিতেন। তখন হিন্দুর এতদূর অধঃপতন হয় নাই; সুতরাং বল্লালসেনের পক্ষে ভোজচরিত জ্ঞাত হইবার বিশেষ সুবিধা ছিল। যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে, ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তপর্য্যন্ত সমস্তশাস্ত্রের উপর ভোজ কিরূপ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সেই মহাত্মার সম্বন্ধে প্রবাদপরম্পরায় যাহা কিছু বল্লাল জানিতে পারিয়াছিলেন, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত সত্য যত টুকু, ততটুকু এই ভোজ-প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখায় গ্রন্থের ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে নাই, তাহাই ভোজপ্রবন্ধের পক্ষে গৌরবের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্য কথা বলিবার জন্য বল্লাল, ভোজের খাতাপত্র হইতে ভাণ্ডারিকের অনেক লিখিত কথা

উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা মিথ্যা বলিতে হইলে বাতুলতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

তারপর কালিদাস, ভবভূতি, দণ্ডী, বাণ, বররুচিপ্রভৃতি কবিদিগের কথা। এসকল কবি ভোজের সভায় ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে যাঁহাকে তদপেক্ষাও প্রাচীন বলিবে, আমরা বলি, তাঁহাকে বৃদ্ধমনুপ্রভৃতির ন্যায় অন্য একজন বৃদ্ধকালিদাস, বা বৃদ্ধবররুচি বল না কেন ? প্রকৃতও তাই। তবে ভবভূতিকে আর পৃথক করা চলিবে বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, উত্তররামচরিত রচয়িতা ভবভূতিই যে ভোজের সভায় ছিলেন, তাহা 'বশ্যবচসা' (ভোজপ্রবন্ধ) এবং 'বাগ্বশ্যেবানুবর্ত্ততে' (উত্তররামচরিত) এই দুই কথায় ধরা পড়িয়া যায়। ভবভূতি আপনাকে সরস্বতীর স্বামী বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। তাহা যেমন উত্তররামচরিতে প্রকাশ, সেইরূপ ভোজসভায়ও অভিব্যক্ত ; সুতরাং ভবভূতির আর একটি দ্বিতীয়সংস্করণ স্বীকার না করিলেই ভাল হয়। মল্লিনাথনামে একাধিক ব্যক্তি ভোজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ; সুতরাং টীকাপ্রণেতা সুবিখ্যাত মল্লিনাথকে চতুর্থসংস্করণের লোক বলিয়া স্বীকার করায় আপত্তি হইতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ কাদম্বরীপ্রণেতা বাণের কথা স্বতন্ত্র ; কারণ, বাণ সপুত্রে ভোজসভায় ছিলেন, ইহা ভোজপ্রবন্ধেই কথিত হইয়াছে, এবং ভবভূতির কথায় তাহা আরও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। মাঘকাব্যপ্রণেতা মাঘকবিও ঠিক সেই সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন ; কিন্তু গুর্জ্জরদেশের অধিপতির কৃপায় তাঁহাকে ভোজের সভায় আসিয়া পরিচয় দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে দেখা যায় না ; শেষজীবনে মাঘ ভোজের দেশে আসিয়াছিলেন মাত্র ; ভোজের সভায় উপস্থিত হন নাই। ভোজের মহিষীর নাম লীলাবতীদেবী। তবে প্রায়ই তাঁহাকে লীলাদেবী বলিয়া

পরিচিত হইতে দেখা যায়। লীলাবতীর পরিচয় পৃথক্‌ভাবে দিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। লীলাবতী নিজ নামেই পরিচিত। ইনিই 'লীলাবতী'নামক অঙ্কগ্রন্থের রচয়িত্রী। সুপ্রসিদ্ধ 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'গ্রন্থপ্রণেতা ভাস্করমিশ্রের ইনিই একমাত্র কন্যা ছিলেন।

এস্থলে ইহা প্রকাশ না করিলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না যে, বঙ্গদেশের চতুষ্পাঠীপরিচিত ছাত্রবৃন্দের, তথা সকল সভ্যসম্প্রদায়ের নিকট কালিদাস বলিয়া যিনি বিখ্যাত, তিনিই এই ভোজসভাস্থ কালিদাস। কালিদাস ও ভবভূতির বিবাদ, এবং সেই বিবাদভঞ্জনার্থ মনসাদেবীর মধ্যস্থতা করা, আর সেই প্রসঙ্গে 'কবয়ঃ কালিদাসাদ্যা ভবভূতির্মহাকবিঃ।' মনসার এই উক্তির প্রতিবাদে কালিদাসের— 'তরবঃ পারিজাতাদ্যাঃ স্নুহীবৃক্ষো মহাতরুঃ ॥' ইত্যাদি বঙ্গীয় প্রবাদ এখনও অব্যাহতভাবে ছাত্রসম্প্রদায়ের, তথা অধ্যাপকসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে দেখা যায়। ভোজপ্রবন্ধেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বেশ্যার গৃহে মৃত্যুর কথা প্রবাদপরম্পরায় প্রচলিত আছে; কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথাই ভোজপ্রবন্ধ হইতে জানা যায় না। তবে কালিদাস যে বেশ্যাসক্ত ছিলেন, তাহার যথেষ্ট উক্তি দেখা যায়। কালিদাস দুইবার বল্লালের দেশে গিয়াছিলেন বলিয়া সেই বল্লাল ও ভোজপ্রবন্ধরচয়িতা গৌড়েশ্বর বল্লাল একলোক, ইহা বলা যায় না; কারণ, সে বল্লালের রাজধানী একশিলানগরীতে ছিল। একশিলানগরী দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত; এখন উহাকে একশৈলনগর বলা হয়। একশিলানগরী পূর্ব্বে বহুবিদিত ছিল; কারণ, শকাব্দপ্রবর্ত্তক শালিবাহনরাজা এই নগরীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমাদের চির-পরিচিত বল্লালসেন সম্বন্ধে অধিক কিছুই বলিবার নাই; তিনি নিজ

গুণেই অমর হইয়া রহিয়াছেন। তৎপ্রণীত এই ভোজপ্রবন্ধের টীকা প্রভৃতি কিছুই না থাকায় অধ্যয়নেচ্ছু ছাত্রদিগের অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমি টীকা ও বঙ্গানুবাদ করিয়াছি; এবং প্রায় এক-বৎসরের পরে যে ইহা প্রকাশার্থ শেষ প্রযত্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, তজ্জন্য ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিতেছি।

অশ্লীলভাগ ত্যাগ করিলে 'আহপ্রাহ'প্রভৃতি কতকগুলি পদ ভিন্ন আর কিছু রাখিতে পারা যায় না বলিয়া আমি কিছুই পরিত্যাগ করি নাই; তজ্জন্য পণ্ডিতগণ ক্ষমা করিবেন।

প্রকাশক প্রকাশ করিলেও ইহার দোষ বা গুণের জন্য আমিই সম্পূর্ণদায়ী। তবে ভরসা করি, 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল' এই ন্যায় অনুসারে সকলেই একটু দয়ার দৃষ্টিতে দেখিবেন। ইতি

টীকাকার।

सूचीपत्रम् ।

अशुद्धिशोधनम् ।

पत्रे	अशुद्धम्	शुद्धम्
२४७	पञ्चमः परिच्छेदः	षष्ठः परिच्छेदः ।
२५६	षष्ठः ,,	सप्तमः ,,
२९२	सप्तमः ,,	अष्टमः ,,
२८९	अष्टमः ,,	नवमः ,,
३२३	नवमः ,,	दशमः ,,

भोजप्रबन्धः ।

राज्यप्राप्तिप्रबन्धः ।

आदौ धाराराज्ये सिन्धुलसंज्ञो राजा चिरं प्रजाः पर्य्यपालयत्। तस्य वृद्धत्वे भोज इति पुत्रः समजनि। स यदा पञ्चवार्षिकः, तदा पिता ह्यात्मनो जरां ज्ञात्वा मुख्यामात्यानाहूय अनुजं मुञ्जं महाबलमालोक्य, पुत्रञ्च बालं वीक्ष्य विचारयामास—यदि अहं राजलक्ष्मीभारधारणसमर्थं सोदरमपहाय राज्यं पुत्राय प्रयच्छामि, तर्हि लोकापवादः। अथवा बालं मे पुत्रं मुञ्जो राज्यलोभात् विषादिना मारयिष्यति, तदा दत्तमपि राज्यं वृथा, पुत्रहानिर्वंशोच्छेदश्च ॥ १ ॥

अरसिकाय मतिं छलेन या, गमयितुं रसिका सरस्वती।
कुलमपास्य कलामदर्शयद्-, भवतु सा वरदा वरदा सताम् ॥

इह खलु सकललोकशिक्षागुरुस्तत्रभवान् ब्रह्मचन्द्रकुलशिरोमणिर्विद्वान् सम्राड् वल्लालसेनः शिक्षार्थं महाकवीनां कालिदासादीनामन्येषाञ्च भोजभूपतेर्विक्रमादित्यस्य सभासदां परिचितानाञ्च विदुषामुच्चावचकथाः कथाच्छलेन कतिचित् सङ्कलय्य भोजनिबन्धनामकमेकं ग्रन्थं विरचयामास। तस्येदमादिमं प्रतीकम्—"आदौ" इति। आदौ धाराराज्यप्रतिष्ठायाः प्राक्। प्रथमत एवायं राजपदवीमारूढ इति। राजलक्ष्मीभारधारणसमर्थं राज्यभारधारणे शक्तिसम्पन्नम् ॥ १ ॥

প্রথমতঃ ধারানামক রাজ্যে সিন্ধুল-নামে এক রাজা বহুকাল ধরিয়া প্রজা

"লোভঃ প্রতিষ্ঠা পাপস্য প্রসূতির্লোভ এব চ।
দ্বেষক্রোধাদিজনকো লোভঃ পাপস্য কারণম্" ॥ ২ ॥
"লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি, ক্রোধাদ্ দ্রোহঃ প্রবর্ত্ততে।
দ্রোহেণ নরকং যাতি শাস্ত্রজ্ঞোঽপি বিচক্ষণঃ ॥
মাতরং পিতরং পুত্রং ভ্রাতরং বা সুহৃত্তমম্।
লোভাবিষ্টো নরো হন্তি স্বামিনং বা সহোদরম্ ॥" ইতি

বিচার্য্য রাজ্যং মুঞ্জায় দত্ত্বা তদুৎসঙ্গে ভোজমাত্মজং মুমোচ। ততঃ ক্রমাদ্রাজনি দিবঙ্গতে সম্প্রাপ্তরাজ্যসম্পত্তিঃ মুঞ্জো মুখ্যামাত্যং বুদ্ধিসাগরনামানং ব্যাপারমুদ্রয়া দূরীকৃত্য, তৎপদে অন্যং

পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার বার্দ্ধক্যাবস্থায় 'ভোজ' এই নামে একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। সে যখন পাঁচ বৎসরের, তখন তাহার পিতা নিজের বার্দ্ধক্যাবস্থা জানিয়া প্রধান প্রধান মন্ত্রিসকলকে আহ্বান করিয়া, কনিষ্ঠভ্রাতা মুঞ্জকে মহাবলশালী দেখিয়া এবং পুত্রকে বালক দেখিয়া বিচার করিয়াছিলেন, যদি আমি রাজলক্ষ্মীর ভারবহনে সমর্থ সহোদর ভ্রাতাকে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাজ্য পুত্রকে প্রদান করি, তাহা হইলে লোকে অপবাদ করিবে, অথবা মুঞ্জই রাজ্যলোভে বিষাদি দ্বারা আমার বালক পুত্রকে মারিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে পুত্রকে রাজ্যদান করা ব্যর্থ হইবে, পুত্রের অপঘাত ও বংশের উচ্ছেদ হইবে ॥ ১ ॥

লোভঃ বিষয়সৌন্দর্য্যাদিন্দ্রিয়াণাং লৌল্যম্। প্রতিষ্ঠা আশ্রয়স্থানম্। বিচক্ষণঃ দর্শিতকারী—শাস্ত্রেষু ন্যায়াদিনা বা যদ্দৃশ্যতে, তদেব করোতি ॥ ২ ॥

দেখা যায়,—

'পাপের আশ্রয়স্থান লোভ; লোভই পাপের প্রসূতি (জননী); দ্বেষ ও ক্রোধাদির উৎপাদক লোভই পাপের কারণ' ॥ ২ ॥

সম্প্রাপ্তরাজ্যসম্পত্তিঃ সম্প্রাপ্তা লব্ধা রাজ্যং লক্ষগ্রামাধিপত্যং "লক্ষাধিপত্যং রাজ্যং

नियोजयामास। ततो गुरुभ्य: क्षितिपालपुत्रो वाचयति। तत: क्रमेण सभायां ज्योतिःशास्त्रपारङ्गत: सकलविद्याचातुर्य्यवान् ब्राह्मण: समागम्य, "राज्ञे स्वस्ति" इत्युक्त्वा उपविष्ट:। स चाह, "देव! लोकोऽयं मां सर्वज्ञं वक्ति ; तत् किमपि पृच्छ॥ २॥

स्यात् साम्राज्यं दशलक्षकी। अत ऊर्द्ध्वं महीशानि महासाम्राज्यमुच्यते।" इति स्मृते:, सम्पत्ति: राजलक्ष्मीश्च येन, स तथा लब्धाधिपत्यराजश्री:। व्यापारमुद्रया व्यापारस्य कर्म्मणो मुद्रा प्रत्ययकरणं, तथा, तत्कृतकर्म्मणो दोषप्रत्यायनेन अनुष्ठानच्छलेन कौशलेनेति यावत्। गुरुभ्य: शिक्षकेभ्य:, क्षितिपालपुत्रो राजकुमारो भोज:, वाचयति शिक्षते स्म। सर्वविद्याचातुर्य्यवान्—सर्वासु विद्यासु चातुर्य्यं कुशलता अस्ति यस्य, स तथा सकलविद्याविशारद:। २॥

‘লোভ হইতে ক্রোধ জন্মায়; ক্রোধ হইতে দ্রোহ (পরের অনিষ্টাচরণ) প্রবর্ত্তিত হয়। পরের অনিষ্ট করিয়াই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বিচক্ষণ লোকও নরকে যাইয়া থাকে।

মানব লোভের আবেশে অভিভূত হইয়া মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, সহোদর, এমন কি স্ত্রীও স্বামিকে হত্যা করিয়া থাকে।’

এইরূপ বিচার করিয়া মুঞ্জকে রাজ্য দান করিয়া, তাঁহার ক্রোড়ে পুত্র ভোজকে (ফেলিয়া) তুলিয়া দিয়াছিলেন। তারপর কালক্রমে রাজা সিন্ধুল স্বর্গে গমন করিলে, মুঞ্জ রাজ্যসম্পত্তি পাইয়া বুদ্ধিসাগরনামক প্রধান মন্ত্রীকে কার্য্যচ্ছলে দূর করিয়া, অন্যকে সেই পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তারপর গুরুদিগের নিকট রাজপুত্র শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন এইরূপে চলিতে লাগিল; ক্রমে রাজসভায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের পারদর্শী সকলবিদ্যায় চতুর এক ব্রাহ্মণ আগমন করিয়া রাজার উদ্দেশে "স্বস্তি" এই আশীর্ব্বাদ বাক্য পাঠ করিয়া উপবেশন

"कण्ठस्था या भवेद्विद्या सा प्रकाश्या बुधस्य तु।
या गुरौ पुस्तके विद्या तया मूढ़ः प्रतार्य्यते॥" इति॥४॥

ततो राजापि विप्रस्याहम्भावमुद्रया चमत्कृतां तद्वार्त्तां श्रुत्वा "अस्माकं जन्मारभ्य एतत्क्षणपर्य्यन्तं यद्यन्मयाचरितं यद्-यत्कृतं, तत्तत् सर्वं वदसि यदि, भवान् सर्वज्ञ एव" इत्युवाच। ततो ब्राह्मणोऽपि राज्ञा यद् यत् कृतं, तत्तत् सर्वं गूढ़व्यापार-मपि उवाच। ततो राजापि सर्वाण्यपि अभिज्ञानानि ज्ञात्वा तुतोष॥ ५॥

করিলেন। তিনি বলিলেন,—এই সকল লোক আমাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে। সেইজন্য বলি, কিছু প্রশ্ন করুন॥ ৩॥

या विद्या यज्ज्ञानं बुधस्य पण्डितस्य कण्ठस्था अत्यन्तमभ्यस्ता, सा तु सैव प्रकाश्या लोके आविष्करणीया। या यस्य पुनर्गुरौ पुस्तके वा विद्या तिष्ठति, तया विद्यया स मूढ़ो मूर्खो जनः प्रतार्य्यते प्रवञ्च्यते वञ्चितो भवतीति अस्ति मे सार्वज्ञ्यमिति वदामीति भावः॥ ४॥

কারণ,—

যে বিদ্যা কণ্ঠে অবস্থান করে, তাহা প্রকাশ করাই বুদ্ধিমানের উচিত। আর যে বিদ্যা গুরুর নিকট, বা পুস্তকে থাকে, তদ্দ্বারা মূঢ়ব্যক্তি প্রতারিত হয়॥৪॥

अहम्भावमुद्रया 'अहं सर्वज्ञः' इत्येवमहङ्कारप्रकाशिन्याः कथायाः प्रत्यायनेन चमत्कृतां विस्मयविषयीभूतां तद्वार्त्तां सर्वज्ञब्राह्मणवृत्तान्तं श्रुत्वाऽन्येभ्यः सभासद्भ्य इति शेषः। अभिज्ञानानि अभिज्ञाकारणानि—'एवमेतत्, यत इदमभूत्' इत्येवं पूर्व्वानुभूत-विषयकज्ञानस्य कारणानि तत्तच्चिह्नादीनि॥ ५॥

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া, তারপর রাজা ব্রাহ্মণের অহঙ্কারের ছলনায় চমৎকার-

पुनश्च पञ्च षट् पदानि गत्वा पादयोः पतित्वा, इन्द्रनील-पुष्परागमरकतवैदूर्य्यखचितसिंहासने उपविश्य, राजा प्राह—

"मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते,
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम्।
कीर्त्तिञ्च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मीं,
किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या॥" इति॥ ६॥

কারী সেই সংবাদ শুনিয়া 'আমার জন্ম আরম্ভ করিয়া এইক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা যাহা আমি ভাগ্যফলে অনুষ্ঠান করিয়াছি, এবং যাহা যাহা আমি পুরুষকারপ্রভাবে করিয়াছি, যদি সে সকলই বলেন, তবে আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই বিবেচিত হইবেন' এই কথা বলিয়াছিলেন। তারপর রাজা যাহা যাহা করিয়াছেন, সেই সেই সকল অতি রহস্য ব্যাপারও বলিয়াছিলেন। তারপর রাজাও 'তাহা এই' এইরূপ জ্ঞান জন্মিবার চিহ্নসকল জানিতে পারিয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন। ৫॥

বিদ্যা মাতা ইব (উন্মার্গগামিনং সুতম্) রক্ষতি ; পিতা ইব হিতে (হিতকরে কর্ম্মণি) নিযুঙ্ক্তে ; খেদং অপনীয় কান্তা প্রিয়া ইব অভিরময়তি আহ্লাদয়তি ; দিক্ষু বিমলাং কীর্ত্তিং লক্ষ্মীঞ্চ রাজলক্ষ্মীঞ্চ বিতনোতি বিস্তারয়তি ; (তস্মাৎ) কল্পলতা ইব কিং কিং ন সাধয়তি ? অপি তু সর্ব্বমেব বিদ্যা সাধয়তি॥ ৬॥

আবারও পাঁচ ছয় পা গিয়া, দুই পায়ে পড়িয়া, ইন্দ্রনীল, পুষ্পরাগ, মরকত ও বৈদূর্য্যমণিখচিত সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজা মুঞ্জ বলিয়াছিলেন ;—

বিদ্যা, মাতার ন্যায় (উন্মার্গগামী পুত্রকে) রক্ষা করে ; পিতার ন্যায় হিতকর কর্ম্মে নিযুক্ত করে ; কমনীয়া কামিনীর ন্যায় সকল প্রকার ক্লেশের অপনোদন করিয়া প্রীত (ও অনুরক্ত) করে ; চারিদিকে বিমল কীর্ত্তি ও রাজলক্ষ্মীর বিস্তার করে। অতএব কল্পলতার ন্যায় কি কি না সাধিত করে ? সকলই ত করে॥ ৬॥

ততো বিপ্রবরায় দশাশ্বানারবীয়ান্ দদৌ। ততঃ সভায়ামাসীনো বুদ্ধিসাগরঃ প্রাহ রাজানম্, "দেব! ভোজস্য জন্মপত্রিকাং ব্রাহ্মণং পৃচ্ছ" ইতি। ততো মুঞ্জঃ প্রাহ, "ভোজস্য জন্মপত্রিকাং বিধেহি" ইতি। ততোঽসৌ ব্রাহ্মণ উবাচ, "অধ্যয়নশালায়া ভোজ আনেতব্য" ইতি। মুঞ্জোঽপি ততঃ কৌতুকাদধ্যয়নশালা-মলঙ্কুর্বাণং ভটৈরানায়য়ামাস। ততো ভোজঃ সাক্ষাৎপিতরমিব রাজানম্ আনম্য সবিনয়ং তস্থৌ। ততস্তদ্রূপলাবণ্যমোহিতে রাজকুমারমণ্ডলে প্রভূতসৌভাগ্যং মহীমণ্ডলমাগতং মহেন্দ্র-মিব, সাকারং মন্মথমিব, মূর্ত্তিমৎসৌভাগ্যমিব ভোজং নিরূপ্য রাজানং প্রাহ দৈবজ্ঞঃ, "রাজন্! ভোজস্য ভাগ্যোদয়ং বক্তুং বিরিঞ্চি-

---

তারপর আরবদেশীয় দশটি অশ্ব সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে দিয়াছিলেন। তারপর সভাতে উপবিষ্ট হইয়া বুদ্ধিসাগর রাজাকে বলিয়াছিলেন,—দেব! ভোজের জন্ম-পত্রিকার বিষয় ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করুন। তারপর মুঞ্জ বলিয়াছিলেন,—ভোজের জন্মপত্রিকা করুন। তাহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন;—পাঠশালা হইতে ভোজকে আনয়ন করুন। তদনুসারে মুঞ্জও কৌতূকবশতঃ' পাঠশালাকে অলঙ্কৃত করিয়া অবস্থিত ভোজকে বহু যোদ্ধাদ্বারা আনয়ন করিয়াছিলেন। ভোজ আগমন করিয়া সাক্ষাৎ পিতার ন্যায় রাজা মুঞ্জকে বিনয়পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

তারপর ভোজের রূপলাবণ্যদ্বারা মোহিত রাজকুমারসকলের মধ্যে অবস্থিত ভোজকে, প্রচুরতর সৌভাগ্যশালী দেবরাজ ইন্দ্রই যেন ভূতলে আসিয়াছেন, অঙ্গহীন মন্মথ যেন আকারপরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, মূর্ত্তিমান্ সৌভাগ্য যেন আসিয়া উপস্থিত মনে মনে নিরূপণ করিয়া দৈবজ্ঞ রাজাকে বলিয়াছিলেন 'রাজন্!

रपि नालम्, कोऽहमुदरम्भरिः ब्राह्मणः? किन्तु तथापि वदामि स्वमत्यनुसारेण। भोजमितोऽध्ययनशालायां प्रेषय"। ततो राजाज्ञया भोजे ह्यध्ययनशालाङ्गते विप्रः प्राह,—

"पञ्चाशत् पञ्च वर्षाणि सप्तमासदिनत्रयम्।
भोजराजेन भोक्तव्यः सगौड़ो दक्षिणापथः॥" इति।

तत्तदाकर्ण्य राजा चातुर्य्यादपहसन्निव सुमुखोऽपि विच्छाय वदनोऽभूत्। ततो राजा ब्राह्मणं प्रेषयित्वा निशीथे शयनमासाद्य एकाकी सन् व्यचिन्तयत्, "यदि राज्यलक्ष्मीर्भोजकुमारं गमिष्यति, तदाऽहं जीवन्नपि मृतः॥ ৩॥

ভোজের ভোগদানে প্রবৃত্ত প্রাক্তনকর্ম্মসকলের উৎকর্ষ বলিতে বিধাতাও সমর্থ নহেন; এই পেটুক ব্রাহ্মণ ত কোথাকার কে? কিন্তু তথাপি আমার জ্ঞানানুসারে আমি বলি। ভোজকে এখান হইতে পাঠশালায় প্রেরিত করুন। তারপর রাজার আজ্ঞায় ভোজ পাঠশালায় গমন করিলে, ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন;—

পঞ্চাশ, আর পাঁচ বৎসর, আর সাত মাস তিন দিন পর্য্যন্ত ভোজরাজ গৌড়-দেশের সহিত সমগ্র দক্ষিণাপথপ্রদেশ ভোগ করিবেন।

সেই সেই কথা আকর্ণন করিয়া (শুনিয়া) রাজা মুঞ্জ চতুরতাপ্রযুক্ত প্রসন্নাস্য থাকিলেও প্রভাহীনমুখে লক্ষিত হইয়াছিলেন। তারপর রাজা মুঞ্জ ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিয়া নিশীথকালে (গভীর রাত্রে) শয্যা অবলম্বন করিয়া, একাকী হইয়া বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন,—যদি রাজ্যশ্রী (লক্ষ্মীমের আধিপত্য) কুমার ভোজকে প্রাপ্ত হয়, তবে আমি ত জীবিত থাকিয়াও মরিয়া গিয়াছি॥ ৭॥

यत:—

"तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम,
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव।
अर्थोष्मणा विरहित: पुरुष: क्षणेन,
सोऽप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत्" ॥ ८ ॥

किञ्च,—

"शरीरनिरपेक्षस्य दक्षस्य व्यवसायिन:।
बुद्धिप्रारब्धकार्य्यस्य नास्ति किञ्चन दुष्करम्" ॥ ९ ॥

अविकलानि (यथापूर्वमवस्थितानि स्वस्थानीति यावत्) तानि (चक्षुरादीनि) इन्द्रियाण्येव (सन्ति); नाम तदेव (अस्ति); अप्रतिहता (प्रतिघातरहिता—सदसद्व्यवधयुक्ता) सा एव बुद्धि: (अस्ति); तदेव वचनं (वाक्यमस्ति); सोऽपि (स एव) पुरुष: (अस्ति; किन्तु) अर्थोष्मणा (धनजेन उत्तापेन) विरहित: (अहीन: सन्, युक्त: सन् इति यावत्) क्षणेन (क्षणात्, क्षणमात्रं कालं व्याप्य) अन्य एव (पृथगेव) भवति, इति एतत् (एवं व्यापार:) विचित्रं (विशेषेण आश्चर्य्यजनकं विस्मयकरमित्यर्थ:)। उक्तं हि—"उष्मा हि वित्तजो वृद्धिं, तेजो नयति देहिनाम्।" इति ॥ ८ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল অবিকল তাহাই থাকে; নাম তাহাই থাকে; সেই অকুণ্ঠ বুদ্ধিই থাকে; সেই কথা থাকে; পুরুষও সেই থাকে; কিন্তু ধনজনিত উত্তাপ দ্বারা সমন্বিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই সে পুরুষ অন্যরূপ হইয়া যায়, এ ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্যজনক ॥ ৮ ॥

शरीरनिरपेक्षस्य (निर् नास्ति अपेक्षा यस्य, स निरपेक्ष: स्वाधीन उदासीनो वा, शरीरे निरपेक्ष: शरीरनिरपेक्ष:, देहेनाप्यपराधीन:, आत्मनो जीवनेऽप्युदासीनो वा, "शरीरनिरपेक्षेण तपसा" इत्यादिवत् शरीरापेक्षारहितस्य इत्यर्थ:) दक्षस्य (निपुणस्य,

"असूयया हतैर्नैव पूर्वोपायोद्यमैरपि ।
कर्त्तृणां गृह्यते सम्पत्सुहृद्भिर्मन्त्रिभिस्तथा" ॥ १० ॥

समर्थस्य, सर्व्वकर्म्मपटीयसः) व्यवसायिनः (उद्योगिनः, अनुष्ठानकारिणः, संसार-हट्टे वाणिज्यकारिणः) बुद्धिप्रारब्धकार्य्यस्य (बुद्ध्या प्रारब्धं — बुद्धिप्रारब्ध, बुद्धिप्रारब्धं कार्य्यं यस्य, स तथा, तस्य — बुद्धिपूर्व्वक सम्यक्कारणसमवधानेन कार्य्यस्यानुष्ठातुः, यो हि बुद्ध्या पर्य्यालोच्य कारणान्यनुकूलयित्वा कार्य्यं करोति, बुद्धिपूर्वकानुष्ठान-कारिणः तस्य पुंसः) दुष्करं (दुःखसाध्यं) किञ्चन (अनिर्द्दिष्टं कर्म्म) नास्ति (न भवतीत्यर्थः) ॥ ९ ॥

কেবল তাহাই নহে ;—

যে শরীরের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখে না, সকল কর্ম্ম করিতেই পটু, উদ্যোগ-শালী, এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভ করে, তাহার কিছুই দুষ্কর নাই ॥ ৯ ॥

पूर्व्वोपायोद्यमैः (पूर्व्वं प्रथमा उपायाः साधनानि येषां, ते पूर्व्वोपायाः प्राथमिक-साधनसम्पन्नाः, पूर्व्वोपाया उद्यमाः चेष्टा येषां, ते पूर्व्वोपायोद्यमाः प्राथमिकसाधन-विषयकचेष्टावन्तः. कर्त्तव्यस्य, यान्युत्तममध्यमाधमसाधनानि, तेषां यान्युत्तमानि प्राथमिकानि च साधनानि, तद्विषयिणीं चेष्टामेव ये कुर्वन्ति ; नतु हतं खल्वाद्योपाय-हीनेन मयेतिवादिनो मध्यमोपायवन्तस्तथा अधमोपायवन्तश्च ; अनुतप्यन्ते हि ते इति ; अतएव) असूयया नैव हतैः (गुणेषु दोषाविष्क्रियया—निन्दया नैव हतैः स्वार्थे ऽव्या-हतैः—स्वार्थव्याघातहीनैः—गुणेषु दोषमाविष्कुर्वन्नपि येषां स्वार्थं नैव व्याहन्तुं पारयति, तैरुद्रिक्तक्रोधैः) सुहृद्भिः (सहायभूतैः सखिभिः, साहाय्यकारिभिः सदाऽनु-मतैः पुंभिः) तथा मन्त्रिभिः (सचिवैश्च) कर्त्तृणां (प्रभूनां, अध्यक्षाणां) सम्पदपि (किं जीवनं, धर्म्मोऽर्थः कामश्च त्रिवर्गसम्पदपि) गृह्यते (नीयते, स्वीक्रियते, तान् वञ्चयित्वा आत्मसात् क्रियते इत्यर्थः ॥ १० ॥

যাহারা পূর্ব্বেই উত্তম পথ অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া গুণে দোষ দেখাইলেও স্বার্থে ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই ; কিন্তু ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ; সেরূপ

तत्रोद्यमे किं दुःसाध्यम्।

"अतिदाक्षिण्ययुक्तानां शङ्कितानां पदे पदे।
परापवादभीरूणां दूरतो यान्ति सम्पदः" ॥ ११ ॥

किञ्च,—

"आदानस्य प्रदानस्य कर्त्तव्यस्य च कर्मणः।
क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति सम्पदः" ॥ १२ ॥

साहाय्यकारी पुरुष, এবং মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক সেই প্রভুর ধর্ম্ম, অর্থ, এবং কামরূপ সকল সম্পদও অপহৃত হয়। ১০ ॥

तथाभूते सत्युद्यमे किं दुःसाध्यं भवति? अपितु सर्वमेव सुकरं भवति। तथाहि,—

अतिदाक्षिण्ययुक्तानां (दाक्षिण्यं दक्षता, सामर्थ्यं, अतिशयं यद् दाक्षिण्यं, तेन युक्तानां, दक्षतमानां, समर्थतमानामपि) पदे पदे (प्रतिपदं, प्रतिकार्यं) शङ्कितानां (जातशङ्कानां, शत्रोर्भयं पुरः स्थाप्य सर्वं कर्म्म कुर्वतामपि) परापवादभीरूणां (परेषां शत्रूनामपि अपवादं अपवादाद्वा भीरूणां भयशीलानां, ये च शत्रुवृद्धिभयात् तेषां नामापि न कुर्व्वन्ति, अपवादभयाद्वा अर्थकरं कर्म्म नानुतिष्ठन्ति, तथाविधानां प्रभूणां तादृशस्य शत्रोत्साहस्य सत्युद्यमे) सम्पदो दूरतो यान्ति (दूरं गच्छन्ति, नश्यन्तीत्यर्थः) ॥ ११ ॥

সেরূপ উদ্যম থাকিলে আর তার দুঃসাধ্য কি? কিছুই নহে। তাহার সকলই সুকর হয়। দেখাও যায় সেইরূপ,—প্রতিপদে শঙ্কিত, এবং লোকের অপবাদে ভয়প্রাপ্ত, অত্যন্ত ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিদিগেরও সম্পদ্ দূর হইয়া যায়। ১১ ॥

आदानस्य (ग्रहीतव्यपदार्थानां ग्रहणस्य) प्रदानस्य (प्रदेयपदार्थानां पात्रसात्करणस्य) कर्त्तव्यस्य कर्म्मणश्च (यदवश्यंकरणीयं कर्म्म, तस्य नियतस्य कर्म्मणश्च) क्षिप्रं (शीघ्रं यथा स्यात् तथा) अक्रियमाणस्य (अननुष्ठीयमानस्य, अनुष्ठानसम्पर्क-

"अवमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा च पृष्ठतः।
स्वार्थं समुद्धरेत्प्राज्ञः स्वार्थभ्रंशो हि मूर्खता" ॥ १३ ॥
"न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान् नरः।
एतदेवातिपाण्डित्यं यत् स्वल्पात् भूरिरक्षणम्" ॥ १४ ॥

शून्यस्य) सम्पदः (फलानि) कालः पिबति (अक्लेशेन जलवत् खादति)। न च तस्य तस्य विलम्बे फलं भवतीति। अतएव लौकिकानामाभाणकः—"शुभस्य शीघ्रमि"ति। ॥१२॥

কেবল তাহাই নহে,—

গ্রহণ, দান ও যে কর্ম্ম অবশ্যকরণীয়, তাহা শীঘ্র না করিলে, কাল তাহা (জলের ন্যায়) খাইয়া ফেলে ॥ ১২ ॥

प्राज्ञः (प्रज्ञावान् जनः) अवमानं (मानश्चित्तसमुन्नतिः, अवमानश्चित्तस्यावनतिरवज्ञा, तं चित्तावनतिम् अवज्ञाम् अनादरम्) पुरस्कृत्य (सम्मुखं कृत्वा, पुरस्कारविषयीभूतं विधाय) मानञ्च (चित्तसमुन्नतिं आदरं च) पृष्ठतः (पश्चात्) कृत्वा (स्थापयित्वा) स्वार्थं (स्वप्रयोजनं, पुरुषार्थं, धर्म्ममर्थं कामञ्च सुखं सुखसाधनं सर्वं समुद्धरेत् (सम्यगुत्तोलयेत्, सम्पादयेत्, साधयेत्) हि (यतः) स्वार्थभ्रंशो (नाम) मूर्खता (स्वार्थहानिरेव मूर्खताया लक्षणम् भवतीति) ॥ १३ ॥

প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি অবজ্ঞাকে সম্মুখে লইয়া, আদরকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া নিজের প্রয়োজনসিদ্ধি করিবে; যেহেতু স্বার্থহানিই মূর্খতার লক্ষণ ॥ ১৩ ॥

मतिमान् (मननशीलो) नरः स्वल्पस्य कृते (सुष्ठु अल्पस्य कणामात्रस्यार्थे) भूरि (प्रचुरं बहु) न नाशयेत् (न क्षपयेत, न हिंस्यात्) एतदेव अतिपाण्डित्यं (एषैव वेदोज्ज्वला बुद्धिः) यत् (यया बुद्ध्या) स्वल्पात् (स्वल्पं क्षपयित्वा) भूरिरक्षणम् (प्रचुरतररक्षा, बहुपालनं क्रियत इति) ॥ १४ ॥

মননশীল মানব অল্পের জন্য বিস্তর ক্ষতি করিবেন না। ইহাই অতিপাণ্ডিত্য যে, অল্পের ক্ষতি করিয়া বিস্তর রক্ষা করা হয়। ১৪।

"जातमात्रं न यः शत्रुं व्याधिं वा प्रशमं नयेत् ।
अतिपुष्टाङ्गयुक्तोऽपि स पश्चात्तेन हन्यते" ॥ १५ ॥
"प्रज्ञागुप्तशरीरस्य किं करिष्यन्ति संहताः ।
हस्तन्यस्तातपत्रस्य वारिधारा इवारयः" ॥ १६ ॥

यो जातमात्रं (साम्प्रतं जातः, न तु किमपि कर्त्तुं पारयति, अप्राप्तसमयत्वात्, स जातमात्रः केवलं जात एव, तम्) शत्रुं, व्याधिं वा पीड़ां वा प्रशमं न नयेत् (उपशमं, अवसादं न प्रापयेत्, नयतेर्द्विकर्म्मकत्वात् प्रशममिकं शत्रुमपरं कर्म्म) अतिपुष्टाङ्ग-युक्तोऽपि स (अतिपुष्टानि व्याघातप्रशमनेन प्रतिपालितानि मात्रातिशयितवृद्धियुक्तानि वा अङ्गानि शरीरावयवानि वा, उपायाः सामदानभेददण्डरूपा वा, हस्त्यश्वरथपदाति-रूपा वा, स्वाम्यमात्यसुहृत्कोषराष्ट्रदुर्गबलरूपाः [कर्म्मधारयः], तैर्युक्तः सम्बद्धः [३यातत्पुरुषः] सुदृढोपायोऽपि) पश्चात् (तस्य यौवने काले) तेन (शत्रुणा, व्याधिना वा) हन्यते (विनश्यति गुणतोऽवयवतोऽपिवा स्वरूपत एव क्षीयते) 'रोगञ्च प्रशमं नयेत्' इति क्वचित् पाठः । तस्मात् शत्रुर्व्याधिर्वा जातमात्र एव समूलघातं हन्तव्य इति भावः ॥ १५ ॥

জন্মিবামাত্র শত্রু বা ব্যাধির যে অবসাদ না ঘটায়, সে যতই উপযুক্ত উপায়শালী হউক না কেন, পরে তদ্দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

प्रज्ञागुप्तशरीरस्य (प्रज्ञया मनीषया गुप्तं रचितं विहितोपायं [३यातत्पुरुषः] तत् प्रज्ञागुप्तं शरीरं यस्य, स तथा, तस्य—बुद्धिपूर्ब्बकं हि यो विदधात्युपायं, सतर्कस्य सावधानस्य पुंसः) हस्तन्यस्तातपत्रस्य (हस्ते न्यस्तम् अर्पितं गृहीतं [७मीतत्पुरुषः] तत् हस्तन्यस्तं करगृहीतम् आतपत्रं छत्रं यस्य, स तथा, तस्य हस्तधृतच्छत्रस्य पुंसः) वारिधारा इव (यथा वृष्टेर्जलधाराः) संहताः (परस्परं मिलिताः सन्तः) अरयः (शत्रवः) किं करिष्यन्ति ? (अपि तु नैव किमपि कर्त्तुं पारयिष्यन्ति) ॥ १६ ॥

বুদ্ধিপূর্ব্বক উপায় অবলম্বন করিয়া যে আত্মরক্ষা করে, হস্তে ধৃতচ্ছত্র পুরুষের

"अफलानि दुरन्तानि समव्ययफलानि च।
अशक्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षणः" ॥ १७ ॥

ततश्चैवं विचिन्तयन्नभुक्त एव दिनस्य तृतीये यामे एक एव मन्त्रयित्वा वङ्गदेशाधीश्वरेण महाबलस्य वत्सराजस्य आकारणाय स्वमङ्गरक्षकं प्राहिणोत्। स चाङ्गरक्षको वत्सराजमुपेत्य प्राह, "राजा त्वामाकारयति" इति। ततः स रथमारुह्य परिवारेण परिवृतः समागतो रथादवतीर्य्य राजानमवलोक्य प्रणिपत्योपविष्टः। राजा च सौधं निर्जनं विधाय वत्सराजं प्राह ॥ १८ ॥

পক্ষে বৃষ্টির অবিরল জলধারার ন্যায় শত্রুগণ পরস্পর মিলিত হইয়াও কি করিবে? কিছুই করিতে পারে না। ১৬।

विचक्षणः (निपुणः कुशलो जनः) अफलानि (निष्फलानि अप्रयोजनीयफलानि) दुरन्तानि (दुष्टावसानानि, परिणामे क्लेशकराणि, दुरतिक्रमणीयानि वा) समव्ययफलानि (तुल्यचतिफलकानि क्षतिरेव फलं, तच्च तुल्यं येषां, तथाविधानि) अशक्यानि (असम्भवानि, कष्टसम्पादनीयानि) वस्तूनि च (सत्यान्यपि कर्म्माणि) नारभेत (न प्रकुर्य्यात्)। १७।

যে কর্ম্মের ফলে কোনই প্রয়োজন নাই, এবং পরিণামে ভয়ঙ্কর ক্লেশও আছে, বা যাহা পরিত্যাগ করিতে হইলে শেষে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অথচ ক্ষতি ভিন্ন অন্য ফল নাই, তাহাও উভয়েরই সমান, সেরূপ অসম্ভব কর্ম্ম সত্য হইলেও বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহার আরম্ভ করিবে না। ১৭।

एवं विचिन्तयाऽतिवाहितायां रजन्यां सत्यां पुनरपि परैर्युरेवं विचिन्तयन्निति योजनीयम्। १८।

"राजा तुष्टो हि भृत्यानां मानमात्रं प्रयच्छति।
ते तु सम्मानितास्तस्य प्राणैरप्युपकुर्वते" ॥ १९ ॥

ततस्त्वया भोजो भुवनेश्वरीविपिने हन्तव्यः प्रथमयामे निशायाः, शिरस्तान्ते मस्तत्पुरत आनेतव्यम्" इति। स चोत्थाय नृपं नत्वाह, "देवादेशः प्रमाणम्, तथापि भवल्लाल-

এইরূপ তর্কবিতর্কের সহিত চিন্তাদ্বারা রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর, পুনরায় পরদিন এইরূপ তর্কবিতর্কের সহিত চিন্তা করিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই দিনের তৃতীয় প্রহরে একাকীই মন্ত্রণা করিয়া মহাবলশালী বৎসরাজের আহ্বানের জন্য বঙ্গদেশাধীশ্বরের সহিত নিজের অঙ্গরক্ষককে (bodyguard) পাঠাইয়াছিলেন। সেই অঙ্গরক্ষক বৎসরাজের নিকট যাইয়া বলিয়াছিল—'রাজা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন'। বৎসরাজ এই কথা শুনিয়া সপরিবারে রথে আরোহণ করিয়া সমাগত হইয়াছিলেন এবং রথ হইতে অবতরণ করিয়া রাজাকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করিয়াছিলেন। রাজাও প্রাসাদকে (palace) জনশূন্য করিয়া বৎসরাজকে বলিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

भृत्यानां हि (सेवकानामेव) तुष्टो राजा (सन्तुष्टः प्रभुः) मानमात्रं (केवलं सम्मानं, तदचरमयं वा पदोन्नतिमात्रं वा रूपवत्) प्रयच्छति (प्रददाति तेभ्यो भृत्येभ्यः) तु (किन्तु) ते (भृत्याः) सम्मानिताः (जातसम्मानाः प्राप्तसम्मानाः) प्राणैरपि (न केवलं कर्म्मभिः, जीवनैरपि करणैः) तस्य (राज्ञः प्रभोः) उपकुर्वते (उपकारं कुर्वन्ति) ॥ १९ ॥

রাজা তুষ্ট হইয়া ভৃত্যদিগকে সম্মানমাত্র প্রদান করেন; কিন্তু ভৃত্যেরা সম্মান প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ দিয়াও রাজার উপকার করে ॥ ১৯ ॥

অতএব (আমি আশা করি) রাত্রের প্রথম প্রহরে ভূবনেশ্বরীর বনে তোমা-কর্ত্তৃক ভোজ হত হইবে, এবং পরে মস্তকটি আমার সম্মুখে আনিতে হইবে।

नात् किमपि वक्तुकामोऽस्मि, ततः सापराधमपि मे वचः क्षन्तव्यम् ॥ २० ॥

"भोजे द्रव्यं न सेना वा परिवारो बलान्वितः।
परम्पोत इवास्तेऽद्य स हन्तव्यः कथं प्रभो ?" ॥ २१ ॥
"पारम्पर्य्ये इवासक्तस्त्वत्पादे उदरम्भरिः।
तद्वधे कारणं नैव पश्यामि नृपपुङ्गव !" ॥ २२ ॥

বৎসরাজ উঠিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন,—'রাজার আজ্ঞা বলবৎ তাহা হইলেও আপনি আমায় অতিশয় স্নেহ ও যত্নের সহিত পালন করিয়াছেন বলিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। সেইজন্য আমার বাক্য অপরাধের সহিত বিদ্যমান হইলেও ক্ষমণীয়' ॥ ২০ ॥

भोजे (भोजसमीपे) द्रव्यं (मारकं भीषणं वस्तु) न (नास्ति), सेना वा (भयङ्करं सैन्यञ्चानुगतं नास्ति); बलान्वितः परिवारः (चतुरङ्गबलैः, षडङ्गबलैर्वा अन्वितः युक्तः परिवारः परिजनः पोष्यश्च प्रबलः सहायः कोऽपि नास्ति, यस्मात् भीतिर्भविष्यति); परं (केवलं) पोत इव (बालको यथा तिष्ठति अनाविष्कृतेन्द्रियः, तद्वत्) आस्ते (वर्त्तते); हे प्रभो! स कथं (किमर्थं) हन्तव्यः (घात्यः, विनिपातितव्यः स्यात्? अपि तु सर्व्वथा सहायहीनः शिशुर्न हन्तव्य एव) ॥ २१ ॥

ভোজের নিকট (কোন মারাত্মক) দ্রব্য নাই, (ভয়ের কারণ) সেনা (নাই), বলশালী পোষ্যও কেহ নাই; পরন্তু ভোজ নিজে বালকের মতই আছে। হে প্রভো! সে কেন হন্তব্য হইবে? ॥ ২১ ॥

पारम्पर्य्ये इव (परम्परया समागते आहारविहारनिद्रादौ इव) त्वत्पादे (तव चरणे) आसक्तः (अनुरागवान्, त्वच्चरणसेवापरायणः) उदरम्भरिः (स्वोदर-मात्रपूरणव्यग्रः, परोदरचिन्ताशून्यः, औदरिकः), आस्ते इति पूर्व्वेणान्वयः। हे नृपश्रेष्ठ! (अतः कारणात्) तद्वधे कारणं न पश्याम्येव। न चात्र 'परम्परा-

ततो राजा सर्वं प्रातः सभायां प्रवृत्तं वृत्तमकथयत् ॥ २३ ॥

स च श्रुत्वा हसन्नाह,—

"त्रैलोक्यनाथो रामोऽस्ति वसिष्ठो ब्रह्मपुत्रकः ।

तेन राज्याभिषेके तु मुहूर्त्तः कथितोऽभवत् ॥

मतविषये लोको यादृगनासक्तः, केवलं उदरमात्रपोषणे आसक्तः स्यात्, तादृशः सोऽपि केवलमात्मोदरपोषणरतस्त्वच्चरणसेवी वर्त्तत' इत्यर्थः, कुतो लभ्यते ह्यनासक्त इति विरुद्धोऽर्थः ? अशब्दो हि स इति ; आसक्तिस्त्वर्थः प्रतिभाति ॥ २२ ॥

দৈনিক আহার বিহার নিদ্রাদি যেমন অনুক্রমে করিতে হয় ; সেইরূপ আপনার চরণের উপরেও অনুক্রমে আসক্তিমান্ ; অধিকন্তু উদরম্ভরি স্বোদরমাত্রপোষণে রত, এরূপ যে, তাহার বধবিষয়ে কারণ কিছুই দেখি না ॥ ২২ ॥

ततो वत्सराजवाक्यश्रवणानन्तरं राजा मुञ्जः प्रातःकाले सभायां राजसभायां प्रवृत्तं प्रवृत्तिमत् सञ्जातं सर्वं वृत्तं सर्वज्ञब्राह्मणकृतभोजभविष्यन्मङ्गलकीर्त्तनरूपं संवादं कथयामास ॥ २३ ॥

বৎসরাজের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মুঞ্জ প্রাতঃকালে রাজসভায় সর্ব্বজ্ঞ-ব্রাহ্মণের সহিত ভোজের ভবিষ্যমঙ্গলবিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

श्रवणहसनयोर्मध्ये व्यापारान्तरं वारयति हास्यकरताया आतिशय्यद्योतनाय 'श्रुत्वा हसन्' इति । यदैव श्रवणं, तदैव हसनं कुर्व्वन् ; न तु मनसि किञ्चिद्गूढ़-मभिसन्धाय इत्यर्थः ।

त्रैलोक्यनाथो विष्णुरेव रामो दशरथसुतोऽस्ति, इति सत्यमासीत् ; वसिष्ठो महर्षि-रपि ब्रह्मणः सृष्टिकर्त्तुर्मानसपुत्रोऽस्ति, इत्यपि ध्रुवमासीत् ; तेन तथाविधेन ब्रह्मपुत्रेण वसिष्ठमहर्षिणा, यो हि ज्योतिःसिद्धान्तं, धर्म्मसिद्धान्तं, ब्रह्मसिद्धान्तञ्च सर्व्वथाऽभ्रान्तं चकार, तथाविधेन तेन तथाविधस्य त्रैलोक्यनाथस्य रामस्य राज्याभिषेके राज्याभिषेक-

तन्मुहूर्त्तेन रामोऽपि वनं नीतोऽवनीं विना।
सीतापहारोऽप्यभवद्वैरिञ्चिवचनं वृथा॥
जातः कोऽयं नृपश्रेष्ठ! किञ्चिज्ज्ञ उदरम्भरिः।
यदुक्त्या मन्मथाकारं कुमारं हन्तुमिच्छसि"॥ २४॥

विषयकः=राज्ये लक्षग्रामाधिपत्ये योऽभिषेकः स्थापयितुं क्रियाविशेषस्तद्विषयकी मुहूर्त्तः शुभो लग्नः कथितः वाक्यप्रबन्धेन निर्द्दिष्टः 'अस्मिन् क्षणे एतावन्तो ग्रहा एवं सन्ति, तत्फलमेवं भविष्यती'ति कृतनिर्द्देशोऽभवत्; किन्तु तन्मुहूर्त्तेन वसिष्ठनिर्द्दिष्टेन तथाविधेन शुभेन राज्याभिषेकविषयकेन लग्नेन रामोऽपि, न केवलं रामानुयायी लक्ष्मणः, तथा रामैकप्राणा सीता, तथाविधस्त्रैलोक्यनाथो रामोऽपि अवनीं विना वनं राज्यव्यतिरिक्तं अरण्यं राज्यविपरीतं वनं नीतः, स मुहूर्त्तो रामं वनमनयत्, नयते-र्द्विकर्म्मकत्वात्, तेन मुहूर्त्तेन रामो वनं नीतः, मुख्यं कर्म्म द्विकर्म्मणामुक्तं भवतीति रामे उक्ते कर्म्मणि प्रथमा। न केवलं राज्यलाभो नाभवत्, नापि केवलं वनगमनम-जायत, सीतापहारोऽपि अभवत्—सीताया अपहारश्चौर्य्यं तथैव राज्यप्राप्तिविपरीतं फलमजायत। तथा च वैरिञ्चिवचनं विरिञ्चितो यो जातः, स वैरिञ्चिर्ब्रह्मणः पुत्रो वसिष्ठस्तस्य वचनं 'अस्मिन् शुभे क्षणे रामो राजा भविष्यती'ति भविष्यद्वाक्यं वृथा जातम्; किन्तु वक्तव्यमस्य वाक्यं वृथा भविष्यतीति भावः। तदाह आक्षेपभङ्ग्या,—जात इति। हे नृपश्रेष्ठ! त्वं नृपाणां नरपालानां मध्ये श्रेष्ठः सर्वातिशायिगुणवत्त्वात्, तस्मात् त्वमेवं बोद्धुं पारयिष्यसीति कथयामि अयमुदरम्भरिः त्वदुक्तसर्वज्ञब्राह्मण औदरिकः स्वोदरमात्रपोषणव्यग्रः, स च व्यवसायीति प्रथमं वक्तव्यं, द्वितीयं किञ्चिज्ज्ञः किञ्चिदेव जानाति; नतु वसिष्ठवत् कृत्स्नसरहस्यसाङ्गवेदाध्यापक इति सर्वज्ञः, स को जातः भविष्यद्वक्ता, यदुक्त्या यस्य भविष्यद्वक्तुर्वाक्येन भोजाश्रितभविष्यद्वचनेन मन्मथाकारं कन्दर्पसमसुन्दरं कुमारं भोजं हन्तुमिच्छसि? अपि तु तद्वचनमपि वृथा भविष्यति। तस्माद् अकारणं सुतं हन्तुमनुचितमिति भावः॥ २४॥

किञ्च,—"किन्नु मे स्यादिदं कृत्वा किन्नु मे स्यादकुर्वतः।
इति सञ्चिन्त्य मनसा प्राज्ञः कुर्वीत वा न वा" ॥ २५ ॥
"उचितमनुचितं वा कुर्वता कार्य्यजातं,
परिणतिरवधार्य्या यत्नतः पण्डितेन।

বৎসরাজ তাহা শুনিয়াই হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—রাম হইতেছেন ত্রিলোকীর নাথ বিষ্ণু, এবং বসিষ্ঠ হইতেছেন ব্রহ্মার পুত্র। রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য শুভসময় সেই বসিষ্ঠই ত বলিয়াছিলেন; কিন্তু রাম সেই শুভসময়ে রাজ্য লাভের পরিবর্ত্তে ফল বনই পাইয়াছিলেন। সীতাহরণও হইয়াছিল। ব্রহ্মার পুত্রের কথাই ব্যর্থ হইয়াছিল। অতএব হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সামান্য নিজের উদরপোষণে ব্যগ্র, অতি সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ইনি আবার কে হইলেন, যার কথায় মদনের ন্যায় পরমসুন্দর রাজকুমারকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ॥ ২৪।

किञ्च न केवलमिदमेव, अन्यदपि पश्य;—प्राज्ञः प्रज्ञावान् पण्डितः इदं परिदृश्यमानं व्यवहारिकं कर्म्म—शुभमशुभं वा कृत्वा स्थितस्य मे मम—किं फलं नु इतिकं स्यात्, अकुर्वत इदमपि मे किं नु स्यात् इति सम्यक् चिन्तयित्वा कुर्वीत वा, न वा कुर्वीत? विषमन्तु सन्देहपदमपरिवर्त्तनीयं नैव कदाचित् कुर्व्वीतेति नीतिविदः ॥ २५ ॥

(সচরাচর যে সকল কর্ম্ম করা হয়, তাহার মধ্যে একটি কর্ম্ম নূতন করিয়া করিবার পূর্ব্বে) করিলে আমার কি ফল হইবে, এবং না করিলেই বা কি হইবে, মনে মনে তাহার পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্য হইলেও প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিতব্যক্তি তাহা করেন কি না সন্দেহ। (আর যাহা অত্যন্ত বিষম, যাহার ফলে ঘোরতর সন্দেহ আছে, এবং যাহার ফলের আর কখনই পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে, তাহা ত কখনই করেন না।) ॥ ২৫ ।

यतः, अतिरभसकृतानां अत्यन्तं हठकारितया कृतानां कर्म्मणां आ विपत्तेः फलरूपेभ्यो विपत्तेः प्राक् हृदयदाही दुःखितादप आतङ्करूपी वा चित्तदहनशीलो मानस-

अतिरभसकृतानां कर्मणामा विपत्ते-
र्भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः" ॥ २६ ॥

किञ्च,—

"येन सहासितमशितं, हसितं कथितञ्च रहसि विस्रब्धम्।
तं प्रति कथमसतामपि, निवर्त्तते चित्तमा मरणात्" ॥२७॥

पीडाकारी विपाकः फलरूपः परिणामः शल्यतुल्यः सांढ़मशक्यः शल्यःस्यमस्तुल्यो भवति, येन च स्वप्नेऽपि घातकी राजपुरुषान् पाशहस्तानुपेतान् पश्यति, ततः उचितं वा, अनुचितं वा कार्य्यजातं कर्म्मसमूहं कुर्वता पण्डितेन यवतः आदरेण सर्व्वेव परिणतिः परिणामरूपं फलं अवधार्य्या अवधारयितुं योग्या, अवधारणीया इति विधिर्द्रष्टव्यः ॥ २६ ॥

যে হেতু হঠকারিতায় কর্ম্ম কৃত হইলে বিপদ্ আসিবার পূর্ব্বেই দুশ্চিন্তা, বা আতঙ্করূপ মানসপীড়াকারী ফল হৃদয়ে বিদ্ধ শল্যের ন্যায় অসহনীয় হইয়া উঠে, সেই হেতু উচিতই হউক, আর অনুচিতই হউক, কর্ম্মসকল যে পণ্ডিত করিবেন, তিনি তাহার পরিণাম (ফল) অগ্রে যত্নপূর্ব্বক নিশ্চয় করিবেন। ২৬॥

किञ्च न केवलमिदमेव, अपरमपि पश्य,—

येन सह रहसि निर्जने विश्रब्धं निःशङ्कं यथास्यात् तथा आसितं उपविष्टं, अशितं—भुक्तं, रहसि विश्रब्धं च तथा कथितं उक्तञ्च, तं प्रति तस्योपरि आ मरणात् मरणात् प्राक् यावन्मरणं असतामपि, किं सतां वक्तव्यम्? सन्निरानामपि चित्तं प्रेमवन्धनः कथं केन प्रकारेण निवर्त्तते आकर्षणहीनं व्यापारवर्ज्जितं स्यात्? अपितु असम्भवं चेतसो व्यापारवर्ज्जनम् ॥ २७ ॥

আরও দেখুন,—বিশ্বাসপূর্ব্বক যাহার সহিত নির্জ্জনে উপবেশন করা হইয়াছে, ভোজন করা হইয়াছে, হাস্যপরিহাস করা হইয়াছে, এবং কথোপকথন করা হইয়াছে, মরণ না হওয়া পর্য্যন্ত অসদ্ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত তাহার উপর হইতে কি করিয়া নিবর্ত্তিত হয়? (এ ক্ষেত্রে চিত্তের আকর্ষণ না হইয়া পারেই না) ॥ ২৭॥

किञ्च,—अस्मिन् हते वृद्धस्य राज्ञः सिन्धुलस्य परमप्रीतिपात्राणि महावीरास्त्वैवानुगतौ स्थिताः ते त्वन्नगरमुल्लोलकल्लोलाः पयोधरा इव प्लावयिष्यन्ति। चिराद् बद्धमूलेऽपि त्वयि प्रायः पौरा भोजं भुवो भर्त्तारं भावयन्ति ॥ २८ ॥

किञ्च,—

"सत्यपि च सुकृतकर्मणि, दुर्नीतिश्चेत् श्रियं हरत्येव।
तैलैः सटोपयुक्तां, दीपशिखां विदलयति हि वातालिः" ॥२९॥

किञ्च न केवलमिदमेव, यदुक्तं, तस्य फलमपि पश्य,—

परमायाः प्रीतेः पात्राणि (पात्रशब्दोऽजहल्लिङ्गः) आश्रयभूताः महावीराः महान्तश्च वीरा वीर्य्यवन्तः सन्तस्तवानुगतौ स्थिता अनुगता राजत्वादनुगच्छन्ति; नतु प्रीत्या; तस्मात्ते महावीरा उल्लोलकल्लोलाः उल्लोला उद्गतचाञ्चल्याश्चपलाः कल्लोला अव्यक्तध्वनिकारिणो महातरङ्गा येषां, ते तथा, पयोधरा मेघा इव त्वन्नगरं प्लावयिष्यन्ति जलेनेव रुधिरेण मज्जयिष्यन्ति। चिराच्चिरं कालं व्याप्य त्वयि राज्ञि बद्धमूलेऽपि विहितपादेऽपि बद्धं विहितं मूलं पादं येन, यथाहि पादपो बद्धमूलो नोन्मूलनयोग्य एवं त्वयि उपायादिनाऽनुन्मूलनीयेऽपि सति प्रायः पौराः पुरवासिनः सर्वे प्रायेण भोजं कुमारं भुवो भर्त्तारं पृथिव्याः पतिं राजानमेव भावयन्ति चिन्तयन्ति, शीघ्रात् भावयिष्यन्ति भविष्यत्सामीप्ये लट्। तथाच तवोच्छेदो भोजस्य नाम्नैव राज्यं भविष्यतीतिभावः ॥ २८

কেবল তাহাই নহে;—ভোজ তোমাকর্ত্তৃক হত হইলে বৃদ্ধরাজা সিন্ধুলের অত্যন্ত প্রণয়পাত্র যে সকল মহাবীর এখন তোমার অনুগতিতে অবস্থান করিতেছে (অনুগত আছে), তাহারা অত্যন্তচঞ্চলতরঙ্গশালী জলধরনিকরবৎ শোণিতপ্রবাহে তোমার নগর প্লাবিত করিবে; কারণ, তুমি বহুকাল ধরিয়া উপায়াদি দ্বারা দৃঢ়পদ হইলেও পুরবাসীরা প্রায় সকলেই ভোজকে পৃথিবীর অধীশ্বর বলিয়া মনে করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

देव ! पुत्रवधः क्वापि न हिताय” इत्युक्तं वत्सराजवचन-माकर्ण्य राजा कुपितः प्राह, “त्वमेव राज्याधिपतिः; न तु सेवकः ॥ ३० ॥

“स्वाम्युक्ते यो न यतते स भृत्यो भृत्यपाशकः।
तज्जीवनमपि व्यर्थमजागलकुचाविव” ॥ ३१ ॥

अस्ति मे पुण्यातिशयो, येनाहं राजा संवृत्त इत्यपि मैवं वोच इत्याह किञ्चेति। न केवलं नगरे शोणितप्लावनं, तव विनाशोऽप्यवश्यंभावी; यस्मात् सुकृतकर्म्मणि पुण्यकर्म्मणि सत्यपि दुर्नीतिश्चेत् दुष्टा दुःखकरी नीतिर्यदि कृता स्यात्, तर्हि सा दुर्नीतिः श्रियं सौभाग्यलक्ष्मीं, श्लेषात् जीवितत्वविज्ञापनं श्रीकारं एव हरति, तं दुर्नीतिमन्तं नाशयति विश्रीकं करोतीत्यर्थः। स्मर्य्यते च जीवतां नाम्नः श्रीपूर्वकत्वं स्मृतौ। तथाहि वातालिः वातानामालिः समूहः प्रबलो वायुः सदा तैलैः स्नेहैरुपयुक्तां उपयोग-सम्पन्नां कार्य्यदक्षां अनुकूलां इष्टसिद्धिसाधनव्यापारविशिष्टां दीपशिखां प्रदीपज्वालां विदलयति बलान्नाशयति। अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः ॥ २९ ॥

পুণ্য কর্ম্ম থাকিলেও যদি দুষ্টা নীতির অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে সেই দুর্নীতিই সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বিনাশ করিয়া থাকে; (কেবল তাহাই নহে, তাহার নামের শ্রী হরণ করে, অর্থাৎ মারিয়া ফেলে)। দেখ, প্রবল বায়ু তৈলপূর্ণ দীপশিখা বলপূর্ব্বক নির্ব্বাপিত করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

অতএব হে দেব ! পুত্রবধ কখনই মঙ্গলের নহে। এইরূপ কথিত বৎসরাজের বাক্য আকর্ণন করিয়া (শুনিয়া), রাজা মুঞ্জ কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—তুমিই রাজ্যের অধীশ্বর; সেবক নও ? ॥ ৩০ ॥

यो भृत्यः स्वाम्युक्ते स्वामिना प्रभुणा आदिष्टे कर्म्मणि न यतते यत्नेनादेशं न पालयति, स भृत्यपाशकः कुत्सितो भृत्यः, भृत्यशब्दात् कुत्सितार्थे पाशप्रत्ययः, पश्चात् गर्हार्थे कप्रत्ययश्च। तेन निन्दनीयोऽपि। अजागलकुचाविव अजायाश्छागल्या गले

ततो वत्सराजः कालोचितमालोचनीयमिति मत्वा तूष्णीं बभूव। अथ लम्बमाने दिवाकरे उत्तुङ्गसौधोत्सङ्गादवतरन्तं कुपितमिव कृतान्तं वत्सराजं वीक्ष्य समिता अपि विविधेन मिषेण स्वभवनानि प्रापुर्भीताः सभासदः। ततः स्वसेवकान् स्वागारपरित्राणार्थं प्रेषयित्वा रथं भुवनेश्वरीभवनाभिमुखं विधाय भोजकुमारोपाध्यायाकारणाय प्राहिणोदेकं वत्सराजः। स चाह पण्डितम्, "तात! त्वामाकारयति वत्सराज" इति। सोऽपि तदाकर्ण्य वज्राहत इव भूताविष्ट इव ग्रहग्रस्त इव तेन सेवकेन करे धृत्वाऽऽनीतः पण्डितः। तञ्च बुद्धिमान् वत्सराजः सप्रणाममित्याह, "पण्डित! तात! उपविश, राजकुमारं जयन्तम् अध्ययनशालाया आनय" इति। आयान्तं जयन्तं

जातौ कुचौ स्तनौ इव तज्जीवनमपि तस्य प्रभोर्जीवनं प्राणा अपि व्यर्थं निष्प्रयोजनं निष्फलं प्रभुत्वविरहात्। यद्वा तज्जीवनमपि भृत्यपोषकजीवनमपि व्यर्थं अजागलकुचाविव। तस्मात् सोऽपि हन्तव्य इति भावः॥ ३१॥

যে ভৃত্য প্রভুর আদেশ যত্নপূর্ব্বক পালন না করে, সে কেবল কুৎসিত নহে, নিন্দনীয়ও বটে; আবার ছাগীর গলে জাত স্তনদ্বয়ের ন্যায় সেই প্রভুর জীবনও নিষ্ফল (যিনি তাদৃশ ভৃত্যের পোষক;) অথবা তাদৃশ কুৎসিত ও নিন্দনীয় ভৃত্যের জীবনও (ভরণ পোষণও) নিষ্ফল, যেমন ছাগীর গলস্তন; (সুতরাং তাহাকে মারিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য)। ৩১॥

ततस्तद्वाक्यश्रवणानन्तरम्। लम्बमाने विलम्बिते दिवाकरे दिवसावसानसमये। समिताः समागत्य मिलिताः। विविधेन मिषेण छलेन। स्वागारपरित्राणार्थं भाविन्या विपदो रक्षितुं स्वं गृहं; नगरप्लावनरूपा हि भाविनी विपद्। आयान्तं आगमनं

कुमारं किमप्यधीतं पृष्ट्वाऽऽनैषीत्। ततः प्राह पण्डितम्, "विप्र! भोजकुमारमानय" इति। ततो विदितवृत्तान्तो भोजः कुपितो ज्वलन्निव शोणितेक्षणः समेत्य प्राह, "आः पाप! राज्ञो मुख्यकुमारम् एकाकिनं मां राजभवनाद् वहिरानेतुं तव का नाम शक्तिः"? इति वामचरणपादुकामादाय भोजेन तालुदेशे हतो वत्सराजः। ततो वत्सराजः प्राह, "भोज! वयं राजादेशकारिणः" इति। अथ बालं रथे निवेश्य, खड्गमपकोशं कृत्वा जगामाशु महामायाभवनम्। ततो गृहीते भोजे लोकाः कोलाहलं चक्रुः; हुंभावश्च प्रवृत्तः; किं किमिति ब्रुवाणा भटा विक्रोशन्त आगत्य सहसा भोजं बधाय नीतं ज्ञात्वा हस्तिशालामुष्ट्रशालां वाजिशालां रथशालां प्रविश्य सर्वे जघ्नुः। ततः प्रतोलीषु राजभवनप्राकारवेदिकासु वहिर्द्वारविटङ्केषु पुरसमीपेषु भेरिपटहमुरजमड्डुकडिण्डिमनिनदाडम्बरेणाम्बरं विडम्बितमभूत्। केचिद्विमलासिना, केचिद्-

---

कुर्वन्तं, नयन्तं वशीकुर्वन्तं (कुमाराणां सौभाग्यसूचकं विशेषणं प्रायो दृष्टम्) कुमारं भोजं किमप्यधीतं पृष्ट्वाऽध्यापक आनैषीत्—आनिनाय ; ततस्तत्र विलम्बमसहमानः सन् वत्सराजः पुनः प्राह। प्रतोलीषु रथ्यासु, अभ्यन्तरेषु पथिषु वा, राजभवनप्राकारवेदिकासु राजभवनप्राचीरलग्नासु वेदिकासु, वहिर्द्वारविटङ्केषु वहिर्द्वारावस्थितेषु उपवेशनस्थानेषु। भेरिः ढक्का, पटहो रणढक्का, मुरजो मृदङ्गः, मड्डुको मर्द्दलं, डिण्डिमो ढोलम्, तेषामाडम्बरो वाद्यध्वनिः, रणवाद्यं, तेन अम्बरं आकाशः विडम्बितं क्लेशितम्।

তারপর বৎসরাজ সময়োপযোগী আলোচনা করা কর্ত্তব্য, এইরূপ মনে করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়াছিলেন। অনন্তর দিবাকর সূর্য্য বিস্তৃত আকার ধারণ করিলে

বিষেণ, কেচিৎ কুন্তেন, কেচিৎ পাশেন কেচিদ্বহ্নিনা, কেচিৎ পরশুনা, কেচিদ্ভল্লেন, কেচিত্তোমরেণ, কেচিৎপ্রাসেন, কেচিদম্মদ্ধারায়াং ব্রাহ্মণযোষিতো, রাজপুত্রা, রাজসেবকা, রাজানঃ, পৌরাশ্চ প্রাণপরিত্যাগং দধুঃ। ততঃ সাবিত্রীসংজ্ঞা ভোজস্য জননী বিশ্বজননীব স্থিতা দাসীমুখাৎ স্বপুত্রসংস্থিতিমাকর্ণ্য করাভ্যাং নেত্রেঽপিধায় রুদতী প্রাহ, "পুত্র! পিতৃব্যেণ কাং দশাং গমিতোঽসি? যে ময়া নিয়মা উপবাসাশ্চ ত্বৎকৃতে কৃতাঃ, তেঽদ্য মে বিফলা জাতাঃ! দশাপি দিশাং মুখানি শূন্যানি! পুত্র! দৈবেন সর্বজ্ঞেন সর্বশক্তিনা সৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ঃ! পুত্র! এনং দাসীবর্গং সহসা বিচ্ছিন্নশিরসং পশ্য" ইত্যুক্ত্বা ভূমা-

---

কুন্তেন বেধাস্ত্রেণ, পাশেন রজ্জ্বাদিনা, পরশুনা কুঠারেণ, ভল্লেন ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষেণ, তোমরেণ, প্রাসেন চ। ব্রাহ্মণযোষিতো ব্রাহ্মণস্ত্রিয়ঃ। স্বপুত্রসংস্থিতিং নিজপুত্রস্যাবস্থাং। নিয়মা ব্রতাদিরূপাঃ, উপবাসঃ ক্ষপি। দশসংখ্যকানি দিঙ্মুখানি শূন্যানি

(বৈকাল বেলায়) অত্যন্ত সমুন্নত রাজভবনের মধ্য হইতে অবতরণকারী বৎসরাজকে কুপিত যমের ন্যায় দেখিয়া, যে সকল সভ্যেরা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা নানাপ্রকার ছল করিয়া ভয়ে নিজ নিজ বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। তারপর বৎসরাজ নিজবাটী রক্ষার জন্য নিজ ভৃত্যদিগকে পাঠাইয়া রথকে ভুবনেশ্বরীর বাটীর অভিমুখ করিয়া, কুমার ভোজের উপাধ্যায়কে ডাকিবার জন্য একজনকে প্রহিত করিয়াছিলেন। সে লোক যাইয়া পণ্ডিতকে বলিয়াছিল, পণ্ডিতমহারাজ! বৎসরাজ তোমাকে ডাকিতেছেন। পণ্ডিত সেই কথা শ্রবণ করিয়া, বজ্রাহতের ন্যায়, ভূতাবিষ্টব্যক্তির ন্যায়, গ্রহগ্রস্ত মানবের ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং সেই সেবক তাঁহার হাত ধরিয়া আনিয়াছিল।

वपतत्। ततः प्रदीप्ते वैश्वानरे समुद्भूतधूमस्तोमेनेव मलीमसे नभसि पापत्रासादिव पश्चिमपयोनिधौ लग्ने मार्त्तण्डमण्डले महामायाभवनमासाद्य प्राह भोजं वत्सराजः, "कुमार! ज्योतिःशास्त्रविशारदेन केनचिद् ब्राह्मणेन तव राज्यप्राप्ता-वुदीरितायां राज्ञा भवद्वधो व्यादिष्टः" इति ॥ ३२ ॥

त्वां विना पश्यामीत्यर्थः। प्रदीप्ते वैश्वानरे वह्नौ प्रोज्ज्वलिते सति समुद्भूतानां सञ्जातानां धूमानां स्तोमेन राशिना नभसि आकाशे मलीमसे मलिने सति (प्रायः सन्ध्यायां नगराकाशो दत्तानलचुल्लीसमुत्थधूमव्याप्तो भवतीति दृष्टवदुक्तिः) अन्यत्र भटादिभिः प्रदत्तानलगेहसमुत्थधूमेन, वह्निना त्यक्ते देहे सञ्जातेन धूमेन च समले सत्याकाशे, पापत्रासादिव संसर्गजपापभयादिव, (पापिसंसर्गी हि पापायेति चिन्तयन्निव) पश्चिमपयोनिधौ पश्चिमसमुद्रे मार्त्तण्डमण्डले लग्ने सति संयुक्ते, अन्यत्र लग्ने लज्जिते (कथं पुनरेभ्यो मुखं दर्शयिष्यामीति लज्जया लोहितमुखे भास्करे जलमज्जनेनात्मानं हन्तुमुद्यते सतीव सूर्य्ये) सायमित्यर्थः॥ ३२।

বুদ্ধিমান্ বৎসরাজ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পণ্ডিতমহারাজ! বসুন। জয়ন্ত রাজকুমারকে পাঠশালা হইতে আনয়ন :করুন। পণ্ডিতও আগমনকারী জয়ন্ত কুমারকে পঠিত কিছু কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আনিয়াছিলেন। (ধীরে ধীরে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া) বৎসরাজ আবার বলিয়াছিলেন, ওহে ব্রাহ্মণ! কুমার ভোজকে আনয়ন করুন। এইরূপ আদেশ দ্বারা ভোজ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া কুপিত হইয়াছিলেন, এবং রক্তচক্ষু হইয়া ক্রোধে যেন জ্বলিতে জ্বলিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, আরে পাপ! আমি রাজার মুখ্য কুমার; আমাকে একাকী রাজবাটী হইতে বাহিরে আনিবার তোমার কি শক্তি আছে? (কোন্ অধিকার আছে?) এই কথা বলিয়া বামপদের পাদুকা লইয়া ভোজ বৎসরাজের তালুদেশে প্রহার করিয়াছিলেন। পাদুকাপ্রহার খাইয়া বৎসরাজ

বলিয়াছিলেন, দেখ কুমার! আমরা রাজার আদেশপালনকারী মাত্র। এই কথা বলিয়া ভোজকে রথে নিবেশিত করিয়া, কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া মহামায়ার বাটীতে শীঘ্রই গমন করিয়াছিলেন। এইভাবে ভোজকে লইয়া গেলে সকললোক কোলাহল করিয়াছিল। চারিদিকে হুঙ্কার প্রবৃত্ত হইয়াছিল (প্রতিশোধ লইবার পূর্ব্বে হয় যে হুঁ, তাহা সকলেই করিয়াছিল, অর্থাৎ সকলেই সেই অপরাধের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল)। কি! কি! এই কথা বলিতে বলিতে যোদ্ধাসকল নিষ্ঠুরভাবে চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া, ভোজ হত্যার জন্য নীত হইয়াছেন জানিয়া হস্তিশালা (পিলখানা), উষ্ট্র-শালা (উঠখানা), ঘোটকশালা (আস্তাবল্) ও রথশালায় প্রবেশ করিয়া সকলকে হত করিয়াছিল। তারপর সমস্ত পথে, রাজবাটীর প্রাচীরে যে বেদিকা, তাহাতে, বহির্দ্বারোপরিস্থিত উপবেশনস্থানসকলে, এবং অন্তঃপুরের নিকটে ঢাক, রণঢক্কা, মৃদঙ্গ, মাদল ও ঢোলকের বাদ্য দ্বারা সমস্ত আকাশ তোলপাড় করিয়া ফেলিয়াছিল। কেহ কেহ শাণিত তরবারি দ্বারা, কেহ কেহ বিষ দ্বারা, কেহ কেহ কুন্তনামক অস্ত্রদ্বারা, কেহ কেহ রজ্জু আদি পাশ দ্বারা, কেহ কেহ বহ্নি দ্বারা, কেহ কেহ কুঠার দ্বারা, কেহ ভল্ল দ্বারা, কেহ কেহ তোমর দ্বারা, কেহ কেহ প্রাসনামক শস্ত্র দ্বারা, কেহ কেহ জল দ্বারা (জলে ডুবিয়া) ধারানগরীতে ব্রাহ্মণস্ত্রীসকল, রাজপুত্রসকল, রাজভৃত্যসকল, রাজা সকল এবং অন্যান্য পুরবাসী সকল প্রাণ পরিত্যাগ (আত্মহত্যা) করিয়াছিল। এই সকল ব্যাপার ঘটিলে পর, সাবিত্রীনাম্নী কুমার ভোজের জননী যেন সমগ্র বিশ্বের জননী ভগবতীর ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি দাসীর মুখে নিজপুত্রের অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া দুই হস্তের দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় ঢাকিয়া রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, হায় বাছা! পিতৃব্যের দ্বারা কি অবস্থাই পেলি রে! আমি তোর জন্য যে সকল বারব্রত উপবাসাদি করিয়াছি, সে সকল আমার আজ বিফল হইয়া গেল! হায়! দশদিক্ যে শূন্যময়! বাছা রে! সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি দেব দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ত্রিবর্গই পরিত্যক্ত হইয়া গেল! বাছা রে! দেখ এই দাসীসকল একটাও

भोजः प्राह,—

"रामे प्रव्रजनं बलेर्नियमनं पाण्डोः सुतानां वनं,
वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपते राज्यात्परिभ्रंशनम्।
कारागारनिषेवणञ्च मरणं सञ्चिन्त्य लङ्केश्वरे,
सर्वः कालवशेन नश्यति नरः को वा परित्रायते" ॥ ३२ ॥

অবিচ্ছিন্নমস্তকে নাই—এইরূপ বিলাপ করিয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। পরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহা হইতে সঞ্জাত ধূমরাশিদ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন হওয়ায় যেন পাপের ভয়েই সূর্য্যমণ্ডল পশ্চিমসমুদ্রে নিমগ্ন হইলে (জলে ডুবিয়া মরিতে উদ্যত হইলে) মহামায়ার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বৎসরাজ ভোজকে বলিয়াছিলেন,—কুমার! কোনও জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ দ্বারা তোমার রাজ্যপ্রাপ্তি কথিত হইলে রাজাকর্ত্তৃক তোমার বধের আদেশ হইয়াছে॥ ৩২।

रामे सम्बन्धविवक्षायां षष्ठीस्थाने सप्तमी छन्दोऽनुरोधात्। रामस्य प्रव्रजनं सन्न्यासं वनवासं; बलेर्बलिनामकदैत्यराजस्य नियमनं भूतलात् प्रच्याव्य पातालपुरे स्थापनं, पाण्डोः सुतानां पञ्चपाण्डवानां सस्त्रीकानां वनं वनवासं, वृष्णीनां यादवानां निधनं ध्वंसः, नलस्य नृपतेः नलराजस्य राज्यात् परिभ्रंशनं वनवासादिकञ्च, कारागारनिषेवणञ्च कारागृहभोगश्च, लङ्केश्वरस्य रावणस्य मरणं सञ्चिन्त्य मनसालोच्य 'सुस्थोऽस्मि संप्रति' इति शेषः। यतः सर्वः प्राणभृत् कालवशेन कालस्य नियतिकालस्य मृत्योः प्रजापतेर्वशेन कर्त्तृत्वाधीनतया नश्यति—देहेन चिरविच्छिन्नसम्बन्धी भवति; को वा नरः—मानुषः को वा परित्रायते रक्ष्यते, मानुषः कः, यो जीविष्यति चिरम्? ॥ ३२ ॥

ভোজ বলিয়াছিলেন—

রামের সন্ন্যাস (বনবাস), বলিকে পৃথিবী হইতে বিচ্যুত করিয়া পাতালে স্থাপন, সস্ত্রীক পাণ্ডুপুত্রদিগের বনবাস, বৃষ্ণিবংশের ধ্বংস, নলরাজের রাজ্য

"लक्ष्मीकौस्तुभपारिजातसहजः सूनुः सुधाम्भोनिधे,-
र्देवेन प्रणयप्रसादविधिना मूर्ध्ना धृतः शम्भुना।
अद्याप्युज्झति नैव दैवविहितं क्षैण्यं क्षपावल्लभः,
केनान्येन विलङ्घ्यते विधिगतिः पाषाणरेखासखी" ॥ २४ ॥

হইতে পতন ও কারাগারভোগ, এবং লঙ্কেশ্বর রাবণের মরণ মনে মনে আলো-চনা করিয়া আমি সুস্থই আছি। যেহেতু সকল প্রাণীই (কি মানুষ, কি দেব, কি যক্ষ, কি রক্ষঃ) মৃত্যুর কর্ত্তৃত্বাধীন বলিয়া নিশ্চয় মরিবে; মানুষ ত কোন্ ছার, যে রক্ষা পাইবে? ॥ ৩৩ ॥

क्षपावल्लभः निशापतिश्चन्द्रः सुधाम्भोनिधेः सुधासमुद्रस्य क्षीरोदसागरस्य सूनुः सुतः, अतएव लक्ष्मीकौस्तुभपारिजातसहजः, लक्ष्मीश्च, कौस्तुभश्च, पारिजातश्च, ते तथा, तेषां सहजः (सह जायते इति डः) सहोदरभ्राता; शम्भुना शिवेन देवेन प्रणयप्रसादविधिना प्रार्थनाजनितानुग्रहलक्षणेन (इत्थम्भावे तृतीया) इत्थं भूतं प्रार्थनाजनितानुग्रहलक्षणं यत्, मूर्ध्ना मस्तकैकदेशेन भालेन धृतः; तथापि दैव-विहितं भाग्यविधिजातं क्षैण्यं क्षीणत्वं ह्रासम् अद्यापि नोज्झति न त्यजति एव। तथाहि पाषाणरेखासखी शिलाङ्कितलेखासहचरी विधिगतिर्भाग्यफलप्राप्तिः प्राक्तन-कर्म्मकृतनियतिरन्येन केन विलङ्घ्यते? अपि तु नैव निर्मञ्छितुं पार्य्यते ॥ २४ ॥

চন্দ্র ক্ষীরোদসাগরে জাত বলিয়া লক্ষ্মী, কৌস্তুভমণি ও পারিজাতের সহোদর-ভ্রাতা; দেবদেব শিব প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া এতই অনুগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপে চন্দ্রকে ললাটদেশে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই চন্দ্র ভাগ্যফলে আজিও ক্ষীণতাকে (হ্রাস হওয়ায়) পরিত্যাগ করিতেই পারিতেছে না। শিলায় কৃত রেখার ন্যায় ভাগ্যের ফল মুছিয়া ফেলিতে অন্য আর কে সমর্থ হইবে? ॥ ৩৪ ॥

"अम्भोधिः स्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां,
मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायताम्।
वह्निः शीतलतां हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया,
लीलादुर्ललिताद्भुतव्यसनिने देवाय तस्मै नमः" ॥ ३५ ॥

ततो वटवृक्षस्य पत्रमादाय, एकेन पुटीकृत्य, जङ्घां छुरिकया च्छित्त्वा, तत्र पुटके रक्तमासेच्य, तृणेन कस्मिंश्चित् पत्रे कञ्चन श्लोकं लिखित्वा वत्सं प्राह, "महाभाग! एतत्पत्रं नृपाय

यस्य देवस्य, इच्छया कामेन, अम्भोधिर्जलनिधिः समुद्रः, स्थलतां जलशून्याकृत्रिमरूपम्, आयाति प्राप्नोति ; एवं स्वभाववैपरीत्यं सर्वत्र वर्णनीयम्। धूलीलवः धूलिलेशः कणमिता धूलिर्महत्परिमाणं शैलतां शिलोच्चयरूपं पर्वतभावम्। कणकमयो मेरुर्महानपि मृत्कणतां कणमितं मृत्तिकारूपं क्षुद्रं कोमलं तुच्छञ्च। कुलिशतां वज्रभावम्। तृणप्रायतां तृणसदृशरूपम्। शीतलतां करकावत्। दहनतां दाहकभावम्। लीलायाः विलासस्य, दुर्ललितं दुरीप्सितम् अनिष्टम्, अद्भुतञ्च तद्व्यसन कामजो वा कोपजो वा दोषः, तन्नित्यं यस्यास्तीति तादृशाय, यद्वा क्रीडैव अनिष्टं विस्मयकरं व्यसनं यस्य नित्यसम्बद्धं, तस्मै देवाय नमः अस्त्विति शेषः। अस्त्येवं जगदीश्वरस्य व्यसनं ; नरेश्वरस्य तु कैव कथा इति भावः ॥ ३५ ॥

যাঁহার অঘটনঘটনাপটীয়সী ইচ্ছায় জলনিধি সমুদ্র জলশূন্য অকৃত্রিম ভূমিরূপ প্রাপ্ত হয়, স্থল জলনিধিরূপ, কণামাত্র ধূলি পর্ব্বতরূপ, সুবর্ণপর্ব্বত মেরু মৃত্তিকার কণামাত্র আকৃতি, তৃণ বজ্রের রূপ, বজ্র তৃণের সমান প্রকৃতি, অগ্নি করকার ন্যায় শীতলভাব ও হিম, দাহক অগ্নির ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হয়, যাঁহার ক্রীড়াই হইতেছে অনিষ্ট, বিস্ময়জনক ব্যসন (কুক্রিয়া); তাহাও আবার নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সেই দেবকে নমস্কার। (এরূপ কুক্রিয়া যখন জগদীশ্বরেরও আছে, তখন আর মানুষের কথা কি)? ॥ ৩৫ ॥

दातव्यम्, त्वमपि राजाज्ञां विधेहि" इति। ततो वत्सराजस्यानुजो भ्राता भोजस्य प्राणपरित्यागसमये दीप्यमानमुखश्रियमवलोक्य प्राह ॥ २६ ॥

"एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः।
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यत्तु गच्छति" ॥ २७ ॥

তারপর বটবৃক্ষের একটি পত্র লইয়া, তাহার একাংশে পুটীকরণ (ঠোঙ্গা, দোনা) করিয়া ছুরিকা দ্বারা জঙ্ঘা (গুল্‌ফের উপর, জানুর নিম্নস্থান, হাঁটুর নিম্নস্থান) ছিন্ন করিয়া সেই পত্রপুটকে (পাতার ঠোঙ্গায়) রক্ত ধরিয়া তৃণ দ্বারা অন্য কোনও এক পত্রে কোনও একটি শ্লোক লিখিয়া বৎসরাজকে বলিয়াছিলেন,—'হে মহাভাগ! এই পত্রখানি নরপতি মুঞ্জকে দিতে হইবে। তুমিও এখন রাজার আদেশ পালন কর।' ভোজ এই কথা বলিলে পর, বৎসরাজের কনিষ্ঠভ্রাতা ভোজের প্রাণপরিত্যাগের সময়ে দেদীপ্যমান মুখশ্রী দেখিয়া বলিয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

धर्मो विहितक्रियासाध्यः स गुणविशेषः पुण्यम्, एक एव मुख्य एव सुहृत् मित्रं, यो निधनेऽपि किं जीवनकाले, मरणकालेऽपि जीवमनुयाति गच्छन्तमनुगच्छति ; किन्तु शरीरेण प्राणत्यक्तदेहेन समं साकं सह अन्यत् धर्मभिन्नं मानमनुष्यत्वादिकं सर्वं नाशं गच्छति नश्यति, जीवं परित्यजतीति सर्वैरेव तुच्छमन्यद्विहाय धर्मे विशेषाग्रहः करणीय इति भावः ॥ २७ ।

(বেদাদিশাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম করিতে উপদেশ আছে, সেই সকল কর্ম্ম করিলে যে একপ্রকার অদৃষ্ট পদার্থ জন্মে, সেই পুণ্যনামক) ধর্ম্মই হইতেছে মুখ্য মিত্র ; কারণ, জীবনকালের কথা আর কি বলিব, মরণকালেও যে, সে জীবের অনুগমন করিয়া থাকে ; কিন্তু ধর্ম্মভিন্ন আর সকলই শরীরের সহিত নাশ পাইয়া থাকে ; (তাহারা জীবকে পরিত্যাগ করে ; সুতরাং তুচ্ছ মান ও মনুষ্যত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরক্ষার্থে সকলেরই যত্ন করা উচিত) ॥ ৩৭ ॥

"ন ততো হি সহায়ার্থে মাতা ভার্য্যা চ তিষ্ঠতি।
ন মিত্রপুত্রৌ ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ" ॥ ৩৮ ॥
"বলবানপ্যশক্তোঽসৌ ধনবানপি নির্ধনঃ।
শ্রুতবানপি মূর্খশ্চ যো ধর্ম্মবিমুখো জনঃ" ॥ ৩৯ ॥

ততস্তদনন্তরং মৃত্যোঃ পশ্চাৎ মাতা ভার্য্যা চ সহায়ার্থং সাহায্যং কর্ত্তুং ন তিষ্ঠতি হি নিশ্চিতম্। ন মিত্রং পুত্রশ্চ তিষ্ঠতঃ, নাপি জ্ঞাতিস্তিষ্ঠতি; কিন্তু কেবলো নির্দ্দোষো নিশ্চিতো ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি সহায় ইতি ধর্ম্মোঽপরিহার্য্য ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

মৃত্যুর পর মাতা ও ভার্য্যা সাহায্য করিতে সমর্থ হন না, ইহা নিশ্চয়ই; মিত্র এবং পুত্রও সহায়তা করিতে অক্ষম; জ্ঞাতিও তথৈবচ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় করা আছে যে, তখন ধর্ম্মই সহায় হইয়া থাকেন। (এই জন্য ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে নাই) ॥ ৩৮ ॥

যো জনো ধর্ম্মবিমুখো ধর্ম্মে পরাঙ্মুখো ভবতি, অসৌ সঃ বলবানপি সংগ্রামাদৌ বলসাধ্যে কর্ম্মণি অশক্তঃ শক্তিহীনো দুর্ব্বলঃ, ন হি বলেন ধনমানেতুং শক্যং, তুল্যয়োর্বিদুষোরেকং দরিদ্রং পরো ধনবান্ দুঃখীকরোতীতি দৃষ্টং; তৎ কস্য হেতোঃ? অদৃষ্টস্য কারণস্য তং প্রতি সমুদ্ভবাৎ। এবং ধনবানপি নির্ধনো ভবতি, দস্যুতস্করাদিভির্হৃতসর্ব্বস্বত্বাৎ। তথা শ্রুতবানপি শাস্ত্রীয়জ্ঞানবান্ সন্নপি মূর্খো ভবতি লৌকিকে খলু ব্যবহারে দৌর্ভাগ্যাৎ, প্রয়োগাপরিজ্ঞানাৎ, অস্থানে প্রয়োগকরণাদিতি ধর্ম্মঃ আশ্রেয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

যে জন ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হয়, সে বলবান্ হইলেও (সংগ্রামাদি বলসাধ্য কর্ম্মে) শক্তিহীন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; (পক্ষান্তরে দেখা যায়,—বল থাকিলে ও বলের প্রয়োগ করিলেও সে বল দ্বারা ধন আনয়ন করিতে পারা যায় না; দুই জনেই সমান বিদ্বান্; কিন্তু তন্মধ্যে একজন ধনবান্ অন্য দরিদ্র-বিদ্বান্‌জনকে দুঃখিত করে; আচ্ছা কি হেতু এরূপ হয়? না, তাহার পক্ষে অদৃষ্ট ধর্ম্মই কারণ। সেই

"इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः।
गत्वा निरौषधस्थानं स रोगी किं करिष्यति" ॥ ४० ॥
"जरां मृत्युं भयं व्याधिं यो जानाति स पण्डितः।
स्वस्थस्तिष्ठेन्निषीदेद्वा स्वपेद्वा केनचिद्धसेत् ॥

ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ বলিয়া সে অর্জ্জনে সমর্থ, অন্যে অসমর্থ,; সেইরূপ ধনবান্ হইলেও (দস্যুতস্করাদিতে লুণ্ঠপাঠ করিয়া লয়,) সে নির্দ্ধনই হয়; সেইরূপ শাস্ত্রীয় জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হইলেও (ধর্ম্মহীন ব্যক্তি লৌকিক ব্যাপারে) মূর্থই থাকিয়া যায়, (দুর্ভাগ্যবশতঃ হয় ত জ্ঞানের প্রয়োগ করিতে জানে না, না হয় ত অস্থানেই জ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া বসে। এই সকল কারণে ধর্ম্মে আস্থা করা কর্ত্তব্য) ॥ ৩৯ ॥

यो जनः, इहैव जीवतां पारिदृश्यमाने भूलगूले, नरकव्याधिर्भाविन्या नरकरूपपीड़ायाः चिकित्साम् उपशमोपायं पुण्यानुष्ठानं न करोति नैव विधत्ते, स रोगी नरकव्याधिमान् पापतापसम्पन्नः निरौषधस्थानं निर्नास्ति औषधं रोगोपशमोपायो यत्र, तत् तथा, निरौषधम् उपशमोपायरहितञ्च तत् स्थानं परलोकं गत्वा किं करिष्यति? अपि तु उपशमोपायं न कञ्चनावलम्बितुं पारयिष्यति, अस्य कर्मभूमितयाऽन्यस्य भोगभूमित्वाद् यन्त्रणामिव भोक्तव्यं पापस्य फलमिति भावः ॥ ४० ॥

যে ব্যক্তি এই কর্ম্মভূমিতে থাকিয়া নরকরূপ পীড়ার নিবৃত্তির উপায় (পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান) করিতে না পারে, সেই নরকরূপ ব্যাধিগ্রস্ত পাপের সন্তাপপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঔষধহীন (উপশমের উপায়রহিত) সেই ভোগভূমি পরলোকে গিয়া কি করিবে? (সেখানে গিয়া উপশমের কোনই উপায় [পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান] করিতে ত পারিবে না) ॥ ৪০ ॥

जरां या हि सेन्द्रियं शरीरं जरयन्ती स्वयञ्च जीर्य्यति, तां जीर्णतां वार्द्धक्यावस्थां, मृत्युं मरणं देहप्राणयोरत्यन्तं सम्बन्धविच्छेदं, भयं कारणाज्ञानात् त्रासं, व्याधिं पीड़ां स्वभावाद्विपरीतं भावमादधाति यस्तं विषमताघटकं यो जानाति,

तुल्यजातिवयोरूपान् हृतान् पश्यति मृत्युना ।
न हि तत्रास्ति ते त्रासो वज्रवत् हृदयं तव"॥४१॥ इति ।

निरुक्तकारो यास्को हि षड्भावविकारमाह—"जायते, अस्ति, वर्द्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यती"ति । अत्र जन्म तावद् गर्भस्य जरा भवति, कुक्षिस्थितिं जरयत् तस्य क्षणेनान्तर्द्धानात् ; बाल्यं डिम्भस्य जरा, कौमारं बाल्यस्य, कैशोरं कौमारस्य, यौवनं तस्य, तस्य प्रौढ़ं, तस्य वार्द्धक्यमिति निर्ज्जरः कः स्यात् ? तथा तथा तथैव मृत्युरित्यस्तु तः कः ? कारणाज्ञानमपि कुत्र नास्तीति अभयोऽप्यदृष्टचर एव । तथा व्याधिरपि सदैव, स्वभाव एव विषमताघटको, विकारशीलत्वात् ; न हि किञ्चिदपि सत्त्वं विकारमननुभूय दृश्यते । तस्मादसुखकरं सर्वमिति यो विजानाति, स पण्डितः वेदोज्ज्वलबुद्धिर्मानवः स्वस्थः स्वस्मिन्नकस्मिन्नात्मनि यस्तिष्ठति, स तथा स्वास्थ्यवान् सन् तिष्ठेदवस्थितिं सर्वथा सर्वत्र कुर्य्यात्, गतिनिवृत्तिं वा कुर्य्यात्, अथवा केनचिदन्येन सहायेन सह निषीदेदुपविशेद्वा, स्वपेद्वा युवतिजनेन सह, हसेद्वा प्रियजनेन, येन येन निषीदति, स्वपिति, हसति च, तान् सर्व्वान् तुल्यजातिवयोरूपान् तुल्यानि समानानि जातिर्ब्राह्मणत्वादि, वयः षोड़शवर्षादि, रूपं सुन्दरताकारणञ्च, तानि येषां, ते तथा, तान् मृत्युना अत्यन्ततः सम्बन्धवियोग-स्वरूपेण निदानेन हृतान् आत्मसात् कृतान् पश्यति प्रत्यक्षीति, "मृत्युनैवेदमावृतमासीत्, नान्यत् किञ्चन मिषत्" । "स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं सर्व्वमसृजत ।" इत्येवमादिश्रुतिशतेभ्यः । मृत्सृष्टो घटो मृण्मय इव मृत्युसृष्टमिदं सर्वं मृत्युमयमिति । तथाच पण्डितः सर्व्वं सर्वदा मृत्युग्रस्तं पश्यतीति न कस्यचित् कृते प्राणान्तेऽपि पापकं करोति । चित्रं ह्येतत्, यत् ते तव हन्तुमुद्यतस्य तत्र मरणे अवश्यम्भाविनि नहि त्रासो भयमस्ति ; अहो ! तव हृदयं वज्रवत् कठोरमिति ॥ ४१ ॥

জরা জীর্ণ করে, নিজেও জীর্ণ হয় ; দেহ ও প্রাণের অত্যন্ত সম্বন্ধ বিচ্ছেদের নাম মৃত্যু, কারণের জ্ঞান না থাকিলে যে ত্রাস হয় তাহাকে ভয় বলে, যে, স্বভাব

ততো বৈরাগ্যমাপন্নো বৎসরাজঃ ভোজং "ক্ষমস্ব" ইত্যুক্ত্বা প্রণম্য তস্য রথে নিবেশ্য নগরাদ্বহির্বনে তমসি গৃহমাগমষ্য ভূমিগৃহান্তরে নিক্ষিপ্য ভোজং ররক্ষ। স্বয়মেব কৃত্রিমবিদ্যাবিদ্ভিঃ সুকুণ্ডলং স্ফুরদ্বক্ত্রং নিমীলিতনেত্রং ভোজকুমারমস্তকং কারয়িত্বা তচ্চাদায় কনিষ্ঠো রাজভবনং গত্বা রাজানং নত্বা প্রাহ, "শ্রীমতা যদাদিষ্টং তৎ সাধিতম্" ইতি। ততো রাজা চ পুত্রবধং জ্ঞাত্বা

হইতে বিপরীত ভাবের উৎপাদন করে, সেই বিষম স্বভাবের জনক হইতেছে ব্যাধি; এই গুলিকে যে জানে;—যে জানে যাহা জন্মায়, তাহার জরা সঙ্গের সাথী; মৃত্যু উৎপত্তিস্থান বলিয়া অবশ্যম্ভাবী; কারণের জ্ঞান ত কাহারও হইতে পারে না; সুতরাং ভয় দুষ্পরিহার্য্য; ব্যাধি ত বিষমভাবজনক, তাহা এই বিকারশীল দেহে কোন্ ক্ষণে নাই? যে বেদ পাঠ করিয়া উজ্জ্বলা বুদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই পণ্ডিত এরূপ জানিয়া সুস্থ অবস্থায় (একমাত্র আত্মার একাকিত্ব অবস্থায়) অবস্থান করুক, বা সেই সুস্থ অবস্থায় থাকিয়া সকলের উপর যাওয়ার নিবৃত্তি করুক, আর অন্য কেহ, তা যুবতিজনই হউক, আর যেই হউক, দ্বিতীয়ব্যক্তির সহিত উপবেশন করুক, বা নিদ্রাই যাউক, অথবা হাস্যপরিহাস করুক; সে ব্যক্তি সেই সহচরদিগকে জাতি, বয়স ও রূপে সমান বলিয়া মৃত্যুগ্রস্তই প্রত্যক্ষ করে; কারণ, এ জগতের প্রথমতঃ মৃত্যুই ছিল, আর কিছুই ছিল না। পরে সেই মৃত্যু হইতে এ সকল হইয়াছে, শ্রুতি এই কথা বলেন। শ্রুতিজ্ঞানবান্ ব্যক্তি সকলসময় সকলকেই মৃত্যুগ্রস্ত দেখে বলিয়া প্রাণান্তেও পাপ করে না; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ভোজকে বধ করিতে উদ্যত যে তুমি, তোমার সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুতে ভয় নাই! অহো তোমার হৃদয় বজ্রের ন্যায় কঠোর!!! ॥ ৪১ ॥

১ আগমষ্য আগমনং কারয়িত্বা। ভূমিগৃহাভ্যন্তরে কৃত্রিমগুহামধ্যে। নিক্ষিপ্য বাসয়িত্বা ভোজং ররক্ষ পালয়ামাস। স্বয়মেব অন্যৈরলক্ষিতঃ স কনিষ্ঠো বৎসরাজঃ।

तमाह, "वत्सराज! खड्गप्रहारसमये तेन पुत्रेण किमुक्तम्" इति। वत्सस्तत्पत्रमदात्। राजा स्वभार्य्याकरेण दीपमानीय तानि पत्राक्षराणि वाचयति ॥ ४२ ॥

"मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालङ्कारभूतो गतः,
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः।

कृत्रिमविद्याविद्भिः प्राकृतैः कारुभिः। कनिष्ठो वत्सराजः। वत्सः कनिष्ठो वत्सराजः। वाचयति संवादयति स्म। ४२।

কনিষ্ঠভ্রাতার বাক্যশ্রবণের পর বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইয়া 'ভোজ আমায় ক্ষমা কর" এই কথা বলিয়া বৎসরাজ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক রথে চড়াইয়া, নগরের বাহির দিয়া গাঢ় অন্ধকারে বাটীতে আনিয়া কৃত্রিম গুহার মধ্যে বাস করাইয়া ভোজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই কনিষ্ঠ বৎসরাজ অন্যের অলক্ষিত ভাবে নিজেই কৃত্রিমবিদ্যাবিৎ কারুকরদিগের দ্বারা সুন্দরকুণ্ডলবিশিষ্ট, প্রফুল্ল-বদন, মুদ্রিতনয়ন কুমার ভোজের মস্তক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এবং সেটি লইয়া রাজবাটীতে গিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন,—'শ্রীমান্ যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সমাধা করা হইয়াছে।' কনিষ্ঠ বৎসরাজের কথা শুনিয়া রাজা মুঞ্জ পুত্রকে হত্যা করা হইয়াছে জানিয়া 'বৎসরাজ! খড়্গের প্রহারকালে সেই পুত্র কি কিছু বলিয়াছিল?' এই কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া কনিষ্ঠ বৎসরাজ সেই পত্রখানি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। রাজা মুঞ্জ নিজের ভার্য্যার হাত দিয়া দীপ আনিয়া পত্রে লিখিত অক্ষরগুলি (শ্লোকটি) পড়িতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

किं तत्तदाह,—"मान्धाते"ति। मान्धाता नाम महीपतिः पृथिवीश्वरः कृतयुगालङ्कारभूतः सन् कृतं (न दुष्कृतम्) पुण्यम्, तस्य युगं मिलनकालविशेषः, तस्यालङ्कार-स्वरूपः, नाहम्ः पुण्यकारी मान्धाताऽभूत्, यत्तेन पुण्यमयकालोऽपि सुशोभित

অন্যে চাপি যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যাতা দিবং ভূপতে,
নৈকেনাপি সমঙ্গতা বসুমতী মুঞ্জ ত্বয়া যাস্যতি" ॥ ৪২ ॥

রাজা চ তদর্থং জ্ঞাত্বা শয্যাতো ভূমৌ পপাত। ততশ্চ দেবীকরকমলচালিতচেলাঞ্চলানিলেন সসংজ্ঞো ভূত্বা, "দেবি!

ইবাসীত্, সোঽপি গতঃ অতীতো মৃতঃ। চকারো ভিন্নক্রমঃ। অপরশ্চ অসৌ স দশাস্যান্তকঃ দশাননিধনকারী ত্রেতাযুগালঙ্কারভূতো রামচন্দ্রঃ ক্ব কুত্র গত ইতি শেষঃ, যেন দশাস্যান্তকেন মহোদধৌ মহাসমুদ্রে ন তু পসাগরে (অপি) সেতুঃ সেতুবন্ধো জলবন্ধো বিরচিতঃ বিনির্ম্মিতোঽসাধ্যসাধনং কৃতম্। হে ভূপতে! অন্যে যুধিষ্ঠিরাদয়োঽপি ধর্ম্মাত্মানো দ্বাপরযুগালঙ্কারভূতা রাজানঃ সন্তোঽপি দিবং স্বর্গং যাতা গতাঃ প্রাপ্তাঃ। তেষামেকেন পুণ্যাত্মনা রাজ্ঞাপি সমং সহ বসুমতী রত্নপ্রসূতিঃ পৃথিবী ন গতা ন চ গমনং কৃতবতী, অদ্যাপ্যত্রৈব চ; কিন্তু হে মুঞ্জ! নিশ্চিতং ত্বয়া কলিযুগাবতারেণ পুত্রঘাতিনা রাজ্ঞা সহ অতঃ পরং যাস্যতি গমিষ্যতি, যতঃ পৃথিব্যাঃ কৃতে ত্বদধীনোঽহং পুত্রঃ শিশুরপি হত্যার্থে প্রেষিত ইতি। অহো বিচিত্রা বিষয়াসক্তির্যত্ পৌত্রো নির্দ্দোষোঽপি শিশুরপি হননযোগ্যঃ সঞ্জাত ইতি। হে মূঢ়! নিজমরণং সর্ব্বসম্বন্ধলোপঞ্চ চিন্তয়েতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

মান্ধাতাও একজন ভূপতি ছিলেন, এবং তিনি (পুণ্যময়) সত্যযুগের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াও মরিয়া গিয়াছেন; যিনি মহাসাগরেও সেতু নির্ম্মাণ (করিয়া ত্রিলোকবিজয়ী দশাননের নিধন) করিয়াছিলেন, সেই ত্রেতাযুগের অলঙ্কার, রাবণদমন রামচন্দ্র এখন কোথায়? আর যুধিষ্ঠিরাদি অন্য (ধর্ম্মময়) রাজারা দ্বাপরযুগের অলঙ্কার হইলেও সকলেই স্বর্গে গিয়াছেন, রত্নপ্রসূ পৃথিবী তাঁহাদিগের একজনেরও সঙ্গে যায় নাই; কিন্তু হে ভূপতে! নিশ্চয় সে তোমার সঙ্গে যাইবে ॥ ৪৩ ॥

দেবীকরকমলচালিতচেলাঞ্চলানিলেন দেব্যা রাজ্ঞ্যা, ন মহিষ্যা, করকম-

মাং মা স্পৃশ, হা হা পুত্রঘাতিনম্” ইতি বিলপন্ কুরর ইব, দ্বারপালানানায্য “ব্রাহ্মণানানয়ত” ইত্যাহ। ততঃ স্বাজ্ঞয়া সমাগতান্ ব্রাহ্মণান্ নত্বা “ময়া পুত্রো হতঃ ; তস্য প্রায়শ্চিত্তং বদধ্বম্” ইতি বদন্তং তে তমূচুঃ, “রাজন্! সহসা বহ্নিমাবিশ” ইতি। ততঃ সমেত্য বুদ্ধিসাগরঃ প্রাহ—‘যথা ত্বং রাজাধমঃ, তথৈব অমাত্যাধমো বৎসরাজঃ। তব কিল রাজ্যং দত্ত্বা সিন্ধুলনৃপেণ তেন ত্বদুৎসঙ্গে ভোজঃ স্থাপিতঃ। তচ্চ ত্বয়া পিতৃব্যেণান্যৎ কৃতম্ ॥ ৪৪ ॥

লেন চালিতস্য বীজিতস্য চেলাঞ্চলস্য বস্ত্রপ্রান্তস্য অনিলেন বায়ুনা। কুরর ইব কুরল উৎক্রোশপক্ষীব বিলপন্ খিদ্যন্ উচ্চৈঃ (ওহ্, ওহোহোহো ইত্যাদিকম্) শোকব্যঞ্জকশব্দং কুর্ব্বন্। সহসা হঠাৎ অকস্মাৎ। তব কিল রাজ্যং দত্ত্বেতি দদাতের্মুখ্যার্থাভাবাদেব (স্বস্বত্বধ্বংসপূর্ব্বকপরস্বত্বোৎপত্ত্যনুকূলব্যাপারো নাত্র দাধাত্বর্থঃ ; কিন্তু অভিসন্ধিপূর্ব্বকপরকরায়ত্তীকরণমাত্রম্ গৌণোঽর্থঃ। অতস্তবেতি সম্বন্ধে ষষ্ঠী ; ন তু তুভ্যমিতি সম্প্রদানে চতুর্থী।) পালনার্থং করে স্থাপয়িত্বা। অন্যৎ কৃতং—ন রচিতং ; কিন্তু ভক্ষিতম্ ॥ ৪৪ ॥

রাজাও সেই পত্রের অর্থ জানিয়া শয্যা হইতে ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। অনন্তর রাজ্ঞীর করকমলদ্বারা সঞ্চালিত বস্ত্রাঞ্চলের বায়ু দ্বারা সচেতন হইয়া ‘দেবি! আমাকে স্পর্শ করিও না। হায় আমি পুত্রঘাতী!’ এই বলিয়া কুররের (কুরর পাখীর) ন্যায় খেদ করিয়া দ্বারপালদিগকে আনাইয়া ‘ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন কর’ এই কথা বলিয়াছিলেন। তারপর নিজের আজ্ঞায় সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া ‘আমি পুত্রহত্যা করিয়াছি. আপনারা তার প্রায়শ্চিত্ত বলুন’ এই কথা বলিলে, তাঁহাকে তাঁহারা বলিয়াছিলেন ‘মহারাজ! আপনি হঠাৎ অগ্নি

"कतिपयदिवसस्थायिनि, मदकारिणि यौवने दुरात्मानः।
विदधति तथापराधं, जन्मैव यथा वृथा भवति" ॥ ४५ ॥
"सन्तस्तृणोत्सारणमुत्तमाङ्गात्, सुवर्णकोट्यर्पणमामनन्ति।
प्राणव्ययेनापि कृतोपकाराः, खलाः परे वैरमिवोद्वहन्ति" ॥४६॥

প্রবেশ করুন।' ব্রাহ্মণদিগের উক্তি শেষ হইলে বুদ্ধিসাগর আসিয়া বলিয়াছিলেন—'যেমন তুমি রাজাধম, তেমনি বৎসরাজ তোমার অমাত্যাধম। তোমার নিকট পালনের জন্য রাজ্য রাখিয়া সেই রাজা সিন্ধুল তোমার ক্রোড়ে ভোজকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তুমি পিতৃব্য হইয়া তাহা বিপরীত করিলে, রক্ষণ না করিয়া ভক্ষণ করিলে' ॥ ৪৪ ॥

कतिपयदिवसं स्थातुं शीलं यस्य, तत् किञ्चित्कालावस्थानस्वभावं, तस्मिन्; मदं उन्मादनां मत्ततां कर्त्तुं शीलं यस्य, तत् मत्तताजनकस्वभावं, तस्मिन्, यौवने काले यौवनावस्थायां दुरात्मानो जनास्तथा तादृशमपराधं अपराधकरं कर्म्म तथा विदधति अनुतिष्ठन्ति, यथा येनापराधजनककर्म्मानुष्ठानेन अस्य अनुष्ठातृवर्गस्य जन्मैव मानवकुले उत्पत्तिरेव वृथा निरर्थकं भवति। मानवजन्मनः सार्थकतायै यौवने न प्रमदितव्यमिति नीतिविदः; तच्चान्यथा कुर्वता जन्मैव ते कलङ्कोज्ज्वलं कृतमिति भावः ॥ ४५ ॥

কতিপয় দিনের জন্য স্থায়ী, মত্ততাজনক যৌবনকালে দুরাত্মারা তাদৃশ অপরাধকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, যদ্দ্বারা তাহাদিগের মানবকুলে জন্মটাই নিরর্থক হইয়া পড়ে ॥ ৪৫ ॥

सन्तः साधव उत्तमाङ्गात् मस्तकात् तृणोत्सारणं तृणस्यापसारणमपि कोटिसंख्यकसुवर्णनिर्म्मितमुद्रायाः दानसमं कथयन्ति बहु मन्यन्त इत्यर्थः। परे शत्रव इव खलाः क्रूराः हिंसकाः प्राणव्ययेन प्राणपातेन कृत उपकारो येषां, ते कृतोपकारा अपि वैरं वैरिभावं शत्रुतां उद्वहन्ति उद्भावयन्ति। अतः सिन्धुलकृतोपकारोऽयं खलो राजा मुञ्जोऽद्य तत्सुतं हत्वा वैरमुदभावयदिति भावः ॥ ४६ ॥

"উপকারস্থাপকারো তস্য ব্রজতি বিস্মৃতিম্।
পাষাণহৃদয়স্যাস্য জীব ইত্যভিধা মুধা" ॥ ৪৭ ॥
"যথাঙ্কুরঃ সুসূক্ষ্মোঽপি প্রযত্নেনাভিরক্ষিতঃ।
ফলপ্রদো ভবেৎ কালে তথা লোকঃ সুরক্ষিতঃ" ॥ ৪৮ ॥

সাধুরা মস্তক হইতে তৃণ ফেলিয়া দেওয়াও কোটিসংখ্যক সুবর্ণমুদ্রা দানের সমান বলিয়া থাকেন। আর শত্রুর ন্যায় খলেরা, প্রাণপাত করিয়া তাহার উপকার করিলেও তাহাতে শত্রুতার উদ্ভাবনা করিয়া থাকে ॥ ৪৬।

তস্য খলস্য উপকার এব অপকারী অপকারশীলঃ, যতঃ বিস্মৃতিং বিপরীতাং স্মৃতিং 'মহদপকারায় মেঽয়মুপকারঃ কৃত' ইত্যেবংরূপাং অপকারফলকত্বস্মৃতিং ব্রজতি প্রাপ্নোতি ; তাদৃশস্মৃতিবিষয়ী ভবন্ কৃতজ্ঞতায়াঃ কারণং ন ভবতীত্যর্থঃ। অস্মাৎ কারণাৎ পাষাণনির্ম্মিতহৃদয়স্য অস্য খলস্য 'জীব' ইতি অভিধা সংজ্ঞা মুধা বৃথা ; নির্জ্জীবঃ পাষাণ ইতি সার্থকমস্য নাম ভবতীতি খল উপেক্ষাপাত্রমিতি ভাবঃ ।৪৭॥

খলের প্রতি উপকার করাই অপকারের কারণ, যেহেতু উপকার বিপরীত স্মৃতিকে প্রাপ্ত হয়। (উপকার করিলে খল মনে করে, এটি আমার একটি মহৎ অপকার করিবার জন্যই করিয়াছে ;) সুতরাং এই পাষাণহৃদয় খলের জীব-নাম বৃথা ; কারণ, জীব উপকারকে ভুলিতে পারে না। ৪৭ ॥

অঙ্কুরো বীজপ্ররোহঃ সুসূক্ষ্মোঽপি নিরতিশয়ক্ষুদ্রোঽপি, তথা ফলং প্রদদাতি। যদি ভোজো রক্ষিতোঽভবিষ্যত, তর্হি ফলমপ্যদাস্যৎ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮।

যেমন অতিশয় ক্ষুদ্র অঙ্কুরও অত্যন্ত যত্নে প্রতিপালিত হইলে কালে ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ মানবও প্রতিপালিত হইলে কালে ফল দিয়া থাকে ; (সুতরাং ভোজ যদি পালিত হইত, তাহা হইলে সেও তোমার অশেষ উপকার করিতে পারিত)। ৪৮।

"हिरण्यधान्यरत्नानि धनानि विविधानि च।
तथान्यदपि यत्किञ्चित् प्रजाभ्यः स्युर्महीभृताम्" ॥ ४९ ॥
"राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापपराः सदा।
राजानमनुवर्त्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा" ॥ ५० ॥

ततो रात्राविव वह्निप्रवेशनं निश्चिन्वति राज्ञि सर्वे सामन्ताः पौराश्च मिलिताः। "पुत्त्रं हत्वा पापभयात् भीतो नृपतिर्वह्निं प्रविशति" इति किंवदन्ती सर्वत्राजनि। ततो बुद्धिसागरो द्वारपालमाहूय "न केनापि भूपालभवनं प्रवेष्टव्यम्" इत्युक्त्वा

महीभृतां राज्ञां, तानि सर्वाणि, प्रजाभ्यः कारणेभ्यः, स्युर्भवन्ति। ऐश्वर्य्याणां कारणं प्रजैवेति प्रजाहननमनैश्वर्य्याय संवृत्तमिति भावः ॥ ४९ ॥

স্বর্ণ, ধান্য, রত্ন, এবং বিবিধ ধনসকল, আর তদ্ভিন্ন অন্য যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, রাজার সে সকলই প্রজাদিগের নিকট হইতেই হইয়া থাকে। (অতএব প্রজা ঐশ্বর্য্যের হেতু বলিয়া তাহার হত্যা তোমার অনৈশ্বর্য্যের জন্যই হইয়াছে) ॥ ৪৯ ।

धर्म्मिष्ठा धर्म्मानुष्ठानपराः प्रजा भवन्ति। पापपराः पापपरायणाः। राजानमनुवर्त्तन्ते राजवदाचरन्ति। अतएवोक्तं गीतायां श्रीभगवता;—

"यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते" ॥ इति

राज्ञस्तव ईदृशं पापाचरणं प्रजानामुत्सादने कारणं जातमिति भावः ॥ ५० ॥

রাজা ধার্ম্মিক হইলে প্রজারাও ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়া থাকে। রাজা সর্ব্বদা পাপাচারী হইলে প্রজারাও সর্ব্বদা পাপপরায়ণ হইয়া উঠে। প্রজারা রাজার অনুকরণেই চলিয়া থাকে। যেমন রাজা, তেমনই প্রজা হয়। ৫০ ।

निश्चिन्वति निश्चयं कुर्व्वति सति। किंवदन्ती जनश्रुतिः। करकलितदन्तीन्द्रदन्तदण्डः करेण कलितो धृतः करकलितः, दन्तिनां हस्तिनामिन्द्रः श्रेष्ठः दन्तीन्द्रो

নৃপমন্তঃপুরে নিবেশ্য সভায়ামেকাকী সন্ উপবিষ্টঃ। ততো রাজমরণবার্ত্তাং শ্রুত্বা বৎসরাজঃ সভাগৃহমাগত্য বুদ্ধিসাগরং নত্বা শনৈঃ প্রাহ, "তাত! ময়া ভোজরাজো রক্ষিতঃ" ইতি। বুদ্ধিসাগরস্য কর্ণে তস্য কিমপ্যকথয়ৎ। তচ্ছ্রুত্বা বৎসরাজশ্চ নিষ্ক্রান্তঃ।

ততো মুহূর্ত্তেন কোঽপি করকলিতদন্তীন্দ্রদন্তদণ্ডো বিরচিতপ্রত্যগ্রজটাকলাপঃ কর্পূরকরম্বিতভসিতোদ্বর্ত্তিতসকলতনুঃ, মূর্ত্তিমান্ মন্মথ ইব স্ফটিককুণ্ডলমণ্ডিতকর্ণযুগলঃ

গজরাজস্তস্য দন্তঃ দন্তীন্দ্রদন্তঃ, দন্তীন্দ্রদন্তনির্ম্মিতো দণ্ডঃ দন্তীন্দ্রদন্তদণ্ডঃ, করকলিতো দন্তীন্দ্রদন্তদণ্ডো যস্য, স তথা; করধৃতগজদন্তনির্ম্মিতযষ্টিঃ; বিরচিতানি প্রত্যগ্রাণি নবানি জটানাং কলাপানি সমূহানি যেন, স তথা নির্ম্মিতনূতনজটাসমূহঃ; কর্পূরেণ করম্বিতং মিলিতং যদ্ ভসিতং ভস্ম, তেন উদ্বর্ত্তিতা কৃতানু-

তারপর রাজা মুঞ্জ রাত্রিতেই বহ্নি প্রবেশ করিবেন নিশ্চয় করিলে সামন্তগণ ও পৌরগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। 'পুত্র হত্যা করিয়া নরপতি মুঞ্জ পাপভয়ে ভীত হইয়া বহ্নিতে প্রবেশ করিতেছেন' এইরূপ এক জনশ্রুতি সকল স্থলেই উঠিয়াছিল। তারপর বুদ্ধিসাগর দ্বারপালকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে 'কাহাকেও রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না।' এবং রাজাকে অন্তঃপুরমধ্যে রাখিয়া একাকীই সভাতে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার পরে রাজার মরণ-সংবাদ শুনিয়া বৎসরাজ সভাগৃহে আসিয়া বুদ্ধিসাগরকে প্রণাম (বা নমস্কার) করিয়া খুব ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, 'মহাত্মন্! আমি ভোজরাজকে রক্ষা করিয়াছি।' পরে যে উপায়ে রক্ষা করা হইবে, বুদ্ধিসাগর বৎসের কর্ণে সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও কিছু বলিয়াছিলেন।

কৌষেয়কৌপীনো মূর্ত্তিমাংশ্চন্দ্রচূড় ইব সভাং কাপালিকঃ সমাগতঃ। তং বীক্ষ্য বুদ্ধিসাগরঃ প্রাহ্, "যোগীন্দ্র! কুত আগম্যতে, কুত্র তে নিবেশশ্চ? কাপালিকে ত্বয়ি যচ্চমৎকারকারী কলাবিশেষ ঔষধবিশেষোঽপ্যস্তি" ॥ ৫১ ॥

যোগী প্রাহ,—

"দেশে দেশে ভবনং, ভবনে ভবনে তথৈব ভিক্ষান্নম্।
সরসি চ নদ্যাং সলিলং শিবশিব তত্ত্বার্থযোগিনাং পুংসাম্" ॥ ৫২ ॥

লেপনা সকলা তনুঃ শরীরং যস্য, স তথা কর্পূরমিশ্রিতভস্মানুলিপিতসর্বাঙ্গঃ; স্ফটিকযুক্তাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতমলঙ্কৃতং কর্ণযুগলং যস্য, স তথা স্ফটিকগুটিকাযুক্তকুণ্ডলালঙ্কৃতকর্ণযুগলঃ; কৌষেয়ং কৃমিকোষোত্থং কৌপীনং যস্য, স তথা। নিবেশঃ শিবিরমাস্থানং বা ॥ ৫১ ॥

এ সকল কথা শুনিয়া বৎসরাজ তথা হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। বৎসরাজ চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই হস্তে হস্তিদন্তনির্ম্মিতযষ্টি ধারণ করিয়া সদ্যোবিরচিত-জটাসমূহে বিরাজিত, কর্পূরমিশ্রিতভস্মদ্বারা অনুলিপ্তসর্ব্বাঙ্গ, মূর্ত্তিমান্ মন্মথসদৃশ স্ফটিকযুক্তকুণ্ডল দ্বারা সুশোভিতকর্ণদ্বয়, কৃমিকোষজাতীয় বস্ত্রের কৌপীনধারী, মূর্ত্তিমান্ চন্দ্রশেখর মহাদেবের ন্যায় কোনও কাপালিক সভাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধিসাগর তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যোগিরাজ! কোথা হইতে আপনার আগমন, এবং কোথায় বা আপনার আস্থান? দেখিতেছি আপনি কাপালিক; সুতরাং আপনার নিকট নিশ্চয় বিস্ময়জনক কলাবিশেষ, ও ঔষধবিশেষ আছেই, দয়া করিয়া বলুন ॥ ৫১ ॥

তত্ত্বার্থযোগিনা তত্ত্বং ব্রহ্ম, চতুর্ব্বিংশত্যাত্মকং (ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমগন্ধরস-রূপস্পর্শশব্দনাসিকাজিহ্বাচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রবাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থমনোঽহঙ্কার-বুদ্ধিপ্রকৃতি-রূপম্) পঞ্চাত্মকং বা (কাল-ব্র-ঈশ-শিব-শক্তিরূপম্) পঞ্চমকারাত্মকং বা (মদ্য-

"ग्रामे ग्रामे कुटी रम्या, निर्झरे निर्झरे जलम्।
भिक्षायां सुलभं चान्नं विभवैः किं प्रयोजनम् ॥ ५२ ॥

मांसमत्स्यमुद्रामैथुनरूपं वा) अर्थो विषयो यस्य, स तथा तत्त्वार्थः, स चासौ योगश्चेति तत्त्वार्थयोगः निरूपितपदार्थविषयकचित्तवृत्तिनिरोधः। स विद्यतेऽस्येति तत्त्वार्थयोगी। तेषां निरूपितपदार्थविषयकचित्तवृत्तिनिरोधवताम्। पुंसामिति पुंस्त्वस्य सार्थक्यकारिणां; नतु क्लीवानाम्। एतेन तीव्रसम्वेगवत्त्वमावेदितम्। तीव्रश्च सम्वेगः साधनविषयिणी अतिप्रवलेच्छा येषां, तेषामासन्नतमः समाधि-लाभः फलञ्च भवतीति योगभाष्यम्। योग एव येषां प्रयोजनं, देहस्याधिकार-परिपालये च तेषामन्नपानमात्रं प्रयोजनीयं, नान्यत् किञ्चिदिति तत्सुलभतायां सत्यां कलाविशेषः चतुःषष्टिकलानां गीतं वाद्यं नृत्यमित्यादिकामसूत्रप्रोक्तानां विद्यानां विशेषः सर्वासु मध्ये एकतमाया विद्यायाः प्रकर्षस्तथा औषधविशेषः वन्ध्यात्व-खण्डनकरः वाजीकरणकरः सुभगङ्करकर इत्येवमादिको वा किमर्थमादास्यते इति योगिनो वचनाभिसन्धिः ॥ ५२ ॥

যোগী বলিলেন,—

যে সকল পুরুষের, সাধনার বিষয় তত্ত্বপদার্থকে অবলম্বন করিয়া চিত্তেরসর্ব্ববিধ ব্যাপারের একেবারে নিরোধ ঘটানই একমাত্র প্রয়োজনীয়, হা শিব! হা শিব! (তাহাদিগের দেহপালনার্থ অন্ন ও পানের মাত্র আবশ্যক বলিয়া) দেশে দেশে অনেক বাড়ীঘর আছে, বাড়ী বাড়ী ভিক্ষার অন্ন আছে, এবং সরোবরে সরোবরে ও নদীতে নদীতে জলও আছে। (তাহাদিগের কামসূত্রোক্ত গীত, বাদ্য, নৃত্য ইত্যাদি চতুঃষষ্টিকলাবিদ্যার কোনও একটি, দুইটি, বা বহুবিধ বিদ্যা ও বন্ধ্যাত্ব-খণ্ডনকর, বাজীকরণ (পামর লম্পটাদির গ্রাহ্য ঔষধব্যবহারোপায়) ও সুভগঙ্কর কর (যদ্দ্বারা সুভগ হওয়া যায়, দুর্ভাগ্য আর থাকে না, ইহাও কামসূত্রের "ঔপনিষদিক" অধিকরণে কথিত হইয়াছে।) ইত্যাদি ঔষধবিশেষের প্রয়োজন কি?) ॥ ৫২ ॥

তমভিপ্রায়মভিব্যনক্তি,—"গ্রাম" ইত্যাদি। কুটী তৃণরচিতক্ষুদ্রগৃহং 'কুঁড়ে'

देव ! अस्माकं नैको देशः, सकलभूमण्डलं भ्रमामः, गुरुपदेशे तिष्ठामः, निखिलं भुवनतलं करतलामलकवत् पश्यामः, सर्पदष्टं विषव्याकुलं रोगग्रस्तं शस्त्रभिन्नशिरस्कं कालशिथिलितं तात ! तत्क्षणादेव विगतसकलव्याधि-सञ्चयं कुर्म्मः" इति ॥ ५४ ॥

राजापि कुड्यान्तर्हित एव श्रुतसकलवृत्तान्तः सभामागतः,

इति यस्य भाषा। सा च कुटीचकानामाश्रयस्थानं गृहस्थानां गृहमिव, रम्या रमणीया निवसतियोग्या ; उक्तं हि उपनिषदि,—"चतुर्विधा भिक्षवस्ते कुटीचक-बहूदकौ हंसः परमहंसश्च" इत्येवमादिना। अत्र श्लोके केवलं कुटीचकानां भिक्षूणा-मुपायः प्रदर्शितः, पूर्वत्र तु साधारण्येनेत्यपुनरुक्तिः ॥ ५२ ॥

যাহারা কুটিচক সন্ন্যাসী ; তাহাদিগের নিবাসার্থ কুটী (তৃণনির্ম্মিত কুঁড়ে) গ্রামে গ্রামে বাসের যোগ্যরূপে অবস্থিত আছে। নির্ঝরে নির্ঝরে (ঝর্ণায় ঝর্ণায়) সুপেয় জল আছে। আর ভিক্ষা করিলে অন্নও সুলভে পাওয়া যায় ; সুতরাং তাহাদিগের বিভবের আবশ্যক কি ? ॥ ৫৩ ॥

মহারাজ ! আমাদিগের একটি দেশ নহে। আমরা সমস্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। গুরু যে উপদেশ করিয়াছেন, সেই উপদেশেই চলিয়া আসিতেছি (সাধনের অনুষ্ঠান করিতেছি), সমগ্র ভুবনকে করামলকবৎ (একটি আমলকীফল হস্তে লইলে যেমন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দেখা যায়, সেইরূপ) দেখিয়া থাকি, যে ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করিয়াছে, যে বিষদ্বারা ব্যাকুল হইয়াছে, যে উৎকট রোগে আক্রান্ত, শস্ত্রদ্বারা যাহার মস্তক স্কন্ধ হইতে বিছিন্ন হইয়াছে, যে ব্যক্তির মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে মহাত্মন্ ! তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই জড়িতপীড়াসকল হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকি। ৫৪ ॥

कुड्यान्तर्हितः कुड्यया देहल्या अन्तर्हितः अन्तर्द्धानं प्राप्त एव। गूढरूपेणेति

कापालिकं दण्डवत्प्रणम्य "योगीन्द्र! रुद्रकल्प! परोपकार-परायण! महापापिना मया हतस्य पुत्त्रस्य प्राणदानेन मां रक्ष" इत्याह। अथ कापालिकोऽपि "राजन्! मा भैषीः, पुत्त्रस्ते न मरिष्यति, शिवप्रसादेन गृहमेष्यति। परं श्मशान-भूमौ बुद्धिसागरेण होमद्रव्याणि प्रेषय" इत्यवोचत्। ततो राजा "कापालिकेन यदुक्तं, तत् सर्वं तथा कुरु" इति बुद्धि-सागरः प्रेषितः। ततो रात्रौ गूढ़रूपेण भोजोऽपि तत्र नदी-पुलिने नीतः, 'योगिना भोजो जीवित' इति प्रथा च समभूत्। ततो गजेन्द्रारूढ़ो वन्दिभिः स्तूयमानो भेरीमृदङ्गादिघोषैर्जगद्व-धिरीकुर्वन् पौरामात्यपरिवृतो भोजराजो राजभवनमगात्।

विशेषणे तृतीया। गूढ़रूपप्राप्त इत्यर्थः। प्रथा प्रसिद्धिः लोकप्रतीतिरित्यर्थः। रोदिति अकारणमरणस्मरणात्। तस्मिन्निति, यदर्थं भोजो मरणमुखं गत इति। जयन्तं सम्भावितयौवराज्यं श्रीमन्तं कुमारम्। भोजनिकाशे भोजस्य प्रसादनिमित्त'

রাজাও দেওয়ালের পার্শ্বে থাকিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া সভায় আসিয়াছিলেন, এবং কাপালিককে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মহাদেবের ন্যায় যোগি-শ্রেষ্ঠ! হে পরোপকারপরায়ণ! আমি মহাপাপী, পুত্রহত্যা করিয়াছি। আপনি তাহার প্রাণদান করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। অনন্তর কাপালিকও বলিয়া-ছিলেন, রাজন্! ভয় পাইবেন না; আপনার পুত্র মরিবে না; শিবের প্রসাদে আপনার পুত্র গৃহে আসিবে। আপনি আমার কথা শুনিয়া কোনও এক শ্মশানে বুদ্ধিসাগরের সহিত হোমের দ্রব্যসকল পাঠাইয়া দিন। কাপালিকের কথা শুনিয়া রাজা মুঞ্জ, কাপালিক যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে 'সেই সকল কর' এই কথা বুদ্ধিসাগরকে বলিয়া, পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধিসাগর চলিয়া গেলে পর

राजा च तमालिङ्ग्य रोदिति। भोजोऽपि रुदन्तं मुञ्जं निवार्य्य अस्तौषीत्। ततः सन्तुष्टो राजा निजसिंहासने तस्मिन्निवेशयित्वा छत्रचामराभ्यां भूषयित्वा तस्मै राज्यं ददौ। निजपुत्रेभ्यः प्रत्येकमेकैकं ग्रामं दत्त्वा परमप्रेमास्पदं जयन्तं भोजनिकाशे निवेशयामास। ततः परलोकपरित्राणो मुञ्जोऽपि निजपट्टराज्ञीभिः सह तपोवनभूमिं गत्वा परं तपस्तेपे। ततो भोजभूपालश्च देवब्राह्मणप्रसादाद्राज्यं पालयामास॥ ५५॥

इति श्रीमद्राजराजेश्वरवल्लालसेनशूरिविरचिते भोजप्रबन्धे
भोजराजस्य राज्यप्राप्तिप्रबन्धो नाम
प्रथमः परिच्छेदः॥ १॥

'चर्म्मणि द्वीपिनं हन्ती'त्यादिवत्; नतु भोजसमीपे इत्यर्थः। तथात्वे हि उद्देश्यवैयर्थ्यापत्तेः, विरोधादिकमपि कर्त्तुं शक्यत्वात्, प्रसादार्थं हि स्थापने तथात्वस्यासम्भवात्। परलोकपरित्राणी परलोकरक्षावान् परस्मिन् लोके रक्षां प्राप्तुमित्यर्थः। निजपट्टराज्ञीभिरिति गौरवे बहुवचनम्। नहि पट्टराज्ञ्यो बह्व्यो भवन्तीति। देवब्राह्मणप्रसादात् देवब्राह्मणयोः प्रसन्नताया हेतोरिति॥ ५५॥

श्रीमन्महामहोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणभैरवचन्द्रविद्यासागरभट्टाचार्य्यसूरिसूनुश्रीकृष्णविद्यारत्नभट्टाचार्य्यात्मजश्रीगङ्गाचरणवेदान्तविद्यासागरभट्टाचार्य्यकृतौ भोजप्रबन्धटीकायां भोजराजस्य राज्यप्राप्तिप्रबन्धो नाम
प्रथमः परिच्छेदः॥ १॥

রাত্রিকালে প্রচ্ছন্নভাবে ভোজও নদীর সেই পুলিনপ্রদেশে নীত হইয়াছিলেন; এবং 'কোনও এক যোগীকর্ত্তৃক ভোজ জীবনপ্রাপ্ত হইয়াছেন' এইরূপ লোকে

প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। তদনন্তর শ্রেষ্ঠগজে আরোহণ করিয়া বন্দিসকলদ্বারা স্তূয়মান, ভেরী ও মৃদাঙ্গাদির জয়ঘোষে জগৎকে বধির করিয়া পৌরগণ ও অমাত্যসকলদ্বারা পরিবেষ্টিত কুমার ভোজরাজ রাজবাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা মুঞ্জ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, ভোজও রোদনকারী রাজা মুঞ্জকে রোদনে ক্ষান্ত করাইয়া স্তব করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজা মুঞ্জ সন্তুষ্ট হইয়া (বিনানুরোধে ও স্বইচ্ছায়) নিজের সেই সিংহাসনে রাজারূপে ভোজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছত্র ও চামর দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, আর নিজ পুত্রদিগের প্রত্যেককে এক এক খানি গ্রাম দিয়া পরমপ্রেমাস্পদ শ্রীমান্ জ্যেষ্ঠকুমারকে ভোজরাজের প্রসন্নতার জন্য ভোজরাজের নিকট রাখিয়াছিলেন। এই সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে পরলোকে রক্ষা পাইবার জন্য রাজা মুঞ্জ নিজের পাটরাণীর সহিত তপোবনে গিয়া একাগ্রভাবে তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর ভোজরাজ দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বরবল্লালসেনবিরচিতে ভোজপ্রবন্ধে ভোজরাজের রাজ্যপ্রাপ্তিপ্রবন্ধনামক প্রথমপরিচ্ছেদ। ১ ॥

——oo——

द्वितीयः पाण्डित्यप्रथाप्रबन्धः ।

ततो मुञ्जे तपोवनं याते, बुद्धिसागरं मुख्यामात्यं विधाय, स्वराज्यं बुभुजे भोजराजभूपतिः। एवमतिक्रामति काले कदाचिद्राज्ञा क्रीड़ता उद्यानं गच्छता कोऽपि धारानगरवासी विप्रो लक्षितः। स च राजानं वीक्ष्य नेत्रे निमील्य आगच्छन् राज्ञा पृष्टः, "द्विज! त्वं मां दृष्ट्वा न स्वस्तीति जल्पसि, विशेषेण लोचने निमीलयसि, तत्र को हेतुः"? इति। विप्र आह, "देव! त्वं वैष्णवोऽसि, विप्राणां नोपद्रवं करिष्यसि, ततस्त्वत्तो न मे भीतिः; किन्तु कस्मैचित् किमपि न प्रयच्छसि, तेन तव दाक्षिण्यमपि नास्ति। अतस्ते किमाशीर्वचसा? किञ्च प्रातरेव कृपणमुखावलोकनात् परतोऽपि लाभहानिः स्यात्, इति लोकोक्त्या लोचने निमीलिते ॥ १ ॥

स्वराज्यं बुभुजे निजराज्यभोगं चकार, भोगार्थकत्वाद् भुज आत्मनेपदम्। नेत्रे निमील्य नयनद्वयमावृत्य। जल्पसि वक्षि, वृथा कथयसि न कथमिति वा। ब्राह्मणरूपत्वादाशीर्न फलतीति शेषः। तथापि कर्त्तव्यं करणीयमिति राज्ञोऽभिसन्धिः। दाक्षिण्यमानुकूल्यम्। अनुकूलो हि कल्याणीयः; नतु प्रतिकूल इति। लाभहानिर्धननाशः, लभः कर्म्मणि घञ्। निमीलिते मुद्रिते ॥ १ ॥

অনন্তর মুঞ্জ তপোবনে যাইয়া বাস করিলে বুদ্ধিসাগরকে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী করিয়া ভোজরাজ নিজ রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। এইরূপে কাল কাটিতে থাকিলে কোনও সময়ে ক্রীড়া করিতে করিতে উদ্যানে যাইতে ধারানগরবাসী কোনও এক

अपि च,—

"प्रसादो निष्फलो यस्य कोपश्चापि निरर्थकः।
न तं राजानमिच्छन्ति प्रजाः षण्डमिव स्त्रियः" ॥ २ ॥
"अप्रगल्भस्य या विद्या कृपणस्य च यद्धनम्।
यच्च बाहुबलं भीरोर्व्यर्थमेतत्त्रयं भुवि" ॥ ३ ॥

ব্রাহ্মণকে রাজা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সে ব্রাহ্মণ রাজাকে দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই (বুঁজিয়াই) আসিতেছে দেখিয়া রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি আমাকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদবাক্য যে স্বস্তি, তাহা বলিলে না; বিশেষতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই রহিয়াছ; তার কারণ কি? ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন;—মহারাজ! তুমি হইতেছ বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কোনরূপ উপদ্রব করিবে না। সেই হেতু তোমা হইতে আমার ভয় নাই; সুতরাং চক্ষু (বুঁজিয়াই) মুদ্রিত করিয়া (সটান) চলিয়াছি। আর তুমি কাহাকেও কিছুই দাও না। সেই হেতু তোমার দাক্ষিণ্যও (অনুকূলতা) নাই (তুমি অনুকূল নও যে, কাল্যাণীর হইবে)। অতএব তোমার সম্বন্ধে আর আশীর্ব্বাদবাক্যের প্রয়োজন কি? কেবল তাহাই নহে, প্রাতঃকালে কৃপণের মুখ দেখিলে, (কৃপণের নিকট ত কোন লাভের আশা নাই), পরের নিকটেও ধনলাভের ক্ষতি হয়, এই কথা লোকে বলে বলিয়া (তোমার মুখ না দেখিবার জন্য) চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়াছি ॥ ১ ॥

यस्य प्रसादः प्रसन्नता सन्तोषः निष्फलः दानादिफलरहितः, कोपश्चापि निरर्थकः प्रतिकरणफलशून्यः, स्त्रियः षण्ढं क्लीवमिव प्रजा लोकाः तं तथाभूतं राजानं न इच्छन्ति लाभाय नार्थयन्ते। लाभेच्छुः खल्वर्थिभिरुपेक्षणीय इति भावः। "दरिद्रः कृपणं यथा" इत्यस्मीलवादिनः ॥ २ ॥

যেমন স্ত্রীগণ ক্লীবকে চায় না; সেইরূপ যাহার সন্তোষ কিছুমাত্র ফলোপধায়ক নহে, এবং ক্রোধও নিরর্থক, সেরূপ রাজাকে যাচকেরা কেহই চাহে না ॥ ২ ॥

देव! मत्पिता वृद्धः काशीं प्रति गच्छन् मया शिक्षां पृष्टः, "तात! मया किं कर्त्तव्यमिति"। पिता चेत्थमभ्यधायि ॥ ४ ॥

"यदि तव हृदयं विद्वन्, सुनयं स्वप्नेऽपि मा स्म सेविष्ठाः।
सचिवजितं षण्डजितं युवतिजितं चैव राजानम्" ॥ ५ ॥

अप्रगल्भस्य प्रगल्भतारहितस्य, प्रगल्भता प्रयोगविषये निःशङ्किता, तथाहि "निःशङ्कित्वं प्रयोगेषु बुधैरुक्ता प्रगल्भता" इति, तच्छून्यस्य प्रयोगविषये साशङ्कस्य यद्येवं विरुध्येतेति। भीरोर्भयशीलस्य यच्च बाहुबलं भुजसामर्थ्यं वीर्य्यवत्सु कर्म्मसु, भुवि पृथिव्यामेतत् त्रयं व्यर्थम्। अतस्ते विद्यासु सतीष्वपि न प्रत्युत्पन्नमतित्वं वा, धनेषु सत्स्वपि नो वा दातृत्वम्, सत्यपि बले नास्ति निःशङ्कितेति को वा भयहेतुः, किं वाऽऽशीर्व्वचनकारणम्? तस्माद् व्यर्थोऽसि राजपदवीमारूढ़ इति भावः ॥ ३ ॥

যে ব্যক্তি বিদ্যার ব্যবহারে নিঃশঙ্ক নহে, তাহার বিদ্যা; যে কৃপণ অদাতা, তাহার ধন; আর যে ভীরু কাপুরুষ, তাহার বাহুবল (কৃতিশক্তি), এই তিনটি পৃথিবীতে নিরর্থক—অনাবশ্যক ॥ ৩ ॥

मत्पितेति। मत्पितरं वृद्धं काशीं प्रति गच्छन्तमहं शिक्षामपृच्छमिति कर्त्तरिवाच्ये, कर्म्मणि तु मया स पिता शिक्षां पृष्ट इति पृच्छतेर्द्विकर्म्मकत्वे मुख्यं कर्म्म पिता उक्तम्। शिक्षायामित्यत्रकल्पना। अभ्यधायि अभिहितम् अकथ्यत उपदिष्टमिति यावत् ॥ ४ ॥

মহারাজ! আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়া কাশীধামে যখন যান, তখন আমি শিক্ষাবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পিতঃ! আমার কর্ত্তব্য কি? পিতাও এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

विद्वत्सुनयमिति क्वचित् पाठः। विद्यन्सुनये इति क्वचित्। विद्वन् सुनयमिति साधुः। हे विद्वन्! सुनयं सदुपदेशं प्रति यदि तव हृदयं स्यात्, तर्हि

"पातकानां समस्तानां द्वे परे तात ! पातके ।
एकं दुःसचिवो राजा द्वितीयश्च तदाश्रयः" ॥ ६ ॥

किं जागरे, स्वप्नेऽपि बाह्येन्द्रियाणां चक्षुरादीनामुपरमावस्थायामपि सचिवजितं मन्त्रिमन्त्रानुगतं; नतु मन्त्रिमन्त्रं गृहीत्वा पुरोहितेनानुमन्त्र्य स्वयं विविच्य किञ्चिदपि कर्त्तुं समर्थम् । उक्तं हि स्मृतौ तथाकर्त्तुं याज्ञवल्क्यादिभिः । षण्ढजितं षण्ढैः क्लीवैः अभिनवकिञ्चिदुत्पादनशक्तिरहितैः पुंभिर्जितं आयत्तीकृतं, युवतिजितं युवतिभिः स्त्रीभिर्जितं वशीकृतं च राजानमेव मा निषेधे स्मेत्यनर्थको निपातः, सेविष्ठाः उपासीथाः । सति प्रभुत्वाभावोऽवसादायेति तदाश्रयो नितरामवसादमानयेदिति त्वमुपेक्षित इति भावः ॥ ५ ॥

হে বিদ্বন্ ! সদুপদেশে যদি তোমার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে যে রাজা মন্ত্রীর মন্ত্রণার অনুগত, ক্লীবের ন্যায় নূতন কিছু উদ্ভাবনে শক্তিরহিত পুরুষের আয়ত্তাধীন, এবং স্ত্রীগণের বশীভূত, তাদৃশ রাজার সেবা করিবে না ॥ ৫ ॥

पातकानाम् अतिपातकमहापातकप्रभृतीनां पापानां समस्तानां सकलानां मध्ये द्वे परे श्रेष्ठे भवतः । तत्र एकं पातकम्—दुःसचिवः दुर् दुष्टः सचिवो मन्त्री यस्य, स तथा स्वमतपरिचालनैकपरमन्त्रिस्वीकारकारी । निजमतपरिचालनं हि मन्त्रिणो दोषः, साम्राज्यस्य बहूनामेकमत्येन परिचालनीयत्वस्य सर्वाभिसिद्धान्तत्वात् । तथाच तद् राज्ञः पातकमेकम् । द्वितीयञ्च पातकं तदाश्रयः तस्य तादृशस्य राज्ञ आश्रयः अवलम्बनं स्वीकार इति यावत् । एतद्धि प्रजादीनामिति द्रष्टव्यम् । एतदुभयमपि प्रजादीनां भवेत्, यदि प्रजासु प्रतिष्ठितासु सतीष्वपि तादृशो राजा स्यात् ; न तूच्छिद्य परिवर्त्तितः स्थाप्येत । तस्मात्तदुच्छेदपरिवर्त्तनयोरक्षमतया तूष्णीम्भावेनावस्थानं पातककारणमिति तस्य परित्यागः कर्त्तव्य इति भावः ॥ ६ ॥

দেখ বৎস ! সমস্তপাতকের মধ্যে দুইটি পাতক শ্রেষ্ঠ ; এক দুষ্টমন্ত্রিক রাজা হওয়া ; আর দ্বিতীয় সেই রাজাকে আশ্রয় করিয়া থাকা ॥ ৬ ॥

"अविवेकमतिर्नृपति-र्मन्त्री गुणवत्सु वक्रितग्रीवः।
यत्र खलाश्च प्रबला-स्तत्र कथं सज्जनावसरः?" ॥ ७ ॥
"राजा सम्पत्तिहीनोऽपि सेव्यः सेव्यगुणाश्रयः।
भवत्याजीवनं तस्मात् फलं कालान्तरादपि" ॥ ८ ॥

किञ्च यत्र देशे अविवेकमतिः अविवेका विवेको हिताहितविवेचना, तद्रहिता हिताहितविवेचनाशून्या मतिर्बुद्धिर्यस्य, स तथा हिताहितविवेचनाकबुद्धिहीनो नृपतिर्गुणवत्सु मन्त्रिषु सम्भूयकारिषु उन्नतिकारकोपायोद्भावनादिकुशलेषु मन्त्रमात्रपरेषु सचिवेषु वक्रितग्रीवः वक्रिता अश्राव्यत्वात् पराकृता ग्रीवा श्रवणादिज्ञानेन्द्रियसकलधारणकारिणी कन्धरा येन, स तथा भुग्नकन्धरो विमुख इति यावत्। क्वचिच्च मन्त्रीति पाठः। मन्त्री च गुणवत्सु पराङ्मुख इति तदर्थः। न च श्रेयान्, यत्र राजा विवेकशून्यः, मन्त्री न च गुणग्राही, खलाश्च प्रबला इति त्रिकूटयोगो दर्शित. स्यादिति। खलाश्च दुर्जनाः प्रबलाः तथा क्रूरकर्मकारिणः क्रूराश्च हिंसका दस्युतस्करादयः प्रचण्डबलाः शासनाभावात्, तत्र देशे कथं सज्जनावसरः सज्जनानामवसरः क्रियास्थितियोग्यतासम्पादकः कालिकोऽवकाशः स्यात्? न च तत्र सज्जनानां काचिदपि क्रिया (प्रतिक्रिया) भवतीति स सराजो देशः सर्वैः साधुभिः परिहार्य इति भावः ॥ ७।

যে দেশের রাজা বুদ্ধি-বিবেচনাহীন ও গুণবান্ মন্ত্রিদিগের কথায় কর্ণপাত করেন না, এবং ক্রূরকর্ম্মকারী দস্যু ও তস্করাদিরূপ ক্রূরব্যক্তিসকল প্রবল, সেখানে কি করিয়া সাধুপুরুষদিগের কার্য্য করিবার অবসর হইবে? ॥ ৭ ॥

किञ्च, सम्पत्तिहीनोऽपि सम्पत्त्या ऐश्वर्य्येण हीनो रहितोऽपि सेव्यगुणाश्रयः सेव्यानां गुणानां दयादाक्षिण्यादीनामाश्रय आलम्बनं राजा सेव्य उपास्य आश्रयणीय इति यावत्। यतः कारणात्, कालान्तरादपि कालान्तरेऽपि कदाचित् तस्माद्राज्ञ आजीवनम् आजीवम् जीविका भवति फलं सेवायास्तस्याः। दयादाक्षिण्यादिसेव्यगुण-

अदातुर्दाक्षिण्यं न हि भवति, देव! पुरा कर्ण-दधीचि-शिवि-विक्रमप्रमुखाः क्षितिपतयो यथा परलोकमलङ्कुर्वाणाः निजदानसमुद्भूतदिव्यनवगुणैर्निवसन्ति महीमण्डले, तथा किमपरे राजानः? ॥ ९ ॥

तथाहि,—"देहे पातिनि का रक्षा यशो रक्ष्यमपातवत्।
नरः पतितकायोऽपि यशःकायेन जीवति" ॥ १० ॥

युक्ता यदि तदानीमुपकर्त्तुमसमर्थस्तथापि सेवां न विस्मरति; कालान्तरे तु सम्यगुपकुरुते इति स सेव्य इत्यर्थः। तथाच गुणानामेवोद्बोधःकरणपटीयस्तया गुणसेवैव राज्ञा कार्य्येति भावः॥ ८॥

ঐশ্বর্য্য না থাকিলেও যদি দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণ থাকে, তবে সে রাজাকে আশ্রয় করা উচিত; কারণ তাঁহা হইতে (তখন না হইলেও) কালান্তরে সেবার ফল জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে। ৮॥

अदातुर्दानकर्त्तृत्वाभाववतः कृपणस्य पुंसो दाक्षिण्यं सामर्थ्यं सर्व्वदा समवस्थातुं मृत्वाऽप्यमरो भवितुं न हि प्रसिद्धं खल्वेतद्भवतीति। तत्र निदर्शनमाह,—देवेत्यादि। निजदानसमुद्भूतदिव्यनवगुणैः निजस्य दानं वितरणं, तेन समुद्भूताः सञ्जाता दिव्या दिवि भवाः स्वर्गीया अपूर्वा नवाः स्तुत्याः गुणा यशांसि, तैरुपलक्षिताः सन्तः महीमण्डले निवसन्ति अवतिष्ठन्ते। दानसत्कार्य्यशौर्य्यादिकृतैरेव यशसा सर्वः खल्वमरो भवतीति भावः॥ ९॥

সর্ব্বদা সমানভাবে অবস্থান করিতে সামর্থ্য অদাতার (কৃপণের) নাই। মহারাজ! পূর্ব্বকালে কর্ণ, দধীচি, শিবি ও বিক্রম প্রভৃতি রাজাসকল যেমন পরলোক অলঙ্কার করিয়া, নিজনিজদানদ্বারা জাত, লোকোত্তর, স্তবের যোগ্য যশের গুণে ভূমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন, সেরূপ কি আর অন্য রাজাসকল? ॥৯॥

पातिनि पतनशीले मरणस्वभावे देहे रक्षा पालनं का कथं किमर्थमिति यावत्।

"पण्डिते चैव मूर्खे च बलवत्यपि दुर्बले।
ईश्वरे च दरिद्रे च मृत्योः सर्वत्र तुल्यता" ॥ ११ ॥

यद्वि नश्यत्येव, तन्नश्यतु ; तत्र काऽऽस्था ? अपातवत् अविनाशि यशस्तु रत्यं पालनीयम् ; अत्र अपातमिति वक्तव्ये यदपातवदित्युक्तादि, तत्र हेतुरपातस्य निधनाभावस्य यशसा नित्ययोगाख्यानम्। यशसा ह्यपातो नित्यसम्बद्ध इति तत्पालनं कर्त्तव्यमित्यभिप्रायः। यस्मात् कारणात्, पतितकायोऽपि नष्टदेहोऽपि, देहात्मनोः सम्बन्धविच्छेदो मरणं; ततो रसान्तं वा, विड़न्तं वा, भस्मान्तं वा शरीरं नश्यति ; तदानीमात्मा देहरहितो भवति, तथापि यस्य दानादिजनितसुख्यातिः, शौर्य्यादिजातं सुनाम स्यात्, स तेनैव यशःकायेन सुख्यातिशरीरेणोपलक्षितः सन् जीवति प्राणान् धारयतीव। तस्माद्दानादिकं यशोजनकं कर्म्म करणीयमिति भावः ॥ १० ॥

দেহ পতনশীল ; সুতরাং তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা বৃথা ; কিন্তু যশঃ অবিনাশি (বিনাশশীল নহে) বলিয়া রক্ষণীয়। যে হেতু (মৃত্যুর পর) শরীর নষ্ট হইয়া গেলেও (রসরূপে গলিয়া গেলে, বিষ্ঠারূপে মৃত্তিকায় পরিণত হইলে, বা ভস্ম হইয়া গেলেও) মানব সুখ্যাতিরূপ দেহে থাকিয়া জীবনধারণ করে ॥ ১০ ॥

न च नाहं म्रिये इति वक्तुं पार्य्यते। यतः पण्डिते वेदोज्ज्वलबुद्धिसम्पन्ने ज्ञानिनि, चैव तथैव, मूर्खे तद्रहिते अज्ञे, च तथा बलवति बलिष्ठे अपि तथा दुर्व्वले बलहीने, च तथा ईश्वरे ऐश्वर्य्यवति धनिनि, तथा दरिद्रे अनैश्वर्य्ये निर्द्धने च सर्व्वत्र प्राणभृन्मात्रे मृत्योर्निधनस्य तुल्यता साम्यम अस्तीति शेषः। न हि ऐश्वर्य्यवान् न म्रियते ; दरिद्रस्तु म्रियत इति दृष्टम्। तस्मादवश्यम्भाविनि मरणे अमरत्वकारणं यश उपार्ज्जनीयमिति तत्कारकं दानादिकं कर्म्म अनुष्ठातव्यमिति भावः। ११ ॥

পণ্ডিত, মূর্খ, বলবান্ দুর্ব্বল, ধনী ও নির্দ্ধন, সকল জীবেই মৃত্যু সমানভাবে অধিকার বিস্তার করিয়া রহিয়াছে ॥ ১১ ।

"निमिषमात्रमपि ते वयो गच्छन्न तिष्ठति ।
तस्माद्देहेष्वनित्येषु कीर्त्तिमेकामुपार्ज्जयेत्" ॥ १२ ॥
"जीवितं तदपि जीवितमध्ये,
गण्यते सुकृतिभिः किमु पुंसाम् ।

न च रसायनसेवनादिनाऽजरोऽमरो भविष्यामीति साम्प्रतं, यस्मात् निमिषमात्रं निमिषोऽक्षिपक्ष्मनिक्षेपमितः कालः परिमाणं यस्य कालस्य, स निमिषमात्रः, तं निमिषपरिमाणकं कालं गच्छत् अतिक्रामत् क्षपयदपि ते तव वयः प्राणधारणसमयः न तिष्ठति गतिनिवृत्तिं न करोति । यावद्धि वयः शतवर्षादि स्थिरतरमस्ति, तच्च क्षणात् क्षणादुपर्य्युपरि सकलक्षणः क्षीयते इत्येकाहादिक्रमेण यावत् यावद् वर्षमत्येति, तावत्तावन्नवनवत्यष्टनवतिसप्तनवत्यादिक्रमेण क्षीणं भवति । तस्मान्मृषा वदति वार्द्धो वरो भवतीति, तस्यायुः स्वावयवं क्षिणोतीति नैव पश्यति । अहो बत मौढ्यं सर्वस्य !!! तस्मात् नरणस्यावश्यम्भाभात् कारणात् अनित्येषु नित्यस्थितिरहितेषु देहेष्वधिकरणेषु एकां तदितरवर्ज्जितां तन्मात्रां कीर्त्तिं सुख्यातिम् उपार्ज्जयेत् आहरेत् सञ्चिनुयादित्यर्थः । कीर्त्तेरुपार्ज्जनं दानादिकर्मणा भवतीति तेन लभ्यतामिति गुरोरादेशः पुत्रेण मया सम्प्राप्तः ॥ १२ ॥

নিমেষপরিমাণ কালকেও অতিক্রম করিয়া বয়স নিজের গতি নিবৃত্তি করিতেছে না (ক্রমেই চলিয়াছে, একদিন ফুরাইবে) ; সেই হেতু নিত্যস্থিতিহীন নর দেহে একমাত্র কীর্ত্তিই উপার্জ্জন করিবে ॥ ১২ ॥

यत् जीवितं जीवनं ज्ञानविक्रमकलाकुललज्जात्यागभोगरहितं सत् विफलं भवति, ज्ञानमात्मज्ञानं, विक्रमः पराक्रमः, शौर्य्यं वीरत्वं, कला कामसूत्रोक्ता चतुःषष्टिकलाविद्या, पाञ्चालिकी चतुःषष्टिकलाविद्या च, तत्र चतुःषष्टिकला यथा।—'गीतं, वाद्यं, नृत्यं, आलेख्यं, विशेषकच्छेद्यं, तण्डुलकुसुमवलिविकाराः, पुष्पास्तरणं, दशनवसनाङ्गरागः, मणिभूमिकाकर्म्म, शयरचनं, उदकवाद्यं, उदकाघातः, चित्राश्च योगाः,

ज्ञान-विक्रम कला-कुल-लज्जा-
त्याग-भोगरहितं विफलं यत्" ॥ १३ ॥ इति ।

माल्यग्रथनविकल्पाः, शेखरकापीड़योजनं, नेपथ्यप्रयोगाः, कर्णपत्रभङ्गाः, गन्धयुक्तिः, भूषणयोजनम्, ऐन्द्रजालाः, कौचुमाराश्च योगा, हस्तलाघवं, विचित्रशाकयूषभक्ष्यविकारक्रिया, पानकरसरागासवयोजनं, सूचीवानकर्म्माणि, सूत्रक्रीड़ा, वीणाडमरुकवाद्यानि, प्रहेलिका, प्रतिमाला, दुर्वाचकयोगाः, पुस्तकवाचनं, नाटकाख्यायिकादर्शनं, काव्यसमस्यापूरणं, पट्टिकावेत्रवानविकल्पाः, तक्षकर्म्माणि, तक्षणं, वास्तुविद्या, रूप्यरत्नपरीक्षा, धातुवादः, मणिरागकरज्ञानं, वृक्षायुर्वेदयोगाः, मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधिः, शुकसारिकाप्रलापन, उत्सादने संवाहने केशमर्द्दने च कौशलं, अक्षरमुष्टिकाकथनं, म्लेच्छितविकल्पाः, देशभाषाविज्ञानं, पुष्पशकटिका, निमित्तज्ञानं, यन्त्रमातृका, धारणमातृका, संपाठ्यं, मानसी, काव्यक्रिया, अभिधानकोषः, छन्दोज्ञानं, क्रियाकल्पः, छलितकयोगाः, वस्त्रगोपनानि, द्यूतविशेषाः, आकर्षक्रीड़ा, बालक्रीड़नकानि, वैनयिकीनां वैजयिकीनां व्यायामिकीनाञ्च विद्यानां ज्ञानमि'ति ॥ कुलं वंशः, लज्जा व्रीड़ा अन्तःकरणवृत्तिविशेषः । अनुचितकर्म्मणा परपरिज्ञानभयमित्यर्थः, त्यागो दानं, कर्म्मत्यागो वा, फलत्यागो वा, भोगो विषयविलासः, ते तथा, तैः रहितं वर्ज्जितं, यथा पश्वादिजीवनं, तद्वदित्यर्थः । पुंसां सदपि तदेव जीवितं जीवनं सुकृतिभिः किन्तु भो ! सौभाग्यशालिभिर्धार्म्मिकैः किं जीवितमध्ये जीवनं कृत्वा गण्यते संख्यायते ? अपि तु तज्जीवनमप्येकं जीवनमिति न संचक्षते सुकृतिन इति ज्ञानं, विक्रमः, कला, कुलं, लज्जा, त्यागो भोगश्च जीवनसार्थक्याय सर्वैः पालनीय इति भावः । इमं केचिन्न पश्यन्ति श्लोकम् ॥ १३ ॥

যে জীবনে আত্মতত্ত্বজ্ঞান, বীরত্ব, গীতবাদ্যাদি চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা ও পাঞ্চালিকী চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা, বংশ, লজ্জা, দান, কর্ম্মত্যাগ, বা ফলত্যাগ এবং বিষয়বিলাস করা হয় না, সে জীবন বিফল। সৌভাগ্যশালী ধার্ম্মিকেরা পুরুষের সেই জীবনকে কি জীবনের মধ্যে গণনা করেন ? ॥ ১৩ ॥

राजापि तेन वाक्येन पीयूषपूरस्नात इव, परब्रह्मणि लीन इव, लोचनाभ्यां हर्षाश्रूणि मुमोच ॥ १४ ॥

प्राह च द्विजम्,—विप्रवर ! शृणु,

"सुलभाः पुरुषा लोके सततं प्रियवादिनः।
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः" ॥ १५ ॥

तेन तद्विप्रपितुक्तेन वाक्येन सदुपदेशवचनेन पीयूषपूरस्नात इव पीयूषम् अमृतं सुधा पूरो जलराशिरिव यत्र, स तथा सुधासमुद्रः, तस्मिन् पीयूषपूरे सुधासमुद्रे स्नातः कृतावगाहनः पुमानिव, परब्रह्मणि आनन्दघने परमात्मनि लीन इव अभेदेन तद्भावप्राप्त्या आनन्दमयस्वरूपापन्न इव लोचनाभ्यां नयनद्वयात् हर्षाश्रूणि आनन्द-जनितचक्षुर्जलानि मुमोच तत्याज ॥ १४ ॥

রাজা ভোজও সেই সুনীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুধাসমুদ্রে স্নাত ব্যক্তির ন্যায়, পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত আনন্দময় জীবের ন্যায় পরিতুষ্ট হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ।

लोके लोक्यमाने अस्मिन् भूमण्डले प्रियवादिनः प्रियवदनशीलाः प्रियवाचो वक्तारः पुरुषाः सततं सदा सुलभाः सुखेन लब्धुं शक्याः अनायासलभ्याः ; तथा श्रोतारश्च ; किन्तु अप्रियस्य अप्रीतिजनकस्य अरम्यस्य तथा पथ्यस्य हितस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः दुःखेन लब्धुं शक्यः दुष्प्राप्यो विरल इति यावत। तस्मात्त्वत्समो नास्ति वक्ता, मत्समोऽपि श्रोता नास्तीति आवयोर्योगो मणिकाञ्चनवदपूर्वं इति राज्ञो भोजस्य भावः। १५ ॥

রাজা ভোজ বলিয়াও ছিলেন, হে বিপ্রবর ! শ্রবণ করুন,—ভূমণ্ডলে প্রিয়-বাদী লোক সর্ব্বদাই সুলভ, এবং সেই মনোহারী বাক্যের শ্রোতাও অনায়াসলভ্য ; কিন্তু অপ্রীতিজনক হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা, দু-ই দুর্লভ ॥ ১৫ ॥

"मनीषिण: सन्ति न ते हितैषिणो,
हितैषिण: सन्ति न ते मनीषिण: ।
सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां,
यथौषधं स्वादु हितञ्च दुर्लभम्" ॥ १६ ॥ इति ।

ततो विप्राय लक्षं दत्त्वा "किं ते नाम" इत्याह। विप्र: स्वनाम भूमौ लिखति "गोविन्द" इति; राजा वाचयित्वा "विप्र! प्रत्यहं राजभवनमागन्तव्यं; न ते कश्चिन्निषेध:;

मनीषिण: बुद्धिमन्त: पण्डिता: सन्ति; किन्तु ते हितैषिणो मङ्गलकामा न भवन्ति। ये च हितैषिण: सन्ति हितप्रार्थिन:, ते तु मनीषिणो न भवन्ति बुद्धिमन्त: पण्डिता:। यथा स्वादु सुस्वादवत् हितं मङ्गलकरं रोगोपशमकारकं च औषधं दुर्लभं, तथा नृणां मनुष्याणां विद्वानपि विद्यावानेव सुहृत् मित्रं दुर्लभश्च दु:खलभ्य एव भवतीति। तदिदन्ते सुनयवाक्यं दुर्लभमपि भाग्यक्रमेण लब्धमभ्यर्थये तत्रभवन्तं भवन्तञ्च अप्रियवादिनमिति भाव: ॥ १६ ॥

বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত অনেক আছে; তাহারা হয় ত মঙ্গলকাম নহে। আবার মঙ্গলকাম হিতৈষী অনেক আছে; তাহারা হয় ত বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত নহে। যেমন সুস্বাদু অথচ হিতকর ঔষধ দুর্লভ; সেইরূপ মানবদিগের পণ্ডিত-মিত্র অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১৬ ॥

तत: सुनयवाग्वादिविप्रवाक्यस्य सम्मानप्रदर्शनानन्तरम्। लक्षं मुद्राणां दत्त्वा समर्प्य। स्वनाम भूमौ लिखति। तत्र हेतु: स्मृतिनिषेध:। स्मृतिश्च "आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। आयुष्कामो न गृह्णीयाज्ज्येष्ठापत्यकलत्रयो"रिति। वाचयित्वा संवादयित्वा "वाच्कच सन्देशे" इत्यनेन वाचिधातोश्चुरादिगणीयत्वाद् वाचयति सन्दिशति संवादं करोतीत्यर्थ:। न ते कश्चिन्निषेधो गमनागमनयोरिति शेष:। कौतुकात् कञ्चिद्विषयं द्रष्टुं वा ज्ञातुं वा यदौत्सुक्यं, तन्निवारयितुम्,

विद्वांसः कवयश्च कौतुकात् सभामानेतव्याः, कोऽपि विद्वान् न खलु दुःखभागस्तु, एनमधिकारं पालय" इत्याह ॥ १७ ॥

इति सुनयवादिगोविन्दपण्डितविप्रकथा ॥ १ ॥

अथ कृपणग्रामलिखशासनकथा।

एवं गच्छत्सु कतिपयदिवसेषु राजा विद्वत्प्रियः दानवित्तेश्वर इति प्रथामगात्। ततो राजानं दिदृक्षवः कवयो नानादिग्भ्यः समागताः। एवं वित्तादिव्ययं कुर्वाणं राजानं प्रति

आमोदं विधातुं वा, विद्वांसः पण्डिताः, कवयश्च अपण्डिता अपि ये भवन्ति, ते सभामानेतव्या इति विद्वांसः कवयश्च मुख्यं कर्मोक्तम्। अधिकारं विद्वद्दुःखनिवारणार्थं राजदर्शनेनार्थप्रापनकर्तृत्वं शासनं नियोगं पालय धारय इति। अथ 'दुःखभागी भवति' तथा 'प्राप्ये'त्यन्याः पाठं कल्पयन्ति ॥ १७ ॥ इति सुनयवादिगोविन्दपण्डितविप्रकथा ॥ १ ॥

ব্রাহ্মণের সেই সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজা ভোজ ব্রাহ্মণকে লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া, 'তোমার নাম কি', ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ নিজের নাম ভূমিতে লিখিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার নাম 'গোবিন্দ' এইরূপ সংবাদ লইয়া বলিয়াছিলেন,—ব্রাহ্মণ! আপনি প্রত্যহ রাজবাটীতে আসিবেন। আপনার সম্বন্ধে কোনই নিষেধ নাই। আনন্দলাভের জন্য বিদ্বান্ ও কবিদিগকে সভায় আনিবেন। আপনি এই কর্তৃত্বভার গ্রহণ করুন যেন এ অধিকারে কোন বিদ্বান্ ও কবি দুঃখ না পান ॥ ১৭ ॥ ইতি সুনয়বাদিগোবিন্দপণ্ডিতবিপ্রকথা ॥ ১ ॥

विद्वत्प्रियः विदुषां प्रियः प्रीतिपात्रं, विद्वांसः प्रिया यस्य, स तथा वा ; दानवित्तेश्वरः दानेन वित्तः प्रसिद्धः दानवित्तः, स चासौ ईश्वरश्चेति दानवित्तेश्वरः दानप्रसिद्धराजेत्यर्थः। यद्वा दानाय वित्तं धनं दानवित्तं, तस्य ईश्वरः प्रभुः दानार्थधन-

कदाचित् मुख्यामात्येनेत्थमभ्यधायि, "देव ! राजानः कोषबल-युता एव विजयिनो, नान्ये ॥ १८ ॥

तथाहि,—

"स जयी वरमातङ्गा यस्य तस्यास्ति मेदिनी ।
कोषो यस्य सदुर्धर्षो दुर्गं यस्य स दुर्जयः" ॥ १९ ॥

ख्यातीत्यर्थः । दानवीरो राजा भोज इति प्रथां प्रसिद्धिम् अगात् अगमत् प्राप राजा भोजः । ततस्तथाभूतप्रसिद्ध्या, राजानं दिदृक्षवः राजा दानवीरेश्वरो न वेति परीक्षितुमिच्छन्तः । समागताः समाजग्मुः । अभ्यधायि अभिहितमुपदिष्टम् । कोषश्च बलञ्च ते कोषबले, ताभ्यां युताः सम्पन्नाः ॥ १८ ॥

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে রাজা ভোজ বিদ্বৎপ্রিয় ও দানবীর রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চারিদিকে রাজা ভোজের এই সুখ্যাতি প্রচারিত হওয়ায় রাজা দানবীর কি না, দেখিতে (পরীক্ষা করিতে) ইচ্ছা করিয়া কবিসকল নানাদিক্ হইতে আসিয়াছিলেন। কবিদিগের মনস্তুষ্টির জন্য অতিরিক্ত ধনাদি ব্যয় করিতেছেন দেখিয়া কোনও সময়ে প্রধানমন্ত্রী রাজাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, মহারাজ ! অক্ষত ভাণ্ডারের অধীশ্বর ও বলবান্ রাজারাই দৃঢ়রূপে বিজয়ভাগী হইয়া থাকে, অন্যে নহে। ১৮ ॥

कोषबलसम्पत्तिर्विजयस्थैर्ये कारणमित्याह —"तथाही"ति । यस्य वरमातङ्गाः वराः श्रेष्ठाः सुशिक्षिता मातङ्गा गजाश्च, ते तथा सुशिक्षितगजाः सन्ति, स जयी विजयशाली भवति । मेदिनी पृथिव्यपि तस्यास्ति तस्य जयिनी भवति । यस्य च कोषो धनागारः, स चाक्षतोऽस्ति, व्ययादिना न क्षीणः, स कोषवान् दुर्धर्षः अक्षोभ्यः असहनीयः भयङ्करतेजोविक्रमयुक्तः दुःखेन धर्षितुं पराभवितुं योग्यो भवति । यस्य दुर्गं षड्विधं दुर्गसन्निवेशरूपम, यदुक्तम्—"षड्विधं दुर्गमास्थाय पुराण्यथ निवेशयेत् । धन्वदुर्गं महीदुर्गं गिरिदुर्गं तथैव च । मनुष्यदुर्गं मृद्दुर्गं वनदुर्गञ्च तानि षट् ॥" इत्येवमुक्त-

देव! लोकं पश्य,

"प्रायो धनवतां लोके धने तृष्णा गरीयसी।
पश्य कोटिद्वयासक्तं लक्षाय प्रवणं धनुः" ॥ २० ॥ इति।

मस्ति, स दुर्ज्जयः दुःखेन जेतुं शक्यः अजय्य इत्यर्थः। अत्र 'कोशो यस्य सुदुर्द्धर्षो दुर्गस्तस्य सुदुर्ज्जयः' इत्यन्याः पठन्ति। तस्माद्दुर्गगजादयो बलं कोषश्च राज्ञा हिताय पालनीयौ। भवतस्तु कोषक्षयाद्धानिरेवेति भावः॥ १९ ॥

যাহার সুশিক্ষিত হস্তীসকল আছে, সে জয়ী হয়; পৃথিবী তাহারই ভোগ্য হয়। পরন্তু যাহার ধনাগার অক্ষত থাকে, সে অক্ষোভ্য ভয়ঙ্কর তেজ ও পরাক্রম-যুক্ত হয়; আর যাহার মরুদুর্গ-আদি বড়্‌বিধ দুর্গ থাকে, সে-ই দুর্জ্জয়—জয়ের অযোগ্য; (আপনার কোষ ক্ষয় হইতেছে; সুতরাং আপনার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী) অতএব সঞ্চয়দ্বারা সর্ব্বদা ভাণ্ডার পূর্ণ রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য॥ ১৯।

एवं व्यये दोषं प्रदर्श्य सञ्चये सर्वजनीनां प्रवृत्तिं दर्शयितुमाह,—देवेत्यादि। लोकं व्यवहारञ्चेवम्। धनवतां धनयुक्तानां धने तृष्णा धनपिपासा धनेच्छा गरीयसी अतिगुर्व्वीति प्रायो बाहुल्यमेव। तथाहि स्वाभाविकत्वाद्युक्तमेतत् पश्य,—कोटिद्वया-सक्तं द्वयोः कोट्योः प्रान्तभागयोरासक्तं लग्नं सत् धनुः कार्म्मुकं लक्षाय लक्षं शरव्यं वेद्धुं लब्धुं वा उन्मुखं भवति। यथाहि कश्चिज्जनः कोटिद्वयपरिमितं धनं लब्ध्वापि अपरकोटिपरिपूर्त्त्यै पुनर्लक्षपरिमितधनलाभार्थम् उद्यतो भवति; तद्वदचेतनमपि धनुष्काण्डमिति ध्वन्यते। अतएव भवताप्यभिलाषुकेण भवितव्यमिति किं वक्तव्यमिति भावः। अत्र ध्वन्युत्थापितोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः। कश्चिदिमं न पश्यति लोकम्॥२०॥

মহারাজ! ব্যবহারক্ষেত্রেও দেখুন;—যাহাদিগের ধন আছে, তাহাদিগের ধনপিপাসা অতি গুরুতর, প্রায়শঃ এইরূপই দেখা যায়। এটা স্বভাবতঃ যুক্তি-সঙ্গতও বটে; দেখুন,—অচেতন ধনু কোটিদ্বয়ে (অগ্রভাগদ্বয়ে) লগ্ন হইয়া আবার লক্ষলাভার্থ (লক্ষ্যের বেধের জন্য) উন্মুখ হয়। (যেমন কোন ধনী ব্যক্তি দুই

राजा च तमाह,

"दानोपभोगवन्ध्या या सुहृद्भिर्या न भुज्यते।
पुंसां समाहिता लक्ष्मीरलक्ष्मीः क्रमशो भवेत्" ॥ २१ ॥

इत्युक्त्वा राजा तं मन्त्रिणं निजपदाद् दूरीकृत्य तत्पदेऽन्यं निवेशयामास, आह च तम्,

"लक्षं महाकवेर्देयं तदर्धं विबुधस्य च।
देयं ग्रामैकमर्धस्य तस्याप्यर्धं तदर्धिनः" ॥ २२ ॥

কোটিপরিমাণে ধন পাইয়াও আবার লক্ষপরিমাণ ধন পাইতে উত্তম প্রকাশ করে; অচেতন ধনুও যেন সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। অতএব আপনিও যে সঞ্চয়ের জন্য সেরূপ ইচ্ছা ও উত্তম প্রকাশ করিবেন, সে বিষয়ে আর অধিক কি বলিব?) ॥ ২০ ॥

राजा च तं सञ्चयोपदेष्टारं मन्त्रिणमाह,—दानेत्यादि। दानोपभोगयोर्वन्ध्या अफलप्रसूः, दानस्यात्मप्रसादः फलं उपभोगस्य तृप्तिः, तदुभयं न प्रसूते या लक्ष्मीः सम्पत्तिः, या च सुहृद्भिर्मित्रैर्न भुज्यते न ज्ञायते श्रीरिति, चिदवसानो हि भोग इति। लक्ष्मीव्यवहारजनितसुखदुःखानुभवविषयो या न भवति, समाहिता सञ्चिता सा पुंसां लक्ष्मीः क्रमशोऽव्यवहारात् अलक्ष्मीर्लक्ष्मीः शोभा नास्ति यस्याः, सा अलक्ष्मीः शोभाहीना भवेत्। तथाच लक्ष्म्याः सार्थक्याय दानोपभोगौ करणीयौ; न तु सञ्चयमात्रमित्यर्थः ॥ २१ ॥

সঞ্চয়ের উপদেশকারী সেই মন্ত্রীকে রাজা ভোজ বলিয়াছিলেন,—যে-সম্পত্তি দান ও উপভোগবিষয়ে নিষ্ফল, মিত্রগণ যাহার ভোগ করিতে পারে না, পুরুষের সঞ্চিত সেই লক্ষ্মী ব্যবহারের অভাবে ক্রমে অলক্ষ্মী শোভাহীন হইয়া থাকে। অতএব দান এবং উপভোগ অবশ্য কর্ত্তব্য। ২১।

निजपदात् प्रधानामात्यपदाद् दूरीकृत्य अपसारयन्। निवेशयामास न्ययोजयत्।

यश्च मे अमात्यादिषु वितरणनिषेधमनाः, स हन्तव्यः। उक्तञ्च,

"यद्ददाति यदश्नाति तदेव धनिनां धनम्।
अन्ये मृतस्य क्रीड़न्ति दारैरपि धनैरपि" ॥ २३ ॥

तमप्याह,—लचमित्यादि। लचं मुद्राणां महाकवेर्देयं—यो हि महाकविस्तस्योपभोगार्थं दातव्यं; न तु सम्प्रदातव्यमिति। विबुधस्य पुनः पण्डितस्य भोगाय तदर्द्धं लचार्द्धं देयम्। अर्द्धस्य अर्द्धविदुषस्तथा अर्द्धकवेश्च, यो हि विद्वन्मानी न सम्यग्विजानाति, कष्टकविश्च, तादृशस्य ग्रामैकं एको ग्रामो देयम् भोगायार्पितव्यम्। तदर्द्धिनो अर्द्धार्द्धकवेः पादकवेरर्द्धार्द्धविदुषश्च तस्यापि ग्रामैकस्यापि अर्द्धं एकग्रामार्द्धं प्रदेयम्। अत्र 'तदर्थिन' इति क्वचित् पाठः। विद्याञ्च काव्यञ्च योऽर्थयते, नाप्नोति, तथाभूतस्य विद्यार्थिनः काव्यार्थिनश्चेति तदर्थः। सर्वथा च कोऽपि विफलमनोरथो मा भूदिति देयमेव विवेचनया ॥ २२ ॥

এই কথা বলিয়া রাজা তাঁহাকে প্রধান অমাত্যের পদ হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহার পদে অন্য একজনকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—মহাকবির উপভোগার্থ লক্ষ মুদ্রা দিবে; যিনি বিশিষ্টপণ্ডিত; কিন্তু মহাকবি নহেন, তাঁহাকে অর্দ্ধলক্ষ—পঞ্চাশৎসহস্র মুদ্রা দান করিবে। যিনি অর্দ্ধপণ্ডিত ও অর্দ্ধকবি, তাঁহার ভোগের জন্য একখানি গ্রাম দিবে; আর যে অর্দ্ধার্দ্ধপণ্ডিত ও পাদকবি, তাঁহার সেবার্থ অর্দ্ধগ্রাম-দান করিবে। (ফলকথা, কাহাকেও বিফলমনোরথ করিবে না) ॥ ২২ ॥

मे ममामात्यादिषु मध्ये यश्च वितरणनिषेधमनाः वितरणस्य दानस्य निषेधो वितरणनिषेधः, तस्मिन् मनो यस्य, स तथा दानव्याघातबुद्धिः। अत्र जन्माद्युत्तरपदत्वाद्व्यधिकरणबहुव्रीहिर्गृहीतः। उक्तञ्च वामनेन,—'अवर्ज्यो व्यधिकरणो बहुव्रीहिर्जन्माद्युत्तरपदे' इति। स हन्तव्यः प्रच्याव्यः स्वपदाद्, घात्यो वा। उक्तं च यस्मात्

"प्रियः प्रजानां दातैव न पुनर्द्रविणेश्वरः।
अयच्छन् काङ्क्ष्यते लोकैर्वारिदो न तु वारिधिः" ॥२४॥

दात्रार्थः,—यद्दित्यादिना। यत् धनं ददाति पात्रसात् करोति, यच्च अश्नाति स्वयमेव भुङ्क्ते, तदेव दत्तमाश्रितमेव धनिनां धनम्। यस्मात् कारणात् परित्यज्य मृतस्य पुंसः दारैः कलत्रेण करणेनापि, धनैरपि करणैरन्ये पुमांसः क्रीड़न्ति खेलन्ति स्फूर्त्तिमनुभवन्तीत्यर्थः। अत्रैवमर्थं क्वचिदश्लीलवादिभिः पठ्यते,—'दानोपभोगहीनं यत् तद्धनं क्लेशकारणम्' इति। (यस्मात् हेतोर्यत् धनं दानोपभोगहीनं नैव दत्तं, नाप्युपभुक्तञ्च, तद्धनं क्लेशस्य कष्टस्य कारणं हेतुः; अर्जनरक्षणादिना परित्यज्य मरणाच्च महद्दुःखं समुद्भवतीति)। न च तेन तेन तस्य किञ्चिदपि फलं दृश्यत इति व्यर्थं दानोपभोगपराङ्मुखस्य क्लेशैकफलकं सञ्चयकरणमिति भावः॥ २३॥

আমার মন্ত্রিপ্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাহার মনে দানের ব্যাঘাত ঘটাইতে ইচ্ছা আছে, সে হন্তব্য—হয় কর্ম্মচ্যুত, না হয় ছিন্নমস্তক, যা হয়, একরূপ হইবে। কারণ, আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, সঞ্চয়কারী বঞ্চিত হয়। যাহা দান করে ও যাহা ভোগ করে, তাহাই ধনীদিগের ধন; যেহেতু, মৃতব্যক্তির স্ত্রী ও ধন লইয়া অন্যে আমোদপ্রমোদ করিয়া থাকে; (ধনী রাখিয়াই চলিয়া যায়, সুখভোগ আর তাহার ভাগ্যে ঘটে না; সুতরাং ক্লেশপূর্ব্বক সঞ্চয় করা বৃথা)। (আর যাহা দান ও উপভোগবর্জ্জিত, তাহা কেবল ক্লেশের হেতু; অর্জ্জন ও রক্ষণাদি করিতে ক্লেশ ভোগ করা হইয়াছে, সুখভোগ আর তদ্দ্বারা কিছুই হইল না)। ২৩॥

अपिच सञ्चिन्वन् द्वेष्योऽपि भवतीत्याह;—प्रिय इति। प्रजानां जनानां दातैव दानकर्त्तैव प्रियः प्रीतिपात्रं, न पुनर्द्रविणेश्वरः धनपतिरदातापि प्रियो भवति। अस्मिन्नर्थान्तरं न्यस्यति,—वारिदो जलदो मेघः अयच्छन्नपि वारि न ददत्‌पि च लोकैः काङ्क्ष्यतेऽभिलष्यते, यतः स वारि ददाति; तु किन्तु वारिधिः जलनिधिः समुद्रः न काङ्क्ष्यते वारि दधदपि। अतो यस्माद दानं प्रियं; न तु सञ्चयस्तस्माद्दानपरायणेन भावितव्यमिति भावः॥ २४॥

संग्रहैकपरः प्रायः समुद्रोऽपि रसातले।
दातारं जलदं पश्य गर्जन्तं भुवनोपरि" ॥ २५ ॥

इति कृपणमन्त्रिशासनकथा ॥ २ ॥

अथ कलिङ्गादिषट्कवीन्द्रकथा।

एवं वितरणशालिनं भोजराजं श्रुत्वा कश्चित् कलिङ्गदेशात्

দাতাই লোকের প্রীতিপাত্র, কেবল ধনের অধিপতি হইলে সে প্রিয় হয় না। দেখ—প্রার্থনাকালে দান না করিলেও জল দান করে বলিয়া মেঘকে লোক চায়; কিন্তু জলরাশির সঞ্চয়কারী সমুদ্রকে কেহই চাহে না। (অতএব যখন দানই প্রিয়, সঞ্চয় নহে, তখন দাতা হওয়াই উচিত।) । ২৪ ॥

কিঞ্চ সঞ্চয়কারিণামধঃপতনমপীত্যাহ ;—संग्रहैकपर इति। संग्रहैकपरः सञ्चयपरायणः समुद्रः रत्नाकरः सागरः, श्लेषात् मुद्रावान्, प्रायोऽपि बाहुल्येनैव रसातले रसायाः पृथिव्यास्तले निम्नदेशे वर्त्तते इति शेषः। किन्तु दातारं दानं कुर्वन्तं जलदं जलदानकारिणं मेघं भुवनोपरि भूलोकस्योपरि ऊर्द्ध्वं गर्ज्जन्तं गर्ज्जनं कुर्वन्तं पश्य। अत्र कृपणो धनवानपि अधस्तिष्ठति तिरस्कारेण, दाता तु दानजनितात्मप्रसादेन समुन्नतशिराः सापराधे महत्यपि पुरुषे गर्ज्जति, तद्वदिमावपीति ध्वन्यते। अत्र ध्वन्युत्थापितश्लेषहेतुकगम्योत्प्रेक्षालङ्कारः ॥ २५ ॥

প্রায়ই দেখা যায় কেবল সঞ্চয়পরায়ণ বলিয়াই যেন সমুদ্র রসাতলে থাকে ; কিন্তু দাতা বলিয়াই যেন জলদানকারী মেঘ ভূলোকের উপরে থাকিয়া গর্জ্জন করে ॥ ২৫

ইতি কৃপণমন্ত্রিশাসনকথা ॥ ২ ॥

অথ কলিঙ্গাদিষট্কবীন্দ্রকথা।

एवमिति। कृपणस्य मुख्यामात्यस्य बुद्धिसागरस्य दानप्रतिबन्धकतया प्रथितस्य शासनेन लोकैर्दिशि दिशि राज्ञो दानमहिमनि प्रचारिते सति, वितरणशालिनं

कविरुपेत्य मासमात्रं तस्थौ, न च क्षौणीन्द्रदर्शनं भवति, आहारार्थे पाथेयमपि नास्ति। ततः कदाचिद्राजा मृगयाभिलाषी बहिर्निर्गतः ॥ २६ ॥

भोजराजं श्रुत्वा भोजराजस्य दानशालित्वकथां श्रुत्वा—न हि भोजो श्रवणयोग्यः, शब्दरूपत्वाभावात्। तस्मात् 'सविशेषणे हि विधिनिषेधौ विशेषणमुपसंक्रामतः विशेष्ये बाधिते सति' इति न्यायात् भोजगुणो वितरणशालित्वमेव श्रुधातोः कर्म्म वक्तव्यम्। यद्वा 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' इत्यादिवत् विचार्य्य भोजराजं वितरणशालिनं निश्चित्य कश्चित् कविः कलिङ्गदेशाद् भोजराजमुपेत्य भोजराजसमीपमागत्य मासमात्रं मासपरिमाणं कालं व्याप्य तस्थौ स्थितिं चकार। भवतीति स्थितेऽतीते वर्त्तमानवद्व्यवहारः। एवमस्तीति मन्तव्यम्। पाथेयं पथिसम्बलं पथिव्ययम् आहारार्थेऽपि नास्ति आहारोपयोगि नास्ति, किं पथि कार्य्यचालनोपयोगि ? क्लेशस्य चरमसीमाऽऽयातेत्यर्थः। अत्र 'न चास्ते'ति कश्चिद् भ्रमात् पठति। ततः यदैवं ब्राह्मणस्य दशा, तदेत्यर्थः। मृगयाभिलाषी शरव्येच्छुः वनपर्य्यटनपूर्वकमृगवधेच्छावान् बहिर्निर्गतः बहिर्निरगमत् ॥ २६ ॥

মুখ্যামাত্য বুদ্ধিসাগর কার্পণ্যপ্রকাশদ্বারা দানে ব্যাঘাত ঘটাইয়া দূরীকৃত হইলে, রাজার দানমহিমা চারিদিকে বিঘোষিত হইয়াছিল। কলিঙ্গদেশের একজন কবি রাজার দান করার কথা শ্রবণ করিয়া রাজার নিকটে আসিয়া এক মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজদর্শন হইল না। পথখরচ যাহা আনিয়াছিলেন, তাহাও ব্যয় হইয়া এমন নিঃশেষিত হইল যে, আহারপরিচালনোপযোগী সম্বলও রহিল না। যখন ব্রাহ্মণের এই অবস্থা ঘটিল, তখন কোনও এক সময়ে রাজা বনপর্য্যটনপূর্ব্বক মৃগ বধ করিতে অভিলাষী হইয়া বাহিরে নির্গত হইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

स कविर्दृष्ट्वा राजानमाह,—

"दृष्टे श्रीभोजराजेन्द्रे गलन्ति त्रीणि तत्क्षणात्।
शत्रोः शस्त्रं, कवेः कष्टं, नीवीबन्धो मृगीदृशाम्" ॥ २७॥

इति राजा लक्षं ददौ।

दृष्ट इति। श्रीभोजराजेन्द्रे श्रियाः भोजी भोज्यः श्रीभोग्यः राज्ञामिन्द्रः राजा वेन्द्र इव राजेन्द्रः सकलबलशाली राजा, श्रीभोजश्चासौ राजेन्द्रश्चेति श्रीभोज-राजेन्द्रः सर्वगुणवत्त्वात् श्रीयं भुङ्क्ते, न यः श्रियं भुङ्क्ते। यद्वा श्रिया भोजी भोगस्थानं, धर्मोऽर्थः कामश्च त्रिवर्गसम्पत् यत्र स्थिता भुङ्क्ते स्वाधिकारं, स श्रीभोजस्त्रिवर्गसम्पदधिकारी राजा प्रकृतिरञ्जक इन्द्रः सुरपतिरिव, तस्मिन् दृष्टे दृष्टिं गते सति प्रत्यक्षीकृते त्रीणि तत्क्षणात् तस्मिन्नेव क्षणे गलन्ति भयदयाप्रेमोल्लासैः। कानि त्रीणि? तदाह,—शत्रोर्विपक्षस्य शस्त्रम् आयुधः खड्गादिर्भयात् गलति भ्रंशते, एतेन प्रबलः प्रतापो दर्शितः। कवेः कष्टं काव्यकर्तुर्दुःखं दयाया गलति नश्यति, एतेन गुणवेदनेन गुणवत्त्वमावेदितम्। मृगीदृशां हरिणीनयनानां सुलोचनानां युवतीनां नीवीबन्धो नीव्याः कटिवस्त्रबन्धनग्रन्थेर्बन्धो बन्धनं गलति स्खलति प्रेमोल्लासेन अभियोगाय। युवतिर्हि शाटीग्रन्थिमुन्मुच्य परिदधती जाता-भिलाषा पुरुषमभियुङ्क्ते इति वात्स्यायनः कामसूत्रे प्राह। नीवीमोचनं केलि-चारकमिति। एतेन सौभाग्यवत्त्वं प्रदर्शितम्। अहो सौभाग्यं, यद्दृष्ट्वैव मुग्धा युवतयोऽभियुञ्जते राजानम्। यद्वा नीव्याः पक्षस्य परपुरुषमुखं न पश्यामीति प्रतिज्ञाया बन्धो बन्धनं दृढता गलति तद्रूपलावण्यमोहात् प्रच्यवते, त्वां पश्यन्ति ता इत्यर्थः। अहो बत अयं महिमा दर्शनस्य ; न जाने वचनादीनां कीदृश इति। अतान्नीलवादिनो 'दरिद्राणां दरिद्रता' इति पाठं कल्पयन्ति पाठयन्ति च ब्रह्मचर्याय। अत्र दकार-जकार-तकार-णकार-शकार-वकार-दकारयोः श्रुत्यनुप्रासो द्रष्टव्यः। दर्शनगलनयोः कार्यहेत्वोः पौर्वापर्याव्ययाच्चातिशयोक्त्यलङ्कारः। २७।

ततस्तस्मिन् मृगयारसिके राजनि कश्चन पुलिन्दपुत्रो गायति। तद्गीतमाधुर्य्येण तुष्टो राजा तस्मै पुलिन्दपुत्राय पञ्चलक्षं ददौ। तदा कविः तद्दानमत्युन्नतं किरातपोतञ्च दृष्ट्वा नरेन्द्रपाणिकमलस्थ-पङ्कजमिषेण राजानं वदति ॥ २८ ॥

"एते हि गुणाः पङ्कज ! सन्तोऽपि न ते प्रकाशमायान्ति।
यल्लक्ष्मीवसतेस्तव, मधुपैरुपभुज्यते कोषः" ॥ २९ ॥ इति।

भोजस्तदभिप्रायं ज्ञात्वा पुनर्लक्षमेकं ददौ।

শ্রীমান্ ভোজরাজেন্দ্রকে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তিনটি স্খলিত হইয়া যায়। শত্রুর শস্ত্র (খড়্গাদি), কবির কণ্ঠ, আর মৃগনয়নাদিগের কটিবসনের গ্রন্থি ॥ ২৭ ॥

मृगयारसिके मृगयारसज्ञे। पुलिन्दपुत्रः पुलिन्दो म्लेच्छजातिविशेषः, तस्य पुत्रः। गीतमाधुर्य्येण गीतस्य माधुर्य्येण चित्तद्रवीभावकरेण गुणविशेषेण। अत्युन्नतम् अतिप्रचुरम्। किरातपोतञ्च व्याधशिशुमपि अतिक्षुद्रमिति शेषः। नरेन्द्रपाणि-कमलस्थपङ्कजमिषेण राजकरपद्मस्थितपद्मच्छलेन ॥ २८ ॥

তারপর সেই ভোজরাজ মৃগয়ায় আমোদ উপভোগ করিতে থাকিলে সেই সময়ে একটি পুলিন্দজাতীয় বালক গান করিল। তাহার সেই গানের মাধুর্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া রাজা সেই পুলিন্দপুত্রকে পাঁচলক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন। তখন সেই কবি সেই দান অত্যন্ত অধিক; কিন্তু দানের পাত্র ব্যাধশিশু অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া রাজার করকমলে স্থিত পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া রাজাকে বলিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

एत इति। हे पङ्कज ! प्रत्ययश्लेषात् हे पङ्कजवन् ! ते तव सन्तोऽपि तिष्ठन्तोऽपि एते बहवो गुणाः स्निग्धसुगन्धित्वादयः प्रकाशं प्रचारं लोकस्य ज्ञानविषयतां यत् नायान्ति विख्याता यन्न भवन्ति, तत्कारणं लक्ष्मीवसतेः श्रीभाजनस्य तव कोषः पानपात्रं मधुपरागालयः मधुपैर्भ्रमरैरुपभुज्यते, नान्यैः पिकशुकादिभिः। राजपक्षे च हे पङ्कजधारिन् ! तव एते दयादाक्षिण्यादयो गुणाः सन्तोऽपि यत् प्रकाशं

ततो राजा ब्राह्मणमाह,—

"प्रभुभिः पूज्यते विप्र! कलैव न कुलीनता।
कलावान् मान्यते मूर्ध्नि सत्सु देवेषु शम्भुना" ॥ ३० ॥

नायान्ति, तत्र कारणं लक्ष्मीवसतेर्लक्ष्म्या धनसम्पत्तेर्वसतेरावासस्वरूपस्य तव राज्ञः कोषो धनागारः मधुपैर्मधुर्मद्यं "मकरन्दस्य मद्यस्य माक्षिकस्यापि वाचकः। अर्द्धर्चादिगणे पाठात् पुंनपुंसकयोर्मधुः॥" इत्युक्तेः, तत् पिबन्ति ये, ते तथा, तैर्मद्यपायिभिः पतितैस्तुच्छैर्म्लेच्छैः किरातपुत्रादिभिरिव उपभुज्यते इव; न तु शास्त्रज्ञैः साधुभिः कविभिः। तद्द योग्यस्ते विवेकहीनस्याप्रकाश इति भावः। अत्र गुणादीनां श्लिष्टतयाऽप्रकाशस्य च मधुपोपभोगहेतुजन्यत्वोत्प्रेक्षणाच्च श्लेषहेतुगर्भ्योत्प्रेक्षालङ्कारः ॥ २९ ॥

হে পদ্ম! তোমার এত গুণ থাকিয়াও যে প্রকাশ হয় না, যেন তাহার কারণ এই যে, তুমি শোভার আবাসভূমি, তোমার কোষ মধুপূর্ণ; কিন্তু কেবল মধুপায়ী ভৃঙ্গসকলেই তাহা উপভোগ করিয়া থাকে। রাজপক্ষে,—হে পঙ্কজধারিন্! তোমার এত দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ থাকিয়াও যে প্রসিদ্ধি হইতেছে না; তাহার কারণ এই যে, প্রচুরধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী দেবীর আশ্রয় হইলেও তোমার ধনভাণ্ডার মদ্যপায়ী পতিত তুচ্ছ ম্লেচ্ছেরাই উপভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং তোমার সুখ্যাতি ছড়াইয়া না পড়াই উচিত ॥ ২৯ ॥

भोज इति। तमभिप्रायं—मत्सन्निधौ पुलिन्दपुत्राय पञ्चलक्षमुद्रादानमनुचितमित्येवमभिसन्धिम्। प्रभुभिरिति। हे विप्र! प्रभुभिः प्रभावशालिभिरीश्वरैः कला गीतवाद्यादिचतुःषष्टिकलाविद्या पूज्यते एव, न कुलीनता कुले उद्भवः सत्कुले जन्ममात्रम्। तथाहि, सत्सु साधुषु निष्कलङ्केषु देवेषु अन्येषु वह्नीन्द्रादिषु सुरेषु सत्सु शम्भुना शङ्करेण शिवेन मूर्ध्नि मूर्द्धैकदेशे भाले कृत्वा इति शेषः। कलावान् चन्द्रो मान्यते पूज्यते। यत्र देवदेवस्य व्यवस्थेयं, तत्र नरदेवस्य का कथा? गुण-

এবং বদতি ভোজেঽপি কুতোঽপি পঞ্চষাঃ কবয়ঃ সমাগতাঃ। তান্ দৃষ্ট্বা রাজা বিলক্ষণ ইবাসীত্, অদ্যৈব ময়া এতাবদ্বিত্তং দত্তমিতি। ততঃ কবিস্তমভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা নৃপং পদ্মমিষেণ পুনঃ প্রাহ ॥ ২১ ॥

পক্ষপাতো হি মনস্বিনাং স্বভাব ইতি ভাবঃ। অত্র পূজাবাক্যমানবাক্যয়োরৈকরূপতয়ৈব পর্য্যবসানাত্ প্রতিবস্তূপমালঙ্কারঃ ॥ ২০ ॥

ভোজ তাঁহার তাদৃশ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আবার একলক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন। তারপর সময় বুঝিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন, দেখ ব্রাহ্মণ। প্রভাবশালী ঈশ্বরেরা গীতবাদ্যাদি চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু কুলীনতার (সৎকুলে উৎপত্তি, সৎকুলে জন্মমাত্রের) পূজা করেন না। সৎদেবতা অনেক থাকিলেও তন্মধ্যে কলাবান্ চন্দ্রকেই দেবদেব মহাদেব মস্তকে ধারণ করিয়া সম্মান করিতেছেন। (যখন দেবদেব মহেশ্বরের এই ব্যবস্থা, তখন নরদেব রাজার কথা আর কি বলিব? মনস্বীদিগের স্বভাব এই যে, তাঁহারা গুণেরই কেবল পক্ষপাতী।) ॥ ৩০ ॥

এবমিতি। ভোজেঽপি এবং বদতি সতি। পঞ্চষাঃ পঞ্চ ষট্ বা সংখ্যা যেষাং, তে তথা, সমাগতাঃ আজগ্মুঃ। যত্কালে বদনং; তত্কালে সমাগম ইতি দ্রষ্টব্যম্। অদ্যৈব ময়া এতাবদ্বিত্তং দত্তমিতি বিচিন্ত্য বিলক্ষণ ইব বিপরীতলক্ষণঃ পৃথগিত্যর্থঃ, অপ্রসন্নো দুশ্চিন্তান্বিত ইতি যাবত্। ততস্তথাবিধভিন্নভাবদর্শনানন্তরম্। কবিঃ কলিঙ্গবাসী পদ্মমিষেণ পদ্মচ্ছলেন ॥ ২১ ॥

যখন ভোজ এই কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় পাঁচ বা ছয়জন কবি কোনও অনির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভোজ 'আজ একদিনেই আমি এত ধন দিলাম। আবার ইহাঁরা উপস্থিত'। এই

"किं कुप्यसि कस्मै च न सौरभसाराय कुप्य निजमधुने।
यस्य कृते शतपत्र! प्रतिपत्रं तेऽद्य मृग्यते भ्रमरैः" ॥३२॥ इति।

প্রকার চিন্তা করিয়া যেন বিপরীতভাবাপন্ন (দুশ্চিন্তান্বিত) হইয়াছিলেন। রাজার সেই বিপরীতভাব দেখিয়া—তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই কলিঙ্গবাসী কবি পদ্মের ছলে আবার রাজাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

हे शतपत्र! हे शतदल! श्लेषात् गजवाजिप्रमुखानन्तवाहन! अद्य यस्य कृते यदर्थं यल्लब्धुं ते तव प्रतिपत्रं दलं दलं प्रति, श्लेषात् गुणचिठिकायां गुणचिठिकायां भ्रमरैर्भृङ्गैः, श्लेषात् गुणकामुकैः कविभिः,मृग्यते अन्विष्यते, तस्मै कस्मै च अनिर्दिष्टाय सौरभसाराय अतिसुगन्धाय, श्लेषात् उपयुक्तसौन्दर्य्याय, कुप्यनिजमधुने कुप्यं स्वर्ण-रजतभिन्नो धातुः, ततस्वरूपं यत् निजमधु स्वकीयमकरन्दः, अन्यत्र स्वीयमधुररसः प्रीतिजनको भावः, तस्मै तद्दानं कर्त्तुं कुप्यसि किम्? अपि त्वनुचितस्ते कोपः, तस्मान्न कुप्य। न कुप्य इति श्लेषः। यस्मात् गुणलुब्धाः कवयो व्यवहारमाधुर्य्येणापि परितुष्यन्तीति व्यवहारकार्पण्यमकर्त्तव्यमिति भावः। अत्र श्लेषोत्थापित आक्षेपा-लङ्कारः। अत्र 'किं कुप्यसि कस्मै वा नवसौरभसाराय हि निजमधुने। यस्य कृते शतपत्र! तेऽद्य प्रतिपत्रं मृग्यते भ्रमरैः॥" इत्येवं कश्चित् कल्पयित्वा पठति। ३२ ॥

হে শতদল! (হে অসংখ্যবাহন!) আজ যাহা লাভ করিবার জন্য তোমার প্রতিপত্রে (গুণজ্ঞাপক চিঠিতে) ভ্রমরগণ (গুণকামুক কবিসকল) অন্বেষণ করিতেছে, সেই অনির্দ্দিষ্ট কোন অতি সুগন্ধ (উপযুক্তসৌন্দর্য্যসম্পন্ন) স্বর্ণ রজত ভিন্ন অন্য ধাতুস্বরূপ নিজ মধু (নিজের মধুর রস) দান করিতে কি কুপিত হইতেছ? (তোমার কোপ করা অনুচিত; যেহেতু কবিসকল মধুর ব্যবহার দ্বারাও পরিতুষ্ট হন। অতএব তোমার সদ্ব্যবহারে কৃপণতা করা উচিত নহে।)। ৩২।

ততঃ প্রভুং প্রসন্নবদনমবলোক্য প্রকাশেন প্রাহ,—

"ন দাতুং নোপভোক্তুঞ্চ শক্নোতি কৃপণঃ শ্রিয়ম্।
কিন্তু স্পৃশতি হস্তেন নপুংসক ইব স্ত্রিয়ম্" ॥ ৩৩ ॥

"যাচিতো যঃ প্রহৃষ্যেত দত্ত্বা চ প্রীতিমান্ ভবেৎ।
তং দৃষ্ট্বাপ্যথবা শ্রুত্বা নরঃ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ" ॥ ৩৪ ॥ ইতি।

ততস্তুষ্টো রাজা পুনরপি কলিঙ্গদেশবাসিকবয়ে লক্ষং দদৌ।

ন দাতুমিতি। অশ্লীলবাদিভিনায়ং দুষ্টঃ। নপুংসকঃ ক্লীবঃ স্ত্রিয়মিব কৃপণো জনঃ শ্রিয়ং ধনসম্পত্তিং ন দাতুং সমর্পয়িতুং নোপভোক্তুঞ্চ খাদিতুমপি শক্নোতি কল্পতে। কিন্তু হস্তেন কেবলং স্পৃশতি হস্তস্পর্শসুখমনুভবতি ন্যাসম্ ইব পালয়তীত্যর্থঃ। ব্যর্থং হি কৃপণজনধনমিতি দানেনার্থস্যোপভোগঃ কর্ত্তব্যঃ ইতি ভাবঃ। অত্র পূর্ণোপমালঙ্কারঃ। ৩৩।

সেই কথা শ্রবণ করিয়া রাজার সে বৈলক্ষণ্য ভাব তিরোহিত হইলে, রাজাকে প্রসন্নবদন দেখিয়া কবি মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন,—

ক্লীব যেমন স্ত্রীকে দান করিতে ও উপভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ কৃপণজন ধনসম্পত্তি দান করিতে বা উপভোগ করিতেও সমর্থ হয় না; কিন্তু একমাত্র স্পর্শজনিত হাতের সুখই উপভোগ করিতে পারে। (অতএব কৃপণের ধনের কিছুই সার্থকতা নাই; এই হেতু দান করিয়া ধনের উপভোগ করা কর্ত্তব্য।)। ৩৩।

শাস্ত্রীয়বচনেন দাতারং স্তৌতি,—"যাচিত" ইতি। যো জনঃ যাচিতঃ প্রার্থিতোऽর্থিভিঃ প্রহৃষ্যেত অত্যন্তং হৃষ্টো ভবতি, দত্ত্বা চ সমর্প্য চ ধনমর্থিভ্যঃ প্রীতিমান্ হর্ষযুক্ত আত্মপ্রসাদবান্ ভবেৎ ভবতি, তং দাতারং হৃষ্টং দৃষ্ট্বা অবলোক্য, অথবা শ্রুত্বাऽপি হৃষ্টস্য দাতুর্বৃত্তান্তং নরঃ স্বর্গমবাপ্নোতি। যস্মান্ন কেবলং হৃষ্টদাতৃদর্শনং, হৃষ্টদাতৃকথাশ্রবণমপি স্বর্গপ্রাপ্তিকারণং, তস্মাৎ বক্তুমশক্যং হর্ষপূর্ব্বকদানস্য কিং মহিমেতি দানং কর্ত্তব্যং, প্রীতিশ্চ সেব্যেতি ভাবঃ। ৩৪ ॥

ততঃ পূর্ব্বকবিঃ পুরঃস্থিতান্ ষট্কবীন্দ্রান্ দৃষ্ট্বাऽऽহ, "হে কবয়ঃ! অত্র মহাসরঃসেতুভূমৌ বাসী রাজা যদা ভবনং গমিষ্যতি, তদা কিমপি ব্রূত" ইতি। তে চ সর্ব্বে মহাকবয়োঽপি সর্ব্বং রাজ্ঞঃ প্রথমচেষ্টিতং জ্ঞাত্বাऽবর্ত্তন্ত ॥ ২৫ ॥

প্রার্থিগণ প্রার্থনা করিলে যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়, এবং দান করিয়া প্রীতি উপভোগ করে, তাহাকে দেখিয়া, অথবা তাহার কথা শুনিয়াও মানব স্বর্গলাভ করে। (যেহেতু, কেবল দান করিতে সন্তোষলাভকারী দাতার দর্শন নহে, তাহার কথা শ্রবণও স্বর্গলাভের কারণ, সেই হেতু হর্ষপূর্ব্বক দানকরার মহিমা যে কি, তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। এইজন্য প্রীতিপূর্ব্বক দান করিবে।) ॥ ৩৪ ॥

ততস্তস্য কলিঙ্গকবের্ব্বচনশ্রবণানন্তরম্। ততস্তদ্দানানন্তরম্। পূর্ব্বকবির্গোবিন্দ-পণ্ডিতঃ। অত্র ইদানীং, মহাসরঃসেতুভূমৌ বাসী, মহতঃ প্রকাণ্ডস্য সরসঃ সরোবরস্য পদ্মাকরপুষ্করিণ্যাদেঃ সেতুভূমৌ আলিস্থলে বসতীতি যিন্ বাসী বাসকারী অবস্থিত ইত্যর্থঃ। ইদানীং কিমপি হস্তে নাস্তি, কোষস্য দূরে বর্ত্ততে। অতো দাতু-মসমর্থো রাজা লজ্জামেষ্যতীতি ভাবঃ। প্রথমচেষ্টিতম্ অভীষ্টসাধকম্ অনিষ্ট-নাশকমনুষ্ঠানং প্রারম্ভম্। অবর্ত্তন্ত তস্মিন্ প্রথমচেষ্টিতে তস্থুঃ, নান্যত্র জগ্মু-রিত্যর্থঃ। ২৫ ॥

কলিঙ্গকবির কথাশ্রবণের পর, ভোজরাজ সন্তুষ্ট হইয়া আবার সেই কলিঙ্গ-দেশবাসী কবিকে লক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দানের পরে পূর্ব্বকবি গোবিন্দপণ্ডিত সম্মুখস্থ কবীন্দ্র ছয়জনকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, হে কবিসকল! এখন রাজা মহাসরোবরের সেতুস্থলে বাস করিতেছেন। যখন বাটী যাইবেন, আপনারা তখনই কিছু বলিবেন। তাঁহারা সকলেই মহাকবি হইলেও এটি রাজার যশোলাভার্থ প্রথম উদ্যম জানিয়া (যশস্করদানের আশায়) অবস্থান করিয়া-ছিলেন। অন্যত্র আর যান নাই) ॥ ৩৫ ॥

तेष्वेकः सरोमिषेण नृपं प्राह,—

"आगतानामपूर्णानां पूर्णानामपि गच्छताम् ।

यदध्वनि न सङ्घट्टो घटानां तत् सरो वरम्" ॥ २६ ॥ इति ।

तस्य राजा लक्षं ददौ ।

ततो गोविन्दपण्डितस्तान् कवीन्द्रान् दृष्ट्वा चुकोप । तस्य कोपाभिप्रायं ज्ञात्वा द्वितीयः कविराह,—

"कस्य तृषं न क्षपयसि, पिबति न कस्तव पयः प्रविश्यान्तः ।
यदि सन्मार्गसरोवर ! नक्रो न क्रोडमधिवसति" ॥ २७ ॥ इति ।

आगतानामिति । यदध्वनि यस्य सरोवरस्य अध्वनि गमनागमनयोः पथि अपूर्णानां जलशून्यानाम् आगतानां ग्रहणाय घट्टम् आगच्छतां तथा पूर्णानां जलपूर्णानां गच्छतां गमनं कुर्वतां घटानां जलपात्राणां कलसानां सङ्घट्टो घर्षणं सङ्घर्षो न भवतीति शेषः, तत् सरः सरोवरं वरं श्रेष्ठम् । यथाहि अभावपरिपूरणाय भिक्षितुमागच्छन्तस्तथा भिक्षां लब्ध्वा गच्छन्तो याचकाः सङ्कीर्णे पथि परस्परं कलहायन्ते । तत्र येन दात्रा कृते भिन्ने वा प्रशस्ते वा पथि चलन्तो न सङ्घर्षन्ति ; स वरोदाता उत्तम इति उद्घुष्यते, तद्वदिति ध्वन्यते । तस्मात्त्वयापि तथाऽसङ्घर्षायाऽसङ्कीर्णः पन्थाः कवीनां कर्त्तव्य इति भावः ॥ २६ ॥

তাঁহাদিগের মধ্যে একজন রাজাকে সরোবরচ্ছলে বলিয়াছিলেন ;—

যে সরোবরের গমনাগমনের পথে অপূর্ণ বলিয়া আগমনকারী, এবং পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া গমনকারী ঘটসকলের পরস্পর সংঘর্ষ (টোকাটুকি) না হয়, সেই সরোবরই শ্রেষ্ঠ। (অতএব যাহাতে কবিসকলের পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, সেরূপ অসঙ্কীর্ণ পথ আপনার কর্ত্তব্য।)। ২৬।

ततस्तस्य दुरभिसन्धिप्रकाशानन्तरम् । कवीन्द्रान् प्रवीणान् कवीन् । दृष्ट्वा बुद्ध्वा

राजा तस्मै लक्षद्वयं ददौ। तच्च गोविन्दपण्डितं व्यापार-पदाद् दूरीकृत्य "त्वयापि सभायामागन्तव्यं; परन्तु केनापि दौष्ट्यं न कर्त्तव्यम्", इत्युक्त्वा ततस्तेभ्यः प्रत्येकं लक्षं दत्त्वा स्वनगरमागतः। ते च यथायथं गताः।

चुकोप अक्रुध्यत्। द्वितीयस्तेषु षट्सु कवीन्द्रेषु मध्ये। कस्येति। हे सन्मार्ग-सरोवर! सन्मार्गगमनकर्तृश्रेष्ठ! सत्पथोपासक, सदन्वेषिन्, सत्प्रार्थनीय सरोवर! यदि नक्रः कुम्भीरो हिंसाकारिजलजन्तुरिव खलोजनस्तव क्रोड़म् स्वाश्रयम् उत्सङ्गं मध्यभागं न अधिवसति न निविशते न गृह्णाति, तर्हि को जनस्तव अन्तर्मध्यं हृदं प्रविश्य पयः पेयं यशो जलं न पिबति,कस्य लोकस्य वा तृषं न अपनयसि न पिपासामुप-शमयसि? सर्वेषामुपजीव्येन हिंसकानां नाश्रयेण भवितव्यमिति भावः। यथा कश्चि-द्राजा कविसेवी कदाचित् खलाश्रितस्तज्यते। पुनः खलत्यक्तो गम्यत एव गुणिभि-स्तद्वदिति ध्वन्यते ॥ ३७ ॥

সেই প্রথমকবি গোবিন্দপণ্ডিতের কুঅভিসন্ধি রাজার নিকট কবিতার দ্বারা ছলে প্রকাশ করিলে পর, গোবিন্দপণ্ডিত তাঁহাদিগকে প্রবীণ কবি বুঝিয়া কুপিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দপণ্ডিতের স্বার্থহানিই তাঁহার ক্রুদ্ধ হইবার কারণ বুঝিয়া দ্বিতীয় কবি বলিয়াছিলেন; হে সাধু লোকের আশ্রয়ণীয় সরোবর! যদি তোমার আশ্রয়ে কুম্ভীর বাস না করিত, তবে তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কে বা সুপেয় জল পান না করিত, আর তুমি কাহারই বা পিপাসা না মিটাইতে? (যে, সকলের উপজীব্য, হিংসক খলের আশ্রয় দেওয়া তাহার উচিত নহে।) ॥ ৩৭ ॥

व्यापारपदात् कस्यचित् कर्मण्यश्चलात्, दूरीकृत्य प्रेषयित्वा। दौष्ट्यं दुष्टता दोषजनको व्यवहार इत्यर्थः। केनापि सहेति शेषः। आगत आजगाम। ततः

ततः कदाचिद्राजा मुख्यामात्यं प्राह.—

"विप्रोऽपि यो भवेन्मूर्खः स पुराद्बहिरस्तु मे ।
कुम्भकारोऽपि यो विद्वान् स तिष्ठतु पुरे मम" ॥ इति ।

अतः कोऽपि न मूर्खोऽभूत् धारानगरे ॥ ३८ ॥

इति कलिङ्गादिषट्कवीन्द्रकथा ॥ २ ॥

इति श्रीमद्राजराजेश्वरवल्लालसेनसूरिकृते भोजप्रबन्धे
भोजराजस्य पाण्डित्यप्रथाप्रबन्धो नाम
द्वितीयः परिच्छेदः ॥ २ ॥

स्वनगरागमनानन्तरम् । मुख्यामात्यं नवीनं प्रधानमन्त्रिणम् । विप्र इति । यो जनः विप्रोऽपि ब्राह्मणोऽपि सन् मूर्खो विद्याहीनोऽज्ञः भवेत्, स मे पुरात् वहिरस्तु वहिर्भवतु संसर्गेणान्यस्यापि मौर्ख्यापत्तेः । यः कुम्भकारोऽपि सन् विद्वान् विद्यावान् ज्ञानी भवेत्, स मम पुरे तिष्ठतु ; ज्ञानिसंसर्गो हि ज्ञानाय भवतीति भावः । इति एवं प्राहेति क्रिययान्वयः । अतः राज्ञ एतादृगाज्ञया शङ्कितः कोऽपि जनः धारानगरे मूर्खो नाभूत् ॥ ३८ ॥

इति कलिङ्गादिषट्कवीन्द्रकथा ॥ २ ॥

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणभैरवचन्द्रविद्यासागर-
भट्टाचार्य्यसूरिसूनुश्रीकृष्णविद्यारत्नभट्टाचार्य्यात्मजश्रीगङ्गाचरणवेदान्त-
विद्यासागरभट्टाचार्य्यकृतौ भोजप्रबन्धटीकायां भोजराजस्य
पाण्डित्यप्रथाप्रबन्धो नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ २ ॥

এই শ্লোক শুনিয়া রাজা ভোজ তাঁহাকে তুইলক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন। এবং সেই গোবিন্দপণ্ডিতকে কোনও কার্য্যের ছলে পাঠাইয়া 'আপনিও সভায় আসিবেন, কিন্তু কাহারও সহিত দূষণীয় ব্যবহার করিবেন না' এই কথা বলিয়া সেই স্থানে থাকিয়াই তাঁহাদিগের প্রত্যেককে একলক্ষ একলক্ষ মুদ্রা দিয়া নিজের নগরে আগমন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারাও সকলে, যাঁহার যেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য, সেইখানে গমন করিয়াছিলেন। রাজা ভোজ নিজ নগরে আসিবার পর কোনও এক সময়ে প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণ হইয়াও মূর্খ হইবে, সে আমার নগরের বাহিরে যাইয়া থাকুক, এবং যে কুম্ভকার হইযাও বিদ্বান্, সে আমার নগরে থাকুক। এই কারণে ধারানগরে কেহই আর মূর্খ ছিল না, সকলই পণ্ডিত ও কবি হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

ইতি কলিঙ্গাদিষট্‌কবীন্দ্রকথা ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বরবল্লালসেনসূরিবিরচিত ভোজপ্রবন্ধে ভোজরাজের পাণ্ডিত্যপ্রখ্যাপনাত্মক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ২ ॥

तृतीयः काव्यविलासप्रबन्धः ।

——oo——

तत्र शङ्कर-कालिदासकथा ।

ततः क्रमेण पञ्चशतानि विदुषां वररुचि-बाण-मयूर-रेफण-हरि-शङ्कर-कलिङ्ग-कर्पूर-विनायक-मदन-विद्या-विनोद-कोकिल-तारेन्द्रमुखाः सर्वशास्त्रविचक्षणाः सर्वे सर्वज्ञाः श्रीभोजराज-सभामलञ्चक्रुः । एवं स्थिते कदाचिद् विद्वद्वृन्दवन्दिते सिंहासनासीने कविशिरोमणौ कवित्वप्रिये विप्रप्रियबान्धवे भोजेश्वरे द्वारपाल एत्य प्रणम्य व्यजिज्ञपत्,—"देव ! कोऽपि विद्वान् द्वारि तिष्ठति" इति । अथ राज्ञा "प्रवेशय तम्" इति आज्ञप्ते, सोऽपि दक्षिणेन पाणिना समुन्नतेन विराजमानो विप्रः प्राह ॥१॥

ततः क्रमेणेति । गोविन्दपण्डितमारभ्य एकैकस्यागमनेन सर्वशास्त्रविचक्षणाः सर्वशास्त्रकुशलाः सर्वज्ञाः जगद्वार्त्ताभिज्ञाः । वररुचिः, बाणो, मयूरो, रेफणो, हरिः, शङ्करः, कलिङ्गः, कर्पूरो, विनायको, मदनो, विद्या, विनोद, कोकिलः, तारा, इन्द्रश्च, ते मुखाः प्राधाना येषां सीताघटकर्परकालिदासादीनाम्, ते पञ्चशतसंख्यका विद्वांसः सर्वे श्रीभोजराजसभाम् अलञ्चक्रुः विभूषयामासुः । एवं स्थिते षट्कवीन्द्रान् परितोष्य स्वनगरमागत्य अवस्थिते, विद्वद्वृन्दवन्दिते विदुषां वृन्दैः समूहैर्वन्दिते स्तुते, पण्डितगणवर्षिते । कवीनां शिरोमणिर्मस्तकभूषण इव, तस्मिन् कविश्रेष्ठे, अतएव कवित्वप्रिये कवित्वं प्रियं प्रीतिजनकं यस्य, स तथा तस्मिन् काव्यासक्ते, विप्रप्रियबान्धवे विप्राणां ब्राह्मणानां प्रिये बान्धवे प्रीतिबन्धनकारिणि मित्रे

कविः—'राजन्नभ्युदयोऽस्तु'

राजा— 'शङ्करकवे! किं पत्रिकायामिदम्?'

कविः—'पद्यं'

राजा— 'कस्य'?

कविः— 'तवैव भोजनृपते!'

राजा— 'तत् पठ्यतां',

कविः— 'पठ्यते'।

भोजेश्वरे सिंहासने आसीन उपविष्टः राजकार्य्यं कर्त्तुमारब्धवांस्तस्मिन् राजकार्य्यव्यापृते सति, एत्य आगत्य, प्रणम्य प्रकर्षेण नत्वा, व्यजिज्ञपत् विज्ञापयामास। आज्ञप्ते सति तेन प्रवेशित इति शेषः। विराजमानः शोभमानः ॥ १ ॥

এইরূপ গোবিন্দপণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া এক এক জনের আগমনে পঞ্চশতসংখ্যক বিদ্বান্, সকলশাস্ত্রকুশল, সর্ব্বজ্ঞ, বররুচি, বাণ, ময়ূর, রেফণ, হরি, শঙ্কর, কালিঙ্গ, কর্পূর, বিনায়ক, মদন, বিদ্যা, বিনোদ, কোকিল, তারা, ও ইন্দ্র, আর সীতা, ঘটকর্পর কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিসকল শ্রীভোজরাজের সভা বিভূষিত করিয়াছিলেন। তারপর সেই ছয়জন প্রবীণ কবিকে পরিতুষ্ট করিয়া নিজের রাজধানীতে আসিয়া অবস্থান করিলে পর, পণ্ডিতগণস্তুত, কবিশ্রেষ্ঠ, কাব্যে আসক্ত, ব্রাহ্মণের প্রীতিবর্দ্ধনকারী মিত্রস্বরূপ রাজা ভোজ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইলে কোনও এক সময়ে দ্বারপাল আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল, মহারাজ! কোনও এক বিদ্বান্ সিংহদ্বারে অবস্থান করিতেছেন। দ্বারপালের কথা শুনিয়া 'তাঁহাকে সভায় প্রবেশ করাও' রাজা এইরূপ আজ্ঞা দিলে, দ্বারপালের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদার্থ উন্নত দক্ষিণহস্তে একখানি পত্রিকা লইয়া শোভমান সেই বিদ্বান্ বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

এতাসামরবিন্দসুন্দরদৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনা-
দুদ্বেল্লদ্ভুজবল্লিকঙ্কণঝণৎকার: ক্ষণং বার্য্যতাম্ ॥ ২ ॥
যথা যথা ভোজযশো বিবর্দ্ধতে,
সিতাং ত্রিলোকীমিব কর্ত্তুমুদ্যতম্ ।

রাজন্নিতি। অভ্যুদয়ো ধর্মো মঙ্গলম্ব। এতাসাম্ অরবিন্দসুন্দরদৃশাং কমলসম-সুন্দরনয়নানাং স্ত্রীণাং দ্রাক্ শীঘ্রং যথা স্যাত্ তথা চামরান্দোলনাত্ চামরব্যজনাত্ চামরেণ বায়ুসঞ্চালনাত্ উদ্বেল্লন্ত্যা ঊর্দ্ধাধ উত্থানপতনে কুর্ব্বন্ত্যাং ভুজবল্ল্যাং বাহু-লতায়াং স্থিতানাম্ অতএব ঊর্দ্ধাধ উত্থানপতনে কুর্ব্বতাং কঙ্কণানাং করভূষণ-বিশেষানাং ঝনৎকার: কঙ্কণগীতরূপো অব্যক্তমধুরধ্বনিবিশেষো মনোহরশব্দ: ক্ষণং কালং ব্যাপ্য বার্য্যতাং নিবার্য্যতাম্। ন হ্যেতস্মিন্ ভবতি লোকমনোহরে সুধাগন্ধোঽপি পুমাংসমাকর্ষতি। তথা হ্যাভাণক:,—"কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে। গীতন্তু স্ত্রীবিলাসেন সর্বং হন্তি দরিদ্রতা॥" ইতি। তস্মাত্ কাব্যরসমাস্বদমানেন গীতং বারণীয়মিতি ভাব: ॥ ২ ॥

রাজন্! মঙ্গল হউক! রাজা বলিলেন, ওহে শঙ্করকবি! পত্রিকায় এ কি? কবি বলিলেন, একটি পদ্য; রাজা বলিলেন, কাহার? কবি বলিলেন, হে ভোজ-রাজ! আপনার সম্বন্ধীয়ই। রাজা বলিলেন, পাঠ করুন; কবি বলিলেন, পাঠ করা যাইতেছে। কিন্তু এই পদ্মসমসুন্দরনয়না রমণীদিগের অতিক্রুত চামরের দ্বারা বায়ুসঞ্চালন হেতু উত্থিত ও পতিত বাহুলতায় স্থিত, সুতরাং উত্থিত ও পতিত কঙ্কণসকলের ঝনৎকারধ্বনি কিছুক্ষণের জন্য নিবারিত করুন। (সকললোক-মনোহর রমণীর অলঙ্কারধ্বনি হইতে থাকিলে সুধার গন্ধও পুরুষকে আকর্ষণ করিতে পারে না। কথিত আছে, কাব্যালাপ শাস্ত্রালাপকে নষ্ট করে। গীতালাপ কাব্যালাপকে, গীতালাপকে স্ত্রীবিলাস, কিন্তু দরিদ্রতা সকলকেই নষ্ট করে। অত-এব যিনি কাব্যরস আস্বাদন করিবেন, তাঁহার উচিত গীতালাপ বারণ করা।) ॥২॥

বারিতে স্থিতে পঠতি,—যথেতি। ত্রিলোকীং বয়াণাং লোকানাং সমাহার-

तथा तथा मे हृदयं विदूयते,
प्रियालकालीधवलत्वशङ्कया ॥ ३ ॥ इति।

त्रिलोकी स्वर्गमर्त्त्यपातालं भूर्भुवः स्वः, तां सितां शुभ्रां कर्त्तुमिव, प्रभाशोक्लात् प्रभासितसर्वशुक्लताया दर्शनात्, उद्यतं चेष्टितं भोजयशो भोजस्य यशः, हे भोज! ते यश इति वा, यथा यथा यावद्द यावद्द वर्द्धते उन्नयति पूरयति वृद्धिं गच्छति इति यावत्; एतेनान्येषां शुभ्रमपि समस्तं यशो धवलीकृतमित्युक्तम्। न तु वृद्धिसीमातिक्रान्तम्। प्रियालकालीधवलत्वशङ्कया प्रियायाः पत्न्याः अलकानां चूर्णकुन्तलानाम् आल्याः श्रेण्याः धवलत्वस्य शुक्लतायाः शङ्कया भयेनेव मे मम हृदयं मनस्तथा तथा तावत् तावत् विदूयते खिद्यति परितप्यतीति यावत्। भवद्यशसो विवर्द्धनं समस्तस्य जगतः शुक्लतार्थे इत्युत्प्रेक्ष्यते मया। तत्रापीयमुत्प्रेक्षा यत्, जगदन्तःपातित्वेन प्रियायाश्चूर्णकुन्तलश्रेण्योऽपि धवलाश्चेदभविष्यन्, तर्हि नास्थास्यत् तासां मनोहारिणी शोभैव, ययाऽहं दरिद्रोऽपि जीवितः। ततो हतोऽहं ते शुभ्रेण यशसेति कवेराशङ्का। एतेन निर्मलं दिगन्तविश्रान्तञ्च यश उक्तम्। तथाच सुकृतिनस्ते यशो वर्द्धतामिति भावः। अबोधमस्य कर्त्तुमिवेति क्रियारूपफलोत्प्रेक्षणादुत्प्रेक्षालङ्कारः॥ ३ ॥

হে ভোজ! ত্রিভুবনকে শুক্ল করিবার জন্যই যেন চেষ্টিত আপনার যশঃ যেমন যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রিয়ার অলকশ্রেণী (চূর্ণকুন্তল) ধবল হইবার আশঙ্কায় আমার হৃদয়ও তেমন তেমন পরিতাপিত হইতেছে। (তোমার যশঃ শুক্ল বলিয়া তাহার সংসর্গে জগৎও ধবল হইবে। জগতের অন্তঃপাতি বলিয়া, এ দরিদ্রের বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র কারণ আমার প্রিয়ার মনোরম অলকরাজিও ত তাহা হইলে ধবল হইয়া যাইবে। তবেইত দেখিতেছি, তোমার শুক্ল যশঃ আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। কবির এই হইতেছে আশঙ্কা। ইহার দ্বারা যশঃ নির্ম্মল এবং দিগন্তবিশ্রান্ত বলা হইল। অতএব আপনি সুকৃতী, আপনার যশঃ আরও বর্দ্ধিত হউক।)।৩।

ततो राजा शङ्करकवये द्वादशलक्षं ददौ। सर्वे विद्वांसश्च विच्छायवदना बभूवुः; परं कोऽपि राजभयान्नावदत्। राजा च कार्य्यवशात् गृहं गतः। ततो विभूपालां सभां दृष्ट्वा विबुधगणस्तं निनिन्द। "अहो नृपतेरज्ञता! किमस्य सेवया? वेदशास्त्रविचक्षणेभ्यः स्वाश्रयकविभ्यो लक्षप्रदात्। किमनेन वितुष्टेनापि? असौ च केवलं ग्राम्यः कविः शङ्करः; किमस्य प्रागल्भ्यम्"? इत्येवं कोलाहलरवे जाते कश्चिदभ्यगात् कनक-

---

तत इति। तथाभूतप्रसादगुणसम्पन्नोत्प्रेक्षितापूर्वकाव्यश्रवणानन्तरम्। विच्छायवदनाः छायया विशिष्टं वदनं येषां, ते तथा मलिनमुखा ईर्ष्ययेति शेषः। गतः अगमत्। विभूपालां भूपालविरहितां सभामिति समासोक्तिरलङ्कारः, सभया भूपालस्य नायकनायिकाभावकल्पनया कीर्त्तितत्वात्। निनिन्द अपावादीत् अजुगुप्सत निन्दां चकार इति यावत्। वेदशास्त्रविचक्षणेभ्यः वेदादिशास्त्रकुशलेभ्यः। स्वाश्रयकविभ्यः निजाश्रितकविभ्यः। वितुष्टेनापि अप्रसन्नेनापि। ग्राम्यनागरयोर्भेदाद् द्विविधो लोको नायिका च प्रदर्शिता कामसूत्रे वात्स्यायनेन। तत्र ग्राम्यो जनो हि असाधारणचातुर्य्यहीनः प्रायेण भवतीति शीघ्रं प्रतार्य्यते इत्युक्तम्। प्रागल्भ्यं पाण्डित्ये प्रौढत्वं तेजस्विता किमस्ति? अपि तु नास्त्येवेति वृथा विद्या।

সেই প্রসাদগুণসম্পন্ন উৎপ্রেক্ষালঙ্কৃত অপূর্ব্ব কাব্য শ্রবণের পর রাজা শঙ্কর কবিকে দ্বাদশলক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন। রাজার সেই দান দেখিয়া ঈর্ষ্যায় সকল পণ্ডিতই মলিনবদন হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই রাজার ভয়ে কিছুই বলিতে পারেন নাই। রাজাও কার্য্যবশতঃ গৃহে উঠিয়া গিয়াছিলেন। রাজা উঠিয়া গেলে সভা রাজার বিরহপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছিলেন। রাজা কি অজ্ঞ! ইঁহার সেবার প্রয়োজন কি? বেদাদিসকলশাস্ত্রদক্ষ নিজের আশ্রিত কবিদিগকে মাত্র একলক্ষ করিয়া দিয়াছেন। ইনি অপ্রসন্ন হইলেই বা কি?

मणिकुण्डलशाली दिव्यांशुकप्रावरणो नृपकुमार इव मृगमद-पङ्ककलङ्कितगात्रो नवकुसुमसमभ्यर्चितशिराश्चन्दनाङ्गरागेण विलोभयन् विलास इव मूर्त्तिमान्, कवितेव तनुमाश्रितः, शृङ्गाररसस्य स्यन्द इव सस्यन्दो, महेन्द्र इव महीवलयं प्राप्तो विद्वान्। तं दृष्ट्वा सा विद्वत्परिषत् भयकौतुकयोः पात्रमासीत्। स च सर्वान् प्रणिपत्य प्राह, "कुत्र भोजनृपः" इति? ते तमूचुः "इदानीमेव सौधान्तरं गतः" इति। ततः प्रत्येकं तेभ्यस्ताम्बूलं दत्त्वा गजेन्द्रकुलगतो मृगेन्द्र इवासीत्।

यथा चोक्तम्;—"प्रागल्भ्यहीनस्य नरस्य विद्या, शस्त्रं यथा कापुरुषस्य हस्ते। न तृप्तिमुत्पादयते शरीरे, वृद्धस्य दारा इव दर्शनीयाः' ॥" इति। कनकमणिकुण्डलशाली कनकमयमणिनिर्मिते कुण्डले यस्य, स तथा सुवर्णमयमणिनिर्मितकुण्डलयुगलवान्। नवेन कुसुमेन समभ्यर्चितं पूजितं शिरो यस्य, स तथा नूतनपुष्पभूषितमस्तकः; तथाच ब्राह्मणवचने अर्थ्यते,—'शिरः सपुष्पं चरणौ सुपूजितौ' इति। दिव्यांशुकप्रावरणः दिव्यं लोकोत्तरम्, अंशुकं वसनं, प्रावरणम् उत्तरीयं यस्य, स तथा अपूर्ववसनोत्तरीयः। मृगमदपङ्ककलङ्कितगात्रः मृगमदस्य कस्तूर्याः पङ्केन कर्दमाकारघृष्टानुलेपनेन कलङ्कितानि चिह्नितानि तत्तत्तिलककरणेन गात्राणि उरःकपोलादीनि यस्य, स तथा कस्तूरिकापङ्काङ्कितदेहः। अन्ये तु कल्पयन्ति 'मृगमद-पङ्काङ्कितगात्रः' इति; व्याचक्षते च 'मृगमदनामकेन गन्धद्रव्यविशेषेण यस्य गात्रे पद्मानि अङ्कितानि, तादृशः' इति। अहो मौढ्यं गोपालानाम्। चन्दनकृतो यो अङ्गरागस्तिलकोज्ज्वलीकरणं, तेन चन्दनकृततिलकोज्ज्वलीकरणेन विलोभयन् युवतिजनमानसभृङ्गं प्रलुब्धं कुर्वन्। स्यन्दः वेगः चरणं, सस्यन्दः सवेगः, महेन्द्रो मघवा इन्द्रः, महीवलयं मही पृथिवी वलयो वालयालङ्कारविशेषस्तं प्राप्तः प्राप्तुमभ्यगादिति सम्बन्धः। सौधान्तरगतः प्रासादमध्यमगच्छत्। ताम्बूलं दत्त्वेति नागरकवृत्त-

ततः स सभापुरुषः शङ्करकविप्रदानेन कुपितान् तान् दृष्ट्वा प्राह, "भवद्भिः शङ्करकवये द्वादशलक्षाणि प्रदत्तानीति न मन्तव्यम्; अभिप्रायस्तु राज्ञा नैव बुद्धः, यतः शङ्करपूजने प्रारब्धे शङ्करकविस्त्वेकोऽमेव त्वदेशा पूजितः; किन्तु तन्निष्ठान् तन्नाम्ना विभ्राजितानेकादशरुद्रान् शङ्करानपरान्यमूर्त्तीन् प्रत्यक्षान् ज्ञात्वा तेषां प्रत्येकमेकैकं लक्षं तस्मै शङ्करकवय एव शङ्करतुल्याय प्रदत्तमिति राज्ञोऽभिप्रायः" इति। सर्वेऽपि चमत्कृतास्तेन।

नैतत्। नागरो हि ताम्बूलपेटिकामादाय निर्गच्छेदिति वात्स्यायनवचनम्। तन्निष्ठान् तस्मिन् शङ्करकविदेहे निष्ठा अधिष्ठानं येषामेकादशरुद्राणां, तान् शङ्करकविदेहाधिष्ठितान्। तन्नाम्ना विभ्राजितान् शङ्करनाम्नैवालङ्कारेणेव विभ्राजितान् विराजमानान् दीप्यमानानिति यावत्। शङ्करानपरान् मूर्त्तीनित्यशुद्धः पाठः। शङ्करानपरमूर्त्तीन् अनपरा अपरा भिन्ना, सा न भवति इत्यनपरा अभिन्ना मूर्त्तिर्यस्य स अनपरमूर्त्तिः अभिन्नमूर्त्तिः, शङ्करो अनपरमूर्त्तिर्येषु, ते तथा, तान् शङ्करापरमूर्त्तीन्। शङ्करानपरान्यमूर्त्तीन् पाठे तु तथैवार्थः। समासे तु शङ्करात् अनपरा अभिन्ना अन्या भिन्ना मूर्त्तिर्येषां, ते तथा, तान् शङ्करभिन्नाभिन्नमूर्त्तीन्। अस्ति च

এই শঙ্কর একজন গ্রাম্যকবিমাত্র। সাহিত্যবিদ্যায় ইহার কি তেজস্বিতা আছে? এইরূপে সভায় কোলাহলশব্দ উত্থিত হইলে, সেই সময়ে একজন বিদ্বান্ তথায় অভ্যাগত হইয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণময় স্ফটিকমণিনির্ম্মিত কুণ্ডলযুগলধারী; অতি উৎকৃষ্ট বসন তাঁহার উত্তরীয়, দেখিতে তিনি রাজকুমারের ন্যায় পরমসুন্দর, মৃগনাভির (কস্তূরীর) গন্ধদ্বারা (প্রস্তুত অনুলেপন দ্বারা) তাঁহার গাত্রসকল

ततः कोऽपि राजपुरुषः तद्विद्वत्स्वरूपं द्राग् राज्ञे निवेदयामास। राजा च स्वमभिप्रायं साक्षाद्विदितवन्तं तं महेशमिव महापुरुषं मन्यमानः सभामभ्यगात्। स च 'स्वस्ती'त्याह

অঙ্কিত, অভিনব পুষ্পদ্বারা তাঁহার মস্তক সুশোভিত, চন্দনদ্বারা তাঁহার চিত্রিত অঙ্গকলের লোভনীয় শোভায় প্রলুব্ধ করিয়া মূর্ত্তিমান্ বিলাসের ন্যায়, কবিত্বই যেন শরীর পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত, শৃঙ্গাররসের ন্যায় বেগবান্, পৃথিবীরূপ বলয় পাইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াই যেন দেবরাজ ইন্দ্র ভূতলে অবতীর্ণ (তাঁহাকে দেখিয়া এইরূপ মনে হইতে লাগিল।) তাঁহাকে দেখিয়া সেই বিদ্বৎসভা ভয় ও কৌতুকের পাত্র হইয়াছিল। তিনি সকলকে প্রণিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন, ভোজরাজ কোথায়? 'এখনই প্রাসাদের মধ্যে গমন করিয়াছেন' এই কথা তাঁহারা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। তারপর তিনি তাঁহাদিগের প্রত্যেককে তাম্বূল দিয়া গজযূথমধ্যগত সিংহের ন্যায় (দীপ্তি প্রাপ্ত) হইয়াছিলেন।

তারপর সেই মহাপুরুষ শঙ্করকবির দানে তাঁহাদিগকে কুপিত বুঝিয়া বলিয়াছিলেন;—আপনারা মনে করিবেন না যে, শঙ্করকবিকে দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছে; আপনারা রাজার অভিপ্রায়ই বুঝিতে পারেন নাই। যে হেতু যখন শঙ্করপূজা আরম্ভ করা হইয়াছিল, তখন একলক্ষ মুদ্রা দ্বারাই শঙ্করকবির পূজা করা হইয়াছিল; কিন্তু শঙ্করের দেহগত ভেদ থাকিলেও আত্মগত ভেদ না থাকায় শঙ্করেরই মূর্ত্তিবিশেষ প্রত্যক্ষ একাদশরুদ্রকে তাঁহার দেহে অধিষ্ঠিত ও শঙ্করনামেই বিরাজিত জানিয়া আরও (একাদশ লক্ষ মুদ্রা) প্রদান করা হইয়াছে। ইহাই রাজার অভিপ্রায়। তাঁহার সেই কথায় সকলেই চমৎকৃত হইলেন।

সভায় এই সকল ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়া কোনও একজন রাজপুরুষ সেই পণ্ডিতের স্বরূপ (আকার, প্রকার, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি লক্ষণসকল) অতি সত্বর রাজাকে নিবেদন করিয়াছিল। রাজাও নিজের অভিপ্রায় সাক্ষাৎভাবে বিদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মহাদেবের ন্যায় মহাপুরুষ মনে করিয়া সভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই নবাগত কবি 'স্বস্তি' বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া-

রাজানং ; রাজা চ তমালিঙ্গ্য প্রণম্য নিজকরকমলেন তৎকর-কমলমালম্ব্য সৌধান্তরং গত্বা প্রোত্তুঙ্গগবাক্ষে উপবিষ্টঃ প্রাহ, “বিপ্র! ভবন্নাম্না কান্যক্ষরাণি সৌভাগ্যাবলম্বিতানি? কস্য বা দেশস্য ভবদ্বিরহঃ সুজনান্ বাধতে?” ইতি। ততঃ কবির্লিখতি রাজ্ঞো হস্তে “কালিদাস” ইতি; রাজা বাচয়িত্বা পাদয়োঃ পততি।

ততস্তত্রাসীনয়োঃ কালিদাসভোজরাজয়োরাসীৎ সন্ধ্যা। রাজা “সখে। সন্ধ্যাং বর্ণয়” ইত্যবাদীৎ॥ ৪॥

ভেদাভেদঃ কার্য্যকারণানাং গুণগুণিনাং জাতিব্যক্তীনাং কেবলাঙ্গিনামিত্যাদিদার্শনিকনয়ে। অভ্যগাৎ অভ্যাজগাম। প্রোত্তুঙ্গগবাক্ষে সমুন্নতবাতায়নে। সৌভাগ্যাবলম্বিতানি সৌভাগ্যং গতানি। কস্য বা দেশস্য সুজনান্ সজ্জনান্ বাধতে দুঃখাকরোতি। কালিদাস ইতি নাম, কাল্যাঃ কালীবাউরীত্যাখ্যগ্রামস্য দাস ইতি দেশঞ্চ বাচয়িত্বা সন্দিশন্ পঠন্নিত্যর্থঃ। অবাদীৎ কথয়ামাস॥ ৪॥

ছিলেন। রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ও প্রণাম করিয়া নিজকরকমলদ্বারা তাঁহার করকমল ধারণ করিয়া প্রাসাদের মধ্যে গিয়াছিলেন, এবং কোনও সমুন্নত বাতায়ন স্থলে উপবেশন করিয়া বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ! আপনার নামদ্বারা কয়টি অক্ষর সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে? আর আপনার বিরহ কোন্ দেশের সুজনদিগকে দুঃখিত করিতেছে। রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি রাজার হস্তের উপর লিখিলেন, ‘কালিদাস’। নাম কালিদাস ও কালী (বাউড়ী) দেশের দাস, ইহা রাজা পাঠ করিয়া তাঁহার চরণযুগলে পতিত হইলেন।

এইরূপে নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় সেই কালিদাস ও ভোজরাজ, এই দুই জনে সেই স্থানে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই সন্ধ্যা হইয়াছিল। সেই সময়ে ‘সখে! সন্ধ্যার বর্ণনা কর’ রাজা এই কথা বলিয়াছিলেন॥ ৪॥

कविः प्राह,—

"व्यसनिन इव विद्या क्षीयते पङ्कजश्रीः,
गुणिन इव विदेशे दैन्यमायान्ति भृङ्गाः।
कुनृपतिरिव लोकं पीड़यत्यन्धकारो,
धनमिव कृपणस्य व्यर्थतामेति चक्षुः" ॥ ५ ॥ इति।

पुनश्च राजानं स्तौति कविः,—

"उपचारः कर्त्तव्यो यावदनुत्पन्नसौहृदाः पुरुषाः।
उत्पन्नसौहृदानामुपचारः कैतवं भवति" ॥ ६ ॥

व्यसनिन इति। हे राजन्! व्यसनिनः कुक्रियासक्तस्य 'मृगयाक्षो दिवास्वप्नः परीवादः स्त्रियो मदः। इत्याद्युक्तकामजक्रोधजं हि द्विविधं व्यसनं कुक्रिया, तद्वतः पुरुषस्य विद्या इव पङ्कजश्रीः पद्मशोभा क्षीयते अपचीयते,—क्षीणा भवति, नश्यतीति यावत्। अतएव विदेशे गुणिनः पण्डिता गुणवन्त इव भृङ्गा भ्रमरा दैन्यं दीनतां दारिद्र्यं दुःखम् आयान्ति प्राप्नुवन्ति। कुनृपतिरिव अन्धकारो लोकं प्रजां भुवनञ्च पीड़यति व्यथयति। कृपणस्य धनमिव चक्षुः व्यर्थतां निरर्थकत्वमेति गच्छतीत्यर्थः। अत्र उत्प्रेक्षणीयेभ्यः पङ्कजश्रीभ्रंशादिभ्यः कार्य्येभ्यः सन्ध्याप्राप्तिरूपं प्रस्तुतं कारणं प्रतीयते इत्यप्रस्तुतप्रशंसालङ्कार उत्प्रेक्षामूलकः ॥ ५ ॥

কালিদাস বলিলেন;—হে রাজন্! কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তির বিদ্যার ন্যায় যেন পদ্মের শোভা ক্ষয় হইতেছে; বিদেশে গুণবানের ন্যায় যেন ভ্রমরগণ দরিদ্রতা প্রাপ্ত হইতেছে; কুরাজার ন্যায় যেন অন্ধকার লোকসকলকে পীড়িত করিতেছে; কৃপণের ধনের ন্যায় যেন চক্ষু নিরর্থকতাকে প্রাপ্ত হইতেছে। (এই সকল কার্য্য দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, সন্ধ্যা হইয়াছে।) ॥ ৫ ॥

যাবৎকালং পুরুষা অসঞ্জাতসৌহার্দাস্তিষ্ঠন্তি, তাবৎকালং সেবাশুশ্রূষা কর্ত্তব্যা সৌহার্দোৎপাদায়। সঞ্জাতসৌহার্দানান্তু তেষাং ছলমেব উপচারো ভবতি, কৌতুক-

"दत्ता तेन कविभ्यः पृथ्वी सकलापि कनकसम्पूर्णा।
दिव्यां सुकाव्यरचनां क्रमं कवीनाञ्च यो विजानाति" ॥ ৩ ॥

करत्वात्। तस्मादिदानीमपि तव सेवा न कर्त्तव्या, परिहासकरन्तु छलमेव कर्त्तव्यम्। न हि रोगोपशमेऽपि चिकित्सा भवतीति भावः। उक्तञ्च कामसूत्र-कारेण—नायके वा नायिकायां वा नष्टरागे स्तिमितरागायां वा उपचारप्रयोगेन रागप्रत्यानयनं कर्त्तव्यमिति। यदि तथा नष्टरागाः स्युस्तर्हि तथैवोपचारं प्रयोक्ष्यामः। अथ यदि प्रसन्नहृदयास्तर्हि प्रणयकलहमेव। उच्यतां कीदृशोऽसि नायक इति विशेषे प्रस्तुते सामान्याभिधानादप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः ॥ ৬ ॥

কালিদাস সন্ধ্যাবর্ণনা করিবার পরে আবারও রাজাকে স্তব করিয়াছিলেন ; যে সকল পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরের প্রণয় উৎপাদন করিতে পারে নাই ; তাহারা সেবাশুশ্রূষাদি উপচারের প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু যাহাদিগের একবার প্রণয় উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের তখনকার মত পরিহাসকর ছলই হইতেছে উপচার ॥৬॥

यो नृपः दिव्यां भावसुभगां सुकाव्यरचनां क्रमञ्च प्रणालीमपि विजानाति, तेन विदुषा नृपेण कविभ्यः कनकेन सुवर्णेन सम्पूर्णां परिपूर्णां कृत्वा काञ्चनपूर्णघटमिव कनकपरिपूर्णा समग्रा पृथ्वी अपि दत्ता; आत्मा तु प्राक् दत्त एव। श्रीमतां दानवैभवेन ज्ञायते भवान् सत्कविरिति भावः। विशेषोऽत्रापि प्रस्तुतोऽतिशयोक्तिमूलकः ॥ ৩ ॥

যে রাজা ভাবসুভগা সুকাব্যরচনা ও তাহার প্রণালী নিজে ভাল করিয়া জানেন, তিনি সেইরূপ কবিতা শুনিয়া নিজের আত্মাকে ত দিয়াই থাকেন; সুবর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীও সেই কবিকে দিয়া ফেলেন। (কেবল কাব্য-রচনা করিলেই কবি হয় না, প্রণালীশুদ্ধ করিয়া করিলেই কবি হইতে পারে। আবার যিনি কবির বিচার করিবেন, তাঁহার সেই রচনা এবং বিশুদ্ধ প্রণালীও ভাল করিয়া জানা আবশ্যক ; নতুবা অপাত্রেই দান করিয়া বসিবেন। অতএব এখন আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার সে ক্ষমতা আছে কি না ? যদি থাকে, তবে আমার আর ভাবনা নাই।) ॥ ৭ ॥

"সুকবেঃ শব্দসৌভাগ্যং সৎকবির্বেত্তি নাপরঃ।
বন্ধ্যা ন হি বিজানাতি পরাং দৌহৃদসম্পদম্" ॥ ৮ ॥ ইতি।

ততঃ ক্রমেণ ভোজকালিদাসয়োঃ প্রীতিরজায়ত।

ততঃ কালিদাসং বেশ্যালম্পটং জ্ঞাত্বা তস্মিন্ সর্বে দ্বেষং চক্রুঃ, ন কোঽপি তং স্পৃশতি।

অথ কদাচিৎ সভামধ্যে কালিদাসমালোক্য ভোজেন মনসা চিন্তিতম্ "কথমস্য প্রাজ্ঞস্যাপি স্মরপীড়াপ্রমাদঃ" ইতি ॥ ৯ ॥

সৎকবিরেব সুকবেঃ শব্দসৌভাগ্যং কাব্যস্য মনোহরসৌন্দর্য্যং বিজানাতি, ন চাপরঃ কোঽপি রচনাপ্রণাল্যামজ্ঞানত্বাৎ। তথাহি বন্ধ্যা নিষ্ফলা নারী পরাম্ উৎকৃষ্টাং দৌহৃদসম্পদং গর্ভদোহদং গর্ভিণ্যাঃ স্পৃহাসম্পদং ন বিজানাতি। গর্ভিণ্যেব তু বিজানাতীতি। তথাচ ভবান্ মহান্ সৎকবিরিত্যাশাস্তে সুবিচারো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। অত্র বেদনবিজ্ঞানয়োরৈক্যাৎ প্রতিবস্তূপমালঙ্কারঃ ॥ ৮ ॥

সুকবির কাব্যে যে মনোহর সৌন্দর্য্য থাকে, তাহা একমাত্র সৎকবিই জানিতে পারেন, অন্য কেহই পারেন না। তাহাই ঠিক; দেখা যায় সকলপ্রকার বাঞ্ছার মধ্যে উৎকৃষ্ট যে গর্ভিণীর বাঞ্ছা, তাহাত বন্ধ্যানারী জানিতে পারে না। (আপনিও মহা সৎকবি; সুতরাং কাব্যসৌভাগ্য আপনি উত্তম বুঝিবেন আশা হয়) ॥ ৮ ॥

স্মরপীড়ায়াং কামপীড়ায়াং প্রমাদোঽনবধানতাদোষঃ কথং ভবতীতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

তারপর ক্রমেই ভোজরাজ ও কালিদাসের প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিছুদিন পরে কালিদাসকে বেশ্যাতে লম্পট জানিয়া তাঁহার উপর সকলেই দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কেহই আর তাঁহাকে স্পর্শও করিতেন না।

অনন্তর কোনও সময়ে সভামধ্যে কালিদাসকে দেখিয়া ভোজ মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন;—ইনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি; তথাপি ইঁহার কামপীড়ারূপ অনবধানতা-দোষ কি করিয়া হয়? ॥ ৯ ॥

सोऽपि तदभिप्रायं ज्ञात्वा प्राह,—

"चेतोभुवश्चापलताप्रसङ्गे
का वा कथा मानुषलोकभाजाम्।
यद्दाहशीलस्य पुरो विजेतु-
स्तथाविधं पौरुषमर्द्धमासीत्" ॥ १० ॥ इति।

ततस्तुष्टो भोजराजः प्रत्यक्षरलक्षं ददौ। ततः कालिदासः भोजं स्तौति,—

चेतोभुव इति। इमं कश्चिदश्लीलवादी परितत्याज। भो राजन्! चेतोभुवः कामस्य चापलताप्रसङ्गे चापलता अविमृश्यकारिता, प्रसङ्गो मैथुनासक्तिः, चापलताजनिते प्रसङ्गे मैथुनासक्तिविषये मानुषलोकभाजां मानुषलोको भूलोकः, तं भजन्ति ये, ते तथा, तेषां भूलोकवासिनां मानवानां कथा का वा वक्तव्येति शेषः। यद्दाहशीलस्य यस्य कामस्य दाहो दहनं शीलं सामर्थ्यं यस्य मदनदहनकारिणः पुरां विजेतुस्त्रिपुरहरस्य हरस्य अपि तथाविधम् अर्द्धनारीगृहीतम् अर्द्धं देहार्द्धम् अर्द्धं शरीरं पौरुषं पुरुषसम्बन्धि, अन्यच्चार्द्धं स्त्रैणं स्त्रीसम्बन्धि बभूव। स्मरारिरप्यर्द्धनारीश्वरोऽभूदिति। अत्र कश्चित् पठति,—'कामविचेष्टितं भोः' इति। कामविचेष्टितं रतिजनको व्यापारः पार्वत्यां रिरंसा अजायतेति शेषः। दुष्परिहरो हि कामाधिकारः सकललोकसाधारण इति मयि किमपि विस्मयकारणं नास्तीति भावः। अत्रान्वयानुपपत्तेरप्रतिरोध्यौ मानुषकामप्रसङ्गश्च स्मरारेरर्द्धनारीश्वरमूर्त्तिग्रह इवेति बिम्बप्रतिबिम्बभावे पर्य्यवसानान्निदर्शनालङ्कारः ॥ १० ॥

মদনের অবিমৃষ্যকারিতাদ্বারা সঞ্জাত মৈথুনের প্রতি অনুরাগবিষয়ে মনুষ্যলোকবাসী মানবদিগের কথাই বা কি (বলিব?) যে মদনের দাহ করিতে সামর্থ্য রাখেন ত্রিপুরারি মহাদেব, হে রাজন্! তাঁহারও (সেই স্মরারি ত্রিভুবনসংহারে

"মহারাজ! শ্রীমন্! জগতি যশসা তে ধবলিতে,
পয়ঃপারাবারং পরমপুরুষোঽয়ং মৃগয়তে।
কপর্দ্দী কৈলাসং করিবরমভৌমং কুলিশভৃৎ,
কলানাথং রাহুঃ কমলভবনো হংসমধুনা" ॥ ১১ ॥

সমর্থ হইলেও) রতির জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। (কামের অধিকার সর্ব্বলোক-সাধারণ; সুতরাং আমার কামপীড়ায় বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই।) ॥ ১০ ॥

মহারাজেতি। হে ত্রিবর্গসম্পত্তিশালিন্ মহারাজ! তে তব ত্রিবর্গসম্পৎসম্পন্নস্য যশসা শৌর্য্যাদিপ্রভবেণ শুক্লেন সুখ্যাতিরাশিনা জগতি ধবলিতে ধবলং বর্ণং প্রাপ্তে সতি (ধবলাদিতচ্ জাতার্থে) অয়ং ক্ষীরোদসাগরবাসী পরমপুরুষো নারায়ণঃ পয়ঃপারাবারং ক্ষীরসমুদ্রং মৃগয়তে সর্ব্বেষাং ধবলত্বসাম্যাৎ অন্বেষ্যতে ক্ব গতা মে আবাসভূমীতি। কপর্দ্দী শিবঃ কৈলাসং স্বাবাসভূমিং কৈলাসনামকপর্ব্বতং মৃগয়তে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। কুলিশভৃৎ বজ্রী ইন্দ্রঃ অভৌমং দিব্যং করিবরং গজরাজমৈরাবতং মৃগয়তে। রাহুস্তমোগ্রহঃ কলানাথং চন্দ্রং মৃগয়তে। তথা অধুনা কমলভবনো কমলাসনো ব্রহ্মাপি হংসং রাজহংসং মৃগয়তে। অহো তে যশোধাবল্যং, যৎ ধাবল্য-নিদর্শনানি ক্ষীরোদসাগরকৈলাসপর্ব্বতৈরাবতগজচন্দ্রহংসা অপি কুত্রস্থাঃ! অতি-সুকর্মাসি, যত্তে এতাদৃশং দিগন্তবিশ্রান্তং সুবিমলং যশ ইতি ভাবঃ। অত্র জগদ্যশসো-র্বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাববোধনান্নিদর্শনামূলো ভ্রান্তিমানলঙ্কারঃ ॥ ১১ ॥

কালিদাসের এই কবিতা শ্রবণ করিয়া ভোজরাজ প্রত্যেক অক্ষরের পরিমাণে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন। তারপর আবারও কালিদাস ভোজকে স্তব করিলেন,—

হে শ্রীমন্ মহারাজ! আপনার যশোদ্বারা জগৎ শুক্লবর্ণ ধারণ করিলে সকল পদার্থই শুক্ল হইয়া যাওয়ায় ক্ষীরোদসাগরবাসী নারায়ণ ক্ষীরসমুদ্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; মহাদেব কৈলাসপর্ব্বতের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন;

"नीरक्षीरे गृहीत्वा निखिलखगततीर्याति नालीकजन्मा,
चक्रं धृत्वा तु सर्वानटति जलनिधींश्चक्रपाणिर्मुकुन्दः ।
सर्वानुत्तुङ्गशैलान् दहति पशुपतिर्भालनेत्रेण पश्यन्,
व्याप्ता त्वत्कीर्त्तिकान्ता त्रिजगति नृपते भोजराज क्षितीन्द्र" ॥१२

বজ্রধারী ইন্দ্র ঐরাবতের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; রাহু কলানাথ চন্দ্রকে এবং এখন কমলাসন ব্রহ্মাও রাজহংসের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। (কি আশ্চর্য্য ! আপনার যশঃ এতই ধবল যে, নির্ম্মল শুক্লবর্ণের দৃষ্টান্তস্থল ক্ষীরোদসমুদ্র, কৈলাসপর্ব্বত, ঐরাবত হস্তী, চন্দ্র ও হংস, এ সকলই সেই যশের কুক্ষিগত হইয়াছে ! ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে, আপনি বড়ই সুকৃতি ; আপনার সুবিমল যশঃ দিগন্তে যাইয়া বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছে) ॥ ১১ ॥

अपि च "नीरक्षीर" इति । अत्र श्लोकत्रयं न पश्यन्ति सर्वे । हे नृपते ! हे क्षोणीन्द्र भूतलगतसुरपत ! हे भोजराज ! यदा त्रिजगति त्रिभुवने त्वत्कीर्त्ति कान्ता त्वदीया कान्तेव प्रिया कीर्त्तिः दानादिसत्कार्य्यजनिता ख्यातिः "दानादि-प्रभवा कीर्त्तिः शौर्य्यादिप्रभवं यशः ।" इति स्मरणात् । 'जीवतः ख्यातिर्यशो, मृतस्य ख्यातिः कीर्त्ति'रिति कश्चित्, तन्न साधु, एतदादिदर्शनात् । व्याप्ता विस्तीर्य सर्वं व्याप्य प्राप्ता सर्वंगता, तदा तच्छौक्ल्यात् सर्वं शुक्लमभूदिति स्ववाहनं राजहंसं निश्चेतुमसमर्थो नालीकजन्मा पद्मजन्मा ब्रह्मा नीरक्षीरे जलमिश्रितदुग्धं गृहीत्वा आदाय परीक्षितुं निखिलखगततीः सकलपक्षिसमूहान् याति प्राप्नोति । अम्बुमिश्रं हि पयो हंसाः पृथक् कृत्य क्षीरमेवाददत इति हि ख्यातिप्रसिद्धिः । तथा चक्रपाणिरपि मुकुन्द इति नारायणश्चक्रं मन्थानदण्डं धृत्वा क्षीरोदसागरान्वेषणाय सर्वान् जल-निधीन् समुद्रान् अटति भ्रमति । पशुपतिर्महादेवः पशुपतिर्गोपाल इव नानाखण्ड इति भालनेत्रेण कपालस्थनयनेन पश्यन् दृष्ट्वाऽत्युन्नतानां नित्यनयनेन द्रष्टुमशक्यत्वात् त्वरया सर्वान् उत्तुङ्गशैलान् अत्युन्नतपर्वतान् दहति भस्मीकरोति । भालनेत्रं हि

संहारकमिति हि तान्त्रिकप्रसिद्धिः। अहो वताय ते कीर्त्तिमहिमा यत्, हरिहर-विरिञ्चयोऽपि भ्रान्ताः क्षिमप्यकुर्वन्, मानवानां कथा दूर आस्तामिति। तथाच विमला ते कीर्त्तिः सत्कार्य्यमभिव्यञ्जयति, सौभाग्यञ्च भवतः पत्नी। तस्मात् सार्थकः सुकृती भवानिति भावः। अत्रापि निदर्शनामूलो भ्रान्तिमानलङ्कारः ॥ १२ ॥

হে ভূতলগত সুরপতে! হে নরপতে ভোজরাজ! যখন তোমার প্রিয়ার ন্যায় মনোজ্ঞা কীর্ত্তি ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন (তাহার শুক্লবর্ণের সংসর্গে সকলই শুক্লবর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং কোন্‌টি হংস, নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সকলপক্ষিসমূহকে পরীক্ষা করিবার জন্য) কমলাসন ব্রহ্মা ক্ষীরমিশ্রিত দুগ্ধ লইয়া সকলপক্ষিসমূহের নিকট বেড়াইতেছেন। (মনের ভাব এই যে, দুগ্ধমিশ্র জল হইতে যে পক্ষী জল ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ খাইবে, সে হংস, ইহা নিশ্চয় হইবে। ইহাই কবিপ্রসিদ্ধি যে, হংসেরা দুগ্ধমিশ্রিত জল হইতে জল বাদ দিয়া দুগ্ধমাত্রই খাইয়া থাকে।) চক্রপাণি হইলেও মুকুন্দ কিনা, তাই নারায়ণ মন্থন-চক্র ধারণ করিয়া সকল সমুদ্রের পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। (মনের ভাব, মন্থন করিলে যেখানে নবনীত উঠিবে, তাহাকে নিশ্চয় ক্ষীরসাগর বলিয়া জানা যাইবে।) আর মহাদেব পশুপতি বলিয়া (অজ্ঞ গোপালের ন্যায় বলিয়া) (বেশী বিলম্ব হইলে আর মোটেই চেনা যাইবে না বলিয়া বড় বেশী তাড়াতাড়িতে কৈলাসের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া) (কৈলাস অতি ধবল ও সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত; সেই শুক্ল বর্ণে সকল পর্ব্বতই সমান হইয়াছে বটে; কিন্তু উচ্চতায় কৈলাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আছে; সুতরাং তাহার উচ্চতা দেখিয়াই স্থির করিতে হইবে বলিয়া, অত্যুন্নত পর্ব্বতসকলকে নিম্ননয়নে দেখিয়া স্থির করিতে না পারায়) ভালনয়নদ্বারা (ঊর্দ্ধ-নয়নে) দর্শন করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। (পুরাণাদিতে ইহাই প্রসিদ্ধ যে, হরের ঊর্দ্ধনয়নই বিশ্বসংহারক)। (আশ্চর্য্য আপনার কীর্ত্তিমহিমা! যে, হরি, হর, ও হিরণ্যগর্ভ, সকলেই তদ্দ্বারা মুগ্ধ; মানবের কথা ত দূরে থাকুক! আপনার এই বিমলকীর্ত্তি আপনার নানা সৎকার্য্যের, এবং আপনার সুপ্রিয়া পত্নীও আপনার সৌভাগ্যের পরিচয় দিতেছে। অতএব আপনি সার্থক সুকৃতী জন্মিয়াছেন।) ॥১২॥

"विद्वन् राजशिखामणे तुलयितुं धाता त्वदीयं यशः,
कैलासञ्च निरीक्ष्य तत्र लघुतां निक्षिप्तवान् पूर्त्तये।
उक्षाणं तदुपर्य्युमासहचरं तन्मूर्ध्नि गङ्गाजलं,
तस्याग्रे फणिपुङ्गवं तदुपरि स्फारं सुधादीधितिम्" ॥ १२ ॥

कर्णदधीचिशिबिविक्रमादीनामप्यस्ति महद् यशः। तत् सममधिकं वेति संशये, जातायामपि तुलायां, तदीयमेव यशो गुरु जातमित्याह ;—'विद्वन्नि'ति। हे राजशिखामणे राजराज। धाता विधाता लाघवगौरवविचारकामी ब्रह्मा कैलासं सर्वतः प्राधान्याद् गुरुं पर्वतं कैलासं तथा त्वदीयं यशस्तुलयितुं तुलया परिमातुमिव प्रवृत्तः त्वदीयं यशो गुरु, लघुताञ्च कैलासस्य वीक्ष्य पूर्त्तये परस्मिन् मुखे कैलासोपरि भारसमताविधानाय निक्षिप्तवान् निचिक्षेप। किम् ? उक्षाणं वृषभम् ; तस्मिन् निक्षिप्तेऽपि लघुतां वीक्ष्य वृषभोपरि उमासहचरं गौरीसहायं शिवं गौर्य्या सह निवेशयामास। तत्रापि लघुतां वीक्ष्य तन्मूर्ध्नि उमासहचरशिरसि गङ्गाजलम् गङ्गा अधिष्ठात्री देवी, तज्जलञ्च, तयोः समाहारस्तत् निक्षिप्तवान्। तत्रापि लघुतां वीक्ष्य तस्याग्रे गङ्गाजलसमीपे फणिपुङ्गवं सर्पश्रेष्ठं निक्षिप्तवान्। तत्रापि लघुतां वीक्ष्य तदुपरि फणिपुङ्गवाग्रे स्फारं विशालं सुधादीधितिं सुधाकरं चन्द्रं निक्षिप्तवान्। न हि कैलासादीनामेकत्र समवाये कारणमन्यत् किञ्चित् पश्यामः। अहो ते गरीयसी ख्यातिः पारिवारश्च महीयः, यद्धाता एभिरतोलयत्, न चानेकैरपि भारमापकैः सा तुलामगमत्। तस्मादचालनीययशा भवानिति भावः। अत्र कैलासादीनामेकत्र समवायं प्रति धातुर्यशःपरिमाणचिकीर्षाया हेतुत्वेन प्रतीयमानत्वात् हेतुगम्योत्प्रेक्षालङ्कारः। स च अप्रस्तुतानां कैलासादीनामेकत्र निक्षेपक्रिया-भिसम्बन्धात्तुल्ययोगितानुप्राणितः। वस्तुतस्तु उपमानानां कैलासादीनामुपमेया-द्राजयशसोऽनुक्तहेतुकाया न्यूनतायाः, साम्यस्याक्षेपेण बोधनाच्च व्यतिरेकालङ्कारः ॥१२॥

হে রাজশিখামণে! বিধাতা (লাঘব-গৌরব বিচার করিবার কামনায়)

নারদঃ—'স্বর্গাদ্ গোপাল ! কুত্র ব্রজসি ?'
গোপালঃ— 'সুরমুনে ! ভূতলে কামধেনো',-
বঁৎসস্যানেতুকামস্তৃণচয়'-
নারদঃ— মধুনা মুগ্ধ ! দুগ্ধং ন তস্যাঃ' ?
গোপালঃ—'শ্রুত্বা শ্রীভোজরাজপ্রচুরবিতরণং ব্রীড়শুষ্কস্তনী সা',
নারদঃ—'ব্যর্থো হি স্যাৎ প্রয়াসস্তদপি
তদরিভিশ্চর্বিতং সর্বমুর্ব্যাম্' ॥ ১৪ ॥

শ্রূয়তাং ভো স্বর্গেঽপি ত্বদীয়কীর্তিকথা স্বর্গোপালনারদসংবাদেনৈত্যাহ,—স্বর্গাদিতি। কামধেনোর্বৎসস্য ক্ষুন্নিবৃত্ত্যর্থং তৃণচয়ম্ আনেতুকামঃ আনেতুমিচ্ছন্ ভূতলে ব্রজামীতি শেষঃ। দুগ্ধং নেতি শিরশ্চালনার্থকো নঞ্। নাস্তি কিমিতি প্রশ্নঃ। শ্রীভোজরাজস্য প্রচুরং তস্যাঃ কামধেনোর্দানমানাদধিকতরং বিতরণং দানং শ্রুত্বা ব্রীড়শুষ্কস্তনী ব্রীড়েন পৃথিব্যাং ভোজে তিষ্ঠতি অধিকতরপ্রত্যাশয়া ন মাং কৈলাস ও আপনার যশঃ তুলাদ্বারা পরিমাণ করিতেই যেন (প্রবৃত্ত হইয়া)আপনার যশকে গুরু (ভারি) ও কৈলাসকে লঘু দেখিয়া (লঘু মুখের দিকে কৈলাসের উপরে) মহাদেবের বৃষভটিকে তুলিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেও লঘু থাকিল দেখিয়া সেই বৃষভের উপর হরগৌরীকে একই সঙ্গে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেও লঘু থাকিতে দেখিয়া হরের মস্তকে গঙ্গাদেবী ও গঙ্গাজল উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেও লঘু থাকিতে দেখিয়া গঙ্গাজলের নিকটে হরের মস্তকে ও গলে সর্পবরকে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেও লঘু দেখিয়া তাহার নিকটে বিশাল সুধাকরকে (চন্দ্রকে) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। (তথাপি আপনার যশের গৌরবের সহিত তুলায় সে সকল সমান হয় নাই। অতএব আপনার সুখ্যাতি অত্যন্ত গুরুতর, এবং তাহা অতীব পবিত্র। আপনার সেই মহনীয় যশের তুলনাই হয় না) ॥ ১৩ ॥

তুষ্টো রাজা প্রত্যক্ষরলক্ষং দদৌ।

ততঃ কদাচিৎ শ্রুতিস্মৃতিপারং গতাঃ কেচিদ্রাজানং কবিত্বপ্রিয়ং জ্ঞাত্বা কশ্চিন্নগরাদ্বহিঃ ভুবনেশ্বরীপ্রসাদেন কবিত্বং করিষ্যাম ইত্যুপবিষ্টাঃ। তেষ্বেকেন পণ্ডিতম্মন্যেন একশ্চরণোऽপাঠি "ভোজনং দেহি রাজেন্দ্র" ইতি। অন্যেনাপাঠি "ঘৃতসূপসমন্বিতম্।" ইতি। উত্তরার্দ্ধং ন স্ফুরতি। ততো দেবতাভবনং কালিদাসঃ প্রণামার্থমগাৎ। তং বীক্ষ্য দ্বিজা ঊচুঃ, "অস্মাকং

কিঞ্চিৎ কশ্চিদ্যাচিষ্যতীতি লজ্জয়েব শুষ্কঃ নীরসঃ দুগ্ধাভাববান্ স্তনো যস্যাঃ, সা তথাভূতা জাতা। অত্রাপি দর্শনাৎ ব্রীড়শব্দোऽপি পুংলিঙ্গী ব্রীড়নং ব্রীড়া চেতি রূপত্রয়ং দ্রষ্টব্যম্। চর্বিতং ভক্ষ্যাভাবাদবরোধিন, উর্ব্যাং পৃথিব্যামিত্যর্থঃ। তথাচ ভবদ্দানং কামধেনুমপি লজ্জয়তি। অতোऽতুলনীয়ং তে কর্ম্ম চ দানমিতি ভাবঃ। অত্র চোপমানাদাধিক্যেনোপমেয়স্য বর্ণনাৎ ব্যতিরেকালঙ্কারঃ॥ ১৪॥

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে গোপাল স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? গোপাল বলিল, হে দেবর্ষে! কামধেনুর বৎসতরের ভক্ষণার্থ কিছু ঘাস আনিবার ইচ্ছা করিয়া ভূতলে যাইতেছি। দেবর্ষি বলিলেন, আরে মূর্খ! এখন তার দুগ্ধ নাই? গোপাল বলিল, শ্রীমান ভোজরাজের অধিকতর দানের কথা শুনিয়া সে লজ্জায় শুষ্কস্তনী হইয়াছে (ভোজরাজ পৃথিবীতে থাকিতে অধিকতর পাইবার প্রত্যাশায় আর কেহ আমার নিকট কিছুই যাচ্ঞা করিবে না, এই লজ্জায় যেন তাহার স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া গিয়াছে।) নারদ বলিলেন, তা তোমার যাওয়াও নিরর্থক হইতেছে; কারণ, পৃথিবীতে যে সব ঘাসও তাঁহার অরিসকল চর্ব্বণ করিয়া মরিয়া গিয়াছে। (তাহা হইলে দেখিতেছি, আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কামধেনু; কারণ, আপনার দান স্বর্গীয় কামধেনুকেও লজ্জা দিয়াছে। অতএব আপনার দান অতুলনীয় অতীব মহৎ।)॥ ১৪॥

समग्रवेदविदामपि भोजः किमपि नार्पयति, भवादृशां हि यथेष्टं दत्ते। ततोऽस्माभिः कवित्वविधानधियाऽत्राऽऽगतम्। चिरं विचार्य्य पूर्व्वार्द्धमभ्यधायि, उत्तरार्द्धं कृत्वा देहि, ततोऽस्मभ्यं किमपि प्रयच्छति" इत्युक्त्वा तत्पुरस्तादर्थमभाणि, स च तच्छ्रुत्वा—

"माहिषञ्च शरच्चन्द्रचन्द्रिकाधवलं दधि"॥ इत्याह।

ते च राजभवनं गत्वा दौवारिकानूचुः, "वयं कवितां कृत्वा समागताः, राजानं दर्शयत" इति। ते च कौतुकात् हसन्तो गत्वा राजानं प्रणम्य प्राहुः॥ १५॥

माहिषं महिषदुग्धजातं; शरच्चन्द्रचन्द्रिकाधवलमिति कथमन्यधर्म्मसन्यो वहतीति चन्द्रिकाधावल्यगुणवद्दधिदानमसम्भवत् चन्द्रिकाधावल्यसदृशं दधिधावल्यमवगमयत् चन्द्रिकाया दध्नश्च विम्बप्रतिविम्बभावं बोधयतीति निदर्शनालङ्कारः॥ १५॥

কালিদাসের এই সকল শ্লোক শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং কবিতার প্রত্যেক অক্ষর গণনা করিয়া যত সংখ্যা হইয়াছিল, সেই পরিমাণে লক্ষমুদ্রা করিয়া দিয়াছিলেন।

অনন্তর কোনও এক সময়ে শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের পারদর্শী কোনও পণ্ডিতগণ রাজাকে কাব্যামোদী জানিয়া 'ভুবনেশ্বরীর প্রসাদে কবিতা করিব' এইরূপ স্থির করিয়া নগরের বাহিরে কোন একস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন পণ্ডিতম্মন্য (যে আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে) 'ভোজনং দেহি রাজেন্দ্র' 'হে রাজেন্দ্র ভোজন করিতে দাও' এইপ্রকার এক চরণ পাঠ করিয়াছিলেন। 'ঘৃতসূপসমন্বিতম্' 'ঘৃতযুক্ত-ডাউলবিশিষ্ট' এইপ্রকার আর এক চরণ অন্য একজন পাঠ করিয়াছিলেন। শেষ অর্দ্ধ আর তাঁহাদিগের যোগাইল না। কিছু সময় পরে প্রণাম করিবার জন্য কালিদাস দেবতার মন্দিরে (ঠাকুর

"রাজমাষনিভৈর্দন্তৈঃ কটিবিন্যস্তপাণয়ঃ।
দ্বারি তিষ্ঠন্তি রাজেন্দ্র! ছান্দসাঃ শ্লোকশত্রবঃ" ॥ ১৬ ॥

বাটীতে) আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন,—আমরা সমগ্রবেদবিৎ; তথাপি ভোজরাজ আমাদিগকে কিছুই দেন না; কিন্তু আপনাদিগের ন্যায় ব্যক্তিসকলকে যথেষ্ট পরিমাণে দান করিয়া থাকেন। সেইজন্য আমরা কবিতা প্রস্তুত করিবার মানসে এস্থানে আগমন করিয়াছি। বহুক্ষণ ধরিয়া বিচার করিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারিয়াছি; আপনি শেষার্দ্ধ প্রস্তুত করিয়া দেন। তাহা হইলে ভোজ আমাদিগকে কিছু দান করিবেন। এই কথা বলিয়া তাঁহার নিকটে সেই অর্দ্ধ বলিয়াছিলেন। কালিদাস তাহা শ্রবণ করিয়া "মাহিষঞ্চ শরচ্চন্দ্রচন্দ্রিকাধবলং দধি" শরৎকালীন চন্দ্রের কিরণরাশির ন্যায় নির্ম্মল ধবল মাহিষ্য দধিও' এইরূপ উত্তরার্দ্ধ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। পরে সেই ব্রাহ্মণেরা রাজবাটীতে গিয়া দারবান্‌দিগকে বলিয়াছিলেন;—আমরা কবিতা করিয়া লইয়া আসিয়াছি। আমাদিগকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাও। তাহারা কৌতুকবশতঃ হাস্য করিতে করিতে গিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিয়াছিল ॥ ১৫ ॥

রাজেতি। হে রাজেন্দ্র! রাজমাষনিভৈর্ব্বরবটবীজসদৃশৈঃ দন্তৈর্বিশিষ্টাঃ শ্যাবদন্তাঃ (বিশেষণে তৃতীয়া; ন তূপলক্ষণে) কটিবিন্যস্তপাণয়ঃ গর্ব্বাৎ কট্যাং বিন্যস্তাঃ স্থাপিতাঃ পাণয়ঃ করপল্লবানি যৈঃ, তে তথা কটিস্থাপিতকরপল্লবাঃ, শ্লোকশত্রবঃ শ্লোকস্য ভবতো যশসঃ সরস্বতীনিবাসো ভোজ ইতি সুখ্যাতেঃ শত্রবঃ শাতনকারিণঃ পণ্ডিতাবসতাবাদাপহ্নবকাস্ছান্দসাশ্ছন্দোঽধ্যায়িনঃ শ্রোত্রিয়াঃ 'ছন্দসি কিঞ্চিদ-ভিজ্ঞা' ইত্যন্যে, তপক্রমাদর্শনাৎ প্রত্যয়াপরিজ্ঞানাচ্চ; ন খল্বসবন্তোঽপি ভবন্তীতি; কেচিদ্‌বিদ্বাংসো দ্বারি তিষ্ঠন্তি ॥ ১৬ ॥

হে রাজেন্দ্র! বরবটীর বীজের ন্যায় শুক্লকৃষ্ণবর্ণমিশ্র দন্তরাজিবিশিষ্ট, (গর্ব্বে) কটিদেশে ন্যস্তহস্ত, আপনার যশের অপহ্নবকারী কতকগুলি বেদাধ্যায়ী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

ইতি। রাজ্ঞা প্রবেশিতাস্তে দৃষ্টরাজসংসদো মিলিতাঃ সন্তঃ কবিতাং পঠন্তি স্ম। রাজা তচ্ছ্রুত্বা উত্তরার্দ্ধং কালিদাসেন কৃতমিতি জ্ঞাত্বা বিপ্রানাহ, "যেন পূর্ব্বার্দ্ধং কারিতং, তন্মুখাৎ কবিত্বং কদাচিদপি ন করণীয়ম্, উত্তরার্দ্ধস্য কিঞ্চিদ্দীয়তে, ন পূর্ব্বার্দ্ধস্য" ইত্যুক্ত্বা প্রত্যক্ষরলক্ষং দদৌ। তেষু চ দক্ষিণামাদায় গতেষু কালিদাসং বীক্ষ্য রাজা প্রাহ, কবে! উত্তরার্দ্ধং ত্বয়া কৃতম্ ইতি ॥ ১৭ ॥

কবিরাহ,—

"অধরস্য মধুরিমাণং কুচকাঠিন্যং দৃশোস্তু তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ।
কবিতায়াং পরিপাকং হ্যনুভবরসিকো বিজানাতি ॥" ১৮ ॥

প্রবেশিতাঃ কারিতপ্রবেশাঃ ; দৃষ্টরাজসংসদঃ দৃষ্টে রাজা সংসৎ সভা চ যৈঃ, তে তথা। পূর্ব্বার্দ্ধং যেন কারিতং জাতীপহারং, কার উপহারী জাতোঽস্যেতি, তত্তথেতি। তন্মুখাদপাদানাৎ কবিত্বং ন কদাচিদপি করণীয়ং ভবনীয়মুদ্ভবনীয়ং, কৃভ্বস্তীনাং ক্রিয়াসামান্যবচনাৎ ॥ ১৭ ॥

এই কথা শুনিয়া রাজা আজ্ঞা দিলে, তাঁহারা প্রবেশিত হইয়া রাজা ও রাজসভা দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং সকলে মিলিয়া কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। রাজা সেই কবিতা শুনিয়া, উত্তরার্দ্ধ কালিদাস করিয়াছেন জানিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বলিয়াছিলেন ;—শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ যিনি উপহার দিয়াছেন, তাঁহার মুখ হইতে কখনই কবিতা নির্গত হইতে পারে না ; সেই হেতু উত্তরার্দ্ধের জন্য কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতেছে, পূর্ব্বার্দ্ধের জন্য নহে। এই কথা বলিয়া প্রতি অক্ষরের পরিমাণে লক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন। তাঁহারা দক্ষিণা লইয়া গেলে, রাজা কালিদাসকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'হে কবে! উত্তরার্দ্ধ তোমার করা' ॥ ১৭ ॥

অধরস্যেতি। মধুরিমাণং মাধুর্য্যং মধুররসং, কুচকাঠিন্যং পয়োধরকঠিনতাং,

राजा च, "सुकवे! सत्यं वदसि,

अपूर्वो भाति भारत्याः काव्यामृतफले रसः।

चर्वणे सर्वसामान्ये स्वादुवित् केवलं कविः" ॥ १९ ॥

द्वयोर्नयनयोः कटाक्षक्रियायाश्च तैक्ष्ण्यं तीक्ष्णतां क्षिप्रकारित्वं वेधनीं तीव्रां शक्तिञ्चो-न्मादनाञ्च, तथा मदञ्च, कवितायां कवित्वे परिपाकं कौशलं निपुणतां दक्षत्वम् अनुभवरसिकः अनुभवरसज्ञो भुक्तभोगी हि प्रसिद्धं लोके विजानाति स्पष्टमनुभवति प्रत्यक्षीतीति यावत्। ज्ञातास्वादो हि स्वरूपदर्शीति मर्म्मज्ञेन परिचीयत एवेति भावः। अत्राधरमधुरिमादेः काव्यकौशलस्य चैकविज्ञानक्रियाभिसम्बन्धाद्दीपका-लङ्कारः। १८॥

কালিদাস বলিয়াছিলেন,—অধরের মাদকতা, পয়োধরের কঠোরতা, নয়ন-যুগলের ক্ষিপ্রকারিত্ব ও কটাক্ষপাতের বিদ্ধ করিবার শক্তি এবং উন্মাদনা, আর বিলাসিনীর হাবভাব, এবং কবিত্ববিষয়ে নিপুণতা ভুক্তভোগীই ভাল জানে। (যে আস্বাদ জানিতে পারিয়াছে, সে-ই তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়াছে; সুতরাং সেরূপ মর্ম্মজ্ঞের নিকট ত ধরা পড়িবেই)। ১৮।

सत्यमाह; यतः—'अपूर्वं' इति। भारत्या वाक्चूतलतिकायाः काव्यामृतफले काव्यरूपरसालफले रसः स्वादः शृङ्गारादिर्मधुरादिश्च स्वादः अपूर्वो लोकोत्तरो भाति दीप्यते ज्ञायते इति यावत्। यतः चर्वणे कार्य्येऽपि सर्वसामान्ये सर्वेषां सामान्ये समानतायां तुल्यप्रयत्नवत्त्वेऽपि कविः केवलं स्वादुवित् कविरेव स्वादु मधुरं रसं वेत्ति, नापरोऽकविः। (मधुरे रसेऽयं पुमान्)। भावुकवेद्यो हि कवि-कलितभावो झटिति स्वादमभिज्ञायते इति भावः। अत्र काव्येऽमृतफलत्वं, भारत्यां लतात्वञ्च रूपयन्, क्रियायां सर्वसम्बन्धेऽपि कविभिन्नस्य फले सम्बन्धमतिशयानो अपूर्वत्वोक्तहेतुको रूपकानुप्रणीतो विशेषोक्त्यलङ्कारः। १९॥

রাজা বলিয়াছিলেন, সুকবি! সত্যই বলিয়াছ। যেহেতু সরস্বতীরূপ চূত লতিকার কাব্যরূপ অমৃতফলের ভাবরূপ মধুররস অপূর্ব্ব বলিয়া প্রতিভাত হয়;

"সঞ্চিন্ত্য সঞ্চিন্ত্য জগৎ সমস্তং,
ত্রয়ঃ পদার্থা হৃদয়ং প্রবিষ্টাঃ ।
ইক্ষোর্বিকারা মতয়ঃ কবীনাং,
মুগ্ধাঙ্গনাপাঙ্গতরঙ্গিতানি" ॥ ২০ ॥

ইতি শঙ্করকবিকালিদাসকথা ॥ ১ ॥

কারণ, চর্ব্বণব্যাপারে সকলের সমান যত্ন থাকিলেও কেবল কবিই তাহার মধুর রস জানিতে পারে, অন্যে নহে। (ভাবুকের ভাব পরিচিত বলিয়া অতিশীঘ্র ভাবুকের বোধগম্য হইয়া থাকে; এইজন্য কবির নিকটেই কবি ধরা পড়েন) ॥১৯॥

নাব পঠন্ত্যশ্লীলবাদিনঃ শ্লোকমিমং—"সঞ্চিন্ত্যে"তি। কবীনাং মতয়ঃ মননানি নিশ্চয়াঃ কাব্যানি ইতি যাবৎ, ইক্ষোর্বিকারাঃ সন্দেশাদয়ো মধুররসাকরা ভবন্তি, বা মুগ্ধাঙ্গনাপাঙ্গতরঙ্গিতানি মুগ্ধানাং মনোরমাণাম্ অঙ্গনানাং যুবতীনাং অপাঙ্গস্য কটাক্ষস্য তরঙ্গিতানি খেলনানি ভবন্তি বা মত্ততোৎপাদনেনাকর্ষকত্বাৎ ইতি সমস্তং জগৎ পরিভ্রম্য সঞ্চিন্ত্য সঞ্চিন্ত্য গাঢ়ং বিতর্ক্য ব্যাকুলানাং রসিকানাম্ এতে পদার্থাস্ত্রয় এব হৃদয়ং প্রবিষ্টাঃ ঐক্ষবে কেবলং মাধুর্য্যম্, অপাঙ্গতরঙ্গিতে উন্মাদনাচাঞ্চল্যমেব কেবলং, কাব্যে চ মাধুর্য্যমুন্মাদনাচাপল্যঞ্চোভয়মেবেতি বিসংখ্যাবত্ত্বেন বুদ্ধিং গতা এতে ত্রয় এব ভিন্না ইতি নিশ্চয়ো জাতঃ। অত্র প্রস্তুতে কাব্যে উপমেয়ে উপমানয়োরিক্ষুবিকারকটাক্ষয়োঃ প্রতিভয়া সংশয়মুত্থাপয়ন্ ত্রয় এব পদার্থা এতে ইত্যন্তে নিশ্চিন্বন্ নিশ্চয়ান্তঃ সন্দেহোঽলঙ্কারঃ। তল্লক্ষণঞ্চ, "সন্দেহঃ প্রকৃতেঽন্যস্য সংশয়ঃ প্রতিভোত্থিতঃ" ইতি। তথাচ অনুভবরসিকঃ কাব্যরসমেব শ্রেষ্ঠ বিজানাতি ইতি ভাবঃ। অন্যে তু দীপকমিমং মন্যন্তে। হেতুশ্চ সংশয়োত্থাপকশব্দশ্রবণাভাব ইত্যন্যৎ ॥২০॥ ইতি শঙ্করকবিকালিদাসকথা ॥১॥

কবিদিগের কাব্য (কবিতা) হয়ত ইক্ষুবিকার (সন্দেশ রসগোল্লা) হইবে; কারণ, এ যে মধুররসময়, অথবা মনোহারিণী যুবতীদিগের চঞ্চল অপাঙ্গক্রীড়াই

अथ लक्ष्मीधरकवि-कुविन्दकथा ।

ततः कदाचिद् द्वारपालः प्रणम्य भोजं प्राह,—"राजन् ! द्रविड़देशात् कोऽपि लक्ष्मीधरनामा कविर्द्वारमध्यास्ते" इति । राजा "प्रवेशय" इत्याह । प्रविष्टमिव सूर्य्यमिव विभ्राजमानं चिरादप्यविदितवृत्तान्तं प्रेक्ष्य राजा विचारयामास । आह च,—

"आकारमात्रविज्ञानसम्पादितमनोरथाः ।
धन्यास्ते येन शृण्वन्ति दीनाः क्वाप्यर्थिनाङ्गिरः" ॥ २१ ॥

বা হইবে ; (যেহেতু মত্ততা জন্মাইয়া দিয়া আকর্ষণ করিয়া থাকে ।) সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে ব্যাকুল রসিকদিগের হৃদয়ে এই (ইক্ষুবিকার, কাব্য ও যুবতীকটাক্ষভঙ্গিরূপ) পদার্থসকল তিনটি রূপেই প্রবিষ্ট হইয়াছিল। (ইক্ষুবিকারে কেবল মাধুর্য্যরস, চঞ্চল অপাঙ্গখেলায় কেবল উন্মাদনার চাঞ্চল্য ; কিন্তু কাব্যে মাধুর্য্য ও উন্মাদনার চাঞ্চল্য, এই উভয় গুণই আছে, অতএব এগুলি ভিন্ন ভিন্ন তিনটিই পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, এই প্রকার নিশ্চয় হইয়াছিল। এই জন্য অনুভবরসিক কেবল কাব্যকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে। আর এই জন্যই আমি চিনিয়াছি—উহার শেষার্দ্ধ তোমারই কাব্য) ॥ ২০ ॥

ইতি শঙ্করকবিকালিদাসকথা ॥ ১ ॥

अथ लक्ष्मीधरकवि-कुविन्दकथा ।

ततस्तथा गच्छति काले । द्रविड़देशादागत्य द्वारमध्यास्ते द्वारि वसति, अत्राधिकरणस्य कर्म्मताऽधिपूर्वकत्वादासधातोः । अज्ञानघनाकाशे प्रविष्टमिव । अतः चिरादप्यविदितवृत्तान्तम् अप्राप्तसम्वादं पश्चाद् विभ्राजमानं दीप्यमान प्रेक्ष्य विचारयामास ऊतप्रेक्षत । व्यक्तमवादीच्च,—आकारेति । आकारमात्रविज्ञानसम्पादितमनोरथाः आकारो अभिप्रायानुरूपचेष्टाविस्फारणं मात्रा धनं यस्य, तत्तथा

স চাগত্য তত্র রাজানং স্বস্তীত্যুক্ত্বা তদাজ্ঞয়োপবিষ্টঃ প্রাহ, "দেব! ইয়ং তে পণ্ডিতমণ্ডিতা সভা, ত্বঞ্চ সাক্ষাদ্বিষ্ণুরসি, ততঃ কিং নাম পাণ্ডিত্যং মম? তথাপি কিঞ্চিদ্বচ্মি—

বিজ্ঞানং চতুর্দ্দশবিদ্যাধারণং, যথাহুর্বৌদ্ধাঃ,—"চতুর্দ্দশানাং বিদ্যানাং ধারণং হি যথার্থতঃ। বিজ্ঞানমিতরং বিদ্যাদ্ যেন ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে॥" ইতি। তেন সম্পাদিতাঃ সফলীকৃতাঃ পূর্ণাঃ মনোরথাঃ মনস্কামনাঃ যেষাং, তে তথা নিখিলশাস্ত্রানুশীলন-জনিতানন্দবিহ্বলাঃ পূর্ণকামাঃ পণ্ডিতাঃ ক্বাপি কদাচিদপি অর্থিনাং ধনিনাং দীনাঃ কৃপণাঃ 'ন ভবেদ্ যাহী'তি আদাতৃণি গিরো বচনানি ন শৃণ্বন্তি প্রার্থিতব্যাভাবেন ধনিগমনাভাবাৎ। অতস্তে ধন্যাঃ সৌভাগ্যশালিনঃ প্রশংসনীয়া ভবন্তীতি। যদ্বা আকারমাত্রস্য আকৃতিমাত্রস্য বিজ্ঞানেন দর্শনেন সাম্পাদিতাঃ সফলীকৃতাঃ পূরিতা মনোরথাঃ কামা যেষাং, তে তথা ভযভক্ত্যাদ্যুদ্রেককারিরূপদর্শনেনৈব পূরিত-কামাঃ মূর্ত্তিদর্শনেনৈব ভক্তিমন্তো ধনিনঃ কামং পূরয়ন্তি, ততঃ ক্বাপি আর্থিনাং প্রার্থিনাং যাচকানাং দীনাঃ কৃপণা অভাবপ্রসবিন্যো দেহীতি গিরঃ কথা ন শৃণ্বন্তি স্বয়মুক্ত্বা স্বয়মপি ন শৃন্বন্তীত্যর্থঃ। অতস্তে ধন্যাঃ সৌভাগ্যশালিনঃ। ধনিনামেষ স্বভাবো যৎ প্রার্থিনাং কোলাহলমুপেক্ষ্য রূপসুভগানেবার্চ্চয়তীতি রূপসৌভাগ্যং মহীয়ঃ। অতএব লৌকিকানামাভাণকঃ,—'অগ্র্যা দৃষ্টিধরী পশ্চাদ্ গণ্যা গুণবিচারিতে'তি। অত্রাস্য প্রস্তুতাঙ্কুরযোদাত্তালঙ্কারঃ। অত্র 'ধন্যাস্তেঽন্যে নৈ'ত্যন্যাঃ পঠন্তি॥ ২১॥

কেবল আকৃতির দর্শন দ্বারা যাঁহাদিগের মনস্কামনা পরিপূরিত হইয়া যায়; সুতরাং যাঁহাদিগকে আর যাচকদিগের 'দেহি দেহি' শব্দের কৃপণ বাক্য বলিয়া নিজ কর্ণে শ্রবণ করিতে হয় না, (ধনীর 'হবে না, মাপ কর বাবা' ইত্যাদি শব্দের কলহীন বাক্য শ্রবণ করিতে হয় না), সেই পুরুষসকলই সৌভাগ্যশালী, প্রশংসনীয়। (ধনীদিগের স্বভাবই এই যে, যাচকের কোলাহলকে উপেক্ষা করিয়া রূপসৌভাগ্যের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। অতএব রূপসৌভাগ্যই পূজনীয়। এই জন্য লৌকিক-গণ বলিয়া থাকেন,—'সব আগে দৃষ্টি ধরি, তার পরে গুণ বিচারি')। ২১।

भोजप्रतापन्तु विधाय धाता,
शेषैर्निरस्तैः परमाणुभिः किम्।
हरेः करेऽभूत्पविरम्बरे च,
भानुः पयोधेरुदरे कृशानुः" ॥ २२ ॥ इति।

त्वञ्च साक्षाद्विष्णुरसि राजत्वाद्व्यापकत्वसाम्याच्च यशसा। ततस्तस्मिन् व्यापके त्वयि विष्णौ राज्ञि विषये किं मम पाण्डित्यं वेदोज्ज्वलापि बुद्धिस्त्वद्विषयिणी भवितुं नार्हत्येवेति भावः। भोजेति। धाता विधाता ब्रह्मणा भोजप्रतापं भोजस्य तव प्रतापं प्रभावं कोषदण्डधनसैन्यादिजनितं तेजो विधाय सृष्ट्वा निरस्तैरकार्य्यकरत्वात् प्रक्षिप्तैः शेषैरवशिष्टैः परमाणुभिस्तैजसपरिमण्डलैः कारणैरुपादानैर्हरेरिन्द्रस्य करे पविर्वज्रं, प्रत्ययश्लेषात् पवनकल्कोऽसारांशोऽभूत् जातः किम्? अम्बरे च आकाशे, श्लेषाद् धातुर्वसने भानुः सूर्य्यः, श्लेषात् किरणराशिर्निराश्रयः, किं जातः? पयोधेः समुद्रस्य उदरे जलमध्ये कृशानुरग्निः, श्लेषात् कृशो मन्दवीर्य्योऽणुः किं जातः? दिव्यनाभसभौमभेदात्त्रिविधं हि तेजः स्पष्टं दृष्टं; तत् सर्वमपि किं त्वत्-प्रतापसृष्ट्यवशिष्टप्रक्षिप्ततेजःकणिकाभिर्जातमिति त्वत्प्रतापः साक्षादत्युग्रः स्वयं सूर्य्यः वज्रमग्निर्वा भवतीति भावः। अत्र उपमानोपमेययोः प्रतापसूर्य्याद्योर्वैयधिकरण्येऽपि उभयप्रकृतिगोपनशून्ये उपमेये भोजप्रतापे एककारणजन्यत्वेन सूर्य्याद्यभेदारोपणात्, निरस्ततेजःपरमाणुजन्यत्वाभावेनाधिकस्य वैशिष्ट्यस्य रूपणाच्चाधिकारूढवैशिष्ट्यसंज्ञक-रूपकालङ्कारः। यद्वा अत्र सूर्य्यादीनां निरस्ततेजोजन्मनिषेधाभासस्य वैचित्र्याधायकत्वात् भोजप्रतापतेजसो दाहकत्वातिशयो विशेषोऽभिप्रेत इति भवत्याक्षेपालङ्कार एव ॥२२॥

বিধাতা ভোজের প্রতাপ সৃষ্টি করিয়া যে সকল তৈজস পরমাণু দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সকল অসার তৈজস পরমাণু দ্বারা কি ইন্দ্রের হস্তেস্থিত বজ্র, আকাশেস্থিত সূর্য্য, ও সমুদ্রের গর্ভেস্থিত অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল ? (না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, বজ্র ইন্দ্রের হস্ত দগ্ধ করে না; সূর্য্য অম্বরের (বস্ত্রের(

ततस्तेन परिषच्चमत्कृता, राजा च तस्य प्रत्यक्षरलक्षं ददौ। पुनः कविराह,—"देव! मया सकुटुम्बेनात्र निवासाशया समागतम्।

क्षमी दाता गुणग्राही स्वामी पुण्येन लभ्यते।

अनुकूलः शुचिर्दक्षः कविर्विद्वान् सुदुर्लभः॥" २३॥ इति।

दाহ করিতে পারে না; এবং বহ্নিও সমুদ্রকে শুষ্ক করিতে পারে না; কিন্তু ভোজপ্রতাপ এ সকলকেই দাহ করিতে সমর্থ। অতএব যে তেজঃ হইতে ভোজপ্রতাপের সৃষ্টি, সে তেজঃ হইতে এ সকলের উৎপত্তি অসম্ভব। ভোজের প্রতাপ অতিশয় দাহক)॥ ২২॥

পরিষচ্চমৎকৃতা সভা বিস্ময়প্রাপ্তা বর্ণনাচাতুর্য্যেণেতি শেষঃ। নিবাসাশয়া বাসেচ্ছয়া, ক্ষমী ক্ষমাবান্, ক্ষমাঽপকারসহনং তিতিক্ষা, মার্জ্জনা। স্বামী অধীশ্বরো রাজা, পুণ্যেন বলবতা শুভাদৃষ্টেন। অনুকূলঃ সদয়ঃ সহায়োঽনুগ্রহকারী। শুচিঃ পবিত্রঃ পাপে মতিরহিতঃ শৌচবাংশ্চ। দক্ষঃ কুশলঃ সামর্থ্যবান্, কবিঃ কবিত্ববান্ বিষয়ক্রান্তদর্শী পণ্ডিতঃ। বিদ্বান্ বিদ্যাবান্। সুদুর্লভঃ অত্যন্তং দুঃখেন লভ্য ইত্যর্থঃ। অত্র প্রস্তুতস্য ভোজেশ্বরস্য মাহাত্ম্যপ্রকটনেন মহত আদর্শস্থানির্দিষ্টস্যাপি বর্ণনমঙ্গং বর্ণনীয়স্য জাতমিত্যুদাত্তালঙ্কারঃ॥ ২৩॥

কবির ঈদৃশ বর্ণনাচতুরতা দেখিয়া রাজসভা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল। রাজাও তাঁহার ভোগার্থ প্রত্যেক অক্ষরপরিমাণে লক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন। কবি আবারও বলিয়াছিলেন;—মহারাজ! আমি সপরিবারে এখানে বাস করিবার ইচ্ছায় আসিয়াছি। যেহেতু, ক্ষমাশীল, দাতা, গুণগ্রহণে পটু, সহায়, পবিত্র, সামর্থ্যসম্পন্ন, কবি ও বিদ্বান্ স্বামী অত্যন্ত দুর্লভ; তবে শুভাদৃষ্টের বলে কচিৎ পাওয়া যায়। (আপনি এতাদৃশগুণশালী, এবং এতাদৃশকবিকুলসেবিত বলিয়াও আমি আপনার আশ্রয়ে থাকিতে ইচ্ছা করি)। ২৩॥

ततो राजा मुख्यामात्यं प्राह:,—"अस्मै गृहं दीयताम्" इति। ततो निखिलमपि नगरं विलोक्य कमपि मूर्ख-ममात्यो नापश्यत्, यं निरस्य विदुषे गृहं दीयते। तत्र सर्वत्र भ्रमन् कस्यचित् कुविन्दस्य गृहं वीक्ष्य कुविन्दं प्राह, "कुविन्द! गृहान्निःसर। तव गृहं विद्वानेष्यति" इति। ततः कुविन्दो राजभवनमासाद्य राजानं प्रणम्य प्राह, "देव! भवदमात्यो मां मूर्खं कृत्वा गृहान्निःसारयति ; त्वं तु पश्य, मूर्खः पण्डितो वेति,—

काव्यं करोमि न हि चारुतरं करोमि,
यत्नात्करोमि यदि चारुतरं करोमि।
भूपालमौलिमणिमण्डितपादपीठ!
हे साहसाङ्क! कवयामि वयामि यामि ॥ २४ ॥

कुविन्द हे तन्तुवाय! गृहान्निःसर गृहादपेहि वहिर्गच्छ वासं परित्यज्य अन्यत्र याहि इति यावत्। एष्यति आगमिष्यति वस्तुमिति शेषः। मूर्खं कृत्वा मत्वा निःसारयति वहिर्गमयति। काव्यमिति। काव्यं कवितां करोमि विरचयामि सहजतयेन्नहि तर्हि चारुतरं मनोज्ञतरम् अन्यस्य कस्यचित् काव्यात् मनोज्ञं न करोमि विरचयामि ; किन्तु यत्नात् करोमि यदि, तर्हि चारुतरं करोमि, प्रयास-बाहुल्ये हि मनोज्ञमन्यस्य कविताया रचयामि। हे साहसाङ्क! हे भूपालमौलि-मणिमण्डितपादपीठ भूपालानां राज्ञां मौलौ शेखरे स्थितैर्मणिभिर्मण्डितं पादपीठं यस्य प्रणामादिना, हे तादृश! अधुना तु गतः कवयामि कविरिव आचरामि, वयामि वस्त्रादिकं, यामि च विचारणार्थे। सर्वथा मे त्वादृशराज्ञ आश्रयत्यागः सुखहानये भवतीति भावः। अत्रानेकपदानां पौनरुक्ततया लाटानुप्रासो भवति। तथानेकासु क्रियास्वेककारकाभिसम्बन्धाद्दीपकालङ्कारः ॥ २४ ॥

ততো রাজা ত্বঙ্কারবাদেন বদন্তং প্রাহ "ললিতা তে পদপঙ্ক্তিঃ, কবিতামাধুর্য্যঞ্চ শোভনম্; পরন্তু কবিত্বং বিচার্য্য বক্তব্যম্" ইতি। ততঃ কুপিতঃ কুবিন্দঃ প্রাহ, "দেব! অত্রোত্তরং ভাতি; কিন্তু ন বদামি, রাজধর্ম্মঃ পৃথক্ বিদ্বদ্ধর্ম্মাৎ" ইতি। রাজা প্রাহ, "অস্তি চেদুত্তরং ব্রূহি" ইতি। কুবিন্দঃ প্রাহ "দেব! কালিদাসাদৃতেঽন্যং কবিং ন মন্যে। কোঽস্তি তে সভায়াং কালিদাসাদৃতে কবিতাতত্ত্ববিদ্বিদ্বান্? ॥ ২৫ ॥

তারপর রাজা মুখ্যমন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, ইঁহাকে একখানি গৃহ দাও। রাজার কথা শুনিয়া প্রধানমন্ত্রী সমস্ত নগর পরিদর্শন করিয়া কোনও একটি লোককে মূর্খ বলিয়া স্থির করিতে পারিলেন না, যাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেই বিদ্বান্‌কে গৃহ দিতে পারা যায়। নগরের সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া কোনও এক তন্তুবায়ের গৃহ দেখিয়া সেই তন্তুবায়কে বলিয়াছিলেন, ওহে তন্তুবায়! তুমি এই গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাও। তোমার গৃহে একজন বিদ্বান্ আসিয়া বাস করিবে। মন্ত্রীর কথা শুনিয়া তন্তুবায় রাজবাড়ীতে যাইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল, মহারাজ! আপনার মন্ত্রী আমাকে মূর্খ স্থির করিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন। আপনি বিচার করুন—আমি মূর্খ, বা পণ্ডিত। সহজতঃ কবিতা করিব; কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত সুন্দর করিতে পারিব না। তবে যদি যত্নপূর্ব্বক করি, তবে অপেক্ষাকৃত মনোহর করিতে পারিব। হে প্রবলপ্রতাপ! হে রাজকুলের শেখরস্থিত মণিদ্বারা অলঙ্কৃত পাদপীঠ! এখন আমি কোথায় যাই, কবিত্ব প্রকাশ করি, এবং কাপড় বয়ন করি॥ ২৪ ॥

রাজা ভোজ তন্তুবায়ের কবিতা শ্রবণ করিয়া তন্তুবায়কে তোতোলা কথায় বলিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—তোমার কবিতায় বিন্যস্ত পদাবলী অতি সুন্দর। কবিতার মাধুর্য্যও সুশোভন; কিন্তু ওটি কাব্যলক্ষণাক্রান্ত কি না,

यत् सारस्वतवैभवं गुरुकृपापीयूषपाकोद्भवं,
तल्लभ्यं कविनैव नैव हठतः पाठप्रतिष्ठाजुषाम् ।
कासारे दिवसं वसन्नपि पयःपूरं परं पङ्किलं,
कुर्वाणः कमलाकरस्य लभते किं सौरभं सैरिभः ? ॥२६॥

তাহা বিচার করিয়া বলিতে হয়। অর্থাৎ রসাত্মক বাক্য না হওয়ায় উহাকে কাব্যই বলা যায় না। রাজার এই কথায় তন্তুবায় কুপিত হইয়া বলিয়াছিল, মহারাজ! এ কথার উত্তর আছে; কিন্তু বলিতে পারিতেছি না; কারণ, বিদ্বানের ধর্ম্ম হইতে রাজার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। (অর্থাৎ রাজারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত বলিয়া অপ্রিয়-সত্যে উত্ত্যক্ত হইয়া যথেচ্ছ কার্য্য করেন; পণ্ডিতেরা নিজের দোষ সারিয়া লন)। রাজা বলিলেন, উত্তর থাকে যদি বল। তন্তুবায় বলিয়াছিল, মহারাজ! কলিদাস ভিন্ন অন্যকে ত আমি কবি বলিয়াই মনে করি না। আপনার এই সভায় একমাত্র কলিদাস ভিন্ন আর কে কবিতার তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আছে? ॥ ২৫ ॥

यदिति। यत् सारस्वतवैभवं सरस्वत्या इदं सारस्वतं रसभावादिकं, तदेव वैभवं विभव एव ऐश्वर्य्यं, सरस्वत्या ऐश्वर्य्यं वाच ऐश्वर्य्यं रसभङ्ग्यादिकं गुरुकृपापीयूषपाकोद्भवं गुरोः कृपैव पीयूषं सुधा, सैव रसः, तस्य पाकेन परिणामेन उद्भवो जन्म यस्य, तत्तथा गुरोरनुग्रहेणैव जन्मवत्। एतेन सारस्वते वैभवत्वं शब्दाद्रूपितं सारस्वतवैभवे गुरुकृपारूपसुधारसपाकजगुड़त्वम् अर्थात् परम्परया रूपितम्। तत् कविनैव लभ्यं; नैव न तु हठतः हठात् अकस्मात् गुरुकृपाव्यतिरेकेणापि पाठप्रतिष्ठाजुषां पाठेनैव जातां प्रतिष्ठां, पण्डितोऽयं जातो यतः पठतीति ख्यातिं ये जुषन्ते सेवन्ते, तेषामपि तत् लभ्यं भवतीति। पठद्भिः पण्डितम्मन्यैर्न लभ्यमित्यर्थः। अत्र प्रतिवस्तूपमीयते कासार इति। कासारे सरोवरे पयःपूरं जलराशिं परं चरमं यथा स्यात् तथा पङ्किलं पङ्कमयं कुर्वाणो विदधत् सैरिभः महिषः दिवसं समग्रं दिनं वसन्नपि निवसन्नपि कमलाकरस्य पद्मसमूहस्य सौरभं परिमलं किं लभते? अपि तु नैव लभते। तथाच यथा सैरिभोऽनधिकारात् सत्यपि सङ्गे सन्ततमपि

অয়ং মে বাগ্‌গুম্ফো বিশদপদবৈদগ্ধ্যমধুরঃ,
স্ফুরদ্বন্ধো বন্ধ্যঃ পরহৃদি কৃতার্থঃ কবিহৃদি।
কটাক্ষো বামাক্ষ্যা দরদলিতনেত্রান্তগলিতঃ,
কুমারে নিঃসারঃ স তু কিমপি যূনঃ সুখয়তি ॥২৭॥" ইতি।

গন্ধং ন লভতে, তথা অকবিরপি তত্রাধিকারাভাবাৎ সত্যপি বাক্‌সঙ্গে তদপি রস-ভাবাদিকং ন লভত এবেতি কালিদাসঃ কবিরন্যস্তু পাঠার্থীতি ন তং রাজ্ঞা পাঠার্থি-নাপি মে কবিত্বং বিচার্য্যং বক্তব্যমিতি বক্তুমযোগ্যমিতি ভাবঃ। অত্র বাক্যয়োঃ প্রতিষেধান-য়াল্লসাদৃশ্যত্বাৎ ক্রিয়ায়া একরূপত্বাচ্চ প্রতিবস্তূপমালঙ্কারঃ ॥ ২৬ ॥

গুরুর কৃপারূপ সুধারসের পাকদ্বারা উৎপন্ন গুড়ের ন্যায় যে সারস্বত বৈভব (সরস্বতীর [কথার] রসভাবাদিরূপ ঐশ্বর্য্য), তাহা কেবল কবিরই লভ্য; তদ্ব্যতীত কেবল যাহারা পাঠদ্বারা জাত সুখ্যাতির সেবাকারী, তাহাদিগের তাহা লভ্যই নহে। ইহা উচিতও; কারণ, সরোবরে সমস্ত দিন ধরিয়া বাস করিয়াও কেবল জলরাশি পঙ্কিলই করে; কিন্তু সেই মহিষ কি পদ্মসমূহের সৌরভ লাভ করিতে পারে? কখনই নহে। (সেই জন্য বলি, কালিদাসই কবি, অন্যেরা কেবল পাঠার্থী (পড়ুয়া); আপনি সেই পড়ুয়া হইয়া আমার কবিতায় কাব্যলক্ষণ আছে কি না, বিচারসাপেক্ষ, এই কথা বলেন; ইহা বড়ই পরিতাপের কথা)। ২৬ ॥

কিঞ্চ অয়মিতি। বিশদপদবৈদগ্ধ্যমধুরঃ বিশদানাম্ অকুটিলরসভাবাদি-প্রকাশকতয়াঽর্থতো নির্ম্মলানাং প্রসাদগুণবতাং পদানাং তিঙন্তানাং সুবন্তানামন্যে-ষাঞ্চ শব্দানাং সর্ব্বৈরেব পদনীয়ানামনবীকৃতানাং বৈদগ্ধ্যেন স্বার্থপ্রকাশে চতুরতাপূর্ণ-পাণ্ডিত্যেন ওজস্বিতয়া মধুরঃ শ্রুতৌ ভাবাদৌ চ মধুররসবান্ উক্তিবৈচিত্র্য-সদ্ভাবাৎ, অতএব স্ফুরদ্বন্ধো স্ফুরন্ দীপ্যমানো বন্ধো বৈদগ্ধ্যহীনানাং সেতুরিব বাধকো যস্য, স তথা দীপ্যমানবাধকঃ মে মম অয়ং বাগ্‌গুম্ফঃ বচনোচ্ছ্বাসঃ কবিহৃদি কবিচিত্তে কৃতার্থঃ সাধিতপ্রয়োজনো ভবতি; কিন্তু পরহৃদি অকবিচিত্তে বন্ধ্যঃ প্রসবরহিতত্বাৎ প্রয়োজনং যথোপযুক্তরসভাবাদিপ্রদানং নৈব সাধয়তি। তত্র

ततो विद्वज्जनवन्दिता सीता प्राह,—

"विपुलहृदयाभियोग्ये खिद्यति काव्ये जड़ो न मौर्ख्ये स्वे।
निन्दति कञ्चुकमेव प्रायः शुष्कस्तनी नारी" ॥ २८ ॥

दृष्टान्तः कटाक्ष इति। वामाक्ष्याः सुलोचनाया युवत्याः कटाक्षोऽपाङ्गभङ्गिः दर-मीषन्मात्रं दलितस्याक्रान्तस्य नेत्रस्य नयनस्य अन्तात् प्रान्तभागाद् गलितः रसस्रोतो-रूपेण निःसृतः अपि कुमारे शिशौ अरसिकजनसमीपे निःसारः निरर्थकः; किन्तु स एव कटाक्षः यूनः युवकान् किमपि अपूर्वं सुखयति सुखाकरोति, रसिको हि स इति। तथा त्वं राजापि मम कविताकटाक्षरसग्रहणे कुमारोऽसि, तथाऽन्यः कविवर्गः ऋते कालिदासात्। ततश्च 'कवित्वं विचार्य्य वक्तव्य'मिति ते रिक्तं वचः प्रतिभातीति कुविन्दस्याभिसन्धिः। अत्र प्रसवहीनत्वनिःसारत्वयोस्तथा कृतार्थभवन-सुखजननयोरनेकरूपत्वेऽपि प्रणिधानेन गम्यसाम्यत्वाद्दृष्टान्तालङ्कारः ॥ २७ ॥

অকুটিলভাবে রসভাবাদির প্রকাশক বলিয়া সরল পদসকলের চতুরতাপূর্ণ পাণ্ডিত্যে মনোহর; সুতরাং পাণ্ডিত্যহীন ব্যক্তির নিকট দীপ্যমান-বাধকযুক্ত আমার এই বাক্যোচ্ছ্বাস কবির হৃদয়ে নিজের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ; কিন্তু অকবির হৃদয়ে প্রয়োজনপ্রকাশে অক্ষম। ইহা যুক্তিযুক্তও বটে; কারণ, সুলোচনা যুবতীর অল্পমাত্র কুঞ্চিত নয়নের প্রান্তভাগ হইতে রসস্রোতরূপে নিঃসৃত কটাক্ষ কুমারের নিকট নিঃসার; কিন্তু সেই কটাক্ষ যুবকের অপূর্ব্ব সুখ জন্মাইয়া থাকে। (অতএব তুমি রাজা হইলেও আমার কবিতার কটাক্ষরস-গ্রহণে কুমারই; সেইরূপ কালিদাস ভিন্ন অন্য কবিসকলও; সুতরাং 'কবিত্ব বিচারসাপেক্ষ' এ কথা শূন্যগর্ভ বলিয়া মনে করি) ॥ ২৭ ।

त्वमेव नो गुर्वीति विद्वज्जनैः कविभिरपरैर्वन्दिता स्तुता सीता नाम काचिद् विदुषी महिला प्राह;—विपुलेति। विपुलहृदयानां महाकवीनाम् अभियोग्ये पूज्ये मान्ये काव्ये रसात्मके वाक्ये जड़ो मन्दबुद्धिर्मूर्खः खिद्यति परितपति, काव्य-मिदं मन्दमिति निन्दति; न तु स्वे स्वकीये मौर्ख्ये मूर्खतायामज्ञतायां मूर्खोऽहं

ततः कुविन्दः प्राह,

"बाल्ये सुतानां कलहेऽवलानां
स्तुतौ कवीनां समरे भटानाम् ।
त्वङ्कारयुक्ता हि गिरः प्रशस्ताः,
कस्ते प्रभो ! मोहतरः स्मर त्वम्" ॥२९॥

न वेत्ति इत्यात्मानं न निन्दतीत्यर्थः । अत्र प्रतिवस्तूपमीयते ;—निन्दतीति । शुष्क-स्तनी नीरसस्तनी चर्म्ममात्रावशिष्टस्तनी नारी प्रायो बाहुल्येन कुचुकमेव कञ्चुकमेव अङ्गरक्षं निन्दति शिथिलितमिदमिति, नात्मनः स्तनशोषं, तद्वदियमस्य वार्त्तेति भावः । अत्र काव्यविषयकखेदकञ्चुकनिन्दयोर्गम्यसाम्यत्वेऽप्येकरूपतया प्रतिवस्तूपमालङ्कारः ॥ २८ ॥

তুমি আমাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইহার উত্তর দাও, এইরূপে কথিত হইয়া বিদুষী মহিলা সীতা বলিয়াছিলেন,—মহাকবিরও মাননীয় কাব্যকে মন্দবুদ্ধি জড়ব্যক্তি খেদের বিষয় (নিন্দা) করে ; কিন্তু নিজের মূর্খতায় পরিতাপিত হয় না। ইহাই স্বাভাবিক, শুষ্কস্তনী নারী প্রায়শঃ কাঁচুলীরই নিন্দা করে ; কিন্তু নিজের শুষ্ক-স্তনের কিছুই দোষ দেখে না ; (এটাও ঠিক সেইরূপ বলা হইতেছে যে, আমার কাব্য যাহারা বুঝিতে না পারে, তাহারা কবিই নহে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক মূর্খতা কি আছে ?) । ২৮ ॥

ततः सीताया उक्त्या सहैवान्येषां कवीनां स्वस्य त्वङ्कारवादमालम्ब्य प्रयुक्तं सश्लेषपरिहासादिकमवेत्य कुपित एव कुविन्दः प्राह,—बाल्य इति । बाल्ये सुतानां शिशूनां स्फुरणशैथिल्यात्, सुरते रतिक्रीड़ाकाले अङ्गनानां नारीनां रसग्रहणव्यग्रत्वात्, स्तुतौ वर्णनायां कवीनाम् अवसरदायकत्वात्, समरे युद्धे भटानां योद्धृणामुन्मत्ततया, त्वङ्कारयुक्ताः तौ-तौ-त्वाः गिरः कथाः प्रशस्ताः प्रशंसनीया हि प्रसिद्धं भवन्ति । अतः हे प्रभो ! ते काव्यत्वानवधारयितुः तव मोहतरः त्वङ्कारवादकविलानवबोधयोर्मध्ये कोऽयमधिकस्तस्य स्मरत्वम् अनङ्गत्वेऽपि कार्य्यकारकत्वं स्मर त्वं राजा । तव यदि त्वङ्कारयुक्तानवबोधस्तर्हि स्तुतौ कवीना-

ततो राजा "साधु भोः कुविन्द" इत्युक्त्वा तस्याक्षरलक्षं ददौ। "मा भैषीः" इति पुनः कुविन्दं प्राह ॥ ३० ॥

इति लक्ष्मीधरकवि-कुविन्दकथा ॥ २ ॥

मिथ्यपोहः कृतः; अथ काव्यानवबोधस्तर्हि स तवैवेत्यखण्डीकृतं मे काव्यम्। ततश्च खण्डितमपि तेऽज्ञानं यदि पुनः कार्य्यकरं भवेत्, स्यादेवापरं तर्हि तस्यानन्तत्वमिति न कोऽपि ते मोहतरः। तस्मात् मे कवित्वं न विचारसापेक्षवक्तव्यं; तव ज्ञानन्तु विचार्य्य वक्तव्यमित्युत्तरं भातीति भावः। अत्र बाल्यवृत्तिसुतादीनामप्रस्तुतानां स्तुतिप्रवृत्तकवीनाञ्च प्रस्तुतानामेकत्वङ्कारयुक्तवचनरूपैकगुणसम्बन्धात् तथा एकप्रशंसाभवनक्रियासम्बन्धाच्च तुल्ययोगितालङ्कारः। तथा चतुर्थपादे पादत्रयगतवाक्यस्य हेतुतया हेतोर्वाक्यार्थत्वात् काव्यलिङ्गालङ्कारश्च। तथा सुतादीनां त्वङ्कारयुक्तवचनप्रशंसायाः श्रुतिमधुरतारूपकारणं विनापि बाल्यादीनां हेतुत्वेनोक्ततया विभावनालङ्कारोऽप्युक्तनिमित्ततया स्मरेति त्वमिति स्मरत्वमिति च श्लेषस्तथा सभापण्डितेषु कविषु पक्षपातातिशयो विशेषः प्रतिपिक्षित इति मोहतरस्य निषेधाभासत्वादाक्षेपालङ्कारस्य साङ्कर्य्यञ्चावस्थितः ॥ २९ ॥

इति लक्ष्मीधरकविकुविन्दकथा ॥ २ ॥

বাল্যকালে শিশুদিগের, রতিক্রীড়াকালে নারীদিগের, বর্ণনাকালে কবিদিগের এবং যুদ্ধকালে সৈনিকদিগের হুঙ্কারযুক্ত (তোতোলা) বাক্যসকল প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। অতএব হে প্রভো! আপনার অজ্ঞান কিরূপ, তাহা আপনি স্মরণ করুন। (আমি ত দেখিতেছি আপনার অজ্ঞান অনন্তের ন্যায় দশাপ্রাপ্ত হইয়াও আপনার উপর কার্য্য করিতেছে; সুতরাং এখনও আপনার সেই অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া থাকা উচিত হয় না। আপনার সভাপণ্ডিতদিগের উপর যে প্রবল পক্ষপাত আছে, তাহা ত প্রকাশ হইয়াই পড়িয়াছে; সুতরাং মনে করি, এখন আর আপনার সে অজ্ঞান নাই, যাহা না থাকিয়াও পক্ষপাতরূপ কার্য্য করাইবে।) ॥ ২৯ ॥

अथ वाणदारिद्र्यकथा ।

एवं क्रमेणातिक्रान्ते कियत्यपि काले वाणः पण्डितवरः परं राज्ञा मान्यमानोऽपि प्राक्तनकर्मतो दारिद्र्यमनुभवति । एवं स्थिते नृपतिः कदाचिद्रात्रावेकाकी प्रच्छन्नवेशः स्वपुरे चरन् वाणगृहमेत्यातिष्ठत् । तदा निशीथे वाणो दारिद्र्याद्‌व्याकुलतया कान्तां वक्ति—"देवि ! राजा कियद्वारं मम मनोरथमपूरयत् । अद्यापि पुनः प्रार्थितो ददात्येव ; परन्तु निरन्तरप्रार्थनारसे मूर्खस्यापि जिह्वा जड़ीभवति ।" इत्युक्त्वा मुहूर्त्तार्द्धं मौनेन स्थितः । पुनः पठति—

তারপর রাজা 'ওহে কুবিন্দ ! তুমি অতি উত্তম কথা বলিয়াছ' এই কথা বলিয়া কুবিন্দের ভোগার্থ শ্লোকের প্রত্যেক অক্ষরপরিমাণে এক এক লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। আর কুবিন্দকে বলিয়াছিলেন, তোমার কোন ভয় নাই ॥৩০॥

ইতি লক্ষ্মীধরকবি-কুবিন্দকথা ॥ ২ ॥

অথ বাণদারিদ্র্যকথা ।

परमधिकं यथा स्यात् तथा राज्ञा मान्यमानोऽपि माननीयोऽपि । प्राक्तन-कर्मतो जन्मान्तरकृतकर्म्मणा दारिद्र्यं दरिद्रभावं दुःखमनुभवति भुङ्क्ते । एकाकी एक एव सहायहीनः प्रच्छन्नवेशः स्वेच्छया रूपान्तरितः गूढ़सज्ज इत्यर्थः । वाण-गृहम् एत्य आगत्य अतिष्ठत् अवतस्थौ निशीथेऽर्द्धरात्रे दारिद्र्यात् दरिद्रदुःखाद् व्याकुलतया व्याकुलभावेन कान्तां पत्नीं वक्ति कथयति । कियद्वारं कतिवारं यथा तथा मनोरथम् अभिलाषम् अपूरयत् सफलमकरोत् । प्रार्थितो याचितः स राजा

"हर हर पुरहर परुषं क्व हलाहल-फल्गुयाचनावचसोः।
एकैव तव रसज्ञा तदुभयरसतारतम्यज्ञा ॥ २१ ॥

मया ददात्येव यच्छत्येव धनं मह्यम्। निरन्तरः अवच्छेदरहितः प्रार्थनाया याच्ञाया रसः स्वादो यत्र वचने, ततस्मिन् वाक्ये अजड़ापि जड़ा भवतीति जड़ीभवति निष्पन्दीभवति। मुहूर्त्तार्द्धम् अर्द्धमुहूर्त्तं यावत् मौनेन तूष्णीम्भावेन अन्वितः सन् स्थितवत्सौ। हरेति। हर! हर! पुरहर त्रिपुरारे! हलाहलस्य फल्गुनः स्वल्पस्य याचनायाः प्रार्थनाया वचसो वाक्यस्य च मध्ये क्व कुत्र हलाहले फल्गुयाचनावचसि वाऽवच्छेदे परुषं रूक्षं कठोरत्वञ्च; अपि तु न कुत्रापि; यस्मात् हे मूर्ख दरिद्र! तव हलाहलफल्गुयाचनावच उपभोक्तुर्मूर्खस्य दरिद्रस्य एकैव रसज्ञा रसना जिह्वा तदुभययो रसस्य तारतम्यं जानाति इति तदुभयरस-तारतम्यज्ञा हलाहलफल्गुयाचनावचसोः स्वादस्य यो हि तरतमभावस्तं जानाति। तद्यथा एकैव रसिका युवती पतिं जारञ्च सङ्गमयन्ती क्वचित् पतिं, क्वचिच्च जार-मधिकरसं मन्यते, भागहाराच्च तयोः समतामेवाभिमन्यते, तद्वत् एवैव जिह्वा क्वचित् हलाहलं पीत्वा क्वचिच्च प्रार्थनावचनं समुच्चार्य्य जड़ीभवति, भागहाराच्च समतामेव तयोर्मन्यत इति आक्षेपध्वनिः। अत्र उत्तरार्द्धवाक्यस्य पूर्वार्द्धे हेतुतया काव्यलिङ्गा-लङ्कारः। तथा प्रार्थनावचनस्य पारुष्यं प्रस्तुतं हलाहलमप्रस्तुतमन्वेतीति दीपकालङ्कारः। तथाचात्र दीपककाव्याक्षेपकाव्यलिङ्गानां साङ्कर्य्यम् ॥ २१ ॥

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে পণ্ডিতবর বাণ রাজার অত্যন্ত মাননীয় হই-য়াও অদৃষ্টবশতঃ দারিদ্র্য দুঃখের ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপ হইতে থাকিলে কোনও এক সময়ে রাত্রিকালে রাজা একাকী প্রচ্ছন্নবেশে নিজপুরের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে বাণপণ্ডিতের গৃহে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সেইদিন অর্দ্ধরাত্রে বাণপণ্ডিত দারিদ্র্যজাত দুঃখে ব্যথিত হইয়া ব্যাকুলভাবে পত্নীকে বলিতেছেন,—দেখ! রাজা কতবার আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। এখনও আবার প্রার্থনা করিলেই দিতেছেন; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন যাচ্ঞার আস্বাদময় কথায়

দেবি,—

দারিদ্র্যস্যাপরা মূর্ত্তির্যাচ্ঞা ন দ্রবিণাল্পতা।
অপি কৌপীনবান্ শম্ভুস্তথাপি পরমেশ্বরঃ॥ ৩২॥
সেবা সুখানাং ব্যসনং ধনানাং,
যাচ্ঞা গুরূণাং কুনৃপঃ প্রজানাম্।

মূর্খেরও জিহ্বা স্পন্দহীন হইয়া উঠে। এই কথা বলিয়া কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। আবার পাঠ করিতে লাগিলেন, হর হর! ত্রিপুরারে! যখন একই জিহ্বা তোমার সেই উভয় রসের তারতম্য জানে, তখন হলাহল বিষ, এবং অতি তুচ্ছ ভিক্ষার কথার মধ্যে কোনটিতে শুষ্ক কঠোরতা, হলাহলে, বা তুচ্ছভিক্ষার কথায়? (কোন একটিতে সে কঠোরতা নাই। যখন একই জিহ্বা উভয়ের রস গ্রহণ করিয়া জড়ীভূত হয়, তখন উভয়ই সমান।)। ৩১॥

দারিদ্র্যস্যেতি। যাচ্ঞা প্রার্থনা দারিদ্র্যস্য অপরা মূর্তিঃ দরিদ্রতায়াঃ পরা অন্যা মূর্তিরাকৃতির্নং ভবতি দরিদ্রতৈব যাচ্ঞামূর্ত্তিঃ সতী দেহীতি যাচয়তি, ন দ্রবিণাল্পতা ধনাল্পতা দরিদ্রতায়া অপরা মূর্তিরিতি অভিপ্রায়োক্তিঃ। অত্র নির্ধনতা ন দরিদ্রতায়া অপরা মূর্তিরিত্যেতৎ সমর্থয়তি অপীতি। অপি তথাহি যদ্যপি শম্ভুঃ শিবঃ কৌপীনবান্ নির্ধনত্বাৎ সংবরাধনতয়া চীরবসনধারী, তথাপি পরমেশ্বরঃ পরমধাসী ঈশ্বরশ্চ ঐশ্বর্য্যবান্ ঈশ্বরাণামপি সর্বেষামীশ্বরঃ অতোঽহমিতি পুনরপি যাচিতুং ময়া নিতরামযুক্তমিবেতি ভাবঃ। অত্রোত্তরার্দ্ধবাক্যার্থস্য বিশেষস্য পূর্ব্বত্র সামান্যে সমর্থকত্বেনোপন্যাসাদর্থান্তরন্যাসোঽলঙ্কারঃ। ৩২।

দেবি! ভিক্ষা হইতেছে দরিদ্রতার অপর একটি আকৃতি, নির্ধনতা নহে। দেখাও যায়, যদিও শিব কৌপীনধারী, তথাপি তিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর সম্রাট্। (অতএব আমি আর যাচ্ঞা করিতে পারি না)। ৩২।

কিঞ্চ সুখানাং অনুকূলবেদনীয়চেতোধর্ম্মবিশেষাণাং তথা সুখসাধনবিষয়াণাঞ্চ

प्रणष्टशीलस्य सुतः कुलानां,
मूलावघातः कठिनः कुठारः ॥ ३३ ॥
तत् सत्यपि दारिद्र्ये राज्ञो वक्तुं मया स्वयमशक्यम् ।
यच्छन् क्षणमपि जलदो वल्लभतामेति सर्वलोकस्य ।
नित्यप्रसारितकरः करोति सूर्य्योऽपि सन्तापम् ॥ ३४ ॥

सेवा भजनं, उपभोगो वा सुखानां मूलावघातः मूलच्छेदी कठिनः कठोरः कुठारः परशुः, सेवा हि कुठारमूर्त्तिधरी सुखानि समूलघातमुपहन्ति । तथा व्यसनं कामजः क्रोधजो वा दोषः कुक्रिया: धनानां मूलावघातः कठिनः कुठारः । तथा याच्ञा भिक्षा गुरूणां महतां, तथा कुनृपः कुत्सितो राजा कुनीतिमान् प्रजानां अधिकारस्थ-जनानां, तथा प्रणष्टशीलस्य खण्डितस्वभावस्य जनस्य सुतः पुत्रः कुलानां वंशानां अत्र प्रणष्टशीलस्त्विति अन्ये: पठन्ति । नष्टे कस्मिन् पुरुषे वंशघातकता दृश्यत इति मूलावघातः मूलोच्छेदी कठिनः कुठारो भवतीति । सत्यपि दारिद्र्ये राज्ञः सकाशे वक्तुं मया स्वयमशक्यमित्युक्त एव भावः । अत्र अप्रस्तुतानां सेवादीनां प्रस्तुताया याच्ञायाश्चैकस्मिन् मूलावहननेऽभिसम्बन्धात्, कुठारस्य सेवाद्यात्मतया प्रकृति सुखाद्युच्छेदे उपयोगितया समूलोच्छेदकत्वेन दीपकानुप्राणितोऽधिकारूढवैशिष्ट्यात्म्य-रूपकालङ्कारः ॥ ३३ ॥

সুখের ভোগ, ধনের কুক্রিয়া, গুরুর ভিক্ষা, প্রজাদিগের কুনীতিপরায়ণ রাজা, এবং চরিত্রহীন ব্যক্তির পুত্র সমগ্রকুলের সমূলে উচ্ছেদকারী কঠোর কুঠার আর কি। অতএব আমার দরিদ্রতা থাকিলেও রাজার নিকট আমি নিজে বলিতে পারি না। ॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ বহুদানং ন সুখাকরং মন্যে ইত্যাহ যচ্ছন্নিতি । জলদः প্রপাকারী জল-প্রদায়ী, অন্যত্র মেঘঃ, ক্ষণমপি ক্ষণকালং ব্যাপ্য যচ্ছন্নপি দদদপি জলং, নান্যৎ, সর্ব্বলোকস্য সকলস্য জনস্য, অন্যত্র সকলভুবনস্য, বল্লভতাং প্রিয়ত্বং এতি গচ্ছতি

किञ्च, देवि! वैश्वदेवावसरे प्राप्ताः क्षुधार्त्ताः पश्चाद् यान्तीति तदेव मे हृदयं दुनोति।

दारिद्र्यानलसन्तापः शान्तः सन्तोषवारिणा।
याचकाशाविघातान्तर्दाहः केनोपशाम्यते" ॥ २५ ॥

प्राप्नोतीव। अत्र वैधर्म्ये श्लेषमूलो दृष्टान्तः, नित्येति। नित्यं क्षणविपरीत-बहुकालं यावत् प्रसारितः दानाय व्यापृतः, अन्यत्र विसृमरः करो हस्तोऽन्यत्र किरणसमूहो यस्य, स तथा नित्यव्यापृतहस्तः सूर्य्योऽपि, अन्यत्र योऽपि सूर् ऐश्वर्य्यशाली, स इति शेषः, सन्तापं दाहं, अन्यत्र क्लेशं करोति ददातीव। बहुदानो हि सर्व-क्लेशहेतुर्बध्यते। अतएव वदन्ति "अतिदाने बलिर्बद्धः सर्व्वमत्यन्तगर्हितम्।" इति भावः। अत्र वल्लभताप्राप्ति-सन्तापकरणयोः वैपरीत्येन प्रणिधानगम्यसाम्यत्वादुप-क्रमे श्लेषमूलो दृष्टान्तः; अवसाने तु अचेतनस्य सूर्य्यस्य तादृशसन्तापकर्त्तृत्वानुप-पत्तेः सम्भावनीयत्वानमित्युत्प्रेक्षा। तथाच श्लेषमूलदृष्टान्तोपक्रमोत्प्रेक्षालङ्कारः॥२४॥

সামান্য জলসত্র করিয়া জলদানকারী ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্য জল দান করিয়া সর্ব্বলোকের প্রীতিপাত্র হয়। (অল্পক্ষণ বর্ষিয়া মেঘ জলদান করিয়া ত্রিভুবনের ভালবাসা প্রাপ্ত হয়।) দেখাও যায়,—(দানের জন্য) নিত্যই যাহার কর প্রসারিত (কিরণরাশি যাহার সর্ব্বদা বিস্তৃত) সেই সূর্য্যও যেন সন্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন (যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিস্বামী, অতিমাত্রদানদোষে সেই ব্যক্তিও পরিণামে বাধা পাইয়া ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে।)। ২৪ ॥

वैश्वदेवावसरे विश्वे देवा देवता यस्य स वैश्वदेवः पञ्चमहायज्ञान्तर्गतबलिकर्म्म-विशेषस्तस्यावसरो हि कालः। पञ्चमभागे हि दिवसस्य विश्वेभ्यो देवेभ्यो बलिर्दीयते इति वैश्वदेवबलिकाले प्राप्ता आगता क्षुधार्त्ताः क्षुत्पीड़िता अतिथयः पश्चाद्यान्ति विमुखाः सन्तो गच्छन्ति। दुनोति परितपति। दारिद्र्येति; दारिद्र्यमेव अनलो वह्नि-स्तस्य सन्तापः ज्वाला यन्त्रणा, सन्तोषः पूर्णं आह्लाद एव वारि जलं तेन शान्तः प्राप्नोप-

राजा चैतत् सर्वं श्रुत्वा "नैतस्मै किमपि दातुं योग्यः, प्रातरेव बाणं पूर्णमनोरथं करिष्यामी"ति निष्क्रान्तः—

"कृतो यैर्न च वाग्मी च व्यसनी स न यैः पदम्।
यैरात्मसदृशो नार्थी किं तैः काव्यैर्वचोधनैः" ॥ ३६ ॥

इति बाणकविदारिद्र्यकथा ॥ २ ॥

शमः निवृत्तः। अप्यन्ते हि सुखसुधानन्दह्रदावगाहिनः पुरुषाः प्राणिनोऽभावजनित-दुःखवह्निज्वालिकाम्। किन्तु याचकानामतिथीनां याञ्चा भोजनं प्राप्तुमिच्छा, तस्या विघातेन भङ्गेन जनितो योऽन्तर्दाहः मर्मपीड़ा, स केन उपायेन उपशाम्यते निवर्त्त्यते मया? अपितु स न केनापि निवर्त्तयितुं शक्यते, विध्युल्लङ्घनजनितप्रत्यवायस्य दुष्परिहरत्वादिति भावः। अत्रान्तर्दाहस्याश्रयासमुच्छेदत्वेन दुर्व्विषहत्वं विशेषो विवक्षित इति परम्परितरूपकानुप्राणिताक्षेपालङ्कारः ॥ ३५ ॥

অধিক আর কি বলিব? দেখ প্রিয়ে! বিশ্বদেবদিগের উদ্দেশে বলিদান কর্ম্ম হইলে সকল ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয়; তাহাদিগের সৎকার করিতে না পারায় তাহারা বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়, সেইজন্ত তাহাতে আমার হৃদয় পরিতাপে একেবারে আচ্ছন্ন করে। দরিদ্রতারূপ অগ্নির জ্বালাযন্ত্রণা সন্তোষরূপ জলদ্বারা নিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু অতিথির আশাভঙ্গজনিত মর্ম্মপীড়া কোন্ উপায়ে আমি নিবর্ত্তিত করি? (বিধি আছে, 'অতিথি সৎকার গৃহস্থের নিত্য অবশ্যকর্ত্তব্য' এই বিধির পালন করিতে না পারায় যে পাপ হয়, তাহার আর পরিহার হইবার উপায় নাই। এ দুঃখ আমার অপরিহার্য্য ও বিষম।) ॥ ৩৫॥

योग्यः कविर्बाणः, अवैधयतनयप्राप्तत्वादिति भावः। निष्क्रान्तः निष्क्रमितुमुद्यतो राजा प्रासादात्मगतमिति शेषः। कृत इति। यैः काव्यैः सेवितैः सद्भिः सेवकी वाग्मी वाचालः वाक्पटुर्न कृतः सम्पादितः; यैश्च तदधिगतैर्धनैः पदं मर्यादां प्रति स वशी व्यसनी मर्यादाविलासी न कृतः निर्व्वर्त्तितः; यैश्च प्राप्तैर्धनैरर्थी याचकः

अथ राज-चौरद्वयकथा ।

एवं पुरि परिभ्रममाणे राजनि वर्त्मनि चौरद्वयं गच्छति। तयोरेकः "शकुन्तः प्राह,—"सखे! स्फारान्धकारविततेऽपि जगति अज्ञानवशात् सर्वं परमाणुप्रायमपि वस्तु सर्वत्र

आत्मसदृशः धनिसमानो धनीव न कृतः दानेन सम्भावितः; तैः काव्यैः साहित्यै-र्बलैर्धनैश्च किं प्रयोजनम्? अपितु व्यर्थान्येव तानि काव्यानि, बलानि, धनानि चेति बाणस्य कवेर्दारिद्र्यादरिद्रता मया कल्यमेव विधातव्येति राज्ञो विवक्षितो भाव-विशेषः। अत्र दीपकानुप्राणिताक्षेपालङ्कारः ॥ ३६ ॥ इति बाणकविदारिद्र्यकथा ॥३॥

রাজাও এই সকল কথা শুনিয়া 'এখন বাণকে কিছুই দেওয়া বিধিসঙ্গত নহে। প্রাতঃকালেই বাণকে পূর্ণমনস্কাম করিব' এই কথা বলিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উদ্যোগ করিয়া আত্মগত বলিয়াছিলেন,—সেবিত যে কাব্যদ্বারা কাব্যসেবী বাক্‌পটু বাগ্মী না হয়, সেই-বলশালীর যে বল সেই বলবান্‌কেই নিজের পদমর্য্যাদার প্রতি একান্ত আসক্ত না করে, যে ধন দ্বারা যাচককে নিজের ন্যায় ধনী করিতে পারা যায় না, সেই কাব্য, সেই বল ও সেই ধনের প্রয়োজন কি? (বৃথাই সেই কাব্য, বল ও ধন। অতএব কল্য প্রাতঃকালেই বাণের দরিদ্রতাকে দরিদ্রতার মুখ দেখাইব, ইহাই রাজার মনোগত ভাব হইয়াছিল।) ॥ ৩৬ ॥

ইতি বাণকবিদরিদ্রতাকথা ॥ ৩ ॥

अथ राज चौरद्वयकथा ।

एवमिति। परिभ्रममाणे इति राजपरिभ्रमणचौरद्वयगमनयोः समः काल इति ज्ञापनार्थम्। शकुन्तः शकुन्तनामा एकश्चौरः। स्फारान्धकारविततेऽपि गभीरान्धकाराच्छन्नेऽपि जगति जगदेकदेशेऽस्मिन् भूलोके। वसु धनं, सम्भारगृहं

पश्यामि। परन्तु सम्भारगृहादानीतकनकजातमपि न मे सुखाय" इति। द्वितीयो मरालनामा चौर आह, "आहृतं सम्भारगृहात् कनकजातमपि न हितमिति कस्माद्धेतोरुच्यते" इति। ततः शकुन्तः प्राह,—"सर्वतो नगररक्षकाः परिभ्रमन्ति, सर्वोऽपि जागरिष्यत्येषां भेरीपटहादीनां निनादेन। तस्मादाहृतं विभज्य स्वस्वभागागतं धनमादाय शीघ्रमेव गन्तव्यम्" इति। मरालः प्राह,—"सखे! त्वमनेन कोटिद्वयपरिमितमणिकनकजातेन किं करिष्यसि" इति? शकुन्तः—"एतद्धनं कस्मैचिद् द्विजन्मने दास्यामि, यथायं वेदवेदाङ्गपारगोऽन्यं न प्रार्थयति"। मरालः—"सखे! चारु।

दददतो युध्यमानस्य पठतः पुलकोऽथ चेत्।
आत्मनश्च परेषाञ्च तद्दानं पौरुषं स्मृतम् ॥ ३७ ॥

सञ्चितसत्त्वं गृहं 'नाचघर' इति प्राकृताः। तस्मादानीतं चौर्येण आहृतं कनकजातं सुवर्णमुद्रासमूहोऽपि न मम सुखनिमित्तं भवति इति शेषः। न हितं हितकरं सुखसाधकमिति। सर्वतः सर्वासु दिक्षु। स्वस्वभागागतं स्वेन स्वेन भागेनांशेनागतं लब्धं; यावदन्यो न लक्षयेत्, विपक्ष नापतेदिति भावः। अतो न सुखायेति मनोगतभावः। कोटिद्वयपरिमितेन मणिकनकयोर्जातेन समूहेन। एतेन धारायाः समृद्धिशालित्वं सूचितम्। द्विजन्मने विप्राय। चारु मनोज्ञमुक्तमिति शेषः। यतो ददत इति। यद्दयच्छतः यद्दानं कुर्वतः पुंसः, यद्युध्यमानस्य संग्रामयतः युद्धं कुर्वतः, अथ यत् पठतः पाठं कुर्वतश्च जनस्य पुलक आनन्दोल्लासश्चेदात्मनः स्वस्य, च तथा परेषाञ्च पुलकश्चेत् स्यात्, तर्हि तदेव दानं समर्पणम्, आत्मत्यागः, तथाऽपरार्थस्वरूपग्रहणं पौरुषं पुरुषकारप्रभवं स्मृतं कथ्यते

अनेन दानेन तव कथं पुण्यफलं भविष्यती"ति।

महर्षिभिरिति शेषः। एतद्दानं करिष्यमाणमपि तव मम च पुलककारणं पौरुषस्य गणयामीति भावः। अत्र युद्धपाठयोरप्रस्तुतयोर्दानस्य च प्रस्तुतस्य स्वपरपुलककगुणाभिसम्बन्धाद्दीपकालङ्कारः ॥ ३१ ॥

এইরূপে রাজা পুরের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাকিলে, সেই সময়ে পথে দুইজন চোর যাইতেছিল। তদুভয়ের মধ্যে শকুন্তনামক এক চোর বলিল,—দেখ বন্ধু! এই ভূলোক গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। তথাপি এই অঞ্জনের গুণে পরমাণুর ন্যায় অতীব ক্ষুদ্র সকল ধনই সকল স্থলে দেখিতে পাইতেছি। সে ত থাক। এই যে নাচঘর হইতে সুবর্ণ মুদ্রা সকল আনা গিয়াছে, ইহা ত আমার সুখ জন্মাইতেছে না! মরালনামক দ্বিতীয় চোর বলিয়াছিল,—নাচঘর হইতে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; তথাপি এ সুবর্ণমুদ্রাসকল কিহেতু সুখকর হইতেছে না বলিতেছ? এই কথা শুনিয়া শকুন্ত বলিয়াছিল,—সকল-দিকেই নগররক্ষকেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদিগের ভেরী ও পটহাদির শব্দে সকলেই জাগিয়া উঠিবে। অতএব যাহা আহরণ করা হইয়াছে, তাহা বিভাগ করিয়া, নিজ নিজ অংশানুসারে লব্ধ ধন লইয়া সত্বরই যাওয়া কর্ত্তব্য। মরাল বলিয়াছিল,—আচ্ছা বন্ধু! তুমি এই দুই কোটি পরিমিত মণি ও সুবর্ণ মুদ্রাসকল দ্বারা কি করিবে? শকুন্ত বলিয়াছিল, এই ধন কোনও এক ব্রাহ্মণকে দিব, যদ্দ্বারা সেই বেদবেদাঙ্গপরায়ণ ব্রাহ্মণকে আর অন্যের নিকট ভিক্ষা করিতে হইবে না। মরাল বলিয়াছিল, বন্ধু! অতি উত্তম বলিয়াছ। যেহেতু—দানকারী, যুদ্ধকারী, অথবা পাঠকারীর আপনার নিজের ও পরের যদি আনন্দোচ্ছ্বাস হয়, তবে সেই দান, সেই যুদ্ধ, ও সেই পাঠ পুরুষকারের পরিচায়ক বলিয়া মহর্ষিরা স্মরণ করিয়াছেন। (তোমার এই দান তোমার নিজের, এবং আমারও আনন্দোচ্ছ্বাসপ্রদান করিতে উপযুক্ত বলিয়া ইহা তোমার নিশ্চয় পুরুষ-কারের পরিচায়ক হইবে।) ॥ ৩১ ॥

शकुन्तः,—"अस्माकं पितृपितामहोऽयं धर्मः, यच्चौर्य्येण वित्तमानीयते"। मरालः—"शिरश्छेदमङ्गीकृत्यार्जितं द्रव्यं निखिलमपि कथं दीयते?॥ ३८॥

शकुन्तः—

"मूर्खो न हि ददात्यर्थं नरो दारिद्र्यशङ्कया।
प्राज्ञस्तु वितरत्यर्थं नरो दारिद्र्यशङ्कया॥" इति॥ ३९॥

मरालः—

"किञ्चिद्वेदमयं पात्रं किञ्चित्पात्रं तपोमयम्।
पात्राणामुत्तमं पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे॥" इति॥ ४०॥

মরাল আবারও বলিয়াছিল, আচ্ছা! এ দানে তোমার পুণ্যফল কিরূপে হইবে? শকুন্ত বলিল,—আমাদিগের পিতৃপিতামহ হইতে এ-ই চলিয়া আসিতেছে যে, চুরি করিয়া ধন উপার্জ্জন করা। মরাল বলিল,—শিরশ্ছেদ স্বীকার করিয়া যে দ্রব্য উপার্জ্জন করা হইল, তাহার সমস্তই কেন দিবে? । ৩৮ ।

शकुन्तः प्राह,—"मूर्ख" इति। मूर्खोऽज्ञो नरः दारिद्र्यशङ्कया इहैव जन्मनि अविद्यमानदरिद्रताया भयात् न हि अर्थं धनं ददाति; किन्तु प्राज्ञः पण्डितो नरः परस्मिन् जन्मनि दारिद्र्यशङ्कया दरिद्रकुलजन्मभयात् अर्थं धनं वितरति ददाति। तस्मादमुष्मिन् जन्मनि पुनर्लाभप्रत्याशयैव सर्व्वमपि धनं दीयतेव शिरश्छेदमङ्गीकृत्यापि। अत्र लाटानुप्रासो द्रष्टव्यः। अत्र मूर्खप्राज्ञयोरदाने दाने च शङ्कैव हेतुरिव एव प्रोक्त इति व्याघातालङ्कारः। ३९॥

শকুন্ত বলিল,—মূর্খলোক ইহজন্মে দরিদ্র হইবার ভয়ে ধন দান করিতে পারে না; কিন্তু পণ্ডিত লোক পরজন্মে দরিদ্র হইবার ভয়ে ধন দান করিয়া থাকে। (অতএব জন্মান্তরে প্রচুরধনলাভের প্রত্যাশায় শিরশ্ছেদ স্বীকার করিয়া অর্জ্জিত সমস্ত ধনই দান করা কর্ত্তব্য।)। ৩৯ ।

मरालः प्राह,—"किञ्चिदि"ति। किञ्चित् पात्रं सम्प्रदानपात्रं वेदमयं वेदचतुरं

शकुन्तः—"अनेन वित्तेन किं करिष्यति भवान्" ?

मरालः—"सखे! काशीवासी कोऽपि विप्रवटुरत्रागात्। तेनास्मत्पितुः पुरः काशीवासफलं व्यावर्णितम्। ततोऽस्मत्तातः बाल्यादारभ्य चौर्य्यं कुर्वाणो दैववशात् स्वपापान्निवृत्तो वैराग्यात् सङ्कुटुम्बः काशीमेष्यति। तदर्थमिदं द्रविणजातम्।"

शकुन्तः—सच्छ्लाघ्यं तव पितुः। तथाहि,—

"वाराणसीपुरीवासवासनावासितात्मना।
किं शुना समतां याति वराकः पाकशासनः॥

वेदाध्ययनार्थज्ञानादिभिर्दिनसकलकालयापनात् ज्ञानमयमिति यावत्। किञ्चित् पात्रं तपोमयं तपःप्रचुरं तपस्यानिरतमिति यावत्। एवं निरूपितानां पात्राणां मध्ये यस्योदरे जठरे शूद्रान्नं नास्ति, तदेव उत्तमं पात्रं भवतीति स्मृतेः वेदवेदाङ्गाध्यायिने यद्दानं करिष्यतीत्युक्तं, तच्चारु मन्ये इति भावः॥ ४०॥

মরাল বলিল,—কোন সম্প্রদানপাত্র জ্ঞানময়; কারণ, সর্ব্বদা বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা সময়াতিবাহন করে; কোন পাত্র তপোময়; কারণ, সে সর্ব্বদাই তপস্যায় নিরত; কিন্তু এই সকল পাত্রের মধ্যে যাহার উদরে শূদ্রের অন্ন নাই, সে-ই উত্তম পাত্র, স্মৃতিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। (অতএব তুমি যে বেদবেদাঙ্গাধ্যায়ী কোন ব্রাহ্মণকে সমস্ত ধন দিতে মনস্থ করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম বলিয়া মনে করি)॥ ৪০।

विप्रवटुर्ब्रह्मचारी ब्राह्मणः। अस्मत्पितुः अस्माकं जनकस्य। दैववशाद् भाग्यक्रमेण। द्रविणजातं धनसमूहम्। वाराणसीपुर्य्यां वासेन जातया वासनया संस्कारेण वासितः संस्कृतः आत्मा चित्तं यस्य, स तथा, तेन शुना अपि सह वराकः तुच्छः क्षुद्रः पाकशासन इन्द्रोऽपि समतां समानत्वं याति प्राप्नोति किं? अपितु न

ঊষরং কর্ম্মবীজানাং ক্ষেত্রং বারাণসী পুরী।
যত্র সংলভ্যতে মোক্ষঃ সমং চণ্ডালপণ্ডিতৈঃ॥
মরণং মঙ্গলং যত্র বিভূতিশ্চ বিভূষণম্।
কৌপীনং যত্র কৌশেয়ং সা কাশী কেন মীয়তে?" ॥ ৪১ ॥

অন্যত্র নাত্যাশ্রমাদিভিৰ্লক্ষিতো ভেদঃ কাশ্যাং নাস্তীতি ভাবঃ। অন্যচ্চ ঊষরমিতি। বারাণসী পুরী কাশী কর্ম্মবীজানাং শুভাশুভকর্ম্মরূপবীজানাং ব্রীহ্যাদীনাং বীজানাং ঊষরং অঙ্কুরোৎপত্তিবাধকক্ষারক্ষিমৎ ক্ষেত্রং স্থানং ভবতি। অতএব যত্র চণ্ডালপণ্ডিতৈঃ চণ্ডালৈঃ বেদাধ্যায়িভির্বিপ্রৈশ্চ সমং যথা স্যাৎ তথা, মোক্ষঃ মুক্তিঃ সংলভ্যতে অভেদেন প্রাপ্যতে। তথাচ ন কেবলং সম্মানে গুরুতা, ফলেঽপি মোক্ষে সমতা। অত্র রূপকালঙ্কারো বিবেক্তব্যঃ। অন্যচ্চ মরণমিতি। যত্র বারাণসীপুর্য্যাং মরণং মঙ্গলং নিরতিশয়শুভকরং, মোক্ষকারণত্বাৎ। বিভূতির্ভস্মাপি বিভূষণম্ অলঙ্কারঃ। যত্র চ কৌপীনং কুপস্য যোনিকূপস্য ইদং কৌপং শিশ্নং, তদীয়মিদং বাসঃ কৌপীনং অন্তর্বাসশ্চীরং কৌশেয়ং কোষজাতং ক্রিমিকোষোত্থং পট্টবস্ত্রং ভবতি, সা কাশী কেন পুরেণ মীয়তে উপমীয়তে? অপিতু তস্যা উপমৈব নাস্তীতি ॥ ৪১ ॥

শকুন্ত বলিল, এই ধন দিয়া তুমি কি করিবে? মরাল বলিল, সখে! কাশীবাসী কোনও এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের পিতার নিকট কাশীবাসের ফল বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই বর্ণনা শুনিয়া আমাদিগের পিতা বাল্যকাল হইতে চুরি করিয়া আসিলেও ভাগ্যক্রমে বৈরাগ্যবশতঃ নিজ পাপ হইতে নিবর্ত্তিত হইয়া সপরিবারে কাশী যাইবেন। সেইজন্য এই ধনসকল (সংগ্রহ করিতেছি।) শকুন্ত বলিল, তোমার পিতার মহাভাগ্য; কারণ, কাশীধামে বাস করিলে মনে একপ্রকার শুভসংস্কার জন্মায়। সেই সংস্কার দ্বারা যাহার মন ভাবান্তরিত হইয়াছে, সে কুক্কুর হইলেও, তাহার সহিত ক্ষুদ্র (বেচারী) ইন্দ্রও কি সমতাপ্রাপ্ত হন? নিশ্চয়ই নহে? কাশীধাম

एवमुभयोः संवादं श्रुत्वा राजा तुतोष। अचिन्तयच्च मनसि, "कर्म्मणां गतिः सर्व्वथैव विचित्रा! उभयोरपि पवित्रा मतिः" इति। ततो राजा विनिवृत्य भवनान्तरे पितृपुत्रावपश्यत्। तत्र पिता पुत्रं प्राह,—"इदानीं परिज्ञातशास्त्रतत्त्वोऽपि नृपतिः कार्पण्ये न किमपि न प्रयच्छति ; किन्तु,

अर्थिनि कवयति कवयति पठति च पठति स्तवोन्मुखे स्तौति।
पश्चाद्यामीत्युक्ते मौनी दृष्टिं निमीलयति" ॥ ४२ ॥

কর্ম্মশস্যের উর্ব্বর ক্ষেত্র। এইজন্য চণ্ডাল ও বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, উভয়েই সমানভাবে মোক্ষলাভ করেন। যেখানে মরণই মঙ্গল, ভস্মই অলঙ্কার, এবং যেখানে কৌপীনই পট্টবস্ত্র, সেই কাশী কাহার সহিত উপমিত হইবে? ৪১ ॥

কর্ম্মণাং শুভাশুভকর্ম্মণাং গতিঃ ফলং বিচিত্রা আশ্চর্য্যজনকং; যতঃ পাপকর্ম্মণোরুভয়োরপি চৌরয়োঃ পবিত্রা পাপশূন্যা নির্ম্মলা মতিঃ বুদ্ধিঃ। নহি পাপজনকমিতি পাপং জনয়তি কর্ম্ম, শুভৈর্নোদ্দেশেন ব্যাহতত্বাৎ। অতএবোক্তং "তপো ন কল্কোঽধ্যয়নং ন কল্কঃ, স্বাভাবিকো বেদবিধির্ন কল্কঃ। নিষিদ্ধকর্ম্মাপি ভবেন্ন কল্কঃ, তান্যেব ভাবোপহতানি কল্কঃ।" ইতি। ভবনান্তরে অন্যস্মিন্ গৃহে। পরিজ্ঞাতে শাস্ত্রতত্ত্বে যেন, ন তথা, শাস্ত্রং পরিজ্ঞায় ব্যবহারতত্ত্বং বিদ্বানপি কার্পণ্যেন হেতুনা কিমপি কিঞ্চিদপি ন প্রয়চ্ছতি সম্প্রদদাতি। তু পুনঃ কিং করোতি, তদাহ,—'অর্থিনী'তি। প্রার্থনাকারিণি জনে কবয়তি কবিরিব আচরতি রচিতয়া কবিতয়া পরিচয়ং কুর্ব্বতি সতি কবয়তি কবিরিব আচরতি কবিতয়ৈব পরিচয়ং করোতি; নতু তুষ্টো দদাতীতি ভাবঃ। পঠতি চ তদীয়ে চরিতে পঠনীয়ে পাঠং কুর্ব্বতি সতি পঠতি প্রার্থিচরিতমপি স রাজা। স্তবোন্মুখে স্তবে উন্মুখে উদ্যুক্তে সত্যর্থিনি স্তৌতি রাজাঽর্থিনো গুণান্ বর্ণয়তি। ইদানীং কার্য্যেণ ব্যাপৃতোঽস্মি, পশ্চাৎ যামি গচ্ছামি তব সমীপমিত্যুক্তে

রাজাপ্যেতচ্ছ্রুত্বা তৎসমীপং প্রাপ্য "মৈবং বদ" ইতি স্বগাত্রাৎ সর্ব্বাভরণান্যুত্তার্য্য দত্ত্বা তস্মৈ, ততো গৃহমাসাদ্য কালান্তরে সভামুপবিষ্টঃ কালিদাসং প্রাহ,—সখে !

"কবীনাং মানসং নৌমি তরন্তি প্রতিভাম্ভসি ।"

ততঃ কবিরাহ,—

"যত্র হংসবয়াংসীব ভুবনানি চতুর্দ্দশ" ॥ ৪২ ॥

ততো রাজা প্রত্যক্ষরমুক্তাফললক্ষং দদৌ।

ইতি রাজ-চৌরদ্বয়কথা ॥ ৪ ॥

উক্তবতি সত্যর্থিনি মৌনী মুনিভাববান্ বাগ্‌রহিতঃ সন্ দৃষ্টিং দর্শনং নিমীলয়তি মুদ্রয়তি তন্দ্রাক্রান্তো ঘুমায়মান ইব ভবতি ইতি যাবৎ ॥ ৪২ ॥

এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং মনে মনে চিন্তাও করিয়াছিলেন, সকল রকমেই পাপকর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্মের গতি বড়ই আশ্চর্য্যকর ! ইহারা উভয়ে পাপকর্ম্মে আসক্ত হইলেও ইহাদিগের বুদ্ধি অতীব পবিত্র নির্ম্মল। তারপর রাজা অন্য বাটীতে যাইয়া পিতা ও পুত্রকে দেখিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে পিতা পুত্রকে বলিয়াছিল,—রাজা ভোজ শাস্ত্রার্থ ও ব্যবহারতত্ত্ব জানিয়াও এখন কৃপণতাবশতঃ কিছুই দান করেন না ; কিন্তু প্রার্থীজন কবিতা রচনা করিয়া নিজের পরিচয় করিলে রাজাও কবিতা রচনা করিয়া নিজের পরিচয় করেন ; রাজার চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপের যশোগাথা পাঠ করিলে রাজাও তাহার যশোগাথা পাঠ করেন ; রাজার গুণগান করিয়া বর্ণনা করিলে রাজাও গুণগানদ্বারা বর্ণনা করেন ; আচ্ছা পরে যাইতেছি, এই কথা বলিলে নির্ব্বাক্ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন, (যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কিছুই শুনিতে পান নাই, এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন) ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্যং ভণ্যতে। কবীনামিতি। কবীনাং কাব্যকর্তৃণাং মানসং মনঃ নৌমি

अथ क्रीड़ाचन्द्रकविकथा ।

ततः प्रविशति द्वारपालः, "देव ! कोऽपि कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि तिष्ठति" इति । राजा—"प्रवेशय" इत्यवोचत् । ततः प्रवेशितः कविरागत्य "स्वस्ति" इत्युक्त्वाऽनुक्त एवोपविष्टः प्राह;—

स्तौमि, यत्र यस्मिन् प्रतिभाम्भसि प्रतिभा कल्पनाशक्तिरेव अम्भो जलं यत्र, तत्तथा, तस्मिन् कल्पनाशक्तिरूपपयःपूर्णे मानसे हंसवयांसि हंसकारण्डवादिपक्षिकुलानि इव चतुर्द्दश भुवनानि लोकाः सर्वे तरन्ति सञ्चरन्ति खेलन्तीति यावत् । अतएव कवीनां मानं संनौमि मानं चित्तसमुन्नतिं चित्तस्योत्कर्षं सम्यक् स्तौमीति बिन्दुच्युतिरलङ्कारो द्रष्टव्यः । कवयो हि महामतयः सर्वथा पूज्या इति भावः । अत्र प्रतिभाया-मम्भस्त्वारोपणात् मानसे नदीत्वारोप आर्थः प्रस्तुताङ्गम् । अतएव रूपकानुप्राणितो-पमासूक्ष्मोदात्तालङ्कारः ॥ ४३ ॥ इति राज-चौरद्वयकथा ॥ ४ ॥

রাজা এই কথা শুনিয়া তাহার নিকটে যাইয়া 'একথা বলিও না' এই কথার সহিত গাত্র হইতে অলঙ্কার সকল উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন ; এবং তারপর রাজবাটীতে আসিয়া সময়ান্তরে সভায় উপবেশন করিয়া, কালিদাসকে বলিয়াছিলেন, কবিদিগের মানসনদীকে আমি স্তব করি, প্রতিভারূপ জলরাশির উপরিভাগে খেলা করিয়া থাকে ; কালিদাস অবশিষ্ট ভাগ বলিয়াছিলেন,—যেস্থলে হংস ও কারণ্ডবাদিপক্ষীসকলের ন্যায় চতুর্দ্দশ ভুবন। (এইজন্য কবিদিগের সেই সমুন্নত মনের আমি গুণগান করি)। কবির এই কবিতাপূরণ দ্বারা রাজা সন্তুষ্ট হইয়া প্রতি অক্ষরে লক্ষমুক্তা করিয়া দান করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি রাজ-চৌরদ্বয়কথা ॥ ৪ ॥

"इह निवसति मेरुः शेखरो भूधराणा-,
मिह हि निहितभाराः सागराः सप्त चैव ।
इदमतुलमनन्तं भूतलं भूरिभूतो-,
द्भवधरणसमर्थं स्थानमस्मद्विधानाम्" ॥ ४४ ॥

अथ क्रीडाचन्द्रकविकथा ।

कौपीनावशेषः कौपीनमात्रसम्बलः । अनुज्ञ एव राज्ञा उपवेष्टुम् । उपविष्टो भूतले स च प्राह स्वगतमिति शेषः । किं, तदाह,—"इहे"ति । इह भूतले भूधराणां पर्व्वतानां शेखरो मौलिभूतः श्रेष्ठ इति यावत्, मेरुः काञ्चनमयः पर्व्वतविशेषः सुमेरुः निवसति निवासं करोति अध्यास्ते ; इहैव भूतले सप्त सागराश्च लवणेक्षुसुरासर्पिर्दधिदुग्धजलात्मकाः निहितभाराः निहितः स्थापितो भारो निर्भरो यैस्ते तथा भारं स्थापयित्वा तिष्ठन्ति हि प्रसिद्धमेतत् । इदं दृश्यमानं अतुलं तुला उपमा सादृश्यं नास्ति यस्य एतादृशद्वितीयस्थानाभावात् तत्तथा, निरुपमं, अनन्तं अन्त इयत्ता परिच्छेदः सीमा नास्ति यस्य, तत्तथा, असीमं ; यद्वा अन्तो नाशः अत्यन्ताभावः स च नास्ति यस्य, तत्तथा अवाश्चं प्रवाहरूपेण अविनाशि ; तथा भूरिभूतानां बहूनां प्राणिनां देवादीनामन्यत्रोत्पादात्, उद्भवश्च जन्म, धरणं धारणं, तयोः समर्थं सक्षमं बहुप्राणिजन्मधारणविषयकशक्तिशालि भूतलं पृथिवीतलमेव भूमितलं अस्मद्विधानां दरिद्राणां स्थानं स्थितियोग्यं स्थलम् । ये तु धनादिगौरवादात्मानं देवानां प्रियं मन्यन्ते, तेषामन्यदेव भवितुमर्हति ; मानवाः खलु वयं मानवनिवास एवोपविशाम इति भावः । अत्र उच्चासनो जोयान्निर्गुणोऽप्याडम्बरप्रिय इति विशेषे प्रस्तुतेऽस्मद्विधदरिद्राणां भूमिरेवासनमिति सामान्याभिधानादप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः ॥ ४४ ॥

তারপর কোনও এক সময়ে দ্বারপাল আসিয়া বলিয়াছিল,—মহারাজ ! কৌপীনমাত্র সম্বল কোনও এক বিদ্বান্ দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দাও, রাজা এই কথা বলিয়াছিলেন : অনন্তর সেই কবি দ্বার-

राजा प्राह—"महाकवे! किं ते नाम अभिधत्स्व"। कविः प्राह—"नामग्रहणं नोचितं पण्डितानां, तथापि वदामो यदि जानासि—

न हि स्तनन्धयी बुद्धिर्गम्भीरं गाहते वचः।
तलं तोयनिधेर्द्रष्टुं यष्टिरस्ति न वैणवी॥ ४५॥

পালের সহিত প্রবেশ করিয়া স্বস্তি-বাক্যে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এবং রাজা আসন দিয়া বসিতে না বলিলেও ভূতলে উপবেশন করিয়া বলিয়াছিলেন;—এই ভূতলে ভূলোকের ধারণকারী পর্ব্বতসকলের মৌলিস্থানীয় সুমেরুপর্ব্বত নিবাস করে; এইখানেই লবণোদক, ইক্ষূদক, সুরোদক প্রভৃতি সপ্তসাগরও নিজ নিজ দেহভার স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে, ইহাও প্রসিদ্ধ; বহু প্রাণীর উৎপত্তি ও ধারণ কার্য্যে সক্ষম, উপনারবহিত, অসীম ও অবিনাশী এই দৃশ্যমান ভূতলই আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তির অবস্থান যোগ্য স্থল। (তবে যাহারা ধনাদিগৌরবে আপনাকে দেবতাদিগের প্রিয়পাত্র (মূর্খ পশু) বলিয়া মনে করে, তাহাদিগের স্থান অন্যপ্রকার হইতে পারে; কিন্তু আমরা মানব, আমরা মানবের নিবাসস্থলেই উপবেশন করি। হায়! রাজসভাতেও আড়ম্বরপ্রিয় নির্গুণ মূর্খের এত আদর!!) ॥ ৪৪ ॥

नामग्रहणं नोचितमिति। "आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। आयुष्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः॥" इति स्मृतेर्नामग्रहणस्य निषिद्धत्वाद-कर्त्तव्यमेव नामग्रहणं निजस्येति भावः। नहीति। स्तनन्धयी बाला बुद्धिः गम्भीरं दुरवगाह्यभावसम्पदं वचः वाक्यं न गाहते नावगाहते न स्नाति नैव विषयीकरोतीति यावत्। तथाहि तोयनिधेः समुद्रस्य तलं द्रष्टुं वैणवी वेणुजाता वंशखण्डनिर्म्मिता यष्टिर्नास्ति समर्था। अत्र स्ववगाह्यत्ववचनाद्वचसि रसत्वं, कविषु रसनिधित्वञ्च व्यञ्जनया बुध्यते इति द्रष्टव्यम्। गाहनदर्शनयोरर्थत ऐक्यात् प्रतिवस्तूपमालङ्कारः॥ ४५॥

ইহ ! আকর্ণয়—

চ্যুতামিন্দোর্লেখাং রতিকলহভগ্নঞ্চ বলয়ং,
সমং চক্রীকৃত্য প্রহসিতমুখী শৈলতনয়া।
অবোচদ্ যং পশ্যেত্যবতু গিরিশঃ সা চ গিরিজা,
স চ ক্রীড়াচন্দ্রো দশনকিরণাপূরিততনুঃ” ॥ ৪৬ ॥

রাজা বলিয়াছিলেন, মহাকবে ! তোমার নাম কি বল। কবি বলিয়াছিলেন, নিজের নাম নিজে গ্রহণ করা পণ্ডিতের অকর্ত্তব্য ; তথাপি যদি জানিতে সমর্থ হন, তবে বলি ; কারণ, অকৃতপরিপাটি বালবুদ্ধি গম্ভীরভাববিশিষ্ট বাক্যের অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না ; তাহাই বটে, বংশখণ্ডনির্ম্মিত যষ্টি সমুদ্রের তলদর্শন করিতে ত সমর্থ হয় না ; ৪৫ ॥

চ্যুতামিতি । রতিকলহভগ্নং রত্যর্থোঽনুরাগস্তদর্থঃ কলহঃ প্রণয়কলহঃ “দ্যূতঞ্চাত্র প্রবর্ত্তয়ে”দিত্যাদিবাৎস্যায়নিকাধিকরণকামসূত্রোক্তঃ, তেন ভগ্নং দ্বিখণ্ডিতং বলয়ং অলঙ্কারবিশেষং, তথা রতিকলহেনৈব চ্যুতাং ভালদেশাদ্ ভ্রষ্টাং ইন্দোশ্চন্দ্রস্য লেখাং অষ্টকলাং অর্দ্ধভাগং সমং সার্দ্ধং সুখেনৈব সুখং মেলয়িত্বা চক্রীকৃত্য অচক্রীভূতং তদর্দ্ধদ্বয়ং পূর্ণচন্দ্রব্যাজেন চক্রীকৃত্য চক্রবদাকৃতিমৎ সম্পাদ্য প্রহসিতমুখী হৃষ্টাননা সতী শৈলতনয়া হৈমবতী ‘পশ্য’ ইতি যং অবোচৎ কথয়ামাস, স গিরিশঃ শিবঃ, সা চ গিরিজা হিমালয়সুতা গৌরী, স চ দশনকিরণাপূরিততনুঃ প্রহাসবহির্ভূতানাং দশনানাং দন্তানাং কিরণৈঃ রশ্মিভিরাপূরিতং শুক্লীকৃতং তনুঃ বলয়ভাগস্থদেহো যস্য, স তথা প্রতিফলিতরশ্মিঃ স চ ক্রীড়াচন্দ্রঃ ক্রীড়ায়াঃ রতিক্রীড়ায়াঃ সম্বন্ধী কৃতকচন্দ্রঃ অবতু ত্বামিতি শেষঃ। শ্লেষাৎ গিরিশঃ পিতা, গিরিজা মাতা ‘পশ্য ক্রীড়াচন্দ্রো জাত’ ইতি যমবোচত, স এব ক্রীড়াচন্দ্রস্ত্বামবতু স্তৌতু ইতি ॥ ৪৬ ॥

রতিকলহে ভগ্ন বলয়খণ্ড ও ললাট হইতে পরিভ্রষ্ট চন্দ্রলেখা মুখে মুখে

কালিদাসঃ—"সখে ক্রীড়াচন্দ্র! চিরাৎ দৃষ্টোঽসি। কথমীদৃশী তে দশা মণ্ডলে মণ্ডলে বিরাজত্যপি রাজনি বহুধনবতি ?"

ক্রীড়াচন্দ্রঃ—

"ধনিনোঽপ্যদানবিভবা গণ্যন্তে ধুরি মহাদরিদ্রাণাম্।
হন্তি ন যতঃ পিপাসামতঃ সমুদ্রোঽপি মরুরেব॥ ৪৭॥

কিঞ্চ—

মিলাইয়া চক্রাকার করিয়াছিলেন এবং তাহা দেখিয়া হৈমবতী হাসি মুখে 'দেখ কেমন ক্রীড়াচন্দ্র হইয়াছে' এই কথা যাঁহাকে বলিয়াছিলেন, সেই মহেশ্বর, সেই গিরিকুমারী দুর্গা এবং হাস্য করায় বহির্গত দন্তরাজীর রশ্মিদ্বারা পূর্ণাঙ্গ সেই ক্রীড়াচন্দ্র তোমাকে রক্ষা করুন॥ ৪৬॥

মণ্ডলে মণ্ডলে প্রতিরাষ্ট্রং। বহুধনবতি বহুশ্চাসৌ ধনবাংশ্চেতি বহুধনবান্, তস্মিন্; নতু কর্মধারয়োত্তরং মতুপ্, ন্যায়বিগর্হিতত্বাৎ। বিরাজতি শোভমানে সত্যপি। ক্রীড়াচন্দ্রঃ প্রাহেতি শেষঃ। ধনিন ইতি। অদানং নাস্তি দানং যস্য, তৎ অদানং দানরহিতং বিভবং ধনং যেষাং, তে অদানবিভবা ধনদানপরাঙ্মুখা জনা ধনি-নোঽপি ধনবন্তোঽপি মহাদরিদ্রাণাং দরিদ্রতমানাং জনানাং মধ্যে ধুরি ধরায়া ভারনিমিত্তং গণ্যন্তে ভারকারণতয়া গণনাবিষয়ীভূতা ভবন্তীত্যর্থঃ। যতঃ যস্মাদ্ধেতোঃ সমুদ্রঃ পিপাসাং ন হন্তি পাতুমিচ্ছাং নোপশময়তি, অতোঽস্মাদ্ধেতোঃ সমুদ্রো জলনিধিরপি সাগরঃ স্ব ষাৎ মুদ্রয়া সহ বিদ্যমানোঽপি রত্নাকরত্বাৎ মরুরেব বালুকাময়ঃ প্রদেশবিশেষ এব পিপাসা-শান্তেরকারণত্বসাম্যাৎ মন্যত ইতি শেষঃ। অত্র মহাদরিদ্রাণাং মধ্যে গণনায়া মরু-ভাবস্য চ সাম্যমেব, নত্বৈকরূপ্যমতো দৃষ্টান্তালঙ্কারঃ। নহি বহুধনবতি সত্যপি দারিদ্র্যদশায়া অবসাদো দাদাভাবেঽপীতি ভাবঃ॥ ৪৭॥

কালিদাস বলিয়াছিলেন,—সখে ক্রীড়াচন্দ্র! বহুকাল পরে দেখা। আচ্ছা ভাই!

উপভোগকাতরাণাং পুরুষাণামর্থসঞ্চয়পরাণাম্ ।
কন্যামণিরিব সদনে তিষ্ঠত্যর্থঃ পরস্যার্থে ॥ ৪৮ ॥
সুবর্ণমণিকেয়ূরাড়ম্বরৈরন্যভূভৃতঃ ।
কলয়ৈব পদং ভোজ ! তেষামাপ্নোতি সারবিৎ ॥ ৪৯ ॥

প্রতি রাজ্যে রাজ্যে বহু বহু ধনবান্ রাজা বিরাজমান থাকিতেও তোমার এ অবস্থা কেন ? ক্রীড়াচন্দ্র বলিয়াছিলেন ;—সত্যই বলিয়াছ, কিন্তু ধনিসকল ধন দান করে না বলিয়া দারিদ্রকৃত পৃথিবীর ভার : মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে। দেখ, যেহেতু পিপাসার শান্তি করে না, সেই হেতু অতি প্রচুর জলের আশ্রয় হইলেও সমুদ্রকে মরু বলিয়াই মনে হয়। (অতএব বহু বহু ধনবান্ থাকিলেও আমার এ দারিদ্র্য দশার হানি কি করিয়া হইবে ?) ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চেতি। ন কেবলং মহাদরিদ্রাস্তে নৈব দদতি ; পশ্য, অন্যাপ্যস্তি তেষাং দশা, —অর্থসঞ্চয়পরাণাং ধনসঞ্চয়ৈককার্য্যাণাং উপভোগকাতরাণাং উপভোগে যথেচ্ছব্যবহারে কাতরাণাং ক্লিষ্টানাং পুরুষাণাং অর্থঃ ধনং সদনে ভবনে কন্যামণিরিব কন্যারত্নমিব শোভনা কন্যেব ইতি যাবৎ, "জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমিতি কথ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ, মণিরত্নয়োরেকার্থকত্বাচ্চ, পরস্যার্থে তিষ্ঠতি, পরিত্যজ্য মৃতত্বাদিতি। অত এবোক্তম্,—"কৃপণস্য ধনং যান্তি বহ্নিতস্করপার্থিবাঃ ॥" ইতি। সম্বলরহিতাঃ সন্তঃ প্রযান্তি পরলোকমিতি ভাবঃ। অত্র উপমালঙ্কারঃ ॥ ৪৮ ॥

কেবলমাত্র ধনসঞ্চয়শীল ; কিন্তু উপভোগে কাতর পুরুষদিগের ধন বাটীতে শোভনা কন্যার ন্যায় পরের জন্যই থাকে ॥ ৪৮ ॥

ভোজং সম্বুধ্য কথয়তি কবিঃ—সুবর্ণেত্যাদি। হে ভোজ ! অন্যভূভৃতঃ অন্যে ভূপতয়ঃ সুবর্ণমণিকেয়ূরাড়ম্বরৈঃ সুবর্ণানি কাঞ্চনানি চ মণয়শ্চ রত্নানি চ কেয়ূরাণি চ অলঙ্কারবিশেষাস্তেষামাড়ম্বরৈর্নিত্যং নবৈর্নবৈর্ব্যবহারৈঃ পদং রাজপদং রাজত্বং প্রাপ্নুবন্তি ; কিন্তু তেষাং মধ্যে সারবিৎ স্থিরাংশজ্ঞাতা রাজা কলয়া আড়ম্বরাণাং মাত্রয়া বা

সুধামযনীব সুধাং গলন্তি,
বিদগ্ধসংযোজনমন্তরেণ।
কাব্যানি নির্ব্যাজমনোহরাণি,
বারাঙ্গনানামিব যৌবনানি ॥ ৫০ ॥

চতুঃষষ্টিকলাবিদ্যয়া করণেন তৎপদং রাজত্বং প্রাপ্নোতি। সারজ্ঞেন কলাসেবৈব কর্ত্তব্যা ইতি ভাবঃ। অত মন্যে ত্বং সারবিদেব, যতস্তে কলাবন্তঃ সহচরা ইতি কবিরাশয়ঃ ॥৪৯॥

হে ভোজ! অন্য সকল রাজারা স্বর্ণ, মণি, ও কেয়ূরাদি অলঙ্কারবিশেষের আড়ম্বরের সহিত রাজপদ সেবা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যে সারজ্ঞ, সে নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টিকলার সহিত সেই রাজপদের সেবা করে। (এইজন্য মনে করি, আপনি সারগ্রাহী; কারণ, এই সকল কালাবান্ পণ্ডিত আপনার সহচর) ॥ ৪৯ ।

কিঞ্চ সুধেতি। অশ্লীলবাদিভিরদৃষ্ট এষঃ। বারাঙ্গনানাং বেশ্যানাং যৌবনানীব যৌবনদশা ইব নির্ব্যাজমনোহরাণি অকপটমনোজ্ঞানি স্বাভাবিকসুন্দরাণীতি যাবত, অপি চ সুধাময়ানি রসালাদিফলানীব অমৃতবিকারাণি রসপ্রচুরাণি কাব্যানি রসাত্মকবাক্যানি বিদগ্ধসংযোজনমন্তরেণ বিদগ্ধস্য চতুরতাপ্রযুক্তকৌশলবতো রসিকস্য সংযোজনং সম্বন্ধং বিনৈব সুধামমৃতং রসং গলন্তি গালয়ন্তি ক্ষরয়ন্তি পাতয়ন্তি ইতি যাবত্ ভক্ষয়ন্তি ভোজয়ন্তীতি বা সর্ব্বসাধারণজনান্ ইতি শেষঃ। অতঃ দর্শনসুভগা অপ্যন্যেঽলঙ্কারাদয়স্ত্যাজ্যাঃ, রসবন্তি চ কাব্যানি গ্রাহ্যাণি। তদ্গ্রাহিত্বাত্ কুশলোঽসি ত্বমিতি ভাবঃ। অত্র 'সুধা গলন্তী'তি পাঠঃ কর্ত্তব্যঃ। তথাচ রসিকজনসংসর্গং বিনা বারাঙ্গনানাং যৌবনানীব, সুধাময়ানি ফলানীব চ সুধা বৃথৈব গলন্তি গালয়ন্তি বৃথৈব নশ্যন্তীত্যর্থঃ। তস্মাদ্ রসজ্ঞজনসম্বন্ধঃ কর্ত্তব্যঃ কাব্যরক্ষার্থমিতি ভাবঃ। অত্রোপমালঙ্কারঃ ॥ ৫০ ॥

বেশ্যাদিগের যৌবনের ন্যায়, এবং অমৃতাস্বাদ রসালফলের ন্যায় রসজ্ঞব্যক্তির

ज्ञायते जातु नामापि न राज्ञः कवितां विना ।
कवेस्तद्व्यतिरेकेण न कीर्त्तिः स्फुरति क्षितौ” ॥ ५१ ॥

मयूरः—
“ते वन्द्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके स्थिरं यशः ।
यैर्निबद्धानि काव्यानि ये च काव्ये प्रकीर्त्तिताः” ॥ ५२ ॥

সম্বন্ধ ব্যতিরেকে স্বভাবসুন্দর কাব্যসকল বৃথাই নষ্ট হইয়া যায়। (এইজন্য রসজ্ঞ ব্যক্তি ও কাব্যের সহিত সম্বন্ধ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।) ॥ ৫০ ॥

फलमाह—ज्ञायत इति । कवितां कविसमूहं विना आश्रितकविसमूहव्यतिरेकेण राज्ञो नामापि, किं यशः, न जातु कदाचित् ज्ञायते जनैरन्यविषयस्थैरिति शेषः। तद्व्यतिरेकेण आश्रयीभूतं राजानं विना कवेरपि कीर्त्तिः काव्यविनोदयशः क्षितौ पृथिव्यां न स्फुरति नैव प्रकाशते। अतो राज्ञा कविः प्रतिपाल्य एवेति भावः। अत्र उत्तरवाक्ये तच्छब्ददर्शनात् पूर्ववाक्ये यच्छब्दप्रयोगे कर्त्तव्ये यत्तच्छब्दनिर्दिष्टवाक्यार्थयोरभेदेनान्वयोऽनुपपद्यमानो राज्ञः कविसाहाय्यव्यतिरेकेण नामाज्ञानं राजसाहाय्यव्यतिरेकेण कवेः कीर्त्त्यप्रकाश इवेति बिम्बप्रतिबिम्बभावे पर्य्यवस्यतीति निदर्शनालङ्कारः ॥ ५१ ॥

কবিদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে কখনই রাজার নামও জানিতে পারা যায় না; সেইরূপ রাজার সাহায্যব্যতীত ভূমণ্ডলে কবির কীর্ত্তিও প্রকাশিত হয় না। (অতএব কবির প্রতিপালন রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য।) ॥ ৫১ ॥

मयूरःप्राह—त इति । यैः काव्यानि निबद्धानि रचितानि, ये च तस्मिन् काव्ये ग्रथिते प्रकीर्त्तिताः प्राप्तकीर्त्तयः काव्यनिमित्ता कीर्त्तिर्व्याप्ता च येषां, तेषां यशो लोके भूर्लोके स्थिरं भवति, अतएव ते महात्मानः उदाराः, अतएव ते वन्द्या वन्दनीयाः सर्वे। अतो वन्दनाकारणं कविः पालनीय इति भावः। अत्र काव्यलिङ्गालङ्कारः ॥ ५२॥

ময়ূরকবি বলিলেন—সে কথা ঠিক; কারণ, যাঁহারা কাব্য রচনা করেন,

वररुचिः—

"पदव्यक्तव्यक्तीकृतसहृदयावन्धललिते,
कवीनां मार्गेऽस्मिन् स्फुरति बुधमात्रस्य धिषणा।
न च क्रीड़ालेशव्यसनपिशुनोऽयं कुलवधू,-
कटाक्षाणां पन्थाः स खलु गणिकानामविषयः" ॥ ५३ ॥

এবং যাঁহারা সেই কাব্যের রসাস্বাদ করিয়া কীর্ত্তিদ্বারা বিখ্যাত হন, ভূমণ্ডলে তাঁহাদিগের যশঃ কখনই নষ্ট হয় না। তাঁহারাই মহাশয় বলিয়া তাঁহারাই বন্দনীয়। (এইজন্য সকল লোকের বন্দনার কারণ কবি নিশ্চয় পালনীয়।)॥৫২।

वररुचिस्तयोर्द्दुर्लभत्वमाह—पदेति। पदानां व्यक्तं व्यक्तित्वेन पदव्यक्तेन श्लोकव्यक्त्या श्लोककथनेनेति यावत, व्यक्तीकृतं प्रकाशीकृतं सहृदयानां काव्यार्थभावनापरिपक्वबुद्धीनां रसज्ञानां आवन्धस्य प्रेम्णः ललितं क्रीडा यस्मिन् प्रत्यक्षीभूते कवीनां मार्गे काव्यविलास-पथि बुधमात्रस्य केवलं रसिकपण्डितस्य धिषणा बुद्धिः स्फुरति प्रकाशते, नत्वितरस्य पण्डितस्यापि। तथाहि क्रीड़ालेशव्यसनपिशुनः क्रीड़ा भावदानार्थं भावग्रहणार्थञ्च खेलनं, तदेव लेशतः व्यसनं पापकं कर्म्म, प्रेक्षणस्य अष्टाङ्गमैथुनान्तर्गततया इन्द्रिया-निग्रहस्य पतनकारकत्वेन च पापकरत्वात्, तस्मिन् क्रीड़ारूपलेशमात्रपापकर्म्मणि पिशुनः क्रूरो न भवति यः, सोऽयं कुलवधूकटाक्षाणां कुलवधूनां कुलस्त्रीणां कटाक्षाणां अपाङ्गानां पन्था विचरणमार्गः विषय इति यावत्। स च निष्पापः पन्था गणिकानाम-विषयः वेश्यानां कटाक्षाणां विषयो न भवति। अतः सहृदयजनः कविश्च वन्दनीयौ इत्यभिसन्धिः। अत्र अन्येषां काव्यार्थभावनापरिपक्वबुद्धीनां रसिकानां प्रेम्णो ललितं अन्येषां कवीनां काव्यामोदेऽसम्भवत् सहृदयावन्धस्य कवीनां मार्गस्य च विम्बप्रतिबिम्ब-भावं बोधयति। तथाच निदर्शनालङ्कारः। तथा बुधमात्रस्य धिषणायाः स्फुरणं कुलवधूकटाक्षाणां पन्थाश्च वस्तुत एकरूप एव पुनरुक्तिभिया पृथग् गृहीतः; [नतु भिन्नः सम इति प्रतिवस्तूपमालङ्कारः। ५३ ॥

राजा क्रीड़ाचन्द्राय विंशतिगजेन्द्रान् ग्रामपञ्चकं च ददौ। ततो राजानं कविः स्तौति,—

"कङ्कणं नयनद्वन्द्वे तिलकं करपल्लवे।
अहो! भूषणवैचित्र्यं भोजप्रत्यर्थियोषिताम्" ॥ ५४ ॥

तुष्टो राजा पुनरक्षरलक्षं ददौ।

इति क्रीड़ाचन्द्रकविकथा ॥ ४ ॥

বররুচি বলিলেন—কাব্যকর্ত্তা ও কাব্যবোদ্ধার ন্যায় মহাশয়ব্যক্তি অতীব দুর্লভ; কারণ, কবি পদগুলি উচ্চারণ করিয়া সহৃদয় ব্যক্তির যে আমোদকে উল্লাসিত করিয়া দেন, তাহার [ক্রীড়ার স্থান কবিদিগের এই কাব্যবিলাস মার্গ। ইহাতে একমাত্র রসজ্ঞ পণ্ডিতের বুদ্ধিই পরিস্ফুরিত হয়, অন্যের নহে। তাহাই ঠিক, দেখা যায়—যেটি ভাবপ্রদানার্থ, বা ভাবগ্রহণার্থ নয়নের খেলারূপ লেশমাত্র পাপকর্ম্মেও পরাঙ্মুখ, সেইটিই কুলস্ত্রীদিগের কটাক্ষের বিষয়; কিন্তু সেই নিষ্পাপ পথ বেশ্যাস্ত্রীদিগের কটাক্ষের বিষয় নহে; (সুতরাং কবির উদার ভাব উদার সহৃদয় ব্যক্তিই গ্রহণ করিতে সক্ষম।) ॥ ৫৩ ॥

कङ्कणमिति। भोजप्रत्यर्थियोषितां भोजराजस्य प्रत्यर्थिनां या योषितः, तासां, अहो विस्मये, भूषणवैचित्र्यं भूषणानां धारणवैपरीत्येन आश्चर्य्यजनकत्वं चमत्कारित्वञ्च यत्, कङ्कणं कङ्कणाख्यभूषणं नयनद्वन्द्वे नेत्रयुगले, तथा करपल्लवे करस्य पल्लवे तले धृतं तिलकं दृश्यते इति शेषः, पतिशोककातरा हि युवतयो ललाटं करेणाघ्नन्ति। तेन च कङ्कणस्य नेत्रलग्नत्वं भालतिलकस्य च करपल्लवाग्रतत्वं भवतीति महाप्रतापशाली हि भवान् हतशत्रुक इति भावः। अत्रासम्बन्धयोर्नयनद्वन्द्वकरपल्लवयोः कङ्कण-तिलकाभ्यां सम्बन्धस्य वर्णनादतिशयत्त्यलङ्कारः। तथा वर्णनीयस्य राज्ञो गम्यभूतशत्रु-मारणरूपकारणवत् कार्य्यभूतं तथाभूतशत्रुस्त्रीशाचेपक्रन्दनभालाहननभूषणवैचित्रमपि

अथ रामेश्वरकविकथा ।

ततः कदाचित् कोऽपि जराजीर्णसर्वाङ्गसन्धिः पण्डितो रामेश्वरो नाम सभामभ्यगात् । स चाह,—

“पञ्चाननस्य सुकवेर्गजमांसैर्नृपश्रिया ।
पारणा जायते क्वापि सर्वत्रैवोपवासिनः ॥ ५५ ॥

प्रभावातिशयबोधकत्वेन वर्णनाद्दमिति पर्य्यायोक्तालङ्कारः । तदनयोः सम्बन्धादति-शयोक्तिमूलकः पर्य्यायोक्तालङ्कारः । ५४ ॥

মহারাজ:ভোজ সন্তুষ্ট হইয়া কবি ক্রীড়াচন্দ্রকে বিংশতি শ্রেষ্ঠগজ ও পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাহার পরে কবি ক্রীড়াচন্দ্র রাজার স্তব (প্রশংসাবাদ) করিলেন। ভোজরাজের যে সকল শত্রু ছিল, তাহাদিগের স্ত্রীসকলের নেত্র-যুগলে কঙ্কণ ও করতলে তিলক ! অহো ! অলঙ্কারধারণের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ! (শত্রুস্ত্রীরা পতিশোকে কাতর হইয়া কপালে :করাঘাত করায় কঙ্কণের সহিত নয়নযুগলের এবং কপাল হইতে উঠিয়া আসিয়া করতলের সহিত তিলকের (টিকালির) সম্বন্ধ হইয়াছে। (ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, ভোজ এমনই মহা-প্রতাপশালী যে, তাঁহার সকল শত্রুই মরিয়া গিয়াছে, আর তাহাদিগের স্ত্রীরা হাহাকার রবের সহিত কপালে করাঘাত করিতেছে।) ক্রীড়াচন্দ্রের এই কাব্য শ্রবণ করিয়া রাজা পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার শ্লোকের প্রতি অক্ষরে এক লক্ষ মুদ্রা করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥ ইতি ক্রীড়াচন্দ্র কবি কথা ॥ ৪ ॥

अथ रामेश्वरकविकथा ।

जराजीर्णसर्व्वाङ्गसन्धिः जरया जीर्णाः शिथिलीकृताः सर्व्वाणि अङ्गानि सन्धयश्च सम्बन्धाय यस्य, स तथा गलितपलिताङ्गप्रत्यङ्गः सभाम् अभ्यगात् अगच्छत् । स चाह

বাহানাং পণ্ডিতানাঞ্চ পরেষামপরো জনঃ।
কবীন্দ্রাণাং গজেন্দ্রাণাং গ্রাহকো নৃপতিঃ পরঃ॥ ৫৬ ॥

—পঞ্চাননস্যেতি। পঞ্চাননস্য সিংহস্য, সুকবেশ্চ সর্ব্বত্র উপবাসিন এব সত উপবাসং কুর্ব্বতঃ, অন্যত্র বাসং কুর্ব্বাণস্য ইতি শ্লেষঃ, ক্বাপি কুত্রচিৎ স্থলে গজমাংসৈস্তথা নৃপশ্রিয়া রাজলক্ষ্ম্যা পারণা উপবাসব্রতসমাপ্ত্যঙ্গীভূতা ক্রিয়া কিঞ্চিদন্নভক্ষণরূপা জায়তে। অত্র প্রাপ্তোঽদ্য মে পারণাদিবসঃ, যত্ত্বামুপাগতোঽহমিতি সম্ভাবয়ামীতি স্বমিঽর্থে প্রস্তুতে সর্ব্বত্রৈবোপবাসিনঃ সুকবেঃ নৃপশ্রিয়া ক্বাপি পারণা জায়তে ইতি সমোঽর্থোঽভিহিতঃ। ইত্যপ্রস্তুতপ্রশংসালঙ্কারঃ। তত্রাপ্রস্তুতস্য পঞ্চাননস্য গজমাংসৈঃ পারণক্বাচিৎকতায়াং সর্ব্বত্রোপবাসবত্তায়াঞ্চান্বয়াৎ নৃপশ্রিয়ি সুকবৌ চ বিক্রমখ্যাতিমত্ত্বং দৌর্লভ্যঞ্চোদ্দীপয়তীতি দীপকালঙ্কারমূলকোঽয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

রামেশ্বরকবি বলিলেন,—সিংহের গজমাংস দ্বারা এবং সুকবির রাজশ্রী দ্বারা ক্বচিৎ পারণা হয়; কিন্তু প্রায় সকলস্থলেই উপবাসী থাকিতে হয়। (আপনি রাজা এবং কবিগুণগ্রাহী বলিয়া মনে হয়, আজ আমার পারণার দিন উপস্থিত হইয়াছে; কারণ, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।) ॥ ৫৫ ॥

বাহানামিতি। পরেষাং অন্যেষাং বাহানাং বাহনানাং গোমহিষঘোটকাদীনাং তথা পণ্ডিতানাঞ্চ বিদুষাং অপরো জনঃ গ্রাহকো ভবতীতি শেষঃ। কবীন্দ্রাণাং বিদুষাং মধ্যে যে কবিত্বশক্তিশালিনঃ, তেষাং কবিশ্রেষ্ঠানাং তথাচোক্তং—"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা। কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।" ইতি, গজেন্দ্রাণাং শ্রেষ্ঠগজানাং মৃগয়াপটুমত্তমাতঙ্গানাং গ্রাহকঃ পরো নৃপতিঃ শ্রেষ্ঠনৃপতির্ভবতি; নতু যঃকশ্চিদ্রাজা। ত্বয়ি পারণা মে সম্ভবতি, যত্ত্বে কবীন্দ্রা এব আলানবদ্ধা ইব দৃশ্যন্তে ইতি বিশেষে প্রস্তুতে কবীন্দ্রাণাং গজেন্দ্রাণাং গ্রাহকো নৃপতিঃ পর ইতি সামান্যমভিহিতম্। তস্মাদপ্রস্তুতপ্রশংসা দীপকমূলা বেদিতব্যা। ৫৬।

অন্য সকল বাহন ও সাধারণপণ্ডিতদিগের গুণগ্রহণ করিয়া আপনার কবিতে-

এবং হি—

সুবর্ণৈঃ পট্টচেলৈশ্চ শোভা স্যাদ্বারযোষিতাম্।
পরাক্রমেণ দানেন রাজন্তে রাজনন্দনাঃ ॥ ৫৭ ॥

ইত্যাকর্ণ্য রাজা রামেশ্বরপণ্ডিতায় সর্বাভরণান্যুত্তার্য্য লক্ষদ্বয়ং প্রাযচ্ছত্। ততঃ স্তৌতি কবিঃ,—

অপর জন সক্ষম ; কিন্তু মত্তমাতঙ্গ ও সুকবিদিগের গ্রাহক একমাত্র শ্রেষ্ঠ নৃপতি। (যেহেতু এই সকল মহাকবি শৃঙ্খলাবদ্ধ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় তোমার দ্বারে আবদ্ধ দেখিতেছি। এই হেতু মনে হয়, আপনার এখানে আমার পারণ হইতে পারে।) ॥ ৫৬ ॥

এবং সম্ভবতি সতি ইত্যর্থঃ। ন পুনরলঙ্কৃতেনাত্মনা স্থাতব্যং ; দানং তু তে কর্ত্তব্যমিত্যাহ—সুবর্ণৈরিতি। সুবর্ণৈরলঙ্কারাকারেণ পরিণতৈঃ কাঞ্চনৈঃ, পট্টচেলৈশ্চ তথা পট্টবস্ত্রৈর্বারযোষিতাং বেশ্যানাং শোভা আকৃতির্লোভনীয়ত্বপ্রযোজকং সৌন্দর্য্যং স্যাদ্ বর্দ্ধিতা ভবেত্। ন তথা রাজ্ঞাম্। তথাহি রাজনন্দনা রাজ্ঞামানন্দবর্দ্ধনকারিণঃ শ্রেষ্ঠা ভূপতয়ঃ পরাক্রমেণ বিক্রমেণ, তথা দানেন গুণোপযুক্তপুরস্কারপ্রদানেন রাজন্তে শোভন্তে। অত্র শোভাভবন-রাজনয়োরৈকরূপ্যাত্ প্রতিবস্তূপমালঙ্কারঃ ॥ ৫৭ ॥

(এই সকল কারণে দেখিতেছি আপনার এখানে আমার পরণার বিশেষ সম্ভাবনা। এহেতু বলি, এ অবস্থায় আর আপনার আপনাকেই কেবল অলঙ্কৃত রাখিয়া অবস্থান করা উচিত নহে ; কিন্তু গুণশোভাবৃদ্ধিকর দান করা আপনার অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।) যেহেতু অলঙ্কাররূপে পরিণত কতকটা স্বর্ণে ও পট্টবস্ত্রে বেশ্যার শোভা হয় বটে ; কিন্তু পরাক্রম ও দানেই অন্য রাজার আনন্দবর্দ্ধক রাজাদিগের শোভা হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

"भोज ! त्वत्कीर्त्तिकान्ताया नभोभालस्थितं महत् ।
कस्तूरीतिलकं राजन् ! गुणाकर ! विराजते ॥ ५८ ॥

सर्व्वाभरणान्युत्तार्य्य गुणिनोऽलङ्करणाय भूषणान्यलमिति बुध्वा सर्वाणि च आभरणानि वीरवलयादीनि उत्तार्य्य उन्मोचयित्वा दानाय इति भावः। ततः सर्वाभरणलक्षयमुद्राप्राप्त्यनन्तरम्। भोजेति। हे राजन् हे भूलोकचन्द्र ! हे गुणाकर गुणानामुत्पत्तिस्थान; नतु चन्द्रवत् दोषाकर; त्वत्कीर्त्तिकान्ताया तव कीर्त्तिरूपिण्याः कान्तायाः स्त्रिया नभोभालस्थितं नभोरूपे आकाशरूपे भाले ललाटे स्थितं विद्यमानं महत् परिपूर्णं क्षयोदयरहितं कस्तूरीतिलकं कस्तूर्य्या मृगमदस्य कृष्णनीलकपिलान्यतमवर्णस्य तिलकं वर्त्तुलं पुण्ड्रं चन्द्ररूपं विराजते शोभते। त्वमेव पृथिव्या गुणाकरश्चन्द्रोऽसि। आकाशे यश्चन्द्रोऽस्ति, तस्योपमानत्वं न सम्भवति कलङ्कितत्वात्, यशस्यपि तथैव। यशश्च ते सर्वव्यापकं, यस्यायमाकाशो भालम्। कीर्त्तिश्च ते प्रेयसी निर्म्मला। तस्याः कस्तूरीतिलकरूपितत्वमेव नितरां शोभत इति भावः। अत्र कीर्त्तौ कान्तात्वेन व्यवहरणात् समासोक्तिरलङ्कारः। तथा उत्प्रेक्षणीयात् कृष्णनीलकपिलान्यतमवर्णवतश्चन्द्रात् कार्य्यात् राजगतगुणगतसौन्दर्य्यविशेषरूपस्य कारणस्य प्रस्तुतत्वादप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः। अत्र जगद्व्यापिनी भोजस्य निर्म्मला कीर्त्तिरिति प्रस्तुतमेव गम्यं कारणरूपं वैचित्र्यविशेषाधानाय नभोभालस्थितमहच्चन्द्रकस्तूरीतिलकशोभारूपकार्य्यद्वारेणाभिहितमिति कार्य्यकारणयोरुभयोरेव प्रस्तुतत्वात् पर्य्यायोक्तालङ्कारः। तथा राजगुणाकरशब्दयोः साभिप्रायविशेषणत्वात् परिकरालङ्कारः। तथा राजत्वे समेऽपि गुणाकरत्वमुत्कर्षकारणमाक्षिप्तस्य दोषाकरत्वमपकर्षकारणमित्युपमेयस्याधिक्याद् व्यतिरेकालङ्कारः। एषु च मुख्यो भवत्येकदेशविवर्त्तिरूपकालङ्कारः, कस्तूरीतिलके चन्द्रत्वारोपणस्यार्थत्वाद् गम्यत्वमेवेति ॥५८॥

হে ভোজ ! হে গুণাকর রাজন্ ! তোমার কীর্ত্তিরূপা প্রেয়সীর আকাশরূপ ললাটে অবস্থিত বিশাল;পূর্ণচন্দ্ররূপে কস্তূরীর তিলক শোভা পাইতেছে । আকাশের

বুধাগ্রে ন গুণান্ ব্রূয়াৎ সাধু বেত্তি যতঃ স্বয়ম্।
মূর্খাগ্রেঽপি চ ন ব্রূয়াৎ বুধপ্রোক্তং ন বেত্তি সঃ॥ ৫৯॥

চন্দ্র দোষাকর, তুমি গুণাকর, আকাশের চন্দ্র রাজা, তুমিও রাজা, আকাশের চন্দ্র কলঙ্কিত বলিয়া, তোমার নির্ম্মল কীর্ত্তিকান্তার আকাশরূপ ললাটদেশের কৃষ্ণবর্ণ কস্তূরীতিলকের সহিত উৎপ্রেক্ষণীয় হইতে পারে; তোমার যশের সহিত কখনই নহে। তোমার যশঃ ও তুমি নিজে এতই নির্ম্মল যে, তুলনায় চন্দ্র দোষাকর বলিয়া অপকৃষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়॥ ৫৮॥

ত্বং গুণাকরস্তে কীর্তিশ্চ বিমলেত্যুক্তো রাজ্ঞঃ কীর্ত্ত্যোদ্দিষ্টঃ সঞ্জাতঃ। তদ্বর্ণ্যতাং বিভাগশ্চ ইতি চেদ্বিকল্পাঽস্য গুণিনো বিদ্বত্ত্বে ন গুণবর্ণনেতি প্রাহ,—বুধাগ্রে ইতি। বুধস্য বোদ্ধুর্জনস্যাগ্রে সকাশে গুণান্ অয়মেকস্তে গুণঃ অয়মেকস্তে গুণ ইত্যেবং বিভাগশো গুণান্ ন ব্রূয়াৎ নৈব বর্ণয়েৎ, যতঃ কারণাৎ স বুধঃ পণ্ডিতঃ স্বয়ং পরোপদেশবিরহিত এব তান্ গুণান্ সাধু সুশোভনং যথাস্যাৎ তথা বেত্তি জানাতি। অতো গুণবর্ণনাঽস্য বিফলা ভবতি। মূর্খাণাং তু বোধায় সা কর্ত্তব্যেতি চেৎ, নৈবমিত্যাহ—মূর্খাগ্র ইতি। মূর্খস্য অজ্ঞস্য বোধরহিতস্য অগ্রে সমীপেঽপি চ গুণান্ নৈব ব্রূয়াৎ ব্যক্তং কথয়েৎ, যতঃ কারণাৎ স মূর্খো জনঃ বুধপ্রোক্তং কথিতং চতুরয়া ভাষয়া নাপি বেত্তি বোদ্ধুং নৈব পারয়-তীতি তদ্বর্ণনং বিদ্বৎসংসদ্যুপহাসকরমিতি সম্ভাব্যতেঽতঃ সর্ব্বথাঽস্য গুণা অবর্ণনীয়া ইতি ভাবঃ। অত্র শ্রোতা বুধস্য গুণী চ গুণগ্রাহী চেতি বিশেষে প্রস্তুতে সামান্যাভি-ধানাদপ্রস্তুতপ্রশংসালঙ্কারঃ। তথাঽঽরব্ধস্য গুণবর্ণনস্য বৈফল্যমনর্থস্য চ সম্ভব ইতি বিষমালঙ্কারঃ। স চ দৃষ্টান্তালঙ্কারমূলকঃ, প্রণিধানগম্যসাম্যত্বাৎ বুধপ্রোক্তবোধাভাবহেতুককথনাভাবস্য স্বয়ংসাধুবেদনহেতুককথনাভাবস্য চ পরস্পরং তুল্যত্বেনেতি॥ ৫৯॥

পণ্ডিতের নিকটে তাহার গুণবর্ণনা করা বিফল ও পণ্ডিতসভায় উপহাসকর; কারণ, পণ্ডিত নিজেই নিজের গুণ ভালরূপ জানেন। আবার মূর্খের নিকট বলাও বিফল; কারণ, পণ্ডিতের বর্ণিত গুণের কথা মূর্খত বুঝিবেই না। (এই জন্য

तेन चमत्कृताः सर्वे। रामेश्वरकविः :—

"ख्यातिं गमयति सुजनः सुकविर्विदधाति केवलं काव्यम्।
पुष्णाति कमलमम्भो लक्ष्म्या तु रविर्नियोजयति" ॥ ६० ॥

ভোজ পণ্ডিত, গুণী ও গুণগ্রাহী বলিয়া তাঁহার গুণবর্ণনা বিফল। কেবল বিফল যে, তাহাও নহে, এরূপ পণ্ডিতসভায় তাহা নিতান্তই হাস্যকরও বটে।)। ৫৯।

चमत्कृता आश्चर्यान्विताः सम्पादिताः। ख्यातिमिति। सुकविः स्वभावकविः केवलं तन्मात्रं नान्यत् किञ्चिदपि, काव्यं रसात्मकं वाक्यं विदधाति श्लोकेन उपनिबध्नाति, न अन्यत् किञ्चित् करोति; किन्तु सुजनः सहृदयो जनः ख्यातिं काव्यस्य प्रसिद्धिं चमत्कारत्वेन लोके घोषणां कुर्वन् गमयति प्रापयति, कविर्धीकः काव्यस्य ख्यातिं गच्छति, सुजनः कविं ख्यातिं गमयति। तथाहि अम्भः सरोवरजलं कमलं पद्मं पुष्णाति पोषति पोषणं करोति यथा पिता पुत्रं पोषति; तु किन्तु रविः सूर्य्यः कमलं लक्ष्म्या शोभया नियोजयति संयोजयति श्रीमत् करोति। अस्मदपेक्षया सपण्डितो भोज एव गरीयानिति विशेषे प्रस्तुते सामान्याभिधानादप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः।; तथा विधानपोषणयोर्गमननियोजनयोश्च क्रिययोरैक्यमेव पौनरुक्त्यनिरासाय भिन्नवाचकतया निर्देशः कृत इति प्रतिवस्तूपमालङ्कारः ॥ ६० ॥

সুকবি রামেশ্বরপণ্ডিত রস, ভাব ও অলঙ্কারে সুশোভিত শ্লোক শ্রবণ করাইয়া রাজা ও পণ্ডিতকবিসকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। সকলের এইরূপ ভাব দেখিয়া রামেশ্বরকবি আবার বলিয়াছিলেন, স্বভাবকবি কেবল কাব্যই রচনা করেন; কিন্তু সহৃদয় ব্যক্তিই সেই সুকবিকে খ্যাতিসম্পন্ন করিয়া থাকেন। অবশ্য সরোবরের জল কেবল পদ্মের পোষণ করে বটে; কিন্তু সূর্য্যই পদ্মকে প্রস্ফুটিত করিয়া সুশ্রী করিয়া থাকে। (অতএব আমা অপেক্ষা এই সকল পণ্ডিত-কবির সহিত মহারাজ ভোজই অধিক ভাগ্যবান্; কারণ, ইনিই আমার জীবনকে সার্থক বলিয়া বুঝাইতেছেন।)। ৬০।

ततस्तुष्टो राजा प्रत्यक्षरलक्षं ददौ। राजेन्द्रं कविः प्राह,—

"कवित्वं न शृणोत्येव कृपणः कीर्त्तिवर्ज्जितः।
नपुंसकः किं कुरुते पुरःस्थितमृगीदृशा॥" ६१॥

भोजस्य कीर्त्तिमान् दातेत्याह—कवित्वमिति। कीर्त्तिवर्ज्जितः कीर्त्त्या परित्यक्तः कृपणः अदाता कवित्वं काव्यं रसात्मकं वाक्यं नैव शृणोति दानशङ्कया बोधशक्तेर-गृहीतत्वात्। तथाहि नपुंसकः क्लीवः, यथा—"न मूत्रं फेनिलं यस्य विष्ठा चाप्सु निमज्जति। मेढ्रश्चोन्मादशुक्राभ्यां हीनः क्लीवः स उच्यते॥" इत्युक्तलक्षणः पुरः-स्थितमृगीदृशा सम्मुखस्थितया अपि मृगनयनया स्त्रिया किं कुरुते? अपि तु नैव किमपि कर्त्तुं पारयति, उपभोगसामर्थ्याभावात्। तथाच रसग्रहफलदर्शनाज्ज्ञायते भवान् रसिको दाता कीर्त्तिमांश्चेति भावः। अत्र भोजः कीर्त्तिमान् दाता रसज्ञश्चेति विशेषे प्रस्तुते सामान्याभिधानादप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः। तथा कृपणस्य काव्यग्रहा-भावो नपुंसकस्य पुरःस्थसुलोचनाद्वाराकिञ्चन-प्रयोजनासम्पादकत्वसमः प्रणिधाने-नैव गम्यत इति प्रतिवस्तूपमालङ्कारश्च॥ ६१॥

রামেশ্বরকবির সেই অপূর্ব্ব মনোহর কাব্য শ্রবণ করিয়া রাজা ভোজ প্রতি অক্ষরে লক্ষমুদ্রা করিয়া দান করিয়াছিলেন। দান পাইয়া, রাজা যে তাঁহার কাব্যের ভাব বুঝিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং তাহার ফলস্বরূপ দান করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া ভোজকে আবারও বলিয়াছেন। মহারাজ! কীর্ত্তি যাহাকে অপাত্র বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছে, তাদৃশ' কৃপণজন কবির রসভাবসমন্বিত বাক্য শ্রবণই করে না। সেটা উচিতও,— সম্মুখে উপস্থিত সুলোচনা যুবতিদ্বারা ক্লীব কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে? (অতএব আপনি যখন আমার কাব্য শ্রবণ করিয়া রসগ্রহের ফলস্বরূপ প্রচুর দান করিয়াছেন, তখন বুঝিতে পারা যাইতেছে আপনি রসিক, দাতা ও কীর্ত্তিমান্ পুরুষ)। ৬১॥

सीता प्राह,—

"हता दैवेन कवयो वराकास्ते गजा अपि।
शोभा न जायते तेषां मण्डलेन्द्रगृहं विना" ॥ ६२ ॥

कालिदासः—"अदात्मानसं क्वापि न स्पृशन्ति कवेर्गिरः।
दुःखायैवातिवृद्धस्य विलासास्तरुणीकृताः" ॥६३॥

एतच्छ्रुत्वा सीता नाम काचित् विदुषी राजानं स्तुवन्ती प्राह,—हता इति। वराकाः शोचनीया दीना नीचाः कवयः गजा अपि दैवेन फलोन्मुखीभूतप्राक्तनकर्म्मणा अदृष्टेनेत्यर्थः; हता वञ्चिता दुर्भाग्या इत्येत्, यतस्तेषां कवीनां गजानामपि मण्डलेन्द्रगृहं विना मण्डलं साम्राज्यं चतुःशतयोजनप्रदेशः, तत्र इन्द्रः अधीश्वरः सम्राट्, तस्य गृहं विना व्यतिरेकेण शोभा सौन्दर्य्यविकाशो न जायते नोत्पद्यते। नहि सम्राट् सर्व्वत्रैव विद्यते, यत् कवयो गजाश्च शोभावन्तो भविष्यन्ति ; तस्य कादाचित्कत्वेन प्रायश सर्व एव विक्रीकाशिष्टन्तीति दुर्भाग्या एव ते। प्रकरणबलाद्विज्ञायते अयञ्च राजा भोजो भाग्यवान्, यत् कवयोऽन्विष्याश्रयन्ति महाभागमिति विशेषे प्रस्तुते राजाश्रयव्यतिरेकेण सामान्यतः कवीनां दुर्भाग्यवत्त्वमावेदितमिति अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः। स च दीपकमूलकः। तथा स्वभावसुभगयोरपि गजकव्यो राजश्रीव्यतिरेकेण असाधुत्ववर्णनया वैचित्र्याधानाद्विनोक्त्यलङ्कारः ॥ ६२ ॥

রামেশ্বর রবির কাব্যশ্রবণ করিয়া সীতাদেবী বলিয়াছিলেন, দীন কবি ও গজসকল অদৃষ্টদ্বারা বঞ্চিত—বড়ই দুর্ভাগ্য; কারণ, তাহাদিগের শোভা সম্রাটের গৃহব্যতিরেকে হয় না। (অবশ্য সম্রাট্ সকল দেশেই কিছু থাকে না যে, কবি ও গজসকল সর্ব্বকালেই শোভা পাইবে ? সম্রাট্ কোনও স্থলে থাকে ; সুতরাং কবি ও গজসকল প্রায়ই বিক্রী হইয়া থাকে। এইজন্য তাহারা বড়ই দুর্ভাগ্য। (ইহাদ্বারা এই ভাব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ভোজরাজ বড়ই ভাগ্যবান্ যে, কবিসকল অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিতেছে।) । ৬২ ।

এতচ্ছ্রুত্বা কালিদাসঃ প্রাহ—অদাবিত্যাদি। কবের্গিরো বাক্যানি রসবন্তি ক্বাপি

राजा प्रति पण्डितं लक्षं दत्तवान्। इति श्रीमद्राजराजेश्वर-वल्लालसेनसूरिविरचिते भोजप्रबन्धे भोजराजस्य काव्य-विलासप्रबन्धो नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ ३ ॥

कुत्रापि अदातृमानसं कृपणजनचेतः न स्पृशन्ति न सम्बध्नन्ति नैव रसयन्ति। तथाहि,— अतिवृद्धस्य सर्वथा वेगहीनस्य सामर्थ्यहीनस्य जराजीर्णस्य पुंसस्तरुणीकृताः तीव्र-वेगसम्पन्नयुवतीसम्पादिता विलासाः रतिलीलाप्रभृतयो दुःखायैव सुखविरोधि दुःख-मुत्पादयितुमेव भवन्तीति दृष्टमेतत्। तस्मात् सर्वथा चायं भाग्यवान् दानवीरो राजा भोजः, यत् कवेर्गिरोऽस्य मानसं स्पृशन्तीति भावः। अत्र रसवद्गिरामदातृमानस-स्पर्शाभावस्य, तरुणीकृतविलासानामतिवृद्धजनदुःखजनमस्य च प्रणिधानगम्यसाम्यत्वात् प्रतिवस्तूपमालङ्कारः। गिरौ मानसस्पर्शाभिधानात् समासोक्त्यलङ्कारश्च। एतन्मूल-कोऽप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः। राजा पण्डितं प्रति लक्षं मुद्राणां दत्तवान् प्रीतः सन्निति ॥ ६३ ॥ इति श्रीमन्महामहोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण-भैरवचन्द्र-विद्यासागरभट्टाचार्य्यसूरिसुनुश्रीकृष्णविद्यारत्नभट्टाचार्य्यात्मजश्रीगङ्गाचरणवेदान्त-विद्यासागरभट्टाचार्य्यकृतौ भोजप्रबन्धटीकायां काव्यविलास-प्रबन्धो नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ ३ ॥

বিদুষী সীতার কথা শ্রবণ করিয়া কালিদাস বলিয়াছিলেন,—কবির সরস বাক্য কৃপণের মনকে কখনই স্পর্শ করে না। নিশ্চয় রসিকা যুবতীর সুরতক্রীড়া অতিশয় বৃদ্ধের পক্ষে দুঃখের জন্যই হইয়া থাকে। (মহারাজ ভোজ যখন কবির বাক্যে কর্ণপাত করিয়া আশানুরূপ দান করেন, তখন তিনি নিশ্চয় ভাগ্যবান্ সুধীর রাজা, তাহাতে সংশয় নাই। ভোজরাজ এই সকল কবিতা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক পণ্ডিতকেই লক্ষমুদ্রা করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন। ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভোজপ্রবন্ধে ভোজরাজের কাব্যবিলাসনামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ৩ ॥

अथ कालिदासनिर्वासनप्रबन्धः ।

ततः कदाचिद्राजा समस्तादपि कविमण्डलादधिकं कालिदासमवलोक्य आयान्तं परं वेश्यालोलत्वेन चेतसि खेदलवं चक्रे। तदा, सीता विद्वद्वृन्दवन्दिता तदभिप्रायं ज्ञात्वा प्राह,—देव !

"दोषमपि गुणवति जने दृष्ट्वा गुणरागिणो न खिद्यन्ते ।
प्रीत्यैव शशिनि पतितं पश्यति लोकः कलङ्कमपि" ॥ १ ॥

अथ कालिदासनिर्व्वासनप्रबन्धः ।

ततः काव्यविलासेनैव कालेऽतिवाहिते सति। गुणेनाधिकं कालिदासमायान्तमवलोक्यापि वेश्यालोलत्वेन वेश्यायां चपलतया वेश्यासक्ततया तस्य, चेतसि खेदलवं आक्षेपलेशं परमधिकं चक्रे चकार अगमत्। विदुषां वृन्देन समूहेन वन्दिता स्तुता सीतादेवी तदभिप्रायं एतादृशस्य कवेर्वेश्यासक्तिः परितापजनिकेति मनोऽभिसन्धिं ज्ञात्वा प्राह ;—दोषमपीति। गुणरागिणो गुणानुरागिणो जना गुणवति जने सगुणे पुंसि स्त्रीजने च दोषं दृष्ट्वापि न खिद्यन्ते न परितपन्ते हृष्टा एव तिष्ठन्तीत्यर्थः। तथाहि—लोकः शशिनि चन्द्रे पतितं निपतितं किं मेघादिकं सचलमपि दोषं,स्थायिनं पतितं कलङ्कमपि प्रीत्यैव अनुरागेणैव हेतुना पश्यति।सानुरागमवलोकयति। तस्मादयं सदोषोऽपि प्रीतिभाजन इति भावः ॥ १ ॥

এইরূপ কাব্যবিলাসে কাল অতিবাহিত হইতে থাকিলে, কোন এক সময়ে রাজা সমস্ত কবিমণ্ডল হইতে অধিক প্রতিভাশালী হইলেও বেশ্যালম্পট বলিয়া কালিদাসকে আসিতে দেখিয়া মনে মনে খেদ করিয়াছিলেন। সে সময়ে পণ্ডিত-

तुष्टो राजा सीतायै लक्षं ददौ। तथापि कालिदासं यथापूर्वं न मानयति यदा, तदा स च कालिदासो राज्ञोऽभिप्रायं विदित्वा तुलामिषेण प्राह,—

"प्राप्य प्रमाणपदवीं को नामास्ते तुलेऽवलेपस्ते ।
नयसि गरिष्ठमधस्तात्तदितरमुच्चैस्तरां कुरुषे ॥"

पुनराह—"यस्यास्ति सर्व्वत्र गतिः स कस्मात्,
स्वदेशरागेण हि याति खेदम् ?
तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः,
क्षारं जलं के पुरुषाः पिबन्ति ॥

ततो राज्ञा कृतामवज्ञां मनसि विदित्वा कालिदासो दुर्म्मनाः निजवेश्म ययौ ॥ २ ॥

মণ্ডলীর পূজনীয় সীতা তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন। মহারাজ! গুণের পক্ষপাতী লোকসকল গুণবান্ ব্যক্তির দোষ দেখিয়াও দুঃখিত হন না। চন্দ্রে পতিত কলঙ্কও লোকে প্রীতিসহকারেই দেখিয়া থাকে। ১ ॥

রাজা পরিতুষ্ট হইয়া সীতাকে লক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন। তথাপি কালিদাসকে যখন রাজা আর পূর্ব্বের ন্যায় মান্য করিতে থাকিলেন না, তখন সেই কালিদাস রাজার অভিপ্রায় জানিয়া তুলার (দাঁড়িপাল্লার) ছলে বলিয়াছিলেন, হে তুলে! তুমি পরিমাণ করিবার অবসর পাইয়া গুরুতরকে নিম্নে লইয়া যাও, এবং লঘুতরকে অনেক উচ্চ করিয়া থাক, তাহাতে আর তোমার দোষ কি? আবারও মনে মনে বলিয়াছিলেন;—যাহার সকল স্থলেই যাইবার উপায় আছে, সে কেন স্বদেশকে ভাল বাসিয়া দুঃখ পাইতে যাইবে? কোন পুরুষ, এরূপ পিতার এই

'अवज्ञास्फुटितं प्रेम समीकर्त्तुं क ईश्वरः ?
सन्धिं न याति स्फुटितं लाक्षालेपेन मौक्तिकम् ॥'

ततो राजापि खिन्नः स्थितः। ततो लीलावती खिन्नं दृष्ट्वा राजानं विषादकारणमपृच्छत्। राजा च रहसि सर्वं तस्यै प्राह। सा च राजमुखेन कालिदासावज्ञां ज्ञात्वा पुनः प्राह, "देव! प्राणनाथ! सर्वज्ञोऽसि। परन्तु कालिदासः कोऽपि भारत्याः पुरुषावतारः। तत् सर्वभावेन सम्मानयैनं विद्वद्वरः। पश्य,—

दोषाकरोऽपि कुटिलोऽपि कलङ्कितोऽपि,
मित्रावसानसमये विहितोदयोऽपि।
चन्द्रस्तथापि हरवल्लभतामुपैति,
नैवाश्रितेषु गुणदोषविचारणा स्यात् ॥" ३ ॥

বলিয়া লবণাম্বু পান করিয়া থাকে ?—এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া কালিদাস রাজার কৃত অবজ্ঞা মনে মনে ভালরূপ বুঝিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

अवज्ञेति। अवज्ञया अवमानेन स्फुटितं त्रुटितं छिन्नं प्रेम प्रीतिः समीकर्त्तुं यथापूर्वमच्छिन्नत्वेन अवस्थापयितुं क ईश्वरः समर्थो भवति ? अपि तु न कोऽपि। तत्र प्रतिवस्तूपमोपमयति सन्धिमिति। मौक्तिकं मुक्ताफलं स्फुटितं सत् लाक्षालेपेन जतुलेपेन सन्धिं पुनरैक्यं न याति नाप्नोति चिरं हि तत् स्फुटितं तिष्ठतीति सन्धेराशा नास्तीति भावः। लीलावती नाम भोजपत्नी। पुरुषावतारः पुरुषमूर्त्त्या अवतरणं ; सर्वभावेन एकाग्रतया। दोषाकरोऽपि निशाकरो दोषाणामाकरश्च. कुटिलोऽपि एकैककलारूपेण वक्रोऽपि खलश्च, कलङ्कितोऽपि जातगुरुतल्पगमनादिरूपकलङ्कोऽपि प्राप्तच्छायोऽपि

राजाह "प्रिये! सर्वमेतत् सत्यमेव" इत्यङ्गीकृत्य "श्वः कालिदासं प्रातरेव सन्तोषयिष्यामि" इत्यवोचत्। अन्येद्यु राजा दन्तधावनादिविधिं विधाय निर्वर्त्तितनित्यकृत्यः सभां

मित्रावसानसमये सूर्य्यास्तकाले वन्धूनां दुरवस्थाकाले च विहितोदयोऽपि उदितोऽपि आविष्कृतस्वीयप्रभावोऽपि, चन्द्रः (खल इव) तथापि हरवल्लभतां शिवप्रियत्वम् उपैति प्राप्नोति। अतएव आश्रितेषु जनेषु गुणदोषविचारणा गुणवान् वा दोषवान् वा इत्येवं विचारः न स्यादेवेति ॥ २ ।

অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া একবার প্রণয়কে ছিন্ন করিলে, তাহা যোড়া লাগাইতে কে সমর্থ হইতে পারে? মুক্তা ভাঙ্গিলে তণ্ডুলের লেপ দিয়া আর যোড়া লাগান যায় না। অতএব রাজার সহিত প্রণয় ভাঙ্গিয়াছে, তাহা যোড়া দিবার আর আশা নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কালিদাস চলিয়া গেলে রাজাও দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহিষী লীলাবতী রাজাকে দুঃখিত দেখিয়া বিষাদের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাজাও লীলাবতীকে সকল কথাই বলিয়াছিলেন। সেই লীলাবতী রাজার মুখে কালীদাসের অবজ্ঞা করা হইয়াছে জানিয়া আবারও বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! হে প্রাণনাথ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। তথাপি বলি, কালীদাস দেবীসরস্বতীর কোনও পুরুষাবতার। সেইজন্য আপনি একাগ্রভাবে সমস্ত পণ্ডিত অপেক্ষা কালীদাসকে সম্মান প্রদর্শন করুন। দেখুন, চন্দ্র দোষাকর (নিশার কর্ত্তা, দোষের আকর) যদিও কুটিল (প্রতিপদাদিতিথিতে বক্রাকার, খল) যদিও কলঙ্কিত (গুরুপত্নীগমনাদিরূপকলঙ্ক-শালী, ছায়াপাত জন্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ-চিহ্নযুক্ত), মিত্রের অস্তকালে (সূর্য্যের অস্ত-গমন কালে, বন্ধুর দুরবস্থার সময়ে) বিহিতোদয় (উদিত হয়, প্রভাব প্রকাশ করে) তথাপি মহাদেবের প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব আশ্রিত জনে গুণদোষবিচার হইতেই পারে না ॥৩॥

প্রাপ। পণ্ডিতাঃ কবয়শ্চ গায়কা অন্যে প্রকৃতয়শ্চ সর্বে সভাং জগ্মুঃ। কালিদাসমেকমনাগতং বীক্ষ্য রাজা স্বসেবকমেকং তদাকারণায় বেশ্যাগৃহং প্রেষয়ামাস। স চ গত্বা কালিদাসং নত্বা প্রাহ, "কবীন্দ্র! ত্বামাকারয়তি ভোজনরেন্দ্রঃ" ইতি। ততঃ কবির্ব্যচিন্তয়ৎ, "গতেঽহ্নি নৃপেনাবমানিতোঽহমদ্য প্রাতরেবাকারণে কিং কারণম্?

যং যং নৃপোঽনুরাগেণ সম্মানয়তি সংসদি।
তস্য তস্যোৎসারণায় যতন্তে রাজবল্লভাঃ॥

কিন্তু বিশেষতো রাজ্ঞা অন্বহং মান্যমানে ময়ি মায়াবিনো মৎসরাদ্বৈরং বোধয়ন্তি।

রাজা বলিয়াছিলেন; প্রিয়ে! তুমি যাহা বলিলে, সে সকল সত্যই।—এই বলিয়া মহিষীর অনুরোধ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন; কল্য প্রাতঃকালেই কালীদাসকে সন্তুষ্ট করিব। পরদিন রাজা দন্তধাবনাদি প্রাতঃকৃত্য সকল অনুষ্ঠান করিয়া নিত্যকরণীয় সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া সভায় গিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা, কবিসকল, গায়কেরা, অন্য প্রজাপুঞ্জ ও সামন্তগণ আগমন করিয়াছিল। একমাত্র কালীদাসকে অনুপস্থিত দেখিয়া রাজা নিজের একজন ভৃত্যকে কালীদাসের আহ্বানের জন্য বেশ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। সে বেশ্যালয়ে যাইয়া কালীদাসকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল; হে কবিশ্রেষ্ঠ! ভোজরাজ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া কবি কালিদাস চিন্তা করিয়াছিলেন, কল্য মহারাজ আমাকে অপমান করিয়াছেন; কিন্তু আজ আবার প্রাতঃকালেই আহ্বান করার কারণ কি? বোধহয়, রাজা সভায় যাহাকে প্রীতিপূর্ব্বক সম্মানিত করেন, রাজার প্রিয় ব্যক্তিরা তাহাকে তাড়াইবার জন্য যত্ন করিয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে,

"অবিবেকমতির্নৃপতির্মন্ত্রিষু গুণবৎসু বক্রিতগ্রীবঃ।
যত্র খলাশ্চ প্রবলাস্তত্র কথং সজ্জনাবসরঃ? ॥"

ইতি বিচারয়ন্ সভামাগচ্ছৎ। ততো দূরে সমায়ান্তং বীক্ষ্য সানন্দমাসনাদুত্থায় রাজা প্রাহ—"সুকবে! মৎপ্রিয়তম! অদ্য কথং বিলম্বঃ ক্রিয়তে?" ইতি ভাষমাণঃ পঞ্চ ষট্ পদানি সম্মুখো গচ্ছতি। ততো নিখিলাপি সভা স্বাসনাদুত্থিতা, সর্ব্বে সভাসদশ্চ চমৎকৃতাঃ, বৈরিণশ্চাস্য বিচ্ছায়বদনাঃ বভূবুঃ ততো রাজা নিজকরকমলেন তস্য করকমলমবলম্ব্য স্বাসনদেশং প্রাপ্য তঞ্চ সিংহাসনে উপবেশ্য স্বয়ঞ্চ তদাজ্ঞয়া তত্রৈবোপবিষ্টঃ। ততো রাজ্ঞা সিংহাসনারূঢ়ে কালিদাসে বাণকবির্দক্ষিণং বাহুমুদ্ধৃত্য প্রাহ,—

রাজা আমাকে প্রত্যহই সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই সকল মায়াবীরা মাৎসর্য্যবশতঃ আমার উপর রাজার শত্রুভাব জন্মাইয়া দেয়। যেখানে রাজার বিবেক বুদ্ধি নাই, এবং গুণবান্ মন্ত্রির উপরেও রাজা অসন্তুষ্ট, আরও খলসকল প্রবল, সেখানে সাধুব্যক্তিদিগের থাকিবার অবসর কোথায়? এইরূপ বিচার করিয়া সভায় আসিয়াছিলেন। তারপর রাজা কালিদাসকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া আনন্দসহকারে আসন হইতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন; হে আমার প্রিয়তম সুকবে! আজ এত বিলম্ব করিলে কেন? এই কথা বলিতে বলিতে পাঁচ ছয় পদ সম্মুখে গেলেন। রাজা উঠিয়া অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া সভাস্থ সকলে নিজ নিজ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকল সভাসদই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কালিদাসের শত্রুরা শুষ্কমুখ হইয়া গেল। তারপর রাজা নিজকরকমলদ্বারা কালিদাসের করকমল ধারণ করিয়া নিজের আসনের নিকট আসিয়া কালিদাসকে

“ভোজঃ কলাবিদ্রুদ্রো বা কালিদাসস্য মাননাৎ।
বিবুধেষু কৃতো রাজা যেন দোষাকরোঽপ্যসৌ॥”
ততোঽস্য বিশেষেণ বিদ্বদ্ভিঃ সহ বৈরানলঃ প্রদীপ্তঃ॥ ৪॥

ততঃ কৈশ্চিদ্ বুদ্ধিমদ্ভিঃ মন্ত্রয়িত্বা সর্ব্বৈরপি বিদ্বদ্ভিঃ ভোজস্য তাম্বূলবাহিনী দাসী ধনকনকাদিনা সম্মানিতা। তে চ তাং প্রত্যুপায়সূচুঃ, “সুভগে! অস্মৎকীর্ত্তিমসৌ কালিদাসো গলয়তি। অস্মাসু কোঽপি নৈতেন কলাসাম্যং প্রবহতি। বৎসে! যথৈনং রাজা

সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া নিজেও কালিদাসের আজ্ঞায় সেই আসনেই উপবেশন করিলেন। কালিদাসকে এরূপ সম্মানে সম্মানিত করিতে দেখিয়া বাণকবি দক্ষিণহস্ত উঠাইয়া বলিয়াছিলেন,—কালিদাস দোষাকর (নিশাকর চন্দ্র, দোষের আকর দুষ্ট) হইলেও যে রাজা তাহাকে বিবুধগণের (পণ্ডিতগণের, দেবতাগণের) মধ্যে রাজা (অধিপতি, রাজমান) করিলেন, সেই ভোজ কালিদাসের (কালীর স্বীয় পত্নীর দাসের, কালিদাসকবির) সম্মান করায় কলাবান্ (চন্দ্রকলাধারী, চতুষষ্টিকলাবিদ্বান্) রুদ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। (এতগুলি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে অশেষ দোষের আকরস্বরূপ এই কালিদাসের এতটা সম্মান করা পণ্ডিতরাজা ভোজের উচিত হয় নাই।) এই ঘটনার পরেই পণ্ডিতগণের সহিত কালিদাসের বৈরানল বিশেষরূপে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ৪।

এই সকল ঘটনার পর কতকগুলি বুদ্ধিমান্ একত্রিত হইয়া মন্ত্রণা করিয়াছিলেন এবং সকল পণ্ডিত মিলিয়া ‘টাকা কড়ি দিয়া’ ভোজের তাম্বুলবাহিনী দাসীকে হস্তগত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই দাসীর নিকট উপায় সম্বন্ধে বলিয়াও ছিলেন। বলিয়াছিলেন, দেখ সুভগে! আমাদিগের কীর্ত্তি এই কালিদাস সমস্ত লোপ করিতে বসিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে কেহই কালিদাসের

देशान्तरं निःसारयति, तद् भवत्या कर्त्तव्यम्” इति। दासी प्राह, “भवद्भ्यो हारं प्राप्य मया युष्मत्कार्य्यं क्रियते। तन्मम प्रथमं हारो दातव्य” इति। ततः सा ताम्बूलवाहिनी तैर्दत्तं हारमादाय व्यचिन्तयत्, “तथा हि बुधैरसाध्यं किं वास्ति?” ततः समतिक्रामत्सु कतिपयवासरेषु दैवादेकाकिनि प्रसुप्ते राजनि चरणसंवाहनादिसेवामस्य विधाय तत्रैव कपटेन नेत्रे निमील्य सुप्ता। ततश्चरणचलनेन राजानमीषज्जागरूकं सम्यक् ज्ञात्वा प्राह “सखि! मदनमालिनि! स दुरात्मा कालिदासः दासीवेषेण अन्तःपुरं प्राप्य लीलादेव्या सह रमयति।” राजा

সহিত কলাবিদ্যায় সমান হইতে পারিতেছেন না। বৎসে! যাহা হইলে রাজা কালিদাসকে কোনও দূরদেশে নির্ব্বাসন করেন, তোমায় তাহা করিতেই হইবে। দাসী বলিয়াছিল, আমি আপনাদিগের নিকট একছড়া হার পাইলে আপনাদিগের কার্য্য করিব। অতএব অগ্রে আমাকে হার দিতে হইবে। তাঁহারা হার দিতে সম্মত হইলে, সেই তাম্বূলবাহিনী তাঁহাদিগের দত্ত হার ছড়া লইয়া চিন্তা করিয়াছিল, হায় হায়! পণ্ডিতের অসাধ্য কি বা আছে? তারপর কিছুদিন গত হইলে একদিন রাজা দৈবাৎ একাকী নিদ্রা যাইতেছেন এবং তাম্বূলবাহিনী রাজার চরণ সেবা করিতেছে। সেই সময়ে তাম্বূলবাহিনী শুভ অবসর বুঝিয়া রাজার চরণসংবাহনাদি সেবা করিয়া সেই স্থানেই কপট নিদ্রার ছলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা গেল। কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকিয়া রাজা পা নাড়িলেন দেখিয়া রাজাকে ঈষৎ জাগরূক বেশ বুঝিয়া বলিয়াছিল—‘সখি মদনমালিনি! সেই দুরাত্মা কালিদাস দাসীবেশে অন্তঃপুরের মধ্যে যাইয়া লীলাদেবীর (মহিষীর) সহিত রমণ

तच्छ्रुत्वा उत्थाय प्राह, "तरङ्गवति किं जागर्षि" ? इति। सा च निद्राव्याकुलेव न शृणोति। राजा च तस्या अपध्वनिं श्रुत्वा व्यचिन्तयत्, "इयं तरङ्गवती निद्रायां स्वप्नवशङ्गता वासनावशाद्देव्या दुश्चरितं प्राह। स च स्त्रीवेषेणान्तःपुरमागच्छतीत्येतदपि सम्भाव्यते। को नाम स्त्रीचरितं वेद" इति। ततश्चेत्थं विचार्य्य राजा परेद्युः प्रातरात्मनि कृत्रिमज्वरं विधाय शयानः कालिदासं दासीमुखेन आनाय्य तदागमनान्तरं तयैव लीलादेवीञ्चानाय्य देवीं प्रत्यवदत्, "प्रिये ! इदानीमेव मया पथ्यं भोक्तव्यम्" इति। इत्युक्ते सापि "तथैव" इति पथ्यं गृहीत्वा राज्ञे रजतपात्रे दत्त्वा तत्र मुद्गदालीं पर्य्यवेषयत्। ततः राजापि तयोरभिप्रायं जिज्ञासमानः श्लोकार्द्धं प्राह,—

করিতেছে ?' রাজা সেই কথা শুনিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন ; তরঙ্গবতি ! তুমি কি জাগিয়া আছ ? সেই তাম্বূলবাহিনী যেন নিদ্রায় মহা ব্যাকুল বলিয়া কিছুই শুনিতে পাইল না। রাজাও তাহার 'নাক ডাকান' শব্দ শুনিয়া চিন্তা করিয়াছিলেন ; এ তরঙ্গবতী নিদ্রায় স্বপ্নাবেশে পূর্ব্বের সংস্কার অনুসারেই দেবীর দুশ্চরিত কথা বলিয়াছে। সে কালিদাসও স্ত্রীবেশে অন্তঃপুরে আসিয়া থাকে, এটাও সম্ভবপর হইতে পারে। স্ত্রীচরিত জানিবে, এমন কে আছে ? এইরূপ চিন্তার পর এইরূপ বিচার করিয়া রাজা পরদিন প্রাতঃকালে শরীরে কৃত্রিম জ্বর আনিয়া শয়ন করিয়া থাকিয়াই দাসীর মুখে সংবাদ দিয়া কালিদাসকে আনাইয়া, সেই দাসী দ্বারাই লীলাদেবীকেও আনাইয়া দেবীকে বলিয়াছিলেন ; প্রিয়ে ! এখনই আমার কিছু পথ্য ভোজন করিতে হইবে। রাজা এই কথা বলিলেই লীলাদেবীও বলিয়াছিলেন, 'তাহাই হইতেছে' এই কথা বলিয়া রজত পাত্রে করিয়া পথ্য

"मुद्गदाली गदव्याली कवीन्द्र ! वितुषा कथम् ?"—इति।
ततः कालिदासः देव्यां समीपवर्त्तिन्यामपि उत्तरार्द्धं प्राह,—

"अन्ध वल्लभसंयोगे जाता विगतकञ्चुकी ॥" ५ ॥

देवी तच्छ्रुत्वा परिज्ञातार्थस्वरूपा सरस्वतीव तदर्थं विदित्वा स्मेरमुखी मनागिव बभूव। राजाप्येतत् दृष्ट्वा विचारयामास, इयं पुरा कालिदासे स्निह्यति, अनेन एतस्यां समीपवर्त्तिन्या-

---

मुद्गदालीति। गदव्याली गदस्य रोगस्य व्याली कालसर्पी विनाशिका, वितुषा प्रावरणहीना। हे अन्ध ! वल्लभसंयोगे पाचकसम्बन्धनिमित्तं विगतकञ्चुकी प्रावरणहीना तुषरहिता जाता; स्त्रियोऽपि वल्लभसंयोगे पत्यासह सम्वेशनकाले मर्द्दनरूपोपभोगसौकर्य्यार्थं कञ्चुकीरहिता भवन्ति। तथा च स्त्रीपुंसोररं सम्वेशन-स्वभावः यत् नग्नेनैव नग्ना रमत इति भावः ॥ ५ ॥

লইয়া রাজাকে দিয়া সেই পাত্রে (ভিজে) মুগের ডাল পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজাও সেই লীলাদেবী ও কালিদাস, উভয়ের অভিপ্রায় জানিবার ইচ্ছায় শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিয়াছিলেন; হে কবিশ্রেষ্ঠ! রোগের কালসর্পী মুদ্‌গদালী (মুগের ডাল) কিজন্য বিতুষ (খোসা ছাড়ান) হইয়াছে? এই প্রশ্ন শুনিয়া দেবী সমীপে উপস্থিত থাকিলেও কালিদাস উত্তরার্দ্ধ পাঠ করিয়াছিলেন—আপনি অন্ধ! বল্লভের (প্রিয়তমের, পাচকের) সংযোগ (সম্বন্ধ, হস্তের ডলা-ডলী-ক্রিয়া সম্বন্ধ)' হইয়াছে বলিয়া বিগতকঞ্চুকী (খোসা ছাড়া, রমণার্থ কাঁচুলী খুলিয়া ফেলা) হইয়াছে ॥ ৫ ॥

সকল বিষয়ের জ্ঞানস্বরূপা সরস্বতীর ন্যায় লীলাদেবী সে কথা শুনিয়া সেই শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিয়া যেন অল্পই হাস্যমুখী হইয়াছিলেন। রাজাও এই ভাব দেখিয়া বিচার করিয়াছিলেন; এ নিশ্চয় পূর্ব্বে কালিদাসের সহিত প্রণয়সূত্রে

मपि इत्यमभ्यधायि, इयञ्च स्मेरमुखी बभूव। स्त्रीणां चरितं को वेद ?—

अश्वप्लुतं वासवगर्जितञ्च, स्त्रीणाञ्च चित्तं पुरुषस्य भाग्यम्।
अवर्षणञ्चाप्यतिवर्षणञ्च, देवो न जानाति कुतो मनुष्यः॥

किन्त्वयं ब्राह्मणः दारुणापराधित्वे न हन्तव्य इति। विशेषेण सरस्वत्याः पुरुषावतार" इति विचार्य्य कालिदासं प्राह,—"कवे! सर्वथा अस्मद्देशे न स्थातव्यं; किं बहुनोक्तेन, प्रतिवाक्यं किमपि न वक्तव्यम्।" ततः कालिदासोऽपि वेगेनोत्थाय वेश्यागृहमेत्य तां प्रत्याह, "प्रिये! अनुज्ञां देहि, मयि भोजः कुपितः स्वदेशे न स्थातव्यमित्युवाच। अहह!

আবদ্ধ আছে। এ সম্মুখে থাকিতেও এ-ত এইরূপ বলিতে পারিয়াছে। ইনিও আবার হাস্যমুখী হইয়াছেন। স্ত্রীচরিত কে জানিতে পারে? অশ্বের গতি, দেবরাজের গর্জ্জন, স্ত্রীদিগের চিত্ত, পুরুষের ভাগ্য, বৃষ্টি না হওয়া এবং অতি বৃষ্টি হওয়া দেবতাই জানিতে পারেন না, মানুষ কোথা হইতে জানিবে? কিন্তু এ ব্রাহ্মণ, দারুণ অপরাধী হইলেও হন্তব্য নহে; বিশেষতঃ সরস্বতীর পুরুষাবতার। এইরূপ বিচার করিয়া কালিদাসকে বলিয়াছিলেন, হে কবে! কোনও রূপে আমার দেশে থাকা হইবে না। বহু কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার উপর কোনও কথা চলিবে না। কালিদাস এই কথা শুনিয়া উঠিয়া বেগে বেশ্যাগৃহে আসিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন; প্রিয়ে! অনুজ্ঞা দাও। আমার উপর ভোজ কুপিত হইয়া আমার দেশে থাকিতে পাইবে না, এই কথা বলিয়াছেন; হায় হায়!

अघटितघटितं घटयति घटितघटितानि दुर्घटीकुरुते ।
विधिरेव तानि घटयति यानि पुमान्नैव चिन्तयति ॥

किञ्च, विद्वद्वृन्दचेष्टितमेवेति प्रतिभाति । तथाहि—

बहूनामल्पसाराणां समवायो दुरत्ययः ।
तृणैर्विधीयते रज्जुर्बध्यन्ते तेन दन्तिनः ॥”

ततो विलासवती नाम वेश्या तं प्राह,—

“तदेवास्य परं मित्रं यत्र संक्रामति द्वयम् ।
दृष्टे सुखञ्च दुःखञ्च प्रतिच्छायेव दर्पणे ॥

अघटितघटितं अघटनघटनं घटयति करोति असम्भवं सम्भावयति ; तथा सुघटितघटितानि सुघटनघटनानि दुर्घटीकुरुते असम्भवयति सम्भवमसम्भवयति, पुमान् यानि कार्य्याणि नैव चिन्तयति कर्त्तुं, विधिरेव भाग्यमेव तानि कर्म्माणि घटयति कारयति प्रेरणया । तस्मादपरिहार्य्यो भाग्यफलभोग इति भावः । बहूनामिति । अल्पसाराणां दुर्ब्बलानां बहूनां अनेकेषां समवाय एककार्य्यकरणाय ऐकमत्येन मेलनं दुरत्ययः दुःखेन अत्येतुं अतिक्रमितुं योग्यः, अतिक्रमानर्हः । अर्थान्तरेण द्रढ़यति तृणैरिति तृणैर्घाससमूहैरेकविधाकेन रज्जुर्विधीयते निर्म्मीयते, तेन पाशेन दन्तिनो हस्तिनो बध्यन्ते बद्धा भवन्तीति संहतिः कार्य्यसाधिकैव भवतीति भावः । तदेवास्येति । दर्पणे प्रतिच्छाया यथा समला समला, विमला च विमला पतति, तथा यत्र मित्रे, दुःखिते

বিধি অঘটন ঘটনা করে, সুঘটনঘটনা দুর্ঘট করে, পুরুষ যাহা চিন্তাই করে না, বিধি তাহাই ঘটাইয়া বসে। এ কেবল বিধাতার ঘটনাও নহে; কিন্তু পণ্ডিত সকলের চেষ্টার ফলও, এইরূপ বুঝিতে পারা যাইতেছে। সেটা সম্ভবপরও বটে; অল্পবলসম্পন্ন বহুর একত্র মিলন হইলে তাহা হঠাৎ উপেক্ষা করা যায় না। তৃণসমূহ দ্বারা রজ্জু নির্ম্মিত হয়, এবং তদ্দ্বারা হস্তিসমূহও বাঁধা থাকে। অতএব দুর্ব্বল-

दयित ! मयि विद्यमानायां किं ते राज्ञा, किं वा राजदत्तेन वित्तेन कार्य्यं ? सुखेन निःशङ्कं तिष्ठ मद्गृहान्तःकुहरे" इति। ततः कालिदासः तत्रैव वसन् कतिपयदिनानि गमयामास। इति श्रीमद्राजराजेश्वरबल्लालसेनसूरिविरचिते भोजप्रबन्धे कालिदासनिर्व्वासनप्रबन्धो नाम चतुर्थः परिच्छेदः ॥ ४ ॥

मित्रे दृष्टे दुःखं सुखितं मित्रे दृष्टे सुखं संक्रामति, तदेव अस्य मित्रस्य परमुत्कृष्टं मित्रं भवति। अतएवाकस्माद् दुःखितं त्वां दृष्ट्वाहमपि परा दुःखिनी संवृत्तेति भावः। तत्रैव वसन् विलासवतीगृहान्तःकुहरे पलायमानः कतिपयदिनानि गमयामास क्षेपयामास ॥ ६ ॥ इति श्रीमन्महामहोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणभैरवचन्द्र-विद्यासागरभट्टाचार्य्यसूरिसूनुश्रीकृष्णविद्यारत्नभट्टाचार्य्यात्मजश्रीगङ्गाचरणवेदान्त-विद्यासागरभट्टाचार्य्यकृतौ भोजप्रबन्धटीकायां कालिदासनिर्वासन-प्रबन्धो नाम चतुर्थः परिच्छेदः ॥ ४ ॥

চেতা পণ্ডিতেরা মিলিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে। ইহা এখন আমার পক্ষে অচ্ছেদ্য বিধান হইল। এই সকল আক্ষেপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলাসবতী নাম্নী বেশ্যা কালিদাসকে বলিয়াছিল ; বিম্ব ভাল থাকিলে যেমন দর্পণে ভাল প্রতিবিম্ব পতিত হয় ; আবার বিম্ব বিকৃত হইলেও যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব বিকৃত হইয়াই পড়ে, সেইরূপ প্রিয়কে দেখিলে যাহার হৃদয়ে সুখ ও দুঃখ, উভয়ই সংক্রামিত হয়, সে-ই তাহার পরম মিত্র। অতএব হে দয়িত ! আমি থাকিতে তোমার রাজার প্রয়োজন কি ? আর রাজার দত্ত ধনেই বা কি কাজ ? তুমি আমার গৃহাভ্যন্তরে নিঃশঙ্কভাবে সুখে অবস্থান কর। এই কথা শুনিয়া কবি কালিদাস বিলাসবতীর গৃহের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়াই কিছুদিন কাটাইয়াছিলেন। ৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বরবল্লালসেনবিরচিতভোজপ্রবন্ধে, কালিদাস-নির্ব্বাসনপ্রবন্ধনামক চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ ৪ ॥

अथ कालिदासप्रत्यानयनप्रबन्धः ।

ततः कालिदासे गृहान्निर्गते राजानं लीलादेवी प्राह, "देव ! कालिदासकविना साकं निविड़तमा मैत्री । तदिदानीमनुचितं कस्मात् कृतं, यस्य देशेऽप्यवस्थानं निषिद्धम् ?

इक्षोरग्रात् क्रमशः पर्वणि पर्वणि यथा रसविशेषः ।
तद्वत् सज्जनमैत्री विपरीतानाञ्च विपरीता ॥
शोकारातिपरित्राणं प्रीतिविस्रम्भभाजनम् ।
केन रत्नमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम्" ॥ १ ॥

अथ कालिदासप्रत्यानयनप्रबन्धः ।

ततः कालिदासं प्रति निर्वासनाज्ञाप्रचारानन्तरम् । अनुचितं व्यवहारायोग्यमाचरणं कस्माद्धेतोः कृतम् ? इक्षोरिति । रसविशेषः रसस्य तारतम्यम् । सज्जनमैत्री साधूनां जनानां मित्रता पर्व्वणि पर्व्वणि विचित्रा, मूले च गाढ़ा । विपरीतानां असाधूनां शठानां विपरीता अविचित्रा मूले च शिथिला भवति । अतश्च भवतां मैत्री कथं मूलेऽपि शिथिलेति भावः । शोक एव अरातिः शत्रुस्तस्मात् परित्राणं परित्राणहेतुः शोकशान्त्युपायः ; प्रीतेर्विस्रम्भस्य च विश्वासस्य च भाजनं पात्रं प्रीतिपात्रं विश्वासपात्रञ्च ; मित्रम् इति अक्षरद्वयं इदं रत्नं रत्नवल्लोभनीयं केन धात्रा सृष्टम् ? स हि सत्यमेव कारुणिक इति भावः ॥ १ ॥

এইরূপে কালিদাসের উপর ভোজরাজ নির্ব্বাসনদণ্ড প্রচার করিলে, এবং কালিদাসও রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে লীলাদেবী রাজাকে বলিয়াছিলেন, মহারাজ ! আমরা জানি কালিদাসকবির সহিত আপনার বন্ধুত্ব খুব

রাজাপ্যেতল্লীলাদেবীবচনমাকর্ণ্য প্রাহ, "দেবি ! কেনাপি সমিত্থমভ্যধায়ি যত্ কালিদাসো দাসীবেষেণ অন্তঃপুরমাসাদ্য দেব্যা সহ রমতে ইতি। ময়া চৈতদ্ব্যাপারজিজ্ঞাসয়া কপটজ্বরেণায়ং ভবতী চ বীক্ষিতৌ। ততঃ সমীপবর্ত্তিন্যামপি ত্বয্যুত্তরার্দ্ধমিত্থং প্রাহ, তচ্চাকর্ণ্য ত্বয়াপি কৃতো হাসঃ, ততশ্চ সর্ব্বমেতত্ দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণহননভীরুণা ময়া দেশান্নিঃসারিতঃ। ত্বাঞ্চ ন দাক্ষিণ্যেন হন্মীতি।" ততঃ হাসপরা দেবী চমত্কৃতা প্রাহ,—নিঃশঙ্কং, "দেব ! অহমেব ধন্যা যস্যাস্ত্বং পতিরীদৃশঃ, যত্ত্বয়া ভুক্তশীলায়াঃ মম মনঃ কথমন্যত্র গচ্ছতি ? অহহ ।দেব ! ত্বং যদি মাং সতীমসতীং

গাঢ়—সেইজন্য জিজ্ঞাসা করি; কিহেতু তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহারের অযোগ্য আচরণ করিলেন যে, দেশেও তাঁহার অবস্থান করা নিষিদ্ধ হইল ? ইক্ষুর অগ্রভাগ হইতে পর্ব্বে পর্ব্বে ক্রমে যেমন রস তরতম ভাবে গাঢ়, সেইরূপ সাধুব্যক্তিদিগের মিত্রতা, শঠবঞ্চকাদির মিত্রতা তাহার বিপরীত। অর্থাৎ মূল হইতেই শিথিল ভাবের। অতএব আপনার মিত্রতার মূলে এ অশিথিলতা কেন দেখিলাম ? শোকরূপ শত্রুর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণকারী, প্রীতি ও বিশ্বাসের পাত্র, মিত্র, এই অক্ষর দ্বয়, এই রত্ন কে সৃষ্টি করিয়াছে ? ॥ ১ ॥

রাজাও এইরূপ লীলাদেবীর কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন; মহিষি ! কেহ আমাকে এই কথা বলিয়াছে যে, কালিদাস দাসীবেশে অন্তঃপুরে যাইয়া মহিষীর সহিত রমণ করিতেছে। আমিও এই ব্যাপার জানিবার ইচ্ছায় জ্বরের ছল করিয়া কালিদাস ও তুমি; তোমাদের দুইজনকে আনাইয়া দেখিলাম। সেরূপ

বা জ্ঞাত্বা গমিষ্যসি, তদাহং সর্ব্বথা মরিষ্যে" ইতি। ততো রাজাপি "প্রিয়ে! সত্যং বদসি" ইতি প্রাহ। ততঃ স নৃপতিঃ পুরুষৈরহিমানয়ামাস, তপ্তং লোহগোলকং কারয়ামাস, ধনুশ্চ সজ্যঞ্চক্রে। ততো দেবী স্নাতা নিজপাতিব্রত্যানলেন দেদীপ্য-

---

অহিং সর্পং বিষভক্ষণার্থম্; যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—"এবমুক্ত্বা বিষং শার্ঙ্গং ভক্ষয়েদ্ধিমশৈলজম্। যস্য বেগৈর্ব্বিনা জীর্য্যেত্তস্য শুদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ॥" লোহগোলকং লোহস্য লোহিতং পিণ্ডম্; যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—"করৌ বিমৃদিতব্রীহের্লক্ষয়িত্বা ততো ন্যসেৎ। সপ্তাশ্বত্থস্য পত্রাণি তাবৎ সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ॥" "তস্যেত্যুক্তবতো লৌহং পঞ্চাশৎপলিকং সমম্। অগ্নিবর্ণং ন্যসেৎ পিণ্ডং হস্তয়োরুভয়োরপি॥ স তমাদায় সপ্তৈব মণ্ডলানি শনৈর্ব্রজেৎ॥ ষোড়শাঙ্গুলিকং জ্ঞেয়ং মণ্ডলং তাবদন্তরম্॥ মুক্তাগ্নিং মৃদিতব্রীহিরদগ্ধঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।" ইত্যেবমর্থম। সজ্যং ধনুশ্চ জ্যা-বাণযুক্তং মণ্ডলায়িতং ধনুশ্চ "নাভি-দঘ্নোদকস্থস্য গৃহীত্বোরূ জলং বিশেৎ। সমকালমিষুং মুক্তমানীয়ান্যো জবী নরঃ। গতে তস্মিন্ নিমগ্নাঙ্গং পশ্যেচ্চ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥" ইত্যেতদর্থম্। পাপসত্তানিশ্চায়কং

স্থলে তুমি সম্মুখে থাকিতেও সেই কবি শ্লোকের শেষার্দ্ধ, (যাহা গুরুপক্ষে মুখে আনিতে পারা যায় না) পাঠ করিল। আবার তাহা শুনিয়া তুমিও হাস্য করিলে। এ অবস্থায় এই সকল দেখিয়া ব্রহ্মহত্যার ভয়ে আমি তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। দাক্ষিণ্যগুণে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে আর আমি বধ করিতে পারিতেছি না। রাজার এই কথা শুনিয়া লীলাদেবী হাসিয়াই অস্থির ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন; যাহাই হউক মহারাজ! ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। আমি নিশ্চয় ধন্য, যেহেতু আপনার ন্যায় স্বামী আমার। আচ্ছা মহারাজ আপনি আমার স্ত্রীসুলভ স্বভাব বিলক্ষণ ভাবে উপভোগ করিয়াছেন। আমার মন অন্যের উপর আর কি করিয়া যাইবে? যেহেতু অন্যান্য সকল কামিনীরা

माना सुकुमारगात्री सूर्य्यमवलोक्य प्राह, "जगच्चक्षुस्त्वं सर्वसाक्षी सर्वं वेत्सि।—

जाग्रति स्वप्नकाले च सुषुप्तौ यदि मे पतिः।
भोज एव परं नान्यो मच्चित्ते भावितोऽसि न॥

इत्युक्त्वा ततो दिव्यत्रयं चक्रे ॥ २ ॥

हि दिव्यं राज्ञा कारयितव्यं सूक्ष्मविचार्येति याज्ञवल्क्यादयः प्राहुः "तुलाग्न्यापो विषं कोषो दिव्यानीह विशुद्धये। महाभियोगेष्वेतानि शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि॥ ९७॥ इति व्यवहाराध्याये। तदर्थमिदमायोजनं कारयति राजा भोजः। जाग्रतीत्यादि लीलावती-प्रतिज्ञा। जाग्रति जागरणकाले इन्द्रियैर्विषयव्यवहारकाले, स्वप्नकाले संस्कारमात्रेण केवलेन मनसा सूक्ष्मविषयस्य व्यवहारकाले, सुषुप्तौ निद्रायां, देहिनो हि एवमवस्थात्रयं भवति। तासु सर्वासु अवस्थासु यदि मे भोज एव पतिर्भावितः, परं सर्वेण भावेन मच्चित्ते न अन्यः पुरुषः पतिः पतिकार्य्यकारी वा स्यात्तर्हि त्वं स्त्रीमरणार्थं न भावितोऽपि चिन्तितोऽपि स्याः; इयं स्त्री मरिष्यति मत्सन्निधौ इति चिन्तया नैव व्याकुलः स्याः। शीघ्रं हि मे मृत्युर्नास्तीति भावः। दिव्यत्रयं पापशुद्धिज्ञापकं कार्य्य-त्रयं चक्रे कृतवती, अनुष्ठितवतीति॥ २॥

পতির সহিত সম্ভোগকালে আপনাকে স্মরণ করিয়া থাকে। আপনি কামিনীর এতই কামনীয়! অহো মহারাজ! আপনি পতি, আমি সতী হইলেও যদি আমাকে অসতী বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই মরিব। মহিষীর এই কথা শুনিয়া রাজাও বলিয়াছিলেন; প্রিয়ে! সত্যই বলিয়াছ। মহিষীর মৃত্যুর কথা শুনিয়া সে ভোজরাজ কতকগুলি জাঙ্গলিক পুরুষদ্বারা সর্প আনাইলেন, লৌহের গোলক তপ্ত করিয়া অগ্নিবর্ণ করাইলেন, এবং ধনুকে জ্যা ও বাণ যোজনা করিয়া পূর্ণাকৃষ্টভাবে স্থাপন করিলেন। এই সকল কার্য্য সম্পাদন করা হইলে,

ततः शुद्धायामन्तःपुरे लीलावत्यां लज्जानतशिराः नृपतिः पश्चात्तापात् पुरो "देवि! क्षमस्व पापिष्ठं मां; किं वदामी"ति कथयामास। राजा च तदा प्रभृति न निद्राति, न च भुङ्क्ते, न केनचिद्वक्ति, केवलमुद्विग्नमनाः खिन्नो दिवानिशं प्रविलपति, किं नाम मम लज्जा, किं नाम दाक्षिण्यं, क्व गाम्भीर्यम्? हाहा! कवे! कविकोटिमुकुटमणे! कालि-

---

ततः महिष्या अनायासेन स्वीयपातिव्रत्यपरीक्षादानादनन्तरम्। पश्चात्तापात् पुरः अनुतापात् प्राक्। निद्राति स्वपीति, भुङ्क्ते खादति, वक्ति कथयति।

স্নান করিয়া আসিয়া নিজের সতীত্বতেজে দেদীপ্যমান হইয়া সুকুমারগাত্রী মহিষী সূর্য্যকে অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন, জাগরণকালে স্বপ্নকালে ও সুষুপ্তিকালে যদি ভোজই আমার স্বামী বলিয়া সর্ব্বভাবে চিন্তিত ও স্থিরীকৃত থাকেন, যদি অন্য কেহ সে ভাবে আমার চিত্তে না থাকে, তবে হে জগতের চক্ষুঃ! তুমি সর্ব্বসাক্ষী সকলই জানিতেছ। তুমি আমার মরণ দেখিতে হইবে বলিয়া ভাবিত হইও না। এই কথা বলিয়া সেই স্থলেই সর্পকে আলিঙ্গন করিয়া বিষপান, অগ্নিবর্ণ লৌহপিণ্ডকে হস্তে ধারণ ও মহারাজদ্বারা ধনুর শর মোচন করিয়া জলে নিমগ্ন হইলেন। (বিষ পান করায় শরীরের কোনই বিকৃতিসম্পাদন করিল না; আর গোলক বালক্রীড়নকে পরিণত হইল, হস্ত দগ্ধ করিল না, এবং শরও চলিয়া গেল, ধাবক যাইয়া কুড়াইয়া আনিল এবং নিমগ্ন দেবীকে জীবিতও দেখিতে পাইল।) এইরূপে মহিষী সেই দিব্যত্রয় করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

মহিষী এইরূপে দিব্যত্রয়ের অনুষ্ঠান করিয়া সতীত্বের পরীক্ষা দিলে, অন্তঃপুরের মধ্যে লীলাদেবীকে পরিশুদ্ধ জানিয়া রাজা অনুতাপ করিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, দেবি! আমি ঘোরতর পাপী। আমাকে ক্ষমা কর, আর কি বলিব? সেইদিন

दास ! हा ! मम प्राणसम ! हा मूर्खेण किमश्राव्यं श्रावितो-ऽसि, अवाच्यमुक्तोऽसि” इति प्रसुप्त इव ग्रहग्रस्त इव माया-विध्वस्त इव पपात। ततः प्रियाकरकमलसिक्तजललब्ध-संज्ञः कथमपि तामेव प्रियां वीक्ष्य स्वात्मनिन्दापरः परम-तिष्ठत्। ततो निशानाथहीनेव निशा, दिनकरहीनेव दिनश्रीः, वियोगिनीव योषित्, शक्ररहितेव सुधर्मा न भाति भोजभूपालसभा रहिता कालिदासेन। तदा प्रभृति न कस्यचिन्मुखे काव्यम्। न कोऽपि विनोदसुन्दरं वचो वक्ति ॥२॥

दाक्षिण्यं कुशलता सर्व्वस्मिन् कर्म्मणि पाण्डित्यं किम्? अपितु किमपि पाण्डित्यं नास्ति। अत्राप्यर्थालङ्कारः किंशब्दः। हाहेति खेदे। प्रसुप्त इव हतसंज्ञः पपात भूमौ। सुधर्म्मा देवसभा। काव्यं प्रसरति ॥ २ ॥

হইতে রাজা নিদ্রা জান না, ভোজন করেন না, কাহার সহিত কথাও বলেন না। কেবল উদ্বিগ্ন মনে বসিয়া থাকিয়া দিবারাত্র বিলাপ করেন, হায় আমার কি লজ্জাই না হইয়াছে? আমার কিবা দাক্ষিণ্য আছে? আমার সে গাম্ভীর্য্য কোথায়? হায় কবি! তুমি যে কোটি কোটি কবির মুকুটের মণিস্বরূপ! হায় আমার প্রাণের সমান প্রিয় কালিদাস! হায় তুমি এ মূর্খের নিকট কি না অবাচ্য বাক্য শ্রবণ করিয়াছ, কি না অশ্রাব্য বাক্য তোমায় এই মূর্খ বলিয়াছে! এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় হতজ্ঞান হইয়া, গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় উন্মাদভাবে, মায়াবিধ্বস্ত ব্যক্তির ন্যায় অবশ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়াছিলেন। রাজার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মহিষী লীলাবতী নিজকরকমলে জল সেক করিলে, তদ্দ্বারা রাজা সংজ্ঞালাভ করিয়া সর্ব্বদাই আত্মনিন্দা করিয়া আর সেই নির্ম্মলচরিত্রা প্রিয়াকে দেখিয়া অতিকষ্টে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই

ततो गतेषु केषुचिद्दिनेषु कदाचिद्राकापूर्णेन्दुमण्डलं पश्यन् पुरस्थ लीलादेवीमुखेन्दुं वीक्ष्य प्राह,—

तुलणं अणु अणुसरइ ग्लोसो मुहचन्दस्स क्खु एदाये।

क्व च पूर्णेऽपि चन्द्रमसि नेत्रविलासाः, कदा वाचो विलसितम्? प्रातश्चोत्थितः प्रातर्विधीन् विधाय सभां प्राप्य राजा विद्वद्वरान् प्राह, अहो कवयः! इयं समस्या पूर्य्यताम्। ततः पठति—

"तुलणं अणु अणुसरइ ग्लोसो मुहचन्दस्स क्खु एदाये"

ततः कालिदासनिर्व्वासनानन्तरं, राकायाः पौर्णमास्याः पूर्णम् इन्दुमण्डलं चन्द्रं पश्यन् प्राहेत्यन्वयः। नेत्रविलासा दर्शनसुखोपभोगः, विलसितं विलासः वाग्व्यवहारजनितसुखोपभोगश्च कदा कस्मिन् काले; अपितु कालिदासविरहात् सर्व्व एवासम्भवः। समस्या गूढ़ार्था गीतिः। पूर्य्यतां गूढ़ार्थविस्तारः क्रियताम्।

অবধি ভোজরাজের সভা কালিদাসের বিরহে যেমন নিশানাথ চন্দ্রের বিরহে যামিনী, যেমন দিনপতির বিয়োগে দিনের শোভা, যেমন সাধ্বী স্ত্রী পতিবিয়োগে কাতরা, যেমন দেবসভা ইন্দ্রের অভাবে শোভা পায় না, সেইরূপ বিশ্রী হইয়াছিল। সেই অবধি আর কাহারও মুখে কাব্যকথা শুনিতে পাওয়া যাইত না, বা কেহই আর সরস বাক্যও বলিত না॥ ৩॥

তারপর কিছুদিন অতিবাহিত হইলে কোনও এক পূর্ণিমার দিন পূর্ণচন্দ্র ও সম্মুখে অবস্থিত লীলাদেবীর মুখচন্দ্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ইঁহার মুখচন্দ্রের তুলনা সে চন্দ্র অল্পই প্রাপ্ত হয়। হায়! কোথায় বা আমার পূর্ণচন্দ্রদর্শনে নয়নের সুখ? আর কোন্ কালেই বা কথা বলিয়া সুখভোগ? ইহার পর প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদিসমাপনের পর সভায় আসিয়াই রাজা সেই সকল শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-

पुनराह, "इयञ्चेत् समस्या न पूर्य्यते भवद्भिः, मद्देशे न स्थातव्यम्" इति। ततो भीतास्ते कवयः स्वानि गृहाणि जग्मुः। चिरं विचारितेऽप्यर्थे कस्यापि नार्थसङ्गतिः स्फुरति। ततः सर्व्वैर्मिलित्वा बाणः प्रेषितः। ततः सभां प्राप्याह राजानम् "देव! सर्व्वैर्विद्वद्भिरहं प्रेषितः अष्ट-वासरानवधिमभिधेहि, नवमेऽह्नि पूरयिष्यन्ति ते। न चेद्देशान्निर्गच्छन्ति"। ततो राजा "अस्तु" इत्याह। ततो बाणः तेषां विज्ञाप्य राजसन्देशं, स्वगृहमगात्। ततोऽष्टौ दिवसा अतीताः। अष्टमदिनस्य रात्रौ मिलितेषु तेषु कविषु बाणः प्राह, "अहो! तारुण्यमदेन राजसम्मानमदेन किञ्चिद्विद्यामदेन च कालि-

---

अर्थसङ्गतिरभिप्रायानुकूलोऽर्थसम्बन्धः स्फुरति वाचा आविर्भवति। गूढार्थाविष्कारकं वाक्यं न कस्यापि मुखादुच्चार्य्यते। अष्ट वासरान् अवधिं सीमां अभिधेहि कथय—अष्टौ वासराः समस्यापूरणकालः कथ्यताम्। राजसन्देशं राजवार्त्तां आज्ञेति राज्ञ आदेशम्। तारुण्यमदेन यौवनगर्व्वेण कवीनां युवानो वयमपि इत्येवं गर्व्वेण। अमी सर्व्वे एव महाकवय इत्येवं कथयन् राजा सर्व्वान् समं सम्मानयतीति प्राप्तराजसम्मानस्याहङ्कारेण वयमपि महाकवय इति। वस्तुतस्तु

দিগকে বলিয়াছিলেন, ওহে কবিগণ! এই সমস্যা পূরণ করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া পাঠ করিলেন, 'সে চন্দ্র ইঁহার মুখচন্দ্রের তুলনা অতি অল্পই পাইতে পারে।' আরও বলিয়াছিলেন, আপনারা যদি এ সমস্যা পূরণ করিতে না পারেন, আমার দেশে থাকিতে পারিবেন না। রাজার এই কথা শুনিয়া কবিগণ ভীত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন। বহু সময় ধরিয়া ইহার অর্থের বিচার করিলেও কাহারও মুখ দিয়া রাজার অভিপ্রায়ের অনুকূল অর্থ প্রকাশকর বাক্য

দাসো নিঃসারিতোঽভবৎ। সমে ভবন্তঃ সর্ব্ব এব কবয়ঃ, বিষমে স্থানে তু স এক এব কবিঃ। তং নিঃসার্য্য ইদানীং কিং নাম মহত্ত্বমিবাসীৎ। স্থিতে তস্মিন্ কথমিয়মবস্থাঽস্মাকং ভবেৎ? তন্নিঃসারে যা যা বুদ্ধিঃ কৃতা, সা ভবদ্ভিরেব অনুভূয়তে।

সামান্যবিপ্রবিদ্বেষে কুলনাশো ভবেৎ কিল।
উমারূপস্য বিদ্বেষে নাশঃ কবিকুলস্য হি" ॥

কিঞ্চিদ্বিদ্যামদেন কিঞ্চিৎ স্বল্পায়া বিদ্যায়া মদেনাহঙ্কারেণ চ। অতএব স্মরন্তি লৌকিকাঃ—'স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী'তি। সমে স্থানে। সামান্যবিপ্র-বিদ্বেষে নাম্না ব্রাহ্মণস্য দ্বেষে কৃতে সতি কুলনাশো বংশলোপো ভবতীতি কিল স্মৃতিপুরাণাদিপ্রসিদ্ধমেতৎ। উমারূপস্য উমায়া দুর্গায়া রূপমিব মহাসরস্বতী-রূপমিব রূপং যস্য, স তথা, তস্য সরস্বতীস্বরূপস্য, উক্তং হি 'সরস্বত্যাঃ পুরুষাবতার,

বহির্গত হয় নাই। তারপর সকলে মিলিয়া বাণকবিকে পাঠাইয়াছিলেন। বাণকবি সভায় আসিয়া রাজাকে বলিলেন, সকল কবি মিলিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন যে, আট দিন সময় থাকিল, আপনি এইকথা বলুন। নবম দিনে তাঁহারা সমস্যার পূরণ করিবেন। যদি না পারেন, ত' আপনার দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। বাণকবির এই আবেদন শুনিয়া রাজা বলিয়াছিলেন, আচ্ছা তা'ই হউক। রাজার আজ্ঞা পাইয়া বাণকবি তাঁহাদিগের নিকটে রাজার আদেশ জানাইয়া নিজের গৃহে আসিয়াছিলেন। তারপর আট দিন ত কাটিয়া গেল। সেই অষ্টম দিনের রাত্রে তাঁহারা সকলে মিলিত হইলে বাণকবি বলিলেন, আমরাও যুবককবি, এইরূপ অহঙ্কারে; রাজাও আমাদিগকে মহাকবি বলিয়া বিশেষ সম্মান করেন, এইরূপ অহঙ্কারে; তারপর কিছু বিদ্যার গর্ব্বেও বটে, আপনাদিগদ্বারা কালিদাস নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সম স্থানে আপনারা সকলেই

ततः सर्वे गाढ़ं कलहायन्ते स्म मयूरादयश्च ॥ ४ ॥

ततस्ते सर्वान् कलहान्निवार्य्य सद्यः प्राहुः, "अद्यैवावधिः पूर्णः। कालिदासमन्तरेण न कस्यचित् सामर्थ्यमस्ति समस्या-पूरणे।

संग्रामेषु भटेन्द्राणां कवीनां कविमण्डले।
दीप्तिर्वा दीप्तिहानिर्वा मुहूर्त्तेनैव जायते॥

यदि रोचते ततोऽद्यैव मध्यरात्रे प्रमुदितचन्द्रमसि निगूढ़-

इति। श्रूयते च—"ललिता भारती काली एकैव भगवत्युमा" इति चण्डीरहस्यवचे। कश्चिदाह 'उमारूपस्य पार्व्वतीस्वरूपस्य—'शब्दजातमशेषन्तु धत्ते सर्व्वस्य वल्लभा। इति स्मरणात् कवेः कालिदासस्य साक्षात् उमास्वरूपत्वम्। तन्न, शब्दस्वरूपत्वेऽपि अवतारस्वरूपस्याप्राप्तेः। किञ्च शब्दस्वरूपत्वे विशेषग्रहणं, तन्न विघ्नः। तस्मात् चण्डीरहस्योक्तमेव श्रेयः। तस्य सरस्वतीरूपस्य कालिदासस्य विद्वेषे जाते कविकुलस्य सर्व्वेषां कवीनां नाशो भवतीति हि प्रसिद्धं जातमिदानीमेवेति ॥ ४ ॥

সমান কবি; কিন্তু বিষম স্থানে সে একমাত্র শ্রেষ্ঠ কবি। তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া এখন কি মহত্ত্ব প্রকাশ হইল। সে থাকিলে কি আমাদিগের এইরূপ অবস্থা হয়? তাহার নির্ব্বাসনে আপনারা যে যে বুদ্ধি অবলম্বন করিয়াছেন, এখন আপনারা তাহা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতে পারিতেছেন। সামান্য একজন ব্রাহ্মণের উপর বিদ্বেষ করিলে নিশ্চয় কুলনাশ হয়; কিন্তু উমার মূর্ত্তিবিশেষ মহাসরস্বতীর অবতারের উপর বিদ্বেষ করিলে সকল কবিরই নাশ নিশ্চয়—এই কথা শুনিয়া ময়ূরপ্রভৃতি সকলে গাঢ়ভাবে পরস্পর কলহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। ৪।

সৈব গচ্ছামঃ সম্পত্তিসম্ভারমাদায়। যদি ন গম্যতে, শ্বো রাজসেবকা অস্মান্ বলান্নিঃসারয়ন্তি, তদা দেহমাত্রেণৈবাস্মাভির্গন্তব্যং, তদদ্য মধ্যরাত্রে গমিষ্যামঃ” ইতি সর্বে নিশ্চিত্য গৃহমাগত্য বলীবর্দব্যূঢ়েষু শকটেষু সম্পদ্ভারমারোপ্য রাত্রাবেব নিষ্ক্রান্তাঃ। ততঃ কালিদাসঃ তত্রৈব রাত্রৌ বিলাসবতীমদনোদ্যানে বসন্ পথি গচ্ছতাং তেষাং গিরং শ্রুত্বা বেশ্যাচেটীং প্রেষিতবান্, “ভদ্রে! পশ্য, ক এতে গচ্ছন্তি ব্রাহ্মণা ইব”। ততঃ সা সমেত্য সর্বানপশ্যত্, উপেত্য চ কালিদাসং প্রাহ,—

ময়ূরাদি সকলে পরস্পর কলহ করিতে থাকিলে, তাঁহারা সকলেই আবার সকলকে কলহ করিতে নিবারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন, অদ্যই সমস্যাপূরণের শেষ সময় পূর্ণ হইয়া গেল। কালিদাসব্যতিরেকে সমস্যা পূরণ করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই, সৈনিকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের যুদ্ধকালে, এবং কবিসমূহে সুশোভিত সভার মধ্যে কবিদিগের এক মুহূর্ত্তেই প্রভাব প্রকাশ হয়, বা যায়। যদি আপনাদিগের অভিপ্রায়ে হয়, তবে অদ্যই মধ্য রাত্রে চন্দ্র অস্ত গেলে পরে, আমরা সম্পত্তিসম্ভার লইয়া লুকাইয়া চলিয়া যাই। যদি না যাওয়া হয়, তবে কাল রাজার সেবকেরা আসিয়া আমাদিগকে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দিবে। তখন কেবল দেহটি লইয়াই যাইতে হইবে। সেইজন্য (আইস) অদ্য মধ্যরাত্রেই বাহির হই গিয়া। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সকলে বাটীতে আসিয়া বলীবর্দ্দবাহিত অনেক শকটে সম্পদ্ভার চাপাইয়া রাত্রেই বাহির হইয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা বাহির হইলে কালিদাসও সেই রাত্রে বিলাসবতীর বাটীর উদ্যানে থাকিয়া গমনকারী সেই সকল পণ্ডিতের কথা শুনিয়া একটি বেশ্যাচেটী (দাসীকে) পাঠাইয়াছিলেন, এবং বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখ ত প্রিয়ে! এ কাঁহারা যাইতেছেন; যেন ব্রাহ্মণের ন্যায় মনে হইতেছে। তার পর সেই বিলাসবতী আসিয়া সকলকে

"একেন রাজহংসেন যা শোভা সরসোঽভবৎ।
ন সা বকসহস্রেণ পরিতস্তীরবাসিনা॥

সর্বে চ বাণময়ূরপ্রমুখাঃ পলায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ" ইতি। কালিদাসঃ—"প্রিয়ে! বেগেন বাসাংসি ভবনাদানয়, যথা পলায়মানান্ বিপ্রান্ রক্ষামি।

কিং পৌরুষং রক্ষতি যো ন বাঽঽর্ত্তান্,
কিং বা ধনং নার্থিজনায় যৎ স্যাৎ।
সা কিং ক্রিয়া যা ন হিতানুবদ্ধা,
কিং জীবিতং সাধুবিরোধি যদ্বৈ"॥

কিং পৌরুষমিতি। যো বা চ ন আর্ত্তান্ পীড়িতান্ রক্ষতি, তস্য কিং পৌরুষং পুরুষকারঃ? যৎ ধনং অর্থিজনায় প্রার্থিজনপ্রীতয়ে ন স্যাদ্ভবেৎ. তৎ ধনং বা কিম্ভূতম্? যা ক্রিয়া ন হিতে উপকারে অনুবদ্ধা সংবদ্ধা, সা ক্রিয়া কিং কীদৃশী? যৎ জীবনং সাধূনাং বিরোধি বিরোধেঽনুবদ্ধং, তৎ কিং জীবনং? অপি তু ভস্ত্রাশ্বাস-

দেখিয়াছিল। ফিরিয়া যাইয়া কালিদাসকে বলিয়াছিলও—এক রাজহংসদ্বারা সরোবরের যে শোভা হইয়াছিল, বেষ্টন করিয়া তীরে বাসকারী সহস্র বক দ্বারা সে শোভাটি আর হয় নাই। বাণ ও ময়ূর প্রভৃতি কবি সকল পলাইতেছেন, ইহাতে আর সংশয় নাই। কালিদাস বলিলেন, প্রিয়ে! ছুটিয়া যাও; গৃহ হইতে কাপড়গুলি আন; পলায়মান ব্রাহ্মণসকলকে রক্ষা করিব। কারণ, পীড়িত ব্যক্তিদিগকে যে রক্ষা না করে, তাহার আর পুরুষকার কি? যে ধনে ভিক্ষুকের আনন্দ না হয়, সে কি ধন? উপকারের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, সে কি ক্রিয়া? আর যে জীবন সাধুদিগের বিরোধ লইয়াই অতিবাহিত হয়, সে কি জীবন? সে ত ভস্ত্রাযন্ত্রের (হাপোরের) শ্বাসসদৃশ নিষ্ফল। অতএব 'ছুটিয়া যাও, ঘর হইতে 'কাপড়-

ততঃ স কালিদাসশ্চারণবেশং বিধায় খড়্গমুদ্বহন্, ক্রোশার্দ্ধ-
মুত্তরং গত্বা তেষামভিমুখমাগত্য সর্বান্নিরূপ্য "জয়" ইত্যাশী-
র্বচনমুদীর্য্য পপ্রচ্ছ চারণভাষয়া, "অহো বিদ্যাবারিধয়ঃ!
ভোজসভায়াং সম্প্রাপ্তমহত্ত্বাতিশয়াঃ, বৃহস্পতয় ইব সম্ভূয় কুত্র
জিগমিষবো ভবন্তঃ. কচ্চিৎ কুশলং বঃ? রাজা চ কুশলী?
অস্মাভিঃ কাশীদেশাদাগম্যতে ভোজদর্শনায় বিত্তস্পৃহয়া চ"।
ততঃ পরিহাসং কুর্ব্বন্তঃ সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তাঃ। ততস্তেষু কশ্চিত্তদ্-
গিরমাকর্ণ্য তঞ্চ চারণং মন্যমানঃ কুতূহলেন বিপশ্চিৎ প্রাহ,
"অহো চারণ! শৃণু, ত্বয়া পশ্চাদপি শ্রোষ্যত এব; অতো ময়া

বর্দ্ধবেতি ইদানীং সাধুনা পরিচারণেন নো সমুষিতমিতি ভাবঃ। কচ্চিদিতি কামপ্রশ্নে। বিত্তস্পৃহয়া ধনপ্রাপ্তীচ্ছয়া। তদ্গিরং তস্য বাক্যম্। বিপশ্চিৎ পণ্ডিতঃ।

চোপড় গুলা' লইয়া আইস।' কালিদাসের কথায় বিলাসবতী ছুটিয়া যাইয়া 'কাপড়' আনিয়া দিল। কালিদাস চারণের বেশ ধারণ করিয়া একখানি খড়্গ লইয়া অর্দ্ধক্রোশ পরিমাণে অগ্রসর হইলেন এবং ফিরিয়া আবার তাঁহাদিগের অভিমুখে আসিয়া সকলকে দেখিয়া জয়শব্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং চারণভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হোঃ হো! আপনারা বিদ্যার সাগর; ভোজের সভায় থাকিয়া অতিশয় মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন; আপনারা যে বৃহস্পতির ন্যায় দেখিতেছি; আপনারা সকলে মিলিয়া কোথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন? আচ্ছা, আপনাদের মঙ্গল ত? রাজাও বেশ কুশলে আছেন? কিছু ধন পাইবার আশায় ভোজের দর্শনের জন্য আমি কাশীদেশ হইতে আসিতেছি। এই কথা শুনিয়া সকলে পরিহাস করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। তাহাদিগের মধ্যে কোন পণ্ডিত তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে চারণ মনে করিয়া কুতূহলবশতঃ বলিলেন, ওহে

অয়মেবোচ্যতে, রাজ্ঞা কিলৈভ্যো বিদ্বদ্ভ্যঃ পূরণায় সমস্যোক্তা, তত্পূরণাশক্তাঃ কুপিতস্য রাজ্ঞো ভয়াত্ দেশান্তরে ক্বচিজ্জিগমিষব এতে নিষ্ক্রমুঃ"। চারণঃ প্রাহ—"রাজ্ঞা কা বা সমস্যা প্রোক্তা ?" ততঃ পঠতি স বিপশ্চিত্—

"তুলণং অণু অণুসরই গ্লৌসো মুহচন্দস্স ক্খু এদাবে।"

চারণঃ প্রাহ, "এতত্সাধ্বেব গূঢ়ার্থম্। এতত্ পূর্ণেন্দুমণ্ডলং বীক্ষ্য রাজ্ঞাঽপাঠি। এতস্যোত্তরার্দ্ধমিদং ভবিতুমর্হতি,—

"অণুহ্রদি বঞ্চয়দি কহং অণুকিদি দস্স প্ড়িপদি চন্দস্স।"

সর্বে শ্রুত্বা চমত্কৃতাঃ। ততঃ চারণঃ সর্বান্ প্রণিপত্য নির্যযৌ। ততঃ সর্বে বিচারয়ন্তি স্ম, "অহো! ইয়ং সাক্ষাত্ সরস্বতী

চারণ! শোন। তুমি পরেও শুনিতে পাইবে, এইজন্য আমি আজই বলিতেছি, পূরণ করিবার জন্য একটি সমস্যা রাজা এই সকল পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন। ইঁহারা তাহার পূরণে অশক্ত হইয়া কুপিত-রাজার ভয়ে অন্য কোন দেশান্তরে যাইবার ইচ্ছায় বাহির হইয়াছেন। চারণ বলিল, কিবা সমস্যা রাজা বলিয়াছিলেন ? তারপর সেই পণ্ডিত পাঠ করিলেন, 'সেই চন্দ্র ইহার মুখচন্দ্রের তুলনা অল্পই পাইতে পারে।' চারণ বলিল,—এটা অতি উত্তম গূঢ়ার্থ। পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল দেখিয়া এটি রাজা পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরার্দ্ধ এ-ই হইতে পারে— 'তুলনা অল্পই পাইতে পারে, এরূপ বর্ণনা করিতেছি কেন ? না, সে চন্দ্রের যে প্রতিপৎ তিথিতে ক্ষুদ্র আকার দেখা যায়; এ মুখচন্দ্রের ত কখনই ক্ষুদ্র আকার নাই।' ইহা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তারপর চারণ সকলকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। চারণ চলিয়া গেলে সকলে বিচার

पुंरूपेण सर्वेषाम् अस्माकं परित्राणायागता, नायं भवितुमर्हति मनुष्यः। अद्यापि किमपि केनापि न ज्ञायते। ततः शीघ्रमेव गृहमासाद्य शकटेभ्यो भारमुत्तार्य्य प्रातः सर्वैरपि राजभवनमागन्तव्यं, न चेच्चारण एव निवेदयिष्यति। ततः झटिति गच्छामः" इति योजयित्वा तथा चक्रुः। ततो राजसभां गत्वा राजानमालोक्य "स्वस्ति" इत्युक्त्वा विविशुः। ततो बाणः प्राह, "देव! सर्वज्ञेन यत्त्वया पठ्यते, तदीश्वर एव वेद, केऽमी वराका उदरम्भरयो द्विजाः? तथाप्युच्यते—

तुलणं अणु अणुसरइ ग्लौसो मुहचन्दस्स क्खु एदाये।
अणु इदि वस्रयदि कहं अणुकिदि दस्स प्पडिपदि चन्दस्स॥"

तुलणं इति।

तुलनामण्वनुसरति ग्लौः स मुखचन्द्रस्य खल्वेतस्याः।
अण्विति वर्ण्यते कथमणुकृतिस्तस्य प्रतिपदि चन्द्रस्य॥ इति छाया।

स ग्लौः राकायाः पूर्णचन्द्रः एतस्या लीलावत्या मुखचन्द्रस्य मुखमेव चन्द्रः, तस्य तुलनां साद्दृश्यमणु अल्पमेव यथा स्यात्, तथा अनुसरति प्राप्नोति; राकाचन्द्रो हि एतन्मुखचन्द्रस्य साद्दृश्यमल्पमेव प्राप्नोति, इत्यत्र अणु इति अल्पमिति कथं वर्ण्यते? यतः तस्य राकाचन्द्रस्य प्रतिपदि तिथौ, पदं पदं तिथिं तिथिं प्रति प्रतिपदादिसर्व्वासु तिथिष्वेव वा अणुकृति चुद्राकारो दृश्यत एव, नास्य मुखचन्द्रस्य तथाऽणुकृति-

করিয়াছিলেন, ওহো! এ সাক্ষাৎ সরস্বতীই আমাদিগের সকলের পরিত্রাণের জন্য পুরুষরূপে আসিয়াছিলেন। এ মানুষ হইতে পারে না। এখনও কেহ কিছু জানিতে পারে নাই। অতএব শীঘ্রই গৃহে যাইয়া শকট হইতে ভারসকল নামাইয়া প্রাতঃকালেই রাজবাটীতে সকলকার যাইতে হইবে। তা নতুবা

राजा च यथाव्यवसितस्याभिप्रायं विदित्वा 'सर्वथा कालि-दासः दिवसप्राप्यस्थाने निवसति। उपायैश्च सर्वं साध्यम्।' इत्याह। ततो बाणाय रूप्याणां पञ्चदशलक्षाणि प्रादात्। सन्तोषमिषेणैव विद्वद्वृन्दं स्वं स्वं सदनं प्रति प्रेषितम्॥ ५॥

गते च विद्वन्मण्डले प्रत्नैर्द्वारपालायादिष्टं राज्ञा, "यदि केचित् द्विजन्मान आयास्यन्ति, तदा गृहमध्यमानेतव्याः"। ततः सर्वमपि वित्तमादाय स्वगृहं गते बाणे केचित् पण्डिता आहुः, "अहो! बाणेनानुचितं व्यवधायि, यदसावपि अस्माभिः सह

दृश्यत इति तुलनामल्पेनानुसरति राकाचन्द्र इति वर्णित इत्युपमानादाधिक्यमुप-मेयस्य दर्शितम्। तस्मान्निरुपम एष मुखचन्द्र इति भावः॥ ५॥

চারণই বলিয়া ফেলিবে। অতএব চল শীঘ্র যাই। ইহা বলিয়া শকট ফিরাইয়া সেইরূপ করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে রাজসভায় যাইয়া রাজাকে দেখিয়া স্বস্তিবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। তারপর বাণ বলিলেন, মহারাজ! আপনি যে সমস্যা পাঠ করিয়াছেন, তাহার অর্থ একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। আমরা কে? আমরা ত অতি তুচ্ছ উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণমাত্র। তথাপি কিছু বলি; 'সে চন্দ্র, ইঁহার মুখচন্দ্রের তুলনা অল্পই পাইতে পারে। অল্পই পাইতে পারে, এরূপ বর্ণনা করিতেছি কেন? না, সে চন্দ্রের যে প্রতিপৎ তিথিতে ক্ষুদ্র আকার দেখিতে পাওয়া যায়।' রাজা ভোজ নিজের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মনে মনে বলিলেন, একদিনে পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ স্থানে নিশ্চয় কালিদাস বাস করিতেছেন। উপায় দ্বারা সকলই সিদ্ধ করা যায়। রাজা সেই পূরণ শুনিয়া বাণকবিকে পঞ্চদশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন, এবং সন্তোষের ছলে সকল পণ্ডিতকেই নিজ নিজ বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন॥ ৫॥

নগরান্নিষ্ক্রান্তোঽপি সর্ব্বমেব ধনং গৃহীতবান্। সর্ব্বথা ভোজস্য বাণস্বরূপং জ্ঞাপয়িষ্যামঃ, যথা কোঽপি নান্যায়ং বিধত্তে বিদ্বৎসু"। ততস্তে রাজানমাসাদ্য দদৃশুঃ। রাজা তান্ প্রাহ, "এতৎস্বরূপং জ্ঞাতমেব। ভবদ্ভির্যথার্থতয়া বাচ্যম্।" ততঃ তৈঃ সর্ব্বমেব নিবেদিতম্। ততঃ রাজা বিচারিতবান্, "সর্ব্বথা কালিদাসশ্চারণবেষেণ মদ্ভয়াদস্মদীয়নগরমধ্যাস্তে"। তত-শ্চাঙ্গরক্ষকানাদিদেশ, "অহো! পলায়ন্তাং তুরগাঃ"। ততঃ

দ্বিজন্মানো ব্রাহ্মণাঃ। ততঃ রাজ্ঞো গৃহমধ্যগমনানন্তরম্। ব্যবধায়ি বিহিত-মনুচিতমিতি যাবত্। ভোজস্য সমীপমিতি শেষঃ। জ্ঞাতমেব ভবদ্ভিরিতি শেষঃ। অধ্যাস্তে অধিবসতি। পলায়ন্তাং তুরগাঃ অশ্বপালৈঃ পশ্যত তিষ্ঠন্ত্বিত্যর্থঃ।

পণ্ডিতেরা সকলে চলিয়া গেলে, রাজা দ্বারপালকে ধীরে (আস্তে আস্তে) আদেশ করিলেন, যদি কোন ব্রাহ্মণেরা আসেন, তবে গৃহমধ্যে আনিবে। রাজা এইরূপ আদেশ করিয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেলে, এবং বাণকবি সমস্ত ধনগুলি লইয়া নিজের বাটীতে গেলে কোন কোন পণ্ডিতেরা বলিলেন, ওঃ! বাণ এটা অনুচিত করিয়াছেন; কারণ, উনিও ত আমাদিগের সহিত নগর হইতে বাহির হইয়াছিলেন। যাইয়াও সমস্ত ধনই আত্মসাৎ করিলেন। যে কোন উপায়েই হউক, ভোজের নিকট বাণের ব্যবহার আমরা জানাইয়া দিব, যাহা হইলে আর পণ্ডিতদিগের নিকটে কেহই অন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না। এইরূপ পরস্পর বলাবলি করিয়া রাজার নিকট যাইয়া রাজদর্শন পাইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন, এ ব্যাপারটার সমস্তই আপনারা জানেন; সুতরাং যথার্থ কি, তাহা আপনারা বলুন। 'রাজার কথা শুনিয়া তাঁহারা সমস্তই বলিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট শুনিয়া রাজা মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করিলেন, যে কোন উপায়ে হউক, নিশ্চয় কালিদাস আমার ভয়ে চারণের বেশ ধরিয়া আমার নগরেই বাস করিতেছে।

ক্রীড়োদ্যানপ্রয়াণে পটহধ্বনিরশ্রবৎ, "অহো! ইদানীং রাজা দেবপূজাব্যগ্র ইতি শুশ্রুম:, পুনরিদানীং ক্রীড়োদ্যানং গমিষ্যতি" ইতি ব্যাকুলা: সর্বে ভটা: সম্ভূয় পশ্চাদ্ যান্তি। ততো রাজা তৈর্বিদ্বদ্ভি: সহ অশ্বমারুহ্য রাত্রৌ যত্র চারণপ্রসঙ্গ: সমজনি, তৎপ্রদেশং প্রাপ্ত:। ততো রাজা চরতাং চৌরাণাং পদজ্ঞান-নিপুণানাহূয় প্রাহ, "অনেন বর্ত্মনা য: কোঽপি রাত্রৌ নির্গত:, তস্য পদানি অদ্যাপি দৃশ্যন্তে, তানি পশ্যন্তু' ইতি। ততো রাজা প্রতিপণ্ডিতং লক্ষং দত্ত্বা তান্ প্রেষয়িত্বা চ স্বভবন-মগাৎ। তে চ পদজ্ঞা রাজাজ্ঞয়া সর্বতশ্চরন্তোঽপি তদন্ন-বেক্ষমাণা বিমূঢ়া ইবাসন্। ততস্তু লম্বমানে সবিতরি

এইরূপ স্থির করিয়া অশ্বরক্ষকদিগকে আদেশ করিলেন, ওহে (দেখ ত) ঘোটক গুলি (বুঝি লইয়া) পলাইল। এইরূপ আদেশ করিয়া ক্রীড়োদ্যানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে 'রাজা ক্রীড়োদ্যানে যাইতেছেন' এইরূপ সঙ্কেত করিয়া পটহশব্দ হইল। 'ওঃ হো এখনই শুনিলাম, রাজা দেবপূজায় ব্যগ্র হইয়াছেন। আবার এখনই ক্রীড়োদ্যানে যাইবেন' এই কথা বলিয়া সৈনিকসকল ব্যাকুলভাবে মিলিত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে থাকিল। তারপর রাজা অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই সকল পণ্ডিতের সহিত, রাত্রে যেখানে চারণের সহিত 'দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা' হইয়াছিল, সেস্থলে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া বহু পদচিহ্ন দেখিয়া, বিচরণকারী চোরের পদচিহ্ন দেখিয়া অবস্থিতিস্থান জানিতে দক্ষ ব্যক্তি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, এই পথ দিয়া যে কেহ রাত্রে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহার পদচিহ্নসকল এখনও দেখা যাইতেছে। চিহ্নসকল (কোথায় গিয়াছে) দেখ ত। রাজা তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়া প্রতি পণ্ডিতকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দিয়া বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া নিজেও বাটীতে আসিয়াছিলেন। সেই সকল পদজ্ঞেরা

कामपि दासीमेकं पदत्राणं त्रुटितमादाय चर्म्मकारवेश्म गच्छन्तीं दृष्ट्वा तुष्टा इवासन् । ततस्तत् पदत्राणं तया चर्म्मकारकरे न्यस्तं वीक्ष्य, तैश्च तस्याः कराच्छिपेणादाय, रेणुपूर्ण्णे पथि मुक्त्वा, तदेव पदं तस्येति ज्ञात्वा, ताञ्च दासीं क्रमेण वेश्याभवनं विशन्तीं वीक्ष्य, तस्याः मन्दिरं परितो वेष्टयामासुः । ततश्च तैः क्षणेन भोजश्रवणपथविषयम् अभिज्ञानवार्त्ता प्रापिता । ततो राजा सपौरः सामात्यः पद्भ्यामेव विलासवतीभवनमगात् । ततस्तच्छ्रुत्वा विलासवतीं प्राह कालिदासः, "प्रिये ! मत्कृते किं कष्टं ते पश्य"। विलासवती प्राह ;—"सुकवे !

রাজার আজ্ঞায় চারিদিক ঘুরিয়াও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া চিত্তবিকারগ্রস্তের ন্যায় হইয়াছিল। এইরূপে অনেক সময় কাটিয়া গেলে, সূর্য্য অস্ত যাইবার কালে কোনও একটি দাসীকে একখানি ছিন্ন পাদুকা লইয়া চর্ম্মকারের বাটীতে যাইতে দেখিয়া যেন তুষ্টের ন্যায় হইয়াছিল। দাসী সেস্থান হইতে যাইয়া সেই ছিন্ন পাদুকাখানি চর্ম্মকারের হস্তে দিল দেখিয়া তাহারা তাহার হস্ত হইতে ছলপূর্ব্বক লইয়া ধূলিপূর্ণ পথে সেখানি চাপিয়া দেখিল সে পদচিহ্নও তাহারই। ক্রমে সেই দাসীকে বেশ্যাবাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা বেশ্যার বাটীর চারিদিক বেষ্টন (ঘেরাও) করিয়াছিল। ঘেরাও করিয়াই তাহারা তৎক্ষণাৎ অভিজ্ঞান-সংবাদ ভোজের কর্ণে পৌঁছাইয়া দিল। রাজা সেই সংবাদ পাইয়া পৌরবর্গ ও অমাত্যগণের সহিত পদে হাঁটিয়াই বিলাসবতীর বাটীতে আসিয়াছিলেন। এই সকল ঘটিবার পর রাজা স্বয়ং আসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া কালিদাস বিলাসবতীকে বলিলেন, প্রিয়ে! আমার জন্য কি কষ্ট তোমার দেখ। বিলাসবতী বলিল, হে

उपस्थिते विप्लव एव पुंसां,
समस्तभावः परिमीयतेऽतः ।
अवाति वायौ न हि तूलराशे-
र्गिरेश्च कश्चित् प्रतिभाति भेदः ॥
मित्रस्वजनबन्धूनां बुद्धेर्धैर्य्यस्य चात्मनः ।
आपन्निकषपाषाणे जनो जानाति सारताम् ॥
अप्रार्थितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनः ।
सुखानि च तथा मन्ये दैन्यमत्रातिरिच्यते ॥

उपस्थित इति । पुंसां विप्लवेऽवस्थाविपर्य्ययदुःखे उपस्थिते सति समस्तभावः बन्धुभावादिः सर्व्व एव भावः अतः अस्मिन्नेव जीवने परिमीयते परिमाणविषयीक्रियते दुःखेन वस्तुना । हि तथाहि वायौ अवाति सति झटिकायामप्रवहन्त्यां सत्यां तूलराशेर्गिरेश्च कश्चिद्भेदो न प्रतिभाति स्थिरतयैव उभयोरवस्थानात् सर्वो भावः प्रमीयते इति भावः । जन आत्मनो बुद्धेर्धैर्य्यस्य, तथा मित्रस्वजनबन्धूनां बुद्धेर्धैर्य्यस्य च सारतां बलवत्तां आपन्निकषपाषाणे आपदेव निकषपाषाणं स्वर्णपरीक्षकः प्रस्तरः, तस्मिन् निकष्य जानाति । समदुःखित्वमेव हि बन्धुत्वमिति भावः । अप्रार्थितानि अयाचितानि दुःखानि यथा येन प्रकारेणायान्ति देहिनः शरीरिणस्तथैव तेनैव प्रकारेणायान्ति सुखानि च ; न हि सुखदुःखप्राप्ती स्वकरे ! পুরুষদিগের দুঃখের অবস্থা উপস্থিত হইলেই বন্ধুবান্ধবের সহিত কিরূপ ভাব, তাহা ইহজীবনেই পরিমাণ করিয়া লইতে পারা যায়। অবশ্য ঝড় না বহিলে তুলরাশি এবং পর্ব্বতের কিছুই ত ভেদ পরিলক্ষিত হয় না। আপদরূপ নিকষপাষাণে (কষ্টিপাথরে) মিত্র, স্বজন, ও বন্ধুর বুদ্ধির ধৈর্য্য, এবং আপনার নিজের বুদ্ধির ধৈর্য্যেরও বল মানব জানিতে সক্ষম হয়। দেহধারী ব্যক্তির দুঃখও যেরূপ অপ্রার্থিত ভাবে আসিয়া থাকে, সুখও সেইরূপেই আসিয়া থাকে। এই

सुकवे! राज्ञा त्वयि मनाङ् निराकृते वचसापि, मया सहेदं दासीवृन्दं प्रदीप्तवह्नौ पतिष्यति"। कालिदासः प्राह, "प्रिये! नैवं मन्तव्यं, मां दृष्ट्वा विकासीकृतास्यो भोजः पादयोः पतिष्यति" इति। ततो वेश्यागृहं प्रविश्य भोजः कालिदासं दृष्ट्वा ससम्भ्रममाश्लिष्य पादयोः पतति। स राजा पठति च—

"गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा।
मा भून्मनः कदाचिन्मे त्वया विरहितं कवे!"॥

कालिदासस्तच्छ्रुत्वा व्रीड़ावनताननस्तिष्ठति। राजा च कालिदासमुखमुन्नमय्याह,—

दृष्टं किञ्चित् कारणं पश्यामि। अदृष्टन्तु कारणम्। अत्र अनयोरागमनयोर्मध्ये दुःखागमने दैन्यं दीनता कथमिदमागतं दुःखमिति दुःखमतिरिच्यते माग्यकृता-द्दुःखादतिरिक्तं दुःखमिदं मन्ये मम मतम्। मूढ़ेनैव स्वेच्छया दुःखमतिरिक्त-मर्ज्जयतीति दुःखकरणमनुचितमिति भावः। मे मम मनश्चित्तं कदाचित् त्वया विरहितं माभूत् त्वदीयस्मृतिशून्यं न भूतं, अभीक्ष्णमेव स्मरामि इति भावः।

দুইটির আসিবার প্রতি দৃষ্টকারণ কিছুই নাই, অদৃষ্টই কারণ; সুতরাং দুঃখ কেন আমার আসিল বলিয়া দুঃখ করাটা অতিরিক্ত দুঃখ বলিয়া আমি মনে করি। অতএব হে সুকবে! রাজা কথাদ্বারাও তোমাকে একটু মাত্রও অপমান প্রকাশ করিলে, আমার সহিত এই দাসীবৃন্দ প্রজ্বলিত বহ্নিকুণ্ডে পড়িয়া মরিবে। কালিদাস বলিলেন, প্রিয়ে! তা তুমি মনে করিও না। আমাকে দেখিয়া এক-গাল হাসিয়া ভোজ দুই পায়ে পড়িবেন। কালিদাস এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে বেশ্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া ভোজ কালিদাসকে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া পদদ্বয়ে পড়িলেন। রাজা এই শ্লোক পাঠও করিলেন, হে

"कालिदास ! कलावास ! दासवच्चालितो यदि ।
राजमार्गे व्रजन्नत्र परेषां तव का त्रपा ? ॥
धन्यां विलासिनीं मन्ये कालिदासो यदेतया ।
निबद्धः स्वगुणैरेष शकुन्त इव पञ्जरे" ॥

राजा नेत्रयोः हर्षास्रु मार्जयति कराभ्यां कालिदासस्य ।

कलावास कला चतुःषष्टिकला, तासामावास आवासभूमे ! यदि अहं परेषां पौरादीनां समीपत एव अत्र विलासवतीवेश्याभवने दासवत् दास इव राजमार्गे व्रजन् पर्यटन्, न तु यानेन चरन्, त्वया चालितोऽहं नापत्रपे, तर्हि तव अन्तःपुरमध्ये स्थितेन मया निर्व्वासितस्य तव निर्व्वासनविषये त्रपा लज्जा का ? अपितु कापि लज्जा ये भवितुं नार्हत्येव इति भावः । स्वगुणैः प्रेमिकतागुणै रज्जुभिरिव । निबद्धः

করে! যাইতে বা বসিতে, জাগিয়া থাকিতে বা নিদ্রা যাইতে আমার মন তোমা ছাড়া কখন হয় নাই। কালিদাস তাহা শুনিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া দাঁড়াইলেন। রাজাও কালিদাসের মুখ উচ্চ করিয়া তুলিয়া বলিলেন, গীতবাদ্যাদি চতুঃষষ্টিকলার আবাসভূমি হে কালিদাস! যদি আমি পর এই পৌরাদি সকলের সম্মুখে ভৃত্যের ন্যায় রাজমার্গে পায়ে হাঁটিয়া এই বেশ্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়াও লজ্জা না পাইয়া থাকি, তবে সেই অন্তঃপুরের মধ্যে আমাকর্ত্তৃক বিহিত নির্ব্বাসনে তোমার আর লজ্জা কি ? আমি এই বিলাসিনীকে ধন্য বলিয়া মনে করি যে, পিঞ্জরমধ্যে পক্ষীর ন্যায় ইহাদ্বারা, ইহার নিজগুণদ্বারা এই রত্ন স্থিরভাবে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই কথা বলিয়া রাজা নিজ কর দ্বারা কালিদাসের দুই চক্ষুতে আনন্দাশ্রু মার্জ্জন করিয়া দিলেন। তারপর রাজা কালিদাসকে পাইয়া প্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণদিগের প্রত্যেককে লক্ষমুদ্রা করিয়া দান করিয়াছিলেন।

ततः तत्प्राप्तिप्रसन्नो राजा ब्राह्मणेभ्यः प्रत्येकं लक्षं ददौ, निज-तुरगे च कालिदासमारोप्य सपरिवारो निजगृहं ययौ।

इति श्रीमद्राजराजेश्वरबल्लालसेनसूरिविरचिते
भोजप्रबन्धे कालिदासप्रत्यानयनप्रबन्धो
नाम पञ्चमः परिच्छेदः॥ ५॥

स्थिरतया सम्बद्धः। अतएव विलासवतीं वेश्यां धन्यां मन्य इति राज्ञा स्लापकर्षः प्रदर्शितो वेश्याया गुणेष्विति।

श्रीमन्महामहोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावार पारीण-भैरवचन्द्रविद्यासागर-
भट्टाचार्य्यसूरिसूनु-श्रीकृष्णविद्यारत्नभट्टाचार्य्यात्मज-श्रीगङ्गाचरण-
वेदान्तविद्यासागरभट्टाचार्य्यकृतौ भोजप्रबन्धटीकायां
कालिदासप्रत्यानयनप्रबन्धो नाम
पञ्चमः परिच्छेदः॥ ५॥

এবং কালিদাসকে নিজের ঘোটকে উঠাইয়া সপরিবারে নিজ বাটীতে গমন করিয়াছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভোজপ্রবন্ধের কালিদাসপ্রত্যানয়নপ্রবন্ধনামক
পঞ্চম পরিচ্ছেদ॥ ৫॥

অথ কাব্যপ্রকাশপ্রবন্ধঃ।

অথ কিয়ত্যপি কালেঽতিক্রান্তে রাজা কদাচিৎ সন্ধ্যামালোক্য প্রাহ ;—"পরিপততি পয়োনিধৌ পতঙ্গঃ,

ততো বাণঃ প্রাহ,—"সরসিরুহামুদরেষু মত্তভৃঙ্গঃ।

ততো মহেশ্বরকবিঃ,—"উপবনতরুকোটরে বিহঙ্গঃ,

ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ,—যুবতিজনেষু শনৈঃ শনৈরনঙ্গঃ॥"

ইতি। তুষ্টো রাজা লক্ষং লক্ষং দদৌ ; চতুর্থচরণস্য তু লক্ষদ্বয়ং দদৌ॥ ১॥

অথ কদাচিদ্রাজা বহিরুদ্যানমধ্যে মার্গং প্রত্যাগচ্ছন্তং কমপি বিপ্রং দদর্শ। তস্য করে চর্মময়ং কমণ্ডলুং বীক্ষ্য

পতঙ্গঃ সূর্যঃ পয়োনিধৌ সমুদ্রে পরিপততি সম্পূর্ণং প্রবিশতি। সরসিরুহাং পদ্মানাং, অনঙ্গঃ কাম ইতি॥ ১॥

বহিরুদ্যানমধ্যে তিষ্ঠন্নিতি শেষঃ। মার্গং রাজমার্গং প্রতি। চর্ম্মময়ং চর্ম্মনির্মিতং

অনন্তর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, রাজা কোনও একদিন সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, সূর্য্য সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছেন। সেই চরণ শুনিয়া বাণকবিও বলিয়াছিলেন, কমলদিগের উদরমধ্যে মত্তভৃঙ্গ আবদ্ধ হইতেছে। সে চরণ শুনিয়া মহেশ্বরকবি বলিলেন, পক্ষিসকল উপবনস্থ বৃক্ষরাজির কোটরে আশ্রয় লইতেছে। তাহা শুনিয়া কালিদাস বলিলেন, কামদেব ধীরে ধীরে যুবতিজনের হৃদয়ে যাইয়া বসিতেছেন। রাজা এই সকল চরণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যেককে একলক্ষ করিয়া মুদ্রা দিলেন ; কিন্তু চতুর্থচরণের জন্য কালিদাসকে দুইলক্ষ মুদ্রা দিলেন॥ ১॥

तस्यातिदरिद्रं ज्ञात्वा, मुखश्रिया विराजमानं चावलोक्य तुरङ्गं तदग्रे निधायाह, "विप्र! चर्म्मपात्रं किमर्थं पाणौ वहसि"? इति। स च विप्रः "नूनं मुखशोभया, मृदूक्त्या च भोज" इति विचार्य्याह, "देव! वदान्यशिरोमणौ भोजे पृथ्वीं शासति लोहताम्राभावः समजनि। तेन चर्म्ममयं पात्रं वहामि" इति। राजा प्राह, "भोजे शासति लोहताम्राभावे को हेतुः"? तदा विप्रः पठति,—

"अस्य श्रीभोजराजस्य द्वयमेव सुदुर्लभम्।
शत्रूणां शृङ्खलैर्लोहं ताम्रं शासनपत्रकैः॥"
ततस्तुष्टो राजा प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ ॥२॥

विराजमानं कविलेन शोभमानम्।—अस्य श्रीभोजराजस्य विषये इति शेषः। अतिशयोक्तिरियम्। राज्ञो दानमानयोरपि भङ्ग्या वर्णनया च अप्रस्तुतप्रशंसा ॥२॥

অনন্তর কোনও একদিন রাজা বাহিরের উদ্যানের মধ্যে থাকিয়া দেখিলেন রাজপথ দিয়া কোনও একজন ব্রাহ্মণ আসিতেছেন। তাঁহার হস্তে চর্ম্মনির্ম্মিত কমণ্ডলু দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া বুঝিলেন, এবং মুখশোভায় শোভমান দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে ঘোটক রাখিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ! কিজন্য চর্ম্মপাত্র হস্তে করিয়া বহিতেছ? সে ব্রাহ্মণ, মুখের শোভা ও মৃদু বাক্যদ্বারা তাঁহাকে ভোজরাজ বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিল, মহারাজ! বদান্যশ্রেষ্ঠ ভোজ পৃথিবীকে শাসন করিতেছেন বলিয়া লৌহ ও তাম্রের অভাব ঘটিয়াছে। সেইজন্য চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্র বহন করিতেছি। রাজা বলিলেন, ভোজ পৃথিবীকে শাসন করিতেছেন বলিয়া লৌহ ও তাম্রের অভাব হওয়ার কারণ কি? তখন ব্রাহ্মণ পাঠ করিলেন, এই শ্রীমান ভোজরাজের রাজ্যে শত্রুদিগের শৃঙ্খল পরান দ্বারা লৌহ, এবং দানের শাসনপত্র নির্ম্মাণ দ্বারা তাম্র ফুরাইয়া গিয়াছে বলিয়া এই

কদাচিদ্ দ্বারপালঃ প্রাহ, "ধারেন্দ্র! দূরদেশাদাগতঃ কশ্চিদ্বিদ্বান্ দ্বারি তিষ্ঠতি তৎপত্নী চ, তৎপুত্রঃ সপত্নীকঃ। অতঃ অতিপবিত্রং বিদ্বৎকুটুম্বং দ্বারি তিষ্ঠতি" ইতি। রাজা চিন্তয়ামাস, "অহো গরীয়সী শারদাপ্রসাদপদ্ধতিঃ"। অস্মিন্নবসরে গজেন্দ্রপাল আগত্য রাজানং প্রণম্য প্রাহ, "ভোজেন্দ্র! সিংহলদেশাধীশ্বরেণ সপাদশতং গজেন্দ্রাঃ প্রেষিতাঃ ষোড়শ মহামণয়শ্চ"। ততো বাণঃ প্রাহ,—

"স্থিতিঃ কবীনামিব কুঞ্জরাণাং,
স্বমন্দিরে বা নৃপমন্দিরে বা।
গৃহে গৃহে কিং মশকা ইবৈতে,
ভবন্তি ভূপালবিভূষিতাঙ্গাঃ" ॥২॥

অতঃ সপত্নীকয়োর্বিদুষোঃ পিতাপুত্রয়োরেবাত্র সমাগমাদ্ধেতোরতিপবিত্রং পবিত্রতমং বিদ্বৎকুটুম্বং বিদ্বান্ পরিবারঃ। গরীয়সী গরিষ্ঠা শারদায়া মহাসরস্বতীরূপায়াঃ দুর্গাদেব্যাঃ প্রসাদস্য প্রসন্নতায়াঃ পরিতুষ্টেঃ পদ্ধতিঃ রীতিঃ। স্থিতিরিতি। স্বমন্দিরে নিজালয়ে গহনাদৌ বা নৃপমন্দিরে বা কবীনামিব গজানাং স্থিতিরবস্থানং দুইটিই অত্যন্ত দুর্লভ হইয়াছে। রাজা এই কবিতা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যেক অক্ষরের পরিমাণে লক্ষমুদ্রা করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন। ২ ॥

অনন্তর কোনও একদিন দ্বারপাল বলিল, হে ধারাধিপতি মহারাজ! কোনও একজন বিদ্বান্ দূরদেশ হইতে আসিয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার পত্নীও আসিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্রও সপত্নীক আসিয়াছেন। অতএব একটি পবিত্রতম বিদ্বান্ পরিবার দ্বারে রহিয়াছেন। রাজা সেই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—ওঃ মহাসরস্বতীরূপিণী দুর্গাদেবীর প্রসন্ন হইবার রীতি কি গুরুতর! সেই অবসরে গজেন্দ্রপাল আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, মহারাজ! সিংহলদেশের

ততো রাজা গজাবলোকনায় বহিরগাৎ। ততস্তং বিদ্বৎকুটুম্বং বীক্ষ্য চোলপণ্ডিতো রাজ্ঞঃ প্রিয়োঽহমিতি গর্বং দধার। যন্ময়া রাজভবনমধ্যং গম্যতে; বিদ্বৎকুটুম্বং তু দ্বারপালজ্ঞাপিতমপি বহিরাস্তে। তদা রাজা তচ্চেতসি গর্বং বিদিত্বা চোলপণ্ডিতং সৌধাঙ্গণাৎ নিঃসারিতবান্। কাশীদেশবাসী কোঽপি তণ্ডুলদেবনামা রাজ্ঞে "স্বস্তি" ইত্যুক্ত্বাঽতিষ্ঠৎ। রাজা চ তং পপ্রচ্ছ, "সুমতে! কুত্র নিবাসঃ" ? স প্রাহ,—

দৃষ্টচরম্। অধুনা তু ভূপালবিভূষিতাঙ্গা নৃপালঙ্কৃতদেহা এতে গজাঃ কিং মশকা ইব গৃহে গৃহে স্থিতা ভবন্তি ? তর্হি জাতমদ্ভুতমিতি বাণস্যাশংসা ॥ ২ ॥

অধীশ্বর সার্দ্ধশত শ্রেষ্ঠ হস্তী পাঠাইয়াছেন; আর ষোলটি মহামণিও। গজেন্দ্রপালের কথা শুনিয়া বাণ বলিলেন, হয় নিজালয়ে (গহনকাননাদিতে) না হয় রাজার আলয়ে কবিদিগের ন্যায় হস্তীদিগের অবস্থিতি, (ইহাই ত স্বভাবতঃ দেখা যায়); কিন্তু এই সকল হস্তী ভোজরাজ কর্ত্তৃক সালঙ্কৃত হইয়া দত্ত হইলে যে ঘরে ঘরে মশকের ন্যায় বিরাজিত হইবে; (সুতরাং এ যে একেবারে নূতন ব্যাপার হইল দেখিতেছি) ॥ ৩ ॥

তারপর রাজা হস্তিসকল দেখিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। রাজার সহিত চোলদেশীয় একটি পণ্ডিতও গিয়াছিলেন; কিন্তু সপরিবারে সেই পণ্ডিতকে বাহিরে অবস্থান করিতে দেখিয়া 'আমি রাজার প্রিয়; কারণ, আমি বাটীর মধ্যে যাতায়াত করিতে পারিলাম; আর এই বিদ্বান্ পরিবার উপস্থিত বলিয়া দ্বারপাল রাজাকে জ্ঞাপিত করিলেও বাহিরেই রহিয়াছে' এই ভাবিয়া অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে সময়ে রাজা চোলপণ্ডিতের চিত্তে একটু গর্ব্ব জন্মিয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সেই হর্ম্ম্যের চত্বর (উঠান) হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই সময়ে কাশীদেশবাসী তণ্ডুলদেবনামক কোনও এক পণ্ডিত

"বর্ত্ততে যত্র সা বাণী কৃপাণী ত্রিতশাখিনঃ।
শ্রীমন্মালবভূপাল ! তত্র দেশে বসাম্যহম্ ॥"

তুষ্টো রাজা তস্মৈ গজেন্দ্রসপ্তকং দদৌ।

ততঃ কোঽপি বিদ্বানাগত্য প্রাহ,—

"তপসঃ সম্পদঃ প্রাপ্যাস্তত্তপোঽপি ন বিদ্যতে।
যেন ত্বং ভোজকল্পদ্রু দৃগ্গোচরমুপৈষ্যসি" ॥

তস্মৈ রাজা দশ গজেন্দ্রান্ দদৌ।

বর্ত্তত ইতি। হে শ্রীমন্, ত্বন্তু স্বয়ং শ্রীমমানীঽসি ; কিন্তু মালব মায়া ত্বষ্ট্যাঃ সংসারবৃক্ষস্য পল্লবাদিকৃন্তনশোভায়া লব হে ছেদকা ! স্বেষাত্ মালবদেশ-'রাজার মঙ্গল হউক' বলিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুগতে ! নিবাস কোথায় ? তিনি বলিলেন, হে ভোজ ! হে সংসার বৃক্ষের শোভাকর পত্রপুষ্পাদির উচ্ছেদদ্বারা শোভানাশকারিন্ ! হে মালব-দেশের অধীশ্বর ! আপনার কৃত সেই মুণ্ডিত সংসার-বৃক্ষের (মুড়োগাছের) উচ্ছেদপটু অসির ন্যায় সরস্বতী যেস্থানে বাস করেন, সেই দেশে আমি বাস করি। (আপনি জ্ঞানবিতরণ করিয়া সংসারবৃক্ষের সমস্ত শোভা নষ্ট করিয়া 'মুড়ো' করিয়াছেন, সেই মুড়ো গাছের উচ্ছেদার্থ অসিস্বরূপা সরস্বতী যে দেশে বাস করেন, আমি সেই দেশে বাস করি। স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে 'সংসার অশ্বত্থ বৃক্ষ একটি ইত্যাদি' (গীতা) ইহার নাশ জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা করিতে হয় (গীতা) ; কাশীতে যে বাস করে, অন্নপূর্ণা তাহাকে অন্ন দেন, সরস্বতী জ্ঞান দেন, শিব মুক্তি দেন। অতএব আপনার বিদ্যাচর্চ্চা দেখিয়া মনে হয় আপনি সরস্বতীর প্রায় সমস্ত কর্ত্তব্য এইখানে বসিয়াই সারিয়া দিতেছেন। এহেতু আপনিও অবতীর্ণ সারস্বত পুরুষ। আমি এইরূপ মনে করি। কবির এইরূপ মনের ভাব) এই কবিতা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাতটি শ্রেষ্ঠ গজ দান করিয়াছিলেন।

ततः कश्चिद्ब्राह्मणपुत्रो भूम्भारवं कुर्वाणोऽभ्येति। ततः सर्वे सम्भ्रान्ताः। कथं भूम्भारवं करोतीति राज्ञा स्वदृग्गोचर-मानीतः पृष्टः। स प्राह,—

"देव! त्वद्दानपाथोधौ दारिद्र्यस्य निमज्जतः।
न कोऽपि हि करालम्बं दत्ते मत्तेभदायक॥"

ततस्तुष्टो राजा तस्मै त्रिंशद्गजेन्द्रान् प्रादात्।

ततः प्रविशति पत्नीसहितः कोऽपि विलोचनो विद्वान्। "स्वस्ति" इत्युक्त्वा प्राह,—

जातत्वान्माधव, सचासौ भूपालश्च, तथा, पल्लवादिकृतशोभाच्छेदिन् हे नरपते! यत्र दैशि सा वाणी सरस्वती रिक्तशाखिनो मुण्डितसंसारकूपवृक्षस्य कृपाणी असि-

তারপর কোনও একজন বিদ্বান্ আসিয়া বলিলেন, 'হে ভোজরাজ! তপস্যা হইতে সম্পদ্ সকল পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তুমি কল্পতরু (সকল সম্পদের দাতা; তোমার সে তপস্যা থাকা অসম্ভব। তাই বলিয়া তোমার) সে তপস্যাও কি নাই, যদ্দ্বারা চক্ষুর উপর বিচরণকারীকে দেখিতে পাইবে? (গোচারণক্ষেত্র পাইতে পার?) রাজা এই শ্লোক শুনিয়া তাঁহাকে দশটি শ্রেষ্ঠ হস্তী দিয়াছিলেন। তারপর কোনও এক ব্রাহ্মণপুত্র ভূম্ভারব করিতে করিতে আসিতেছিল। সে শব্দ শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। তাঁহাকে রাজার নিকটে আনিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, মহারাজ! তোমার দান করিবার জল সঞ্চিত হইয়া সাগর হইয়া গিয়াছে, আর সেই সমুদ্রে দরিদ্রতা ডুবিয়া মরিতেছে; কিন্তু হে মত্ত ইভ (হস্তী) দানকারিন্! তুমি সকলকেই করী দান করিতেছ; আর কেহই তাহাকে (ম্রিয়মাণ দরিদ্রতাকে বাঁচাইবার জন্য) করখানিও অবলম্বন করিতে দিতেছ না। তাই বলিতেছি 'হল ভাল'। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রিশটি শ্রেষ্ঠ হস্তী দিলেন।

"निजानपि गजान् भोजं ददानं प्रेक्ष्य पार्वती।
गजेन्द्रवदनं पुत्त्रं रक्षत्यद्य पुनः पुनः॥"

ततो राजा सप्तगजान् तस्मै ददौ॥ ४॥

ततो राजा विद्वत्कुटुम्बं तदैव पुरतः स्थितं वीक्ष्य ब्राह्मणं प्राह,—

"क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे।"

वृद्धद्विजः प्राह,—

"घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूर्जवसनं,
वने वासः कन्दादिकमशनमेवंविधगुणः।
अगस्त्यः पाथोधिं यदकृत कराम्भोजकुहरे,
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥"

स्वरूपा वर्त्तते, तव देहेऽहं वसामीति। तथाच स्मृतिः "अन्नं दद्यादन्नपूर्णा ज्ञानं दद्यात् सरस्वती। देहान्ते मुक्तिदाताऽहं काश्यां तद्भावना कुतः॥"—इति ॥ ४ ॥

তারপর কোনও এক অন্ধপণ্ডিত পত্নীর সহিত আসিয়া সেইস্থলে প্রবেশ করিলেন। তিনি 'রাজার মঙ্গল হউক' বলিয়া বলিলেন, মহারাজ! পার্ব্বতী আজ ভোজকে নিজের হস্তিসকলও দান করিতে দেখিয়া নিজ পুত্র গজাননকে বারংবার লুকাইয়া রাখিতেছেন! এই শ্লোক শুনিয়া রাজা তাঁহাকে সাতটি হস্তী দান করিয়াছিলেন॥ ৪॥

তারপর রাজা তখনই সম্মুখে বিদ্বান্ পরিবারকে উপস্থিত দেখিয়া ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বীর্য্য থাকায় মহৎদিগের কার্য্যসিদ্ধি হয়, উপকরণ থাকায় নহে' এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণ বলিলেন,—কুম্ভ হইতেছে অগস্ত্যের উৎপত্তিস্থান, পরিবার (যাহার সহিত সর্ব্বদা বসবাস করা যায়) হইতেছে বনের মৃগসকল, বসন হইতেছে ভূর্জ্জপত্র, বাস হইতেছে বনে, ফলমূলাদি হইতেছে

ततो राजा बहुमूल्यानपि षोड़शमणीन् तस्मै ददौ। ततस्तत्पत्नीं प्राह राजा,—"अम्ब! त्वमपि पठ"।

देवी—"रथस्यैकं चक्रं भुजगनमिताः सप्ततुरगा,
निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि।
रविर्यात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः,
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥"

राजा तुष्टः सप्तदशगजान् सप्तरथांश्च तस्यै ददौ। ततो विप्रपुत्रं प्राह राजा,—"विप्रसुत! त्वमपि पठ"।

विप्रसुतः—"विजेतव्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधि-
र्विपक्षः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः।
पदातिर्मर्त्त्योऽसौ सकलमवधीद्राक्षसकुलं,
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥"

ভোজ্য অন্ন, অগস্ত্য এবংবিধগুণশালী হইয়াও যে হস্তপদ্মের মধ্যে সমুদ্রকে (পানার্থ) করিয়াছিলেন; সুতরাং মহৎদিগের বীর্য্য থাকিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়, উপকরণ থাকায় নহে। রাজা শ্লোক শুনিয়া সেই ষোলটি মণি বহুমূল্য হইলেও তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। তারপর রাজা তাঁহার পত্নীকে বলিলেন, মা! তুমিও একটি পড়। দেবী পাঠ করিলেন,—সূর্য্যের রথের চক্র ত একটি, তার সাতটি ঘোটক; কিন্তু তাহারা রশ্মিস্বরূপ সর্পদ্বারা সংযত হইয়া চলিতেছে; চলিবার পথ আকাশ, তাহাতেও আশ্রয় করিবার কিছুই নাই; সারথিও আবার পদহীন; তথাপি সূর্য্য প্রতিদিন এই অপার আকাশেরও ও পারে যাইতেই আছেন; সুতরাং মহৎদিগের বীর্য্য থাকায় কার্য্যসিদ্ধি হয়, উপকরণ থাকায় নহে। এই শ্লোক শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে

তুষ্টো রাজা বিপ্রসুতায় অষ্টাদশগজেন্দ্রান্ প্রাদাৎ। ততঃ সুকুমারমনোজ্ঞনিখিলাবয়বালঙ্কৃতাং শৃঙ্গাররসোপজাতমূর্ত্তি-মিব চম্পকলতামিব লাবণ্যগাত্রযষ্টিং বিপ্রস্নুষাং বীক্ষ্য "নূনং ভারত্যাঃ কাপি লীলাকৃতিরিয়ম্" ইতি চেতসি নমস্কৃত্য রাজা প্রাহ,—"মাতঃ! ত্বমপ্যাশিষং বদ।" বিপ্রস্নুষা প্রাহ,—"দেব! শৃণু,—

ধনুঃ পৌষ্পং মৌর্ব্বী মধুকরময়ী চঞ্চলদৃশাং,
দৃশাং কোণো বাণঃ সুহৃদপি জড়াত্মা হিমকরঃ।
স্বয়ং চৈকোঽনঙ্গঃ সকলভুবনং ব্যাকুলয়তি,
ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে॥

সতরটি হস্তী এবং সাতখানি রথ দিয়াছিলেন। তারপর রাজা ব্রাহ্মণের পুত্রকে বলিলেন, ব্রাহ্মণকুমার! তুমিও পাঠ কর। ব্রাহ্মণপুত্র পাঠ করিলেন,—লঙ্কা বিজয় করিতে হইবে, সমুদ্র পদদ্বারা পার হইতে হইবে; শত্রু ত সেই ত্রিলোক-বিজয়ী পুলস্ত্যঋষির পুত্র রাবণ; আর রণক্ষেত্রে সহায় হইতেছে বানরসকল, তাহারাও আবার পদাতি (পায়ে চলা) সৈন্য, নিজেও ত মানব; কিন্তু তথাপি রামচন্দ্র সমস্ত রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন; সুতরাং মহৎদিগের কার্য্যসিদ্ধি বীর্য্য থাকায় হয়, উপকরণ থাকায় নহে। রাজা তুষ্ট হইয়া অষ্টাদশ শ্রেষ্ঠ হস্তী ব্রাহ্মণ-পুত্রকে দিয়াছিলেন। তারপর সুকুমার ও মনোহর অবয়বসকল দ্বারা বিভূষিত, শৃঙ্গাররস দ্বারা যেন সেমূর্ত্তি বিনির্ম্মিত, চম্পকলতার ন্যায় যেন দেখিতে সুঠাম, যেন সমস্ত অঙ্গই লাবণ্যধারা প্লাবিত, ব্রাহ্মণের তাদৃশ পুত্রবধূকে দেখিয়া 'নিশ্চয় সরস্বতী-দেবীর কোনও একটি লীলাবিগ্রহ ইনি' এই মনে করিয়া মনে মনে প্রণাম করিয়া রাজা বলিলেন,—মা! তুমিও আশীর্ব্বাদক একটি শ্লোক বল। ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ

चमत्कृतो राजा लीलादेवीभूषणानि सर्वाण्यादाय तस्मै ददौ, अनर्घ्यांश्च सुवर्णमौक्तिकवैदूर्यप्रवालांश्च प्रददौ ॥ ५ ॥

ततः कदाचित् सीमन्तनामा कविः प्राह,—

“पन्थाः संहर दीर्घतां, त्यज निजं तेजः कठोरं रवे !
श्रीमन् विन्ध्यगिरे ! प्रसीद सदयं सद्यः समीपे भव ।
इत्थं दूरपलायनश्रमवतीं दृष्ट्वा निजप्रेयसीं,
श्रीमन् भोज ! तव द्विषः प्रतिदिनं जल्पन्ति मूर्च्छन्ति च” ॥

বলিলেন, মহারাজ ! শ্রবণ করুন,—মদনদেবের ধনু ত পুষ্পসকলদ্বারা বিরচিত, সেই ধনুর মৌর্ব্বী (ছিলে) আবার মধুমক্ষিকাসকল দ্বারা বিনির্ম্মিত ; তাহার বাণ হইতেছে চঞ্চলনয়না যুবতীদিগের চক্ষুর কোণ (কটাক্ষ), তাঁহার সুহৃৎটিও আবার জড়দেহ চন্দ্র ; নিজেও ত একাকী. তাও আবার নিজের কোন অঙ্গই নাই—অনঙ্গ ; তিনি এরূপ হইয়াও এই চতুর্দ্দশ ভুবনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্য বলিতে হয় যে, মহৎদিগের কার্য্যসিদ্ধি বীর্য্য থাকাতেই হয়, উপকরণ থাকায় নহে। এই শ্লোক শুনিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এবং লীলাদেবীর সমস্ত অলঙ্কারগুলি লইয়া তাঁহাকে দিয়াছিলেন ; আর অমূল্য সুবর্ণ, মুক্তা, বৈদূর্য্য, ও প্রাবলসকলও তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৫।

তারপর কোনও এক সময়ে সীমন্তনামক কবি বলিয়াছিলেন, হে শ্রীমন্ মহারাজ ভোজ ! তোমার শত্রুগণ দূরদেশে পদব্রজে পলায়ন কালে উপজাত পরিশ্রম দ্বারা ক্লান্ত নিজের প্রেয়সীকে দেখিয়া বলিতেছে, হে পথ ! তোমার দীর্ঘতা তুমি পরিহার কর (পথ ! অল্প হও), হে সূর্য্য ! তোমার নিজের কঠোর তেজঃ ত্যাগ কর, (একটু ঠাণ্ডা রৌদ্র দাও), হে সর্ব্বশোভার আশ্রয় বিন্ধ্যপর্ব্বত ! তুমি দয়া করিয়া প্রসন্ন হও—এখনই নিকটে আইস ; এইরূপ জল্পনা করিতেছে, আর সেই পথিশ্রমে ক্লান্ত প্রেয়সীকে দেখিয়া মূর্চ্ছা যাইতেছে। (মহারাজ ! আপনি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী।)

तस्मिन्नेव क्षणे कश्चित् सुवर्णकारः प्रान्तेषु पद्मरागमणि-मण्डितं सुवर्णभाजनमादाय राज्ञः पुरो मुमोच। ततो राजा सीमान्तकविं प्राह,—"सुकवे! इदं भाजनं कामपि श्रियं दर्शयति।" ततः कविराह,—

"धारेश! त्वत्प्रतापेन पराभूतस्त्विषां पतिः।
सुवर्णपात्रव्याजेन देव! त्वामेव सेवते॥"

ततस्तुष्टो राजा तदेव पात्रं मुक्ताफलैरापूर्य्य प्रादात्॥ ६॥

कदाचिद्राजा मृगयारसेन पुरःपलायमानं वराहं दृष्ट्वा स्वयमेकाकितया दूरं वनान्तमासादितवान्। तत्र कञ्चन द्विज-वरमवलोक्य प्राह, "द्विजः! कुत्र गन्तासि"? द्विजः प्राह, "धारानगरम्"। भोजः प्राह,—"किमर्थम्?" द्विजः प्राह,—"भोजं द्रष्टुं द्रविणेच्छया, स पण्डिताय दत्ते, अहमपि मूर्त्तं

এই শ্লোক পাঠ করার সমসময়েই কোনও এক স্বর্ণকার প্রান্তভাগে পদ্মরাগ (চুণী) দ্বারা অলঙ্কৃত একখানি স্বর্ণপাত্র লইয়া রাজার সম্মুখে রাখিল। তাহা দেখিয়া রাজা সীমন্তকবিকে বলিলেন, সুকবে! এই পাত্রটি কি আশ্চর্য্য শোভাই দেখাইতেছে! কবি তাহা শুনিয়া বলিলেন,—হে ধারাধিপতি মহারাজ! তোমার প্রতাপের তীক্ষ্ণতায় পরাজিত হইয়া সূর্য্যদেব সমস্ত দীপ্তির স্বামী হইলেও সুবর্ণ-পাত্রের ছলে তোমাকেই সেবা করিতেছেন। (আমি মনে করিতেছি এটি তোমার কীর্ত্তির পরিচায়ক।) রাজা ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইলেন, এবং সেই পাত্র মুক্তাদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহাকে দান করিলেন॥ ৬॥

কোনও একসময়ে রাজা মৃগয়া করিতে যাইয়া সম্মুখ দিয়া একটি পলায়মান শূকর দেখিলেন, এবং মৃগয়ার অত্যন্ত আসক্ত বলিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া নিজে

न याचे।" भोजः प्राह, "विप्र! तर्हि त्वं विद्वान् कविर्वा"। द्विजः प्राह,—"महाभाग! कविरहम्।" भोजः प्राह,—"तर्हि किमपि पठ"। द्विजः प्राह,—"भोजं विना मत्पद-सरणिं न कोऽपि जानाति"। राजा प्राह,—"ममाप्यमरवाणी-परिज्ञानमस्ति, राजा च मयि स्निह्यति, त्वद्गुणञ्च श्रावयि-ष्यामि, किमपि कलाकौशलं दर्शय"। विप्रः वदति—"किं वर्णयामि?" राजा, "कलमानेतान् वर्णय।" विप्रः प्राह,—

"कलमाः पाकविनम्राः मूलतलाघ्राणसुरभिकह्लाराः।
पवनाकम्पितशिरसः प्रायः कुर्वन्ति परिमलश्लाघाम्॥"

একাকীই সেই দূর বনের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলেন। সেখানে কোনও একজন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—ওহে ব্রাহ্মণ! কোথায় যাইবে? ব্রাহ্মণ বলিল,—ধারানগরে। ভোজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিজন্য? ব্রাহ্মণ বলিল, ধনের আশায় রাজাকে দেখিতে। তিনি পণ্ডিতকে ধন দিয়া থাকেন। আমিও মূর্খের নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না। ভোজ বলিলেন, ওহে ব্রাহ্মণ! তাহা হইলে তুমি বিদ্বান্, না কবি? ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাভাগ! আমি কবি। রাজা—তবে কিছু পাঠ করুন। ব্রাহ্মণ—ভোজ বিনা অন্য কেহই আমার পদের অর্থ বুঝিতে পারিবে না। রাজা—আমারও দেবভাষা জানা আছে। আর রাজাও আমাকে খুব ভাল বাসেন, স্নেহ করিয়া থাকেন। তোমার গুণের কথাও রাজাকে শুনাইব। কিছু কলাকৌশল দেখাও না? ব্রাহ্মণ—কি বর্ণনা করিব? রাজা—এই কলমগুলিকে বর্ণনা কর। ব্রাহ্মণ—এই শালিধান্যসকল পাকিয়া যে মস্তক অবনত করিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, মূলতলে (গোড়ায়) অবস্থিত সুরভি কহ্লার আঘ্রাণ করিয়া পবনদ্বারা ঈষৎ কম্পিত মস্তকে যেন তাহার গন্ধের শ্লাঘা করিতেছে। (যেন বলিতেছে—'না—

রাজা তস্মৈ সর্বাভরণাত্যুত্তার্য্য দদৌ। ততঃ কদাচিৎ কুম্ভকারবধূ রাজগৃহমেত্য দ্বারপালং প্রাহ, "দ্বারপাল! রাজা দ্রষ্টব্যঃ।" স আহ, "কিং তে রাজ্ঞা কার্য্যম্?" সা চাহ "ন তেঽভিধাস্যামি, নৃপাগ্র এব কথয়ামি।" স সভায়ামাগত্য প্রাহ, "দেব কুম্ভকারপ্রিয়া কাচিদ্রাজ্ঞো দর্শনকাঙ্ক্ষিণী। ন বক্তি মৎপুরঃ কার্য্যং, ত্বৎপুরতঃ কথয়িষ্যতি।" রাজা প্রাহ—"প্রবেশয়"। সা চাগত্য নমস্কৃত্য বক্তি,—

"দেব! মৃৎখননাদ্দৃষ্টং নিধানং বল্লভেন মে।
স পশ্যন্নেব তত্রাস্তে, ত্বাং জ্ঞাপয়িতুমভ্যগাম্।"

রাজা চ চমৎকৃতো নিধানকলশমানয়ামাস। তদ্দ্বারমুদ্ঘাট্য যাবৎ পশ্যতি রাজা, তাবত্তদন্তর্বর্ত্তি দ্রব্যং মণি-

---

না,—এমন গন্ধ আর নাই।') এই শ্লোক শুনিয়া রাজা তাঁহাকে নিজের সমস্ত আভরণ খুলিয়া দিয়াছিলেন।

তার পর কোনও একসময়ে একটি কুম্ভকারবধূ রাজবাটী আসিয়া দ্বারপালকে বলিয়াছিল। ওহে দ্বারপাল! রাজাকে দেখিতে চাই। সে বলিল,—রাজায় তোমার কি কাজ? সেই বধূ বলিল,—আমি তোমার নিকট বলিব না। রাজার সম্মুখে বলিব। দ্বারপাল সভায় আসিয়া বলিল, মহারাজ! কোনও একটি কুম্ভকারের স্ত্রী রাজার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিল; কিন্তু আমার নিকট তাহার কার্য্যের কথা বলিতে চাহিল না। আপনার নিকটে বলিবে। রাজা—প্রবেশ করাও। সে স্ত্রী আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—মহারাজ! আমার স্বামী মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটি নিধান কলস (পোতা টাকার কলসী) দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি তাহা দেখিতেই সেখানে থাকিলেন, আমি তোমাকে জানাইতে আসিলাম। রাজা এই

প্রভামণ্ডলমালোক্য কুম্ভকারং পৃচ্ছতি, "কিমেতৎ, কুম্ভকার?" স চাহ,—

"রাজচন্দ্রং সমালোক্য ত্বাং তু ভূতলমাগতম্।
রত্নশ্রেণিমিষাদস্যে নক্ষত্রাণ্যভ্যুপাগমন্॥"

রাজা কুম্ভকারমুখাৎ শ্লোকং লোকোত্তরমাকর্ণ্য চমৎকৃতঃ তস্মৈ সর্বং দদৌ॥ ৭॥

ততঃ কদাচিদ্রাজা রাত্রাবেকাকী সর্বতো নগরচেষ্টিতং পশ্যন্ পৌরগিরমাকর্ণয়ন্ চচার। তদা ক্বচিদ্বৈশ্যগেহে বৈশ্যঃ স্বপ্রিয়াং প্রাহ, "প্রিয়ে! রাজা স্বল্পদানরতোঽপি উজ্জয়িনীনগরাধিপতের্বিক্রমার্কস্য দানপ্রতিষ্ঠাং কাঙ্ক্ষতে, সা কিং ভোজেন প্রাপ্যতে? কৈশ্চিৎ স্তোত্রপরায়ণৈর্ময়ূরাদিকবিভির্মহিমানং প্রাপিতো ভোজঃ; পরন্তু ভাজো ভোজ এব। প্রিয়ে! শৃণু,—

কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সেই নিধানকলসী আনাইয়াছিলেন। তাহার মুখ খুলিয়া যেমন দেখিবেন, আর অমনই তাহার মধ্য স্থিত মণিক্যসকলের প্রভামণ্ডল দেখিতে পাইয়া কুম্ভকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কুম্ভকার! এ সকল কি? কুম্ভকার বলিল,—ভূতলে আগত রাজচন্দ্র তুমি, তোমাকে দেখিয়া নক্ষত্রসকল রত্নশ্রেণীর ছলে মনে হয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাজা কুম্ভকারের মুখে লোকোত্তর (অপূর্ব্ব) শ্লোক শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং সে সকলই তাহাকে দিলেন॥ ৭॥

তারপর রাজা কোনও একদিন রাত্রে একাকী চারিদিকে বেড়াইয়া নগরের লোকেরা কে কিরূপভাব প্রকাশ করে, ইহা জানিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক-বাড়ীতে কথাবার্ত্তা বলাবলি করিতে শুনিতে পাইয়াছিলেন। সেই সময়ে কোনও

आबद्धकृत्रिमसटाजटिलांसभित्ति-,
रारोपितो यदि पदं मृगवैरिणः श्वा ।
मत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य,
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ? ॥

राजा श्रुत्वा विचारितवान्, असौ सत्यमेव वदति । ततः पुनः पुनर्वदन्तं शृणोति,—

"आपन्न एव पात्रं देहीत्युच्चारणं न वैदुष्यम् ।
उपपन्नमेव देयं त्यागस्ते विक्रमार्क किन्नु वर्ण्यः ॥
विक्रमार्क ! त्वया दत्तं श्रीमन् ! ग्रामशताष्टकम् ।
अर्थिने द्विजपुत्राय भोजे त्वन्महिमा कुतः ॥

এক বৈশ্য নিজের স্ত্রীকে বলিতেছে,—প্রিয়ে! ভোজরাজ অন্নদানে নিযুক্ত থাকিয়াও উজ্জয়িনীনগরের অধিপতি বিক্রমার্কের দানযশের ন্যায় নিজের দানযশের প্রতিপত্তি কামনা করিতেছেন। সে প্রতিষ্ঠা কি ভোজ পাইতে পারেন? ময়ুরাদি কতকগুলি স্তোত্রপরায়ণ কবিদ্বারা বর্ণনায় মহিমা লাভ করিলেও ভোজ ভোজই আছেন। শোন প্রিয়ে! শোন—কৃত্রিম জটা জুড়িয়া স্কন্ধদেশ জটিল করিয়া যদি কুক্কুরকে মৃগবৈরী সিংহের পদে আরোহণ করান যায়, তাহা হইলে সে মত্ত হস্তীর কুম্ভস্থল পাটন করিতে সক্ষম মৃগাধিপতি সিংহের নাদ কি করিয়া করিবে? রাজা শুনিয়া বিচার করিয়াছিলেন, এ ত সত্যই বলিতেছে। তারপর সে বরাবর বলিতে লাগিল, রাজা শুনিলেন—হে বিক্রমার্ক! তোমার দান কি করিয়া বর্ণনীয় হইবে? কারণ, যে তোমার নিকট উপস্থিত হইত, সে-ই তোমার দানের পাত্র ছিল। 'দাও' এই কথা উচ্চারণ করানতে যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়, তাহা তোমার ছিল না। তোমার দানের সময় যাহা যাহা মনে পড়িত, তাহাই তোমার দেয় ছিল। হে বিক্রমার্ক! একদা এক ব্রাহ্মণপুত্র তোমার নিকট আপনাকে প্রার্থী জানাইয়া

प्राप्नोति कुम्भकारोऽपि महिमानं प्रजापतेः।
यदि भोजोऽप्यवाप्नोति प्रतिष्ठां तव विक्रम !!"

राजाऽचिन्तयत्—"लोके सर्व्वोऽपि जनः स्वगृहे निःशङ्कं सत्यं वदति। मया वा अन्येन वा सर्वथा विक्रमार्कप्रतिष्टा न शक्या प्राप्तुम्" ॥ ८ ॥

अथ कदाचित् कश्चित् कविः राजद्वारं समागत्याह, "राजा द्रष्टव्यः" इति। ततः प्रवेशितो राजानं "स्वस्ति" इत्युक्त्वा तदाज्ञयोपविष्टः पठति,—

"कविषु वादिषु भोगिषु देहिषु,
द्रविणवत्सु सतामुपकारिषु।
धनिषु धन्विषु धर्म्मधनेष्वपि,
क्षितितले न हि भोजसमो नृपः॥

ছিল, তুমি তাহাকে আটশত গ্রাম দান করিয়াছিলে; সুতরাং ভোজ যদি তোমার প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে কুম্ভকারও বিশ্ববিধাতার মহিমা পাইতে পারে। রাজা স্বগত বলিলেন,—লোকে দেখা যায়, সকল লোকই নিজের বাটীতে নিঃশঙ্কভাবে সত্য বলিয়া থাকে। আমি, বা অন্য, কেহই বিক্রমার্কের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি কোনও প্রকারে লাভ করিতে পারে না। ৮।

তারপর কোনও একদিন কোনও এক কবি রাজদ্বারে আসিয়া বলিয়াছিলেন, রাজাকে দেখিতে চাই। তারপর দ্বারপাল কর্তৃক প্রবেশিত হইয়া রাজার মঙ্গল হউক বলিয়া রাজার আজ্ঞাক্রমে উপবেশন করিলেন, এবং পাঠ করিলেন,—কবির মধ্যে, বাদীর (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছায় যাহারা বিচার করে, তাহারা বাদী) মধ্যে, ভোগীর মধ্যে, শরীরধারীদিগের মধ্যে, ধনবান্‌দিগের মধ্যে, সাধুদিগের মধ্যে, উপকারকারীদিগের মধ্যে, উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে, এবং ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভূতলে

राजा तस्मै लक्षं प्रादात्। सर्वाभरणान्युत्तार्य्य तस्य तुरगं ददौ।

ततः कदाचिद्राजा क्रीड़ोद्यानं प्रस्थितो मध्येमार्गे कामपि मलिनांशुकवसनां सुलोचनां लोचनाभ्याम् आलोक्य पप्रच्छ, "का त्वं पुत्रि ?" सा च तं श्रीभोजभूपालं सुखश्रिया विदित्वा प्राह,—"नरेन्द्र ! लुब्धकवधू।" हर्षसम्भृतो राजा तस्याः पट्प्रबन्धानुबन्धेनाह, "हस्ते किमेतत् ?" सा चाह,—"पलम्।" राजाह, "क्षामं किम् ?" सा चाह,—

"सहजं ब्रवीमि नृपते ! यद्यादरात् श्रूयते।
गायन्ति त्वदरिप्रियाश्रु-तटिनीतीरेषु सिद्धाङ्गना-,
गीतान्धा न तृणं चरन्ति हरिणास्तेनामिषं दुर्बलम्॥"

ভোজরাজের ন্যায় রাজা নাই। রাজা তাঁহাকে লক্ষমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। আর অঙ্গ হইতে খুলিয়া সকল আভরণ ও একটি অশ্ব তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

তারপর কোনও একদিন রাজা ক্রীড়াকাননে গিয়াছিলেন। যাইবার সময় পথের মধ্যে মলিন-সূক্ষ্ম-বসন পরিধানা, তীক্ষ্ণরশ্মি তপনদেবের কিরণে বিদগ্ধ-মুখপদ্মা, সুলোচনা কোনও এক ব্যাধবধূকে দুই নয়ন ভরিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে ! তুমি কে ? সেই ব্যাধবধূ মুখের শোভায় তাঁহাকে ভোজরাজ জানিতে পারিয়া তুষ্ট হইয়া বলিল,—নরেন্দ্র ! আমি ব্যাধবধূ। হর্ষপ্লুত (আহ্লাদে আট খানা হইয়া) রাজা তাহার কবিতার কৌশলে নিজের কবিতা-কৌশল মিলাইয়া বলিলেন—হস্তে কি এটা ? সে কহিল, মাংস। রাজা বলিলেন—ক্ষীণ কেন ? (শুষ্ক শুষ্ক কেন ?)। সে বলিল, মহারাজ ! সত্য বলি, যদি আদর

রাজা তস্মৈ প্রত্যক্ষরং লক্ষং প্রাদাৎ ॥ ৯ ॥

ততো গৃহমাগত্য গবাক্ষে উপবিষ্টঃ। তত্র চাসীনং ভোজং দৃষ্ট্বা রাজবর্ত্মনি স্থিত্বা কশ্চিদাহ,—"দেব সকলমহীপাল! আকর্ণয়,—

> ইতশ্চৈতশ্চাদ্ভির্বিঘটিততটঃ সেতুরুদরে,
> ধরিত্রী দুর্লঙ্ঘ্যা বহুলহিমপঙ্কো গিরিরয়ম্।
> ইদানীং নির্বৃত্তে করিতুরগনীরাজনবিধৌ,
> ন জানে যাতারস্তব চ রিপবঃ কেন চ পথা ॥"

তুষ্টো ভোজো বর্ত্মনি স্থিতায়ৈব তস্মৈ বংশ্যান্ পঞ্চগজান্ দদৌ।

করিয়া শ্রবণ করেন। তোমার শত্রুর প্রেয়সীদিগের অশ্রু দ্বারা গজাত নদীর তীরে বসিয়া সিদ্ধযুবতীরা গান করে। হরিণ সকল সেই গানে মুগ্ধ হইয়া তৃণ খায় না। সেইজন্য এই মাংস এত ক্ষীণ হইয়াছে। রাজা তাহার প্রত্যেক অক্ষরে লক্ষমুদ্রা করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোনও এক সময়ে রাজা গবাক্ষদ্বারে উপবেশন করিয়াছিলেন। ভোজকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া কেহ বলিয়াছিল,—মহারাজ! আপনি সকলপৃথিবীর অধিশ্বর। শ্রবণ করুন,—সমুদ্রের মধ্যে সেতু আছে সত্য; কিন্তু সমুদ্রের জলে তাহার এদিক ওদিকের তটভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই পৃথিবীও (ভারতবর্ষ) দুর্লঙ্ঘ্য; কারণ, ইহার মধ্যে হিমপঙ্কে পরিপূর্ণ এই পর্ব্বত (হিমালয় প্রাচীরের ন্যায়) রহিয়াছে। এইজন্য তোমার হস্তী ও ঘোটকের নীরাজনোৎসব (অশ্বগজাদির পূজা-বিশেষ) সম্পাদিত হইলে পর, জানি না এখন তোমার শত্রুসকল কোন্ পথ দিয়া

কদাচিদ্রাজা মৃগয়ারসপরাধীনো হয়মারুহ্য প্রতস্থে।

'ততো নদীং সমুত্তীর্ণং শিরস্যারোপিতেন্ধনম্।

বেষেণ ব্রাহ্মণং জ্ঞাত্বা রাজা পপ্রচ্ছ সত্বরম্॥'

"কিয়ন্মাত্রং জলং বিপ্র!"

স আহ,—"জানুদঘ্নং নরাধিপ"।

চমৎকৃতো রাজাহ,—"ঈদৃশী কিমবস্থা তে?"

স আহ,—"ন হি সর্বে ভবাদৃশাঃ॥"

রাজা প্রাহ কুতূহলাৎ "বিদ্বন্! যাচস্ব কোশাধিকারিণং লক্ষং দাস্যতি মদ্বচসা।" ততো বিদ্বান্ কাষ্ঠং ভূমৌ নিক্ষিপ্য কোশাধিকারিণং গত্বা প্রাহ, "মহারাজেন প্রেষিতোঽহং লক্ষং মে দীয়তাম্।" ততঃ স হসন্নাহ,—"বিপ্র! ভবন্মূর্ত্তির্লক্ষং নার্হতি।"

চলিয়া যাইবে। ভোজ তুষ্ট হইয়া পথে অবস্থিত তাহাকে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ হস্তী দান করিয়াছিলেন।

কোনও এক সময়ে রাজা মৃগয়াসক্তির বশীভূত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। তারপর দেখিলেন একজন মস্তকে কাষ্ঠ লইয়া নদী পার হইতেছে। বেশ দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারিয়া রাজা শীঘ্রই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রাহ্মণ! এখানে কি পরিমাণ জল? সে বলিল,—নরেশ্বর! জানু (হাঁটু) পরিমাণ। রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—তোমার অবস্থা এরূপ কেন? সে বলিল,—ভবাদৃশ ত সকলে নহে। রাজা কুতূহলবশতঃ বলিলেন,—বিদ্বন্! কোষাধিকারীর নিকট প্রার্থনা কর গিয়া। আমার কথার লক্ষ-মুদ্রা তোমাকে দিবে। তারপর সেই বিদ্বান্ কাষ্ঠ ভূমিতে ফেলিয়া কোষাধিকারীর নিকট গিয়া বলিয়াছিল, মহারাজ আমাকে পাঠাইয়াছেন। লক্ষমুদ্রা আমায় দাও। কোষাধিকারী হাসিয়া বলিল,—ব্রাহ্মণ! আপনার এ মূর্ত্তি লক্ষ পাইবার যোগ্য নয়।

ततो विषादी स राजानमित्याह, "स पुनर्हसति, देव! नार्पयति।" राजा कुतूहलादाह,—"लक्षद्वयं प्रार्थय, दास्यति।" पुनरागत्य विप्रः "लक्षद्वयं देयम्" इति राज्ञोक्तमित्याह। स पुनर्हसति। पुनरपि भोजं प्राप्याह, "स पापिष्ठो मां हसति, नार्पयति।" ततः कौतूहली लीलानिधिर्महीं शासन् श्रीभोजराजः प्राह, "विप्र! लक्षत्रयं याचस्व, अवश्यं स दास्यति।" पुनरेत्य प्राह, "राजा मे लक्षत्रयं दापयति।" स पुनर्हसति। ततः क्रुद्धो विप्रः पुनरेत्याह, "देव! स नार्पयत्येव।

राजन्! कनकधाराभिस्त्वयि सर्वत्र वर्षति।
अभाग्यच्छत्रसंच्छन्ने मयि नायान्ति विन्दवः॥
त्वयि वर्षति पर्जन्ये सर्वे पल्लविता द्रुमाः।
अस्माकमर्कवृक्षाणां पूर्वपत्रेषु संशयः॥

সে কথা শুনিয়া বিষণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে বলিল,—মহারাজ! সে হাসিল, দিল না। কুতূহলবশতঃ রাজা বলিলেন,—দুইলক্ষ প্রার্থনা কর, দিবে। আবার আসিয়া ব্রাহ্মণ বলিল,—লক্ষদ্বয় দিবে, এই কথা রাজা বলিয়াছেন। সে কোষাধিকারী আবার হাসিল। ব্রাহ্মণ আবারও ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে বলিল,—সে পাপিষ্ঠ আমাকে দেখিয়া হাসিল, দিল না। তারপর কৌতূহলের বশীভূত হইয়া লীলানিধি শ্রীমান্ ভোজরাজ পৃথিবীর শাসন করিতে উপস্থিত বলিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ! তিন লক্ষ প্রার্থনা কর। অবশ্য সে দিবে। তিনি আবার আসিয়া বলিলেন, রাজা আমাকে তিনলক্ষ মুদ্রা দিতে বলিলেন। কোষাধিকারী আবারও হাসিল। তারপর ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মহারাজ! সে দিলই না। মহারাজ! তুমি সর্ব্বত্র স্বর্ণধারায় বর্ষণ করিতেছ;

একমস্য পরমৈকমুদ্যমং, নিষ্ফলত্বমপরস্য বস্তুনঃ।
নিত্যমুগ্রমহসা নিরস্যতে, নিত্যমন্ধতমসং প্রধাবতি ॥"

ততো রাজা প্রাহ,—

"ক্রোধং মা কুরু মদ্বাক্যাদ্গত্বা কোশাধিকারিণম্।
লক্ষত্রয়ং গজেন্দ্রাশ্চ দশ গ্রাহ্যা ত্বয়া দ্বিজ!" ॥

ততস্ত্বঙ্গরক্ষকং প্রেষয়তি। ততঃ কোশাধিকারী ধর্মপত্রে লিখতি,—

'লক্ষং লক্ষং পুনর্লক্ষং মত্তাশ্চ দশ দন্তিনঃ।
দত্তা ভোজেন তুষ্টেন জানুদঘ্নপ্রভাষণাৎ' ॥ ১০ ॥

কিন্তু আমি অভাগ্যরূপ ছত্রদ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া দুইচারি বিন্দুও আমার নিকট পড়িল না। তুমি গর্জ্জনের ন্যায় বর্ষণ করিলে সকল বৃক্ষই পল্লবপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু আমরা অর্কবৃক্ষের ন্যায় বলিয়া আমাদিগের পূর্ব্বপর্ণের উপরও সংশয় উপস্থিত (থাকে কি, না)। উগ্রতেজা আপনি ইহার একটী উদ্যমকে নিরস্ত করিতেছেন, সে অপর একটি উদ্যমকে প্রাপ্ত হইতেছে; সুতরাং ছোট বস্তুর কি নির্লজ্জ ব্যবহার! ইহা হওয়াও উচিত; উগ্রতেজা সূর্য্য নিত্যই তীক্ষ্ণ করে অন্ধকারকে বিনষ্ট করেন; কিন্তু সে প্রত্যহই তীব্রবেগে আসিয়া উপস্থিত হয়। তারপর রাজা বলিয়াছিলেন,—ক্রোধ করিও না। আমার বাক্যে কোষাধিকারীর নিকট গিয়া তিনলক্ষ মুদ্রা ও শ্রেষ্ঠ হস্তী দশটি তুমি নিজে লইবে। এই কথা বলিয়া একজন অঙ্গরক্ষককে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই সকল লইয়া গেলে কোষাধিকারী ধর্ম্মপত্রে লিখিলেন,—একবার একলক্ষ, আর বার আর একলক্ষ, আর এক বার আর একলক্ষ, শেষবার দশটি মত্তহস্তী, এই তিন লক্ষ মুদ্রা ও দশটি মত্তহস্তী একমাত্র 'জানুদঘ্ন' শব্দবলায় তুষ্ট হইয়া রাজা ভোজ ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

ততঃ সিংহাসনমলঙ্কুর্বাণে শ্রীভোজনৃপতৌ দ্বারপাল আগত্য প্রাহ, "রাজন্! কোঽপি শুকদেবনামা কবিঃ দারিদ্র্য-বিড়ম্বিতো দ্বারি বর্ত্ততে।" রাজা বাণং প্রাহ—"পণ্ডিতবর! তত্ত্বং বিজানাসি? বাণঃ প্রাহ—"দেব! শুকদেবপরিজ্ঞান-সামর্থ্যাভিজ্ঞঃ কালিদাস এব, নান্যঃ।" রাজা প্রাহ—"সুকবে! সখে কালিদাস! কিং বিজানাসি শুকদেবকবিম্?" প্রাহ কালিদাসঃ,—"দেব!

সুকবিদ্বিতয়ং জানে নিখিলেঽপি মহীতলে।
ভবভূতিঃ শুকশ্চায়ং বাল্মীকিস্ত্রিতয়োঽনয়োঃ॥"

ততো বিদ্বদ্বৃন্দবন্দিতা সীতা প্রাহ,—

"কাকাঃ কিং কিং ন কুর্বন্তি ক্রোঙ্কারং যত্র তত্র বা।
শুক এব পরং বক্তি নৃপহস্তোপলালিতঃ॥"

ততো ময়ূরঃ প্রাহ,—

এইরূপে শ্রীমান্ ভোজরাজ সিংহাসন অলঙ্কার করিতে থাকিলে এক সময়ে দ্বারপাল আসিয়া বলিল,—মহারাজ! শুকদেব নামে কোনও এক কবি দারিদ্র্য দুঃখে বিড়ম্বনা পাইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা বাণকে বলিলেন,—পণ্ডিতবর! হে সুকবে! ইঁহার স্বরূপ জান কি? বাণ বলিলেন,—শুকদেব কবির স্বরূপ জানিবার শক্তির সহিত পরিচিত একমাত্র কালিদাস, অন্য কেহ নহে। রাজা বলিলেন,—হে সুকবে! সখে কালিদাস! শুকদেব কবিকে কি ভাল করিয়া জান? কালিদাস বলিলেন,—মহারাজ! সমগ্র পৃথিবীতলে সুকবি দুইটিকে জানি এক ভবভূতি, আর এই শুকদেব; আর এই দুই সুকবির ত্রিতয় হইতেছেন বাল্মিকি। এই কথা শুনিয়া পণ্ডিতদিগের বন্দনীয় সীতাদেবী বলিলেন,—

"অপৃষ্টস্তু নরঃ কিঞ্চিৎ যো ব্রূতে রাজসংসদি।
ন কেবলমসম্মানং লভতে চ বিড়ম্বনাম্॥

দেব! তথাপ্যুচ্যতে,

কা সভা? কিং কবিজ্ঞানং? রসিকাঃ কবয়শ্চ কে?
ভোজ! কিং নাম তে দানং? শুকস্তুষ্যতি যেন সঃ॥

তথাপি ভবনদ্বারমাগতঃ শুকদেবঃ সভায়ামানেতব্য এব।" তদা রাজা বিচারয়তি "শুকদেবসামর্থ্যং শ্রুত্বা হর্ষবিষাদয়োঃ পাত্রমাসীৎ, মহাকবিরবলোকিত ইতি হর্ষঃ, অস্মৈ সৎকবিকোটিমুকুটমণয়ে কিং নাম দেয়মিতি চ বিষাদঃ। ভবতু দ্বারপাল! প্রবেশয়"। তত আয়ান্তং শুকদেবং দৃষ্ট্বা রাজা

কাকসকল কি কি না করে? যেখানে সেখানে কি ক্রোঙ্কার (কা-কা রব) করে না? কিন্তু শুক নরপতির হস্তে লালিতপালিত হইয়া থাকে, এবং উৎকৃষ্ট পাঠও করে। সে কথা শুনিয়া ময়ূর বলিলেন,—রাজসভার মধ্যে অজিজ্ঞাসিত হইয়াও যে মানব কিছুমাত্রও বলে, সে যে কেবল অসম্মান লাভ করে, তাহা নহে, বিড়ম্বনাও ভোগ করে। মহারাজ! তথাপি বলা যাইতেছে,—একি সভা, না এই কবিদিগের জ্ঞান কবিদিগেরই জ্ঞান? কাহারাই বা রসিককবি? হে ভোজ! তোমার দানই বা কি, যদ্দারা সেই শুক পরিতুষ্ট হইবেন? তথাপি বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া শুকদেবকে সভায় আনয়ন করিতেই হইবে। তখন রাজা বিচার করিতে লাগিলেন,—আমার আত্মা শুকদেবের সামর্থ্য শুনিয়া হর্ষ ও বিষাদের পাত্র হইয়াছে। মহাকবি দেখিতে পাওয়া গেল, এই জন্য হর্ষ; এই কোটি কোটি সৎকবির মুকুটমণিকে দেয় আমার এমন কি আছে? এইজন্য বিষাদ। তা হউক, দ্বারপাল! প্রবেশ করাও। তারপর শুকদেবকে আসিতে

सिंहासनादुदतिष्ठत्। सर्वे पण्डितास्तं शुकदेवं प्रणम्य सविनयमुपवेशयन्ति। स च राजा तं सिंहासने उपवेश्य स्वयं तदाज्ञयोपविष्टः। ततः शुकदेवः प्राह, "देव धारानाथ! श्रीविक्रमनरेन्द्रस्य या दानलक्ष्मीः, त्वामेव सेवते, देव! मालवेन्द्र एव धन्यो नान्ये भूभुजः, यस्य ते कालिदासादयो महाकवयः सूत्रबद्धाः पक्षिण इव निवसन्ति।" ततः पठति,—

"प्रतापभीत्या भोजस्य तपनो मित्रतामगात्।
और्व्वो वाड़वतां धत्ते तड़ित् चञ्चलतां गता॥" ११॥

प्रतापेति। भोजस्य प्रतापभीत्या प्रतापस्य चमतायाः प्राखर्य्येण अत्युग्रप्रभावस्य प्रतापस्य भीत्या भयेन तपनः दिव्यो वह्निः सूर्य्यः मित्रतां मित्रनाम अगात् प्राप्तवान् श्लेषात् तापकारी शत्रुरपि बन्धुतां गतः। तथा तपनः तापकारकः सूर्य्यः मित्रतां गतः, न च त्वद्राज्ये कश्चिदपि तापयति। त्वं जितमार्त्तण्डतेजा असि इति भावः। किञ्च और्व्वः पृथिवीजातो भौमो वह्निरपि वाड़वतां वड़वानलतां समुद्रान्तःप्रविष्टरूपत्वं धत्ते धारयति। श्लेषात् वड़वाजातविग्रहं घोटकरूपं धृत्वा त्वामुपास्ते प्रताप-

দেখিয়া রাজা সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সকল পণ্ডিতেরাই বিনয়-সহকারে শুকদেবকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করাইলেন। সেই রাজাও তাঁহাকে নিজ সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া নিজে তাঁহার আজ্ঞায় উপবেশন করিলেন। তারপর শুকদেব বলিলেন, মহারাজ! আপনি ধারার স্বামী; সেইজন্য শ্রীমান্ বিক্রমনরপতির যে দানলক্ষ্মী, তিনি তোমাকেই সেবা করিতেছেন। মহারাজ! মালবাধিপতিই ধন্য, অন্য রাজারা অধন্য; যেহেতু কালিদাসাদি মহাকবিসকল সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় এখানে নিবাস করিতেছেন। সেইজন্যই একটি শ্লোক পাঠ করি,—

ভোজের অত্যুগ্রপ্রতাপের তাপের ভয়ে ভীত হইয়া স্বভাবতঃ তপনস্বভাব সূর্য্যও মিত্রতা স্বীকার করিয়াছেন, তাপপ্রদ শত্রুরাও পূর্ব্বেই মিত্রতা স্বীকার

রাজাহ,—"তিষ্ঠ সুকবে! নাপরঃ শ্লোকঃ পঠনীয়ঃ।"
'সুবর্ণকলশং প্রাদাৎ দিব্যমাণিক্যসম্ভৃতম্।
ভোজঃ শুকায় সন্তুষ্টো দন্তিনশ্চ চতুঃশতম্॥'

ইতি পুণ্যপত্রে লিখিত্বা সর্ব দত্ত্বা কোশাধিকারী শুকং প্রস্থাপয়ামাস। রাজা স্বদেশং প্রতি গতং শুকং জ্ঞাত্বা তুতোষ। সা চ পরিষৎ সন্তুষ্টা।

অন্যদা বর্ষাকালে বাসুদেবো নাম কবিঃ কশ্চিদাগত্য রাজানং দৃষ্টবান্। রাজা প্রাহ,—"সুকবে! পর্জন্যং পঠ।" ততঃ কবিরাহ,—

ভবেন। তড়িৎ বিদ্যুৎ নামসৌ বহ্নিঃ চপলিকানাং ক্ষণস্থায়িনাং ক্ষণিকত্বতাং গতা প্রাপ্তা স্থাতুমশক্তা। অহো ভবান্ মহাপ্রতাপশালীতি কিং বর্ণনয়া ইতি ভাবঃ॥১১॥

করিয়াই বসিয়াছে। আর পৃথিবীজাত অগ্নি ভোজের প্রতাপের অত্যুগ্র তাপের ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্রগর্ভে লুকাইয়া বাড়বরূপ ধারণ করিয়াছে; কেবল তাহাই নহে, ভোজের ঘোটকীর গর্ভে জন্মিয়া ঘোটকের কার্য্য করিতেও সম্মত হইয়াছে। আর বিদ্যুৎ ভয়ে ক্ষণকালের জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; কারণ, অধিকক্ষণ থাকিলে দগ্ধ হইয়া মরিয়াই যাইবে, তাহার ভয় অতি প্রবল। (মহারাজ! আপনি মহা-প্রতাপশালী। আপনার বর্ণনা আর কি করিব?)॥ ১১॥

রাজা বলিলেন,—হে সুকবে! থাক, আর অপর শ্লোক পাঠ করিবেন না। ইহার পরে—'অপূর্ব্ব জ্যোতিষ্মান্ মাণিক্য (পদ্মরাগ, চুনি) পরিপূর্ণ সুবর্ণকলসী, এবং চারিশত হস্তী সন্তুষ্ট হইয়া ভোজ শুকদেবকবিকে দিয়াছিলেন' কোষাধিকারী এই সমস্ত দিয়া পুণ্যপত্রে এই শ্লোক লিখিয়া শুকদেবকবিকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। শুকদেবকবি স্বদেশের অভিমুখে গমন করিয়াছেন জানিয়া রাজা পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। আর সেই পরিষদ্‌ও সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

"नो चिन्तामणिभिर्न कल्पतरुभिर्नो कामधेन्वादिभि-,
र्नो देवैश्च परोपकारनिरतैः स्थूलैर्न सूक्ष्मैरपि ।
अम्भोदेह निरन्तरं जलभरैस्तामुर्वरां सिञ्चता,
धौरेयेण धुरं त्वयाऽद्य वहता मन्ये जगज्जीवति ॥"

राजा लक्षं ददौ ॥ १२ ॥

कदाचिद्राजानं निरन्तरं दीयमानमालोक्य मुख्यामात्यो वक्तुमशक्तो राज्ञः शयनभवनभित्तौ व्यक्तान्यक्षराणि लिखितवान्,—

অন্য এক সময় বর্ষাকালে বাসুদেবনামক কোনও এক কবি আসিয়া রাজাকে দেখিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—হে সুকবে! পর্জ্জন্যকে অবলম্বন করিয়া একটি শ্লোক পাঠ কর। সেই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—

नो चिन्तेति । हे अम्भोद मेघ ! इह वर्षासु जलभरैर्जलराशिभिः निरन्तरं तां निदाघे मृतप्रायां उर्वरां पृथ्वीं सिञ्चता प्लापयता धुरं भारं जीवनभारं वहता धारयता धौरेयेण भारवाहिना नृपादीनां श्रेष्ठेन त्वया, श्रीपात् भोजेन, अद्य जगत् प्राणिजातं मन्ये जीवति प्राणिति सुखं भवतीत्युत्प्रेक्षा ॥ १२ ॥

বহু চিন্তামণি দ্বারা নয়, বহু কল্পবৃক্ষদ্বারা নয়, কামধেনু আদি দ্বারা নয়, পরোপকারপরায়ণ বহু সূক্ষ্ম দেবতা দ্বারা নয়, স্থূলদেবতাদ্বারা নয়; হে জলধর! এই বর্ষাকালে প্রচুর জলবর্ষণদ্বারা নিরন্তর সেই শুষ্কপ্রায় পৃথিবীকে প্লাপিত করিয়া ভারবহনকারীরূপে বিরাজমান এবং ভারবাহী (নৃপ)দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক তোমা (ভোজ) দ্বারা আজ মনে হয় এই জগৎ জীবিত হইল। শ্লোক শুনিয়া রাজা লক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

কোন এক সময়ে রাজাকে নিরন্তর দান করিতে দেখিয়া প্রধানমন্ত্রী বলিতে

"আপদর্থং ধনং রক্ষেৎ,"

রাজা শয়নাদুত্থিতো গচ্ছন্ ভিত্তৌ তান্যক্ষরাণি বীক্ষ্য স্বয়ং দ্বিতীয়চরণং লিলেখ,—

"শ্রীমতামাপদঃ কুতঃ ?"

অপরেদ্যুরমাত্যো দ্বিতীয়ং চরণং লিখিতং দৃষ্ট্বা স্বয়ং তৃতীয়ং লিলেখ,—

"সা চেদপগতা লক্ষ্মীঃ,"

পরেদ্যুঃ রাজা চতুর্থং চরণং লিখতি,—

"সঞ্চিতার্থো বিনশ্যতি ॥"

ততঃ মুখ্যামাত্যঃ রাজ্ঞঃ পাদয়োঃ পততি,—"দেব ! ক্ষন্তব্যো-ঽয়ং মমাপরাধঃ" ॥ ১২ ॥

অন্যদা ধারাধীশ্বরমুপরি সৌধভূমৌ শয়ানং মত্বা কশ্চিদ্ দ্বিজচৌরঃ খাতপাতপূর্বং রাজ্ঞঃ কোশগৃহং প্রবিশ্য বহূনি বিবিধ-

---

অসমর্থ হইয়া রাজার শয়নগৃহের ভিত্তিতে (দেওয়ালের গায়) অক্ষরগুলি ব্যক্ত (মোটা) করিয়া লিখিয়াছিলেন, আপৎ নিবারণার্থ ধন সঞ্চয় করিবে। রাজা শয্যা হইতে উঠিয়া যাইতে যাইতে ভিত্তিদেশে সেই অক্ষর কয়টি দেখিয়া নিজে দ্বিতীয় চরণ লিখিলেন—শ্রীমান্‌দিগের আপৎ কোথায় ? পরদিন প্রধানসচিব দ্বিতীয় চরণে অক্ষ ভাব লিখিত দেখিয়া নিজে তৃতীয় চরণ লিখিলেন,—সে লক্ষ্মী যদি ছাড়িয়া যায় ? পরদিন রাজা চতুর্থ চরণ লিখিলেন,—তাহা হইলে সঞ্চিত অর্থও বিনষ্ট হয়। পরদিন প্রধানসচিব রাজার পায়ে পড়িলেন, এবং বলিলেন,—মহারাজ ! আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

অন্য একদিন ধারার অধীশ্বর সৌধের উপরে শয়ন করিয়া আছেন মনে করিয়া কোনও এক ব্রাহ্মণ চোর সন্ধিখনন (সিঁধ খোঁড়া) পূর্ব্বক রাজার কোষগৃহে

রত্নানি বৈদূর্য্যাদীনি হৃত্বা তানি তানি পরলোক ঋণানি মত্বা তত্রৈব বৈরাগ্যমাপন্নো বিচারয়ামাস,—

'যদঙ্গাঃ কুষ্ঠিনশ্চান্ধাঃ পঙ্গবশ্চ দরিদ্রিণঃ।
পূর্ব্বোপার্জিতপাপস্য ফলমশ্নন্তি দেহিনঃ॥'

ততো রাজা নিদ্রাক্ষয়ে দিব্যশয়নস্থিতো বিবিধমণিকঙ্কণালঙ্কৃতং দয়িতবর্গং দর্শনীয়মালোক্য গজতুরগরথপদাতিসামগ্রীং চ চিন্তয়ন্ রাজ্যসুখসন্তুষ্টঃ প্রমোদভরাদাহ,—

"চেতোহরা যুবতয়ঃ সুহৃদোঽনুকূলাঃ,
সদ্বান্ধবাঃ প্রণয়গর্ভগিরশ্চ ভৃত্যাঃ।
সৈন্যানি দন্তিনিবহাস্তরলাস্তুরঙ্গাঃ,"

ইতি চরণত্রয়ং রাজ্ঞোক্তম্। চতুর্থচরণং রাজ্ঞো মুখান্ন নিঃসরতি। তদা চৌরেণ শ্রুত্বা পূরিতম্,—

প্রবেশ করিয়া বৈদূর্য্যাদি অনেক প্রকার রত্নসকল চুরি করিয়াছিল, এবং সে সকল আবার লোকান্তরে ঋণের স্বরূপ মনে করিয়া সেই স্থলেই বৈরাগ্যলাভ করিয়া বিচার করিয়াছিল,—এই যে বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, অন্ধ, পঙ্গু. দরিদ্র, ইহারা ইহকালে দেহধারণ করিয়া সেই পূর্ব্বজন্মে উপার্জ্জিত পাপের ফলভোগ করিতেছে। তারপর প্রাতঃকালে নিদ্রা ভাঙ্গিলে রাজা দিব্য-শয্যায় থাকিয়াই নানাপ্রকার মণি ও কঙ্কণ-দ্বারা অলঙ্কৃত প্রিয়জনসমূহ অত্যন্ত দৃষ্টিসুভাগ দেখিয়া, আর হস্তী, ঘোটক, রথ, ও পদাতিপ্রভৃতি ব্যবহারসামগ্রীসকল চিন্তা করিয়া রাজ্যসুখে সন্তোষলাভপূর্ব্বক স্ফূর্ত্তিভরে বলিলেন,—এই সকল যুবতীরা কি মনোহর, সুহৃৎসকল আমার কতই অনুকূল, বান্ধবসকল সাধুপ্রকৃতি, ভৃত্যসকলের প্রণয়মাখা কি কথা, সৈন্যসকল, হস্তিসমূহ, এবং অশ্বসকলও কার্য্যে অতীব কুশল;—এই পর্য্যন্ত তিনটি পাদ রাজা

"সম্মীলনে নয়নয়োর্ন হি কিঞ্চিদস্তি ॥"

ততঃ গ্রথিতগ্রন্থো রাজা চৌরং বীক্ষ্য তস্মৈ বীরবলয়মদাৎ। ততস্তস্করো বীরবলয়মাদায় ব্রাহ্মণগৃহং গত্বা শয়ানং ব্রাহ্মণমুত্থাপ্য তস্মৈ দত্ত্বা প্রাহ, "বিপ্র ! এতদ্রাজ্ঞঃ পাণিবলয়ং বহুমূল্যম্, অল্পমূল্যেন ন বিক্রেয়ম্।" ততো ব্রাহ্মণঃ পণ্যবীথ্যাং তদ্বিক্রীয় দিব্যভূষণানি পট্টদুকূলানি চ জগ্রাহ। ততো রাজকীয়াঃ কেচন এনং চৌরং মন্যমানাঃ রাজ্ঞো নিবেদয়ন্তি। ততো রাজনিকটে নীতঃ। রাজা পৃচ্ছতি, "বিপ্র! ধার্য্যং পটমপি নাস্তি ; অদ্য প্রাতরেব দিব্যকুণ্ডলাভরণপট্টদুকূলানি কুতঃ" ? বিপ্রঃ প্রাহ,—

পাঠ করিতে পারিলেন; কিন্তু চতুর্থ চরণ রাজার মুখ হইতে আর বহির্গত হইল না। ওদিকে চোর-ব্রাহ্মণ ছিল, সে উহা শুনিয়া পূরণ করিল,—'চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত হইলে ত' আর কিছুই নাই।' রাজা শুনিয়া বুঝিলেন শ্লোকের পাঠ সুন্দর মিলিয়া গিয়াছে। তখন রাজা চোরকে দেখিয়া তাহাকে বীরবলয় দান করিয়াছিলেন। তারপর চোর বীরবলয় লইয়া কোনও এক ব্রাহ্মণের বাটী গিয়া ব্রাহ্মণকে শয্যা হইতে উঠাইয়া, তাহাকে বীরবলয় দান করিয়া বলিল,—ব্রাহ্মণ ! এটি রাজার হস্তবলয়; ইহার মূল্য বহু; অল্প মূল্যে বিক্রয় করিবে না। ব্রাহ্মণ সেই বলয় পাইয়া পণ্যবীথিতে (বাজারে) বিক্রয় করিল। বিক্রয় করিয়া অপূর্ব্ব অলঙ্কারসকল, এবং পট্টবস্ত্রসমূহ লইল। তারপর রাজকীয় কোন গুপ্তচর এ ব্রাহ্মণকে চোর মনে করায় রাজার নিকটে নিবেদন করিল। রাজার আজ্ঞা হইলে, রাজার নিকটে চোর ব্রাহ্মণকে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ ! তোমার পরিধেয় বস্ত্রও নাই; অথচ আজ প্রাতঃকালেই অপূর্ব্বকুণ্ডলপ্রভৃতি অলঙ্কার, এবং

"भेकैः कोटरशायिभिर्मृतमिव क्ष्मान्तर्गतं कच्छपैः,
पाठीनैः पृथुपङ्कपीठलुठनाद्यस्मिन् मुहुर्मूर्च्छितम्।
तस्मिन् शुष्कसरस्यकालजलदेनागत्य तच्चेष्टितं,
यत्राकुम्भनिमग्नवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते॥"

तुष्टो राजा तस्मै वीरवलयं चोरप्रदत्तं निश्चित्य स्वयञ्च लक्षं ददौ ॥ १४ ॥

अन्यदा कोऽपि कवीश्वरो विष्ण्वाख्यः राजद्वारि समागत्य तैः प्रवेशितो राजानं दृष्ट्वा स्वस्तिपूर्वकं प्राह,—

"धाराधीश! धरामहेन्द्रगणनाकौतूहली यामयं,
वेधास्त्वद्गणने चकार खटिकाखण्डेन रेखां दिवि।

পট্টবস্ত্রসকল কোথা হইতে হইল? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মধ্যে অবস্থিত ভেকগণ যেন মরিয়া গেল, কচ্ছপসকল পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিল, যাহাতে থাকিয়া পাঠীনমৎস্যসকল (বোয়াল মাছ) শুষ্কপ্রায় পঙ্কের উপর লাফালাফি করায় যেন মূর্চ্ছিত হইয়া গেল; সেই শুষ্কসরোবরে কোথা হইতে অকালের মেঘ উপস্থিত হইয়া সেইরূপ বর্ষণ করিয়াছে, যেখানে কুম্ভপর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া (ডুবাইয়া) বন্য হস্তিযূথে জল পান করিতে পারে। এই শ্লোক শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন, এবং এ বীরবলয় তাহাকে সেই চোর প্রদান করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া নিজেও আবার লক্ষমুদ্রা দান করিলেন ॥ ১৪ ॥

অন্য এক সময়ে বিষ্ণুনামক কোনও এক শ্রেষ্ঠকবি রাজদ্বারে আগমন করিয়া দ্বারপালদিগকর্ত্তৃক সভায় প্রবেশিত হইয়া রাজাকে দেখিলেন, এবং আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক পাঠ করিলেন, হে ধারার অধীশ্বর! বিধাতা ক্ষিতিতে কয়টি মহেন্দ্র আছেন, তাহার গণনায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আকাশমণ্ডলে একখণ্ড খড়ি দ্বারা

> সৈবেয়ং ত্রিদশাপগা সমভবত্ত্বত্তুল্যভূমীধরা-
> ভাবাত্তু ত্যজতি স্ম সোঽয়মবনীপীঠে তুষারাচলঃ ॥"

রাজা লোকোত্তরং শ্লোকমাকর্ণ্য কিং দেয়মিতি ব্যচিন্তয়ৎ। তস্মিন্ ক্ষণে তদীয়কবিত্বমপ্রতিদ্বন্দ্বমাকর্ণ্য সোমনাথাখ্যঃ কবের্মুখং বিচ্ছায়মভবৎ। ততঃ স দৌষ্ট্যাদ্রাজানং প্রাহ, দেব! অসৌ সুকবির্ভবতি; পরমনেন কদাপি ন বীক্ষিতাঽস্তি রাজসভা, যতো দারিদ্র্যবারিধিরয়ম্, অস্য চ জীর্ণমপি কৌপীনং নাস্তি। ততো রাজা সোমনাথং প্রাহ,—

> "নিরবদ্যানি পদ্যানি যদ্যনাথস্য কা ক্ষতিঃ?
> ভিক্ষুণা কক্ষনিক্ষিপ্তঃ কিমিক্ষুর্নীরসো ভবেৎ ॥"

একটি রেখা দিয়া তোমাকে প্রথম এক গণনা করিয়াছিলেন। সেই রেখাই ঐ সুরনদী মন্দাকিনী হইয়াছিল; কিন্তু তোমার তুল্য আর রাজা নাই বলিয়া গণনা অচল হওয়ায় সেই খড়ীখণ্ড ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তাই এই ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ায় হিমালয় হইয়া গিয়াছে। (তোমার কীর্ত্তি লোকোত্তর)। এই অপূর্ব্ব শ্লোক শুনিয়া রাজা 'কি দেওয়া যায়' এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার কবিতায় কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, এরূপ অবসর নাই দেখিয়া সোমনাথনামক কবির মুখ বিকৃতছায়াপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তারপর সোমনাথ দুষ্টতা করিয়া রাজাকে বলিল, মহারাজ! ইনি সুকবি হইতে পারেন; কিন্তু ইনি কখনও রাজসভা দেখেন নাই; যেহেতু ইনি একেবারে দারিদ্র্যের সাগর যে, ইহাঁর জীর্ণ একখানি কৌপীনও নাই? সে কথা শুনিয়া রাজা সোমনাথকে বলিলেন, যদি কোন অত্যন্ত দরিদ্রের পদ্য নির্দ্দোষ হয়, তবে তাহার ছন্দে যে দোষ থাকে, তাহাতে তাহার ক্ষতি কি? বলি. ভিক্ষুকের কক্ষ (বগল)

ततः सर्वेभ्यः ताम्बूलं दत्त्वा राजा सभाया उदतिष्ठत्। ततः सर्वैरप्यन्योऽन्यमित्यभ्यधायि, अद्य विष्णुकवेः कवित्वमाकर्ण्य सोमनाथेन सम्यग्दौष्ट्यमकारि। ततः समुत्थिता विद्वत्परिषत्। ततो विष्णुकविरेकं पद्यं पत्रे लिखित्वा सोमनाथकविहस्ते दत्त्वा प्रणम्य गन्तुमारभत "अत्र सभायां त्वमेव चिरं नन्द"। ततो वाचयति सोमनाथकविः,—

"एतेषु हा! तरुणमारुतधूयमान-,
दावानलैः कवलितेषु महीरुहेषु।
अम्भो न चेत् जलद! मुञ्चसि मा विमुञ्च,
वज्रं पुनः क्षिपसि निर्दय! कस्य हेतोः?॥

ततः सोमनाथकविः निखिलमपि पट्टदुकूलवित्तहिरण्यमयीं तुरङ्गमादिसम्पत्तिं कलत्रवस्त्रावशेषं दत्तवान्। ततो

হইতে নিক্ষিপ্ত (পতিত) ইক্ষু কি রসহীন হইবে? রাজা এই কথা বলিয়া সকলকে তাম্বূল দিয়া সভা হইতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। রাজা উঠিয়া গেলে, সকলেই পরস্পরে এই কথা বলিতে লাগিলেন, আজ বিষ্ণুকবির কবিত্ব দেখিয়া সোমনাথ বড়ই দুষ্টতা প্রকাশ করিয়াছেন। তারপর পণ্ডিতদিগের পরিষৎ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। তারপর বিষ্ণুকবি একটি পদ্য একখানি পত্রে লিখিয়া সোমনাথকবির হস্তে দিয়া প্রণাম করিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর বলিয়াও ছিলেন, এ সভায় তুমিই চিরকাল আনন্দ কর। সোমনাথকবি পাঠ করিতে লাগিলেন, 'হায় মেঘ! এই বৃক্ষসকল প্রবল বায়ুদ্বারা উদ্দীপিত দাবানলের কবলগত হইয়াছে। তা' যদি তুমি ইহার উপর জলবর্ষণ না কর, বর্ষণ করিও না; কিন্তু হে নির্দ্দয়! কিহেতু আবার বজ্র নিক্ষেপ করিতেছ?' এই শ্লোক পাঠ করিয়া সোমনাথকবি নিজের পট্টবস্ত্রসকল, 'টাকাকড়ি'সকল, আর ঘোটক, হস্তী

রাজা মৃগয়ারসপ্রবৃত্তো গচ্ছন্ তং বিষ্ণুকবিমালোক্য ব্যচিন্তযত্, "ময়াঽস্মৈ ভোজনমপি ন প্রদত্তম্। মামনাদৃত্য অযং সম্পত্তিপূর্ণঃ স্বদেশং প্রতি যাস্যতি! পৃচ্ছামি, বিষ্ণুকবে! কুতঃ সম্পত্তিঃ প্রাপ্তা?" কবিরাহ,—

"সোমনাথেন রাজেন্দ্র দেব! ত্বদ্গৃহভিক্ষুণা।
অদ্য শোচ্যতমে পূর্ণং ময়ি কল্পদ্রুমায়িতম্॥"

রাজা পূর্বং সভাযাং শ্রুতস্য শ্লোকস্য অক্ষরলক্ষং দদৌ। সোমনাথেন চ যাবদ্দত্তং, তাবদপি সোমনাথায দত্তবান্। সোমনাথঃ প্রাহ,—

"কিসলযানি কুতঃ কুসুমানি বা,
ক্ব চ ফলানি তথা বনবীরুধাম্।

প্রভৃতি যানবাহন সকল তাঁহাকে দিয়াছিলেন, কেবল স্ত্রীর পরিধেয় শাটীমাত্র অবশেষ রাখিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর রাজা মৃগয়ায় আসক্ত বলিয়া মৃগয়া করিতে বহির্গত হইয়া যাইতে যাইতে সেই বিষ্ণুকবিকে দেখিয়া বিশেষভাবে চিন্তা করিলেন, ওঃ আমি ইহাঁকে ভোজন করিতেও কিছু দেই নাই; কিন্তু এখন ত আমাকে ঘৃণা করিয়া ইনি সম্পত্তিশালী হইয়া স্বদেশে যাইতেছেন আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ওহে বিষ্ণুকবি! সম্পত্তি কোথায় পাইয়াছ? কবি বলিলেন, মহারাজ! সোমনাথকবি, আপনার গৃহে ভিক্ষা করিয়া আজ আমাকে শোচনীয়তম দেখিয়া পরিপূর্ণভাবে কল্পদ্রুমের ন্যায় আচরণ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া রাজা, সভায় থাকিয়া যে শ্লোক শুনিয়াছিলেন, তাহার প্রতি অক্ষরে লক্ষমুদ্রা করিয়া দান করিয়াছিলেন। আর সোমনাথ যে পরিমাণ দিয়াছিলেন, সোমনাথকেও সেই পরিমাণে দান করিয়াছিলেন। তখন সোমনাথ একটি

अयमकारणकारुणिको यदा,
न तरतीह पयांसि पयोधरः॥"

ततो विष्णुकविः सोमनाथदत्तेन राज्ञादत्तेन च तुष्टवान्। तदा सीमन्तकविः प्राह,—

"वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणाफलकस्थितां,
कमठपतिना मध्येपृष्ठं सदा स च धार्य्यते।
तमपि कुरुते क्रोड़ाधीनं पयोनिधिरादरात्,
अह ह! महतां निःसीमानश्चरित्रविभूतयः॥" १५॥

कदाचित् सौधतले राजानमेत्य भृत्यः प्राह, "देव! अखिलेष्वपि कोशेषु यद्वित्तजातमस्ति, तत्सर्वं देवेन कविभ्यो दत्तम्; परन्तु कोशगृहे धनलेशोऽपि नास्ति। कोऽपि कविः प्रत्यहं

শ্লোক পাঠ করিলেন, যখন অকারণ দয়াশীল মেঘ এই বনে বারিবর্ষণ না করিয়াছিল, তখন এই বনবৃক্ষের পল্লব কোথা ছিল? পুষ্পই বা কোথায় ছিল, আর ফলই বা কোথায় ছিল? এই শ্লোক শুনিয়া বিষ্ণুকবি সোমনাথের দানেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজার দানেও তুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন সীমন্তকবি বলিলেন, অনন্তদেব ফণাফলকে অবস্থিত ভুবনসকলকে বহন করিতেছেন; কিন্তু তিনিও কূর্ম্মশ্রেষ্ঠ দ্বারা পৃষ্ঠদেশে করিয়া বাহিত হইতেছেন। আবার সমুদ্র আদর করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ধারণ করিতেছে। অহো মহৎদিগের উদার আচরণসমূহের মহিমা অসীম!। ১৫॥

কোন একদিন একটি ভৃত্য গৃহমধ্যে আসিয়া রাজাকে বলিল, মহারাজ! সমস্ত ধনভাণ্ডারেই যে সকল ধন ছিল, মহারাজ সে সকল কবিদিগকে দান করিয়াছেন; কিন্তু এখন আর কোষগৃহে কিছুমাত্রও ধন নাই। কোনও এক কবি প্রত্যহ

দ্বারি তিষ্ঠতি। ইতঃ পরং কবির্বিদ্বান্ বা, কোঽপি রাজ্ঞে ন প্রাপ্য, ইতি মুখ্যামাত্যেন দেবসন্নিধৌ বিজ্ঞাপনীয়ম্, ইত্যুক্তম্।" রাজা কোশস্থং সর্বং দত্তমিতি জানন্নপি প্রাহ, অদ্য দ্বারস্থং কবিং প্রবেশয়। ততো বিদ্বানাগত্য "স্বস্তী"তি বদন্ প্রাহ,—

"নভসি নিরবলম্বে সীদতা দীর্ঘকালং,
ত্বদভিমুখবিসৃষ্টোত্তানচঞ্চুপুটেন।
জলধর! জলধারা দূরতস্তাবদাস্তাং,
ধ্বনিরপি মধুরস্তে ন শ্রুতা চাতকেন॥"

রাজা তদাকর্ণ্য "ধিগ্ জীবিতং! যদ্বিদ্বাংসঃ কবয়শ্চ দ্বারমাগত্য সীদন্তি" ইতি তস্মৈ বিপ্রায় সর্বাণ্যাভরণান্যুত্তার্য্য দদৌ। ততো রাজা কোশাধিকারিণমাহূয় আহ, ভাণ্ডারিক! মুঞ্জরাজস্য তথা মে পূর্বেষাঞ্চ যে কোশাঃ সন্তি, তেষাং মধ্যে রত্ন-

---

দ্বারে আসিয়া থাকেন। ইতঃপর কবিই হউক, আর বিদ্বান্ হউক, কাহাকেও রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইবে না, এই কথা মহারাজের নিকট জানাইতে হইবে, ইহা প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন। কোষে যাহা ছিল, সমস্তই দেওয়া হইয়াছে, ইহা জানিয়াও রাজা বলিলেন,—আজ দ্বারে অবস্থিত কবিকে প্রবেশ করাও। রাজার আজ্ঞায় ভৃত্য তাঁহাকে প্রবেশিত করিলে, বিদ্বান্ শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—হে মেঘ! তোমার দিকে প্রসারিত হাঁকরা চঞ্চু (ঠোঁট) পুটে দীর্ঘকাল ধরিয়া আশ্রয়হীন আকাশে থাকিয়া চাতক অবসন্ন হইয়াছে; একবিন্দু জল দূরে থাক, তোমার মধুর ধ্বনিও শুনিতে পায় নাই। রাজা এই শ্লোক শুনিয়া 'জীবনে ধিক্! যে, বিদ্বান্‌সকল ও কবিসকল দ্বারে আসিয়া অবসাদগ্রস্ত হন' এইরূপে আত্মাকে ধিক্কার দিয়া নিজের সমস্ত অলঙ্কার গুলি খুলিয়া সেই ব্রাহ্মণকে দিলেন।

পূর্ণাঃ কলশাঃ কুত্র ?" ততঃ কাশ্মীরদেশান্মুচুকুন্দকবিরাগত্য "স্বস্তি" ইত্যুক্ত্বা প্রাহ,—

"ত্বদ্যশোজলধৌ ভোজ ! নিমজ্জনভয়াদিব।
সূর্য্যেন্দুবিম্বমিষতো ধত্তে কুম্ভদ্বয়ং নভঃ॥"

রাজা তস্মৈ প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ। পুনঃ কবিরাহ,—

"আসন্ ক্ষীণানি যাবন্তি চাতকাশ্রুণি তেঽম্বুদ !
তাবন্তোঽপি ত্বয়োদারং ন মুক্তা জলবিন্দবঃ॥"

ততো রাজা তস্মৈ শততুরগানপি দদৌ। ততো ভাণ্ডারিকঃ—

'মুচুকুন্দায় কবয়ে জাত্যানশ্বান্ শতং দদৌ।
ভোজঃ প্রদত্তলক্ষোঽপি তেনাসৌ যাচিতঃ পুনঃ॥'

ততো রাজা সর্বানপি বিপ্রান্ প্রেষয়িত্বাঽন্তর্গচ্ছতি ॥ ১৬ ॥

তারপর রাজা কোষের অধিকারীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আচ্ছা ভাণ্ডারিক ! মুঞ্জরাজের এবং পিতার যে সকল কোষ আছে, তাহার মধ্যের রত্নপূর্ণ কলসিগুলা কোথায় গেল ? ভাণ্ডারিক প্রাচীনধনরত্নব্যয়ের আদেশ পাইয়া চলিয়া গেলে, কাশ্মীরদেশ হইতে মুচুকুন্দনামে এক কবি আসিয়া রাজাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—হে ভোজ ! তোমার যশঃসমুদ্রে নিমগ্ন হইবার (ডুবিয়া যাইবার) ভয়েই যেন আকাশ চন্দ্রবিম্ব ও সূর্য্যবিম্বের ছলে দুইটি কলসি ধারণ করিতেছে। রাজা শ্লোক শুনিয়া তাঁহাকে অক্ষরের পরিমাণে লক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন। কবি আবারও পাঠ করিলেন,—হে অম্বুদ মেঘ ! (চাতক তোমার উদ্দেশে যতগুলি অতিক্ষীণ অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিয়াছিল) তোমার নিকটেই চাতকের যতগুলি ক্ষীণ অশ্রুবিন্দু পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তুমি উদারভাবে ততগুলি জলবিন্দুও বর্ষণ করিলে না ! (চাতক নিতান্তই দুর্ভাগ্য !)। এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহাকে আরও একশত ঘোটক প্রদান করিয়াছিলেন। ভাণ্ডারিক

ततो राजानं चामरग्राहिणी प्राह,—

"राजन्! मुञ्जकुलप्रदीप! सकलक्ष्मापालचूड़ामणे!
युक्तं सञ्चरणं तवाद्भुतमणिच्छत्रेण रात्रावपि।
मा भूत्त्वद्वदनावलोकनवशात् व्रीड़ाभिनम्रः शशी,
माभूच्चेयमरुन्धती भगवती दुःशीलताभाजनम्॥"

राजा तस्यै प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ॥ ১৭॥

अन्यदा कुण्डिननगराद्गोपालो नाम कविरागत्य स्वस्ति-पूर्वकं प्राह,—

"त्वच्चित्ते भोज! निर्य्यातं द्वयं तृणकणायते।
क्रोधे विरोधिनां सैन्यं प्रसादे कनकोच्चयः॥

त्वच्चित्त इति। हे भोज! त्वच्चित्ते तव मनसि निर्य्यातं निष्कृष्य निश्चयेन वा यातं प्राप्तमुपस्थितं द्वयं तृणकणायते तृणकणा इव आचरति। किं तद्द्वयम्?

এই সকল দিয়া লিখিলেন,—ভোজ এক লক্ষ মুদ্রা দিলেও রাজার নিকট তিনি আবারও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে মুচুকুন্দকবিকে রাজা আরও একশত ঘোটক দিয়াছিলেন। তারপর রাজা সকলকে বাটী পাঠাইয়া দিয়া ভিতরে (বাটীর) গেলেন। ১৬॥

রাজার সহিত চামর ব্যজন করিতে করিতে যাইবার সময়ে চামরগ্রাহিণী এক যুবতী বলিল,—হে মুঞ্জকুলপ্রদীপ হে সকলপৃথিবীপতির চূড়াস্থিত মণিস্বরূপ নরপাল ভোজ! রাত্রেও তোমার আশ্চর্য্যজনক মণিমণ্ডিত ছত্র ধারণ করিয়া সঞ্চরণ করাই (বেড়ান) যুক্তিযুক্ত; যেন তোমার মুখ দর্শন করিয়া পূর্ণচন্দ্র লজ্জায় আচ্ছন্ন হইয়া না যান, এবং এই ভগবতী অরুন্ধতীও দুশ্চরিত্রের পাত্র না হইয়া পড়েন। (এইজন্য বলি।) রাজা তাঁহাকে প্রতি অক্ষর পরিমাণে লক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন। ১৭॥

অন্য এক সময়ে কুণ্ডিননগর হইতে গোপালনামে এক কবি আসিয়া

राजा श्रुत्वापि तुष्टो न दास्यति, राजपुरुषैः सह चर्चां कुर्वाणस्तिष्ठति। ततः कविः व्यचिन्तयत्, "किमु राज्ञा नाश्रावि ?" ततः क्षणेन समुन्नतमेवावलोक्य राजानं कविराह,—

"हे पाथोद ! यथोन्नतं हि भवता दिग्व्याप्तृता सर्वतो,
मन्ये धीर ! तथा करिष्यसि खलु क्षीराब्धितुल्यं सरः।
किन्त्वेष क्षमते न हि क्षणमपि ग्रीष्मोष्मणा व्याकुलः,
पाठीनादिगणस्त्वदेकशरणस्तद्वर्ष तावत् कियत्॥"

क्रोधि सति विरोधिनां शत्रूणाम्। प्रसादे प्रसन्नतायां जातायां कनकोच्चयः स्वर्णराशिः। हे पाथोद ! दिग्व्याप्तृता व्याप्नोति इति व्याप्तृत् विशेषेणाच्छादनकारी। दिशां व्याप्तृत्, तेन; सर्वतः सर्वेण भावेन सकलदिगाच्छादनकारिणा भवता यथा उन्नतं, उन्नतं उन्नतिः, यथोन्नतं उन्नतिमनतिक्रम्य उन्नतं ऊर्द्धं गतम्। यद्वा भवता यथा उन्नतं, यथा च सर्वतो दिग्व्याप्तृता आच्छादिता; हे धीर ! तथा सरः क्षीराब्धितुल्यं क्षीरोदसागरप्रायं करिष्यसि त्वं खल्वेतत् मन्ये; किन्तु

শুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন, হে ভোজ ! তোমার হৃদয়ে নিঃসন্দেহে উপস্থিত হইলে দুইটি পদার্থ তৃণকণার ন্যায় আচরণ করে,—ক্রোধ হইলে শত্রুর সৈন্য, এবং সন্তোষ হইলে সুবর্ণরাশি। রাজা শুনিয়াও তুষ্ট হইয়া দেন নাই; রাজপুরুষদিগের সহিত কোনও এক চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। রাজার এই ভাব দেখিয়া কবি চিন্তা করিয়াছিলেন, রাজা কি শ্রবণ করেন নাই? কবি এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজাকে একটু উন্নত হইতে দেখিয়া কবি কহিলেন, হে জলদ ! তুমি যেরূপ উন্নত হইয়া উঠিয়াছ, এবং যেরূপ সর্ব্বতোভাবে সকল দিক্‌কে আচ্ছন্ন করিয়াছ, হে ধীর ! তাহাতে আমি মনে করি, (তুমি ধীরভাবে) সেইরূপ বর্ষণ করিয়া সরোবরকে ক্ষীরোদসাগরের তুল্য করিবে; কিন্তু একমাত্র

রাজা কবিহৃদয়ং বিজ্ঞায়—"গোপালকবে! দারিদ্র্যাগ্নিনা নিতান্তং দগ্ধোঽসি" ইতি বদন্, ষোড়শমণীননর্ঘ্যান্ ষোড়শ-দন্তীন্দ্রাংশ্চ দদৌ ॥ ১৮ ॥

একদা রাজা ধারানগরে বিচরন্ ক্বচিচ্ছিবালয়ে প্রসুপ্তং পুরুষদ্বয়মপশ্যৎ। তয়োরেকো বিগতনিদ্রো বক্তি, "অহো! ত্বং মমাস্তরাসন্ন এব! কস্ত্বম্? প্রসুপ্তোঽসি, জাগর্ষি নো বা?" ততস্ত্বপর আহ, "বিপ্র! প্রণতোঽস্মি, অহমপি ব্রাহ্মণ-পুত্রঃ, ত্বামত্র প্রথমরাত্রৌ শয়ানং বীক্ষ্য প্রদীপ্তে চ প্রদীপে কমণ্ডলূপবীতাদিভির্ব্রাহ্মণং জ্ঞাত্বা ভবদাস্তরাসন্ন এবাহং প্রসুপ্তঃ। ইদানীং ত্বদ্গিরমাকর্ণ্য প্রবুদ্ধোঽস্মি।" প্রথমঃ প্রাহ,—

এষ পাঠীনাদিগণঃ বোদালাদিমৎস্যসকলস্ত্বদেকশরণঃ ত্বমেব একঃ নান্যোঽপরঃ শরণং রক্ষিতা যস্য, স তথা, গ্রীষ্মস্য উষ্মণা তাপেন ব্যাকুলঃ পীড়াচপলঃ ক্ষণমপি বিলম্বং ন ক্ষমতে সহতে। তস্মাদ্ধেতোঃ কিয়ত্তাবৎ কিঞ্চিৎপরিমাণমপি অগ্রে বর্ষং সিঞ্চ। দারিদ্র্যপীড়িতোঽস্মি মহারাজ! কিঞ্চিদ্দেয়মেব ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

তুমিই যাহার রক্ষাকারী, সেই এই পাঠীন (বোয়াল মৎস্য) প্রভৃতি মৎস্যসকল গ্রীষ্মের তাপে ব্যাকুল হইয়া ক্ষণকালও বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছে না! রাজা কবির হৃদয় বিশেষরূপে জানিয়া বলিলেন, গোপালকবি! দারিদ্র্য-অনলে নিতান্ত দগ্ধ হইতেছ? এই বলিয়া ষোলটি অমূল্য মণি (হীরক), এবং ষোড়শটি শ্রেষ্ঠ হস্তী দান করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

এক সময়ে রাজা ধারানগরে বিচরণ করিতে করিতে কোনও এক শিবমন্দিরে নিদ্রিত দুইজন পুরুষকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন জাগরিত হইয়া বলিল, ওরে! তুমি আমার আস্তরণের উপর পড়িয়াছ! কে তুমি? নিদ্রায় আছ, না জাগিয়া আছ? এই কথা শুনিয়া অপর বলিল,

"वत्स! यदि त्वं प्रणतोऽसि, ततो दीर्घायुर्भव। वद कुत आगस्यते? किं ते नाम? अत्र च किं कार्य्यम्?" द्वितीयः प्राह,—"विप्र! भास्कर इति नाम, पश्चिमसमुद्रतीरे प्रभास-तीर्थसमीपे वसतिर्मम, तत्र भोजस्य वितरणं बहुभिः व्यावर्णितं, ततो याचितुमागतः। त्वं मम वृद्धत्वात् पितृकल्पोऽसि, त्वमपि सुपरिचयं वद। स आह,—"वत्स! शाकल्य इति मे नाम, मया एकशिलानगर्य्या आगस्यते भोजं प्रति द्रविणाशया। वत्स! त्वयानुक्तमपि दुःखं त्वयि ज्ञायते, कीदृशं तद्वद।" ततो भास्करः प्राह,—"तात!

ब्रह্মন্! আমি প্রণাম করিতেছি। আমি একজন ব্রাহ্মণপুত্র; প্রথমরাত্রে তোমাকে এখানে শয়ন করিতে দেখিয়া এবং প্রদীপ জ্বালিলে কমণ্ডলু ও যজ্ঞোপবীতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ জানিয়া আপনার আস্তরণের (চল্‌তি শয্যার) উপর পড়িয়া আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম। এখন আপনার কথা শুনিয়া জাগরিত হইলাম। প্রথম ব্রাহ্মণ বলিল,—বৎস! যদি তুমি প্রণাম করিয়া থাক, তবে দীর্ঘায়ু হও। বল কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার নাম কি! এখানে কি কাজ? দ্বিতীয় বলিল, ব্রাহ্মণ! ভাস্কর, এই নাম আমার। পশ্চিমসমুদ্রের তীরে প্রভাসতীর্থের নিকটে আমার বসতি। সেখানে বহু লোকে ভোজের বর্ণনা করে। তাই যাচ্ঞা করিতে আমি আসিয়াছি। তুমি বৃদ্ধ বলিয়া আমার পিতৃতুল্য; তুমিও ভাল করিয়া পরিচয় দাও। সেই বৃদ্ধ বলিল,—বৎস! শাকল্য এই নাম আমার। ভোজের নিকট ধনের আশায় আমিও একশিলানগরী হইতে আসিয়াছি! বৎস! তুমি না বলিলেও তোমার দুঃখ জানিতে পারা যাইতেছে। তবে সে দুঃখটা কিরূপ, তাই বল। তারপর ভাস্কর বলিল,—

ক্ষুৎক্ষামাঃ শিশবঃ শবা ইব ভৃশং মন্দাশয়া বান্ধবা,
লিপ্তা ঝর্ঝরঘর্ঘরী জতুলবৈর্নো মা তথা বাধতে।
গেহিন্যাস্ত্রুটিতাংশুকং ঘটয়িতুং কৃত্বা সকাকুস্মিতং,
কুপ্যন্তো প্রতিবেশ্মলোকগৃহিণী সূচিং যথা যাচিতা॥'

রাজা শ্রুত্বা সর্বাভরণান্যুত্তার্য্য তস্মৈ দত্ত্বা প্রাহ,—"ভাস্কর! সাদন্ত্যতীব তে বালাঃ; ঝটিতি দেশং যাহি"। ততঃ শাকল্যঃ প্রাহ,—

"অত্যুদ্ধৃতা বসুমতী দলিতোঽরিবর্গঃ,
ক্রোড়ীকৃতা বলবতা বলিরাজলক্ষ্মীঃ।
একত্র জন্মনি কৃতং যদনেন যূনা,
জন্মত্রয়ে তদকরোৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥"

ততো রাজা শাকল্যায় লক্ষত্রয়ং দত্তবান্॥ ১৮॥

বাবা; দুঃখ আর কি বলিব ?—ক্ষুধায় শুষ্ককণ্ঠ শিশুগণ জীবন্তেও মরার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে! বন্ধু-বান্ধব সকলেই মন্দাশয় (দুষ্টপ্রকৃতি, ফাকি দিবার কুটুম্ব) ঝর্ঝরী ও ঘর্ঘরী (থাল ঘটিবাটি) লাক্ষাবিন্দু দ্বারা লেপ দেওয়া। তা' সে সকল আমাকে সেরূপ কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হয় না, যেরূপ গৃহিণীর ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিয়া পরাইবার জন্য কাকুতিসহকারে ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রতি গৃহে সূচ চাহিলে লোকের গৃহিণীরা কুপিত হইয়া কষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। রাজা শুনিয়া সকল আভরণ খুলিয়া তাহাকে দিয়া বলিলেন, ভাস্কর! তোমার বালকগণ অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে; অতি সত্বর দেশে যাও। রাজার এই কার্য্য দেখিয়া শাকল্য বলিল,—বসুমতী অনেক উচ্চে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, অরিবর্গ সকলই দলিত করা হইয়াছে; বলবান্ হইয়া বলির (বলি দানবের, বা বলবান্

अन्यदा राजा मृगयारसेन विचरन्। तत्र पुरः-समागत-हरिण्यां वाणेन विद्धायामपि वित्ताशया कोऽपि कविराह,—

"श्रीभोजे मृगयां गतेऽपि सहसा चापे समारोपिते-,
ऽप्याकर्णान्तगतेऽपि मुष्टिगलिते वाणेऽङ्गलग्नेऽपि च।
स्थानान्नैव पलायितं न चलितं नोत्कम्पितं नोत्प्लुतं,
मृग्या मद्वशगं करोति दयितं कामोऽयमित्याशया॥"

राजा तस्मै लक्षत्रयं प्रयच्छति॥ २०॥

রাজার) রাজলক্ষ্মীকে ক্রোড়ে করা হইয়াছে; এই যুবক একই জন্মে যৌবন-কালের মধ্যে যাহা করিয়াছেন, বৃদ্ধপুরুষ বিষ্ণু (অতি বৃদ্ধ হইয়াও) তাই তিন জন্মে করিয়াছেন। (মহারাজ তোমার যশে বসুমতী প্রকৃতই অত্যন্ত উচ্চে স্থান পাইয়াছেন। তোমার প্রতাপে শত্রু নাই। দানে বলিকেও হারাইয়াছ। তুমি মহাপুরুষ।) এই শ্লোক শুনিয়া রাজা শাকল্যকে লক্ষত্রয় মুদ্রা দিয়াছিলেন॥ ১৯॥

অন্য এক সময়ে রাজা মৃগয়ায় আসক্তিবশতঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় সেখানে সম্মুখে আগত একটী হরিণীকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেও কোনও এক কবি ধনের আশায় বলিলেন, শ্রীমান্ ভোজ মৃগয়া করিতে যাইলেও, হঠাৎ ধনুকে জ্যারোপণ করিলেও, বাণ আকর্ণ আকর্ষণ করিলেও, মুষ্টি হইতে বাণ চলিয়া গেলেও, বাণ অঙ্গে আসিয়া লাগিলেও, ইনি কামদেব আমার প্রাণনাথকে আমার বশীভূত করিবেন, এই আশায় মৃগবধূ সেস্থান হইতে পলায়ন করে নাই, চলিয়াও যায় নাই, ভয়ে কম্পিত হয় নাই, বা উল্লম্ফনও করে নাই। (ধন্য রাজার সুভগ-মূর্ত্তি!)। রাজা এই শ্লোক শুনিয়া তাঁহাকে তিন লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন॥ ২০॥

অন্যদা সিংহাসনমলঙ্কুর্বাণে শ্রীভোজনৃপতৌ, দ্বারপাল আগত্য আহ, "দেব ! জাহ্নবীতীরবাসিনী কাচন বৃদ্ধব্রাহ্মণী বিদুষী দ্বারি তিষ্ঠতি"। রাজাহ "প্রবেশয়।" তত আগচ্ছন্তীং রাজা প্রণমতি। সা তং "চিরঞ্জীব" ইত্যুক্ত্বাহ,—

"ভোজপ্রতাপাগ্নিরপূর্ব এষ, জাগর্ত্তি ভূভৃৎকটকস্থলীষু।
যস্মিন্ প্রবিষ্টে রিপুপার্থিবানাং, তৃণানি রোহন্তি গৃহাঙ্গণেষু॥"

রাজা তস্যৈ রত্নপূর্ণং কলশং প্রযচ্ছতি। ততো লিখতি ভাণ্ডারিকঃ,—

"ভোজেন কলসো দত্তঃ সুবর্ণমণিসম্ভৃতঃ।
প্রতাপস্তুতিতুষ্টেন বৃদ্ধায়ৈ রাজসংসদি॥" ২১॥

অন্য একসময়ে শ্রীমান্ ভোজরাজ সিংহাসন অলঙ্কার করিতে থাকিলে, দ্বারপাল আসিয়া বলিল,—মহারাজ! গঙ্গাতীরবাসিনী বিদুষী কোনও এক বৃদ্ধব্রাহ্মণী দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। রাজা বলিলেন, প্রবেশ করাও। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী দ্বারপালের সহিত আসিতেছেন দেখিয়া রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। চিরজীবী হও,তিনি রাজাকে এই আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, ভোজের এই প্রতাপরূপ অগ্নি অলৌকিক; কারণ, পর্ব্বত ও (লবণাম্বুপ্লাবিত) কটকস্থলীতেও (হোগ্লাবনেও) প্রভা প্রদীপ্ত হইয়াই বর্ত্তমান থাকে। (রাজাদিগের সৈন্যশিবিরেই অধিক উদ্দীপিত হয়।) আর যাহা প্রবিষ্ট হইলে শত্রু রাজাদিগের গৃহপ্রাঙ্গণেও তৃণরাজি উদ্ভূত হইতে থাকে। (রাজকুল বিধ্বস্ত হয়, রাজধানী জঙ্গলে পরিণত হয়।) রাজা তাঁহাকে রত্নপূর্ণ একটি কলসি প্রদান করিলেন। দানের পত্রে (খাতায়) ভাণ্ডারিক লিখিল,—রাজসভার মধ্যে প্রতাপের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা বৃদ্ধাকে সুবর্ণ ও মণিপূর্ণ কলসি একটি দিয়াছেন। ২১॥

अन्यदा दूरदेशादागतः कश्चिच्चौरो राजानं प्राह, "देव ! सिंहलदेशे मया काचन चामुण्डालये राजकन्या दृष्टा। सा च मां दृष्ट्वा, मालवदेशदेवस्य महिमानं बहुधा श्रुतं त्वमपि वदेति पप्रच्छ। मया च तस्या देवगुणा व्यावर्णिताः। सा चात्यन्ततोषा-च्चन्दनतरोर्निरुपं गर्भखण्डं दत्त्वा यथास्थानं प्रपेदे। देव ! गुणाभिवर्णनप्राप्तं तदेतद्गृहाण। एतत्प्रसृतपरिमलभरेण भृङ्गा भुजगाश्च समायान्ति।" राजा तद्गृहीत्वा तुष्टस्तस्मै लक्षं दत्तवान्। ततो दामोदरकविस्तन्मिषेण राजानं स्तौति,—

"श्रीमच्चन्दनवृक्ष ! सन्ति बहवस्ते शाखिनः कानने,
येषां सौरभमात्रकं निवसति प्रायेण पुष्पश्रिया।

श्रीमदिति। शाखिनः श्रुतिशाखाध्यायिनो वृक्षाश्च। पुष्पश्रिया पुष्पवत्या लक्ष्म्या अप्रसिद्धरूपया अन्येषामस्पृश्यदेहया सम्पत्त्या च सह सौरभमात्रकं यशःसौरभ-लेश एव। अतएव शुचिना पवित्रेण प्रसिद्धात्मना विख्यातस्वरूपेण सहितः ख्यातश्च

অন্য এক সময়ে কোনও এক চোর দূর দেশ হইতে আসিয়া রাজাকে বলিল,—মহারাজ ! সিংহলদেশে আমি চামুণ্ডার মন্দিরে কোন এক রাজকন্যাকে দেখিয়া-ছিলাম। সে আমাকে দেখিয়া বলিল,—মালবদেশের মহারাজের মহিমা বহু প্রকারে শুনিয়াছি, তথাপি তুমি জান যদি বল। এইরূপ শুনিয়া আমি তাহার নিকট মহারাজের গুণগান বর্ণনা করিলাম। সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হওয়ায় চন্দন-বৃক্ষের নিরুপম গর্ভসার একখণ্ড দিয়া যথাস্থানে গিয়াছিল। মহারাজ ! আপনার গুণবর্ণনা দ্বারা প্রাপ্ত বলিয়া এখানি আপনি গ্রহণ করুন। ইহা এতই মনোহরগন্ধবিশিষ্ট যে, ইহাকে ঘর্ষণ করিলে এবং সেই গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে, ভৃঙ্গ ও ভুজঙ্গ (সর্প) আপনা হইতে ইহার নিকট ছুটিয়া আসিবে। রাজা তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাহাকে লক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন। সেই

প্রত্যঙ্গং সুকৃতেন তেন শুচিনা খ্যাতঃ প্রসিদ্ধাত্মনা,
যোঽসৌ গন্ধগুণস্ত্বয়া প্রকটিতঃ ক্বাসাবিহ প্রেক্ষ্যতে ॥"

রাজা স্বস্তুতিং বুদ্ধা লক্ষং দদৌ ॥ ২২ ॥

ততো দ্বারপাল আগত্য প্রাহ, "দেব ! কাচিৎ সূত্রধারী স্ত্রী দ্বারি বর্ত্ততে।" রাজা,—"প্রবেশয়।" ততঃ সাঽঽগত্য রাজানং প্রণিপত্যাঽঽহ,—

"বলিঃ পাতালনিলয়োঽধঃকৃতশ্চিত্রমত্র কিম্ ?
অধঃ কৃতো দিবস্থোঽপি চিত্রং কল্পদ্রুমস্ত্বয়া ॥"

রাজা তস্যৈ প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ।

তেন সুকৃতেন পুণ্যেন হেতুনা, প্রত্যঙ্গং সর্ব্বাঙ্গে গন্ধো গুণঃ ত্বয়া, রাজ্ঞা চ প্রীতিপূর্ণঃ সম্বন্ধপাত্রঃ প্রকটিতঃ প্রকাশিতঃ, ক্ব কুত্র অসৌ ঈদৃক্ ইহ জগতি প্রেক্ষ্যতে দৃশ্যতে ? অপিতু নৈব দৃশ্যতে। অতএব ধন্যোঽসি ত্বং গুণগ্রাহীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

থানিকে দেখিয়া দামোদরকবি তাহার ছলে রাজাকে স্তব করিলেন,—হে শ্রীমান চন্দনবৃক্ষ ! কাননে সেরূপ অনেক বৃক্ষ আছে, যাহাদিগের পুষ্পের শোভার সহিত মাত্র প্রয়শঃ সৌরভ বাস করে ; কিন্তু পুঞ্জপুঞ্জসুকৃতিবলে পবিত্র ও প্রসিদ্ধ স্বরূপে প্রত্যেক অঙ্গে বিখ্যাত এই যে গন্ধগুণ তুমি প্রকাশ করিলে, এখানে আর কোথায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে ? এটি রাজার নিজের স্তুতি বুঝিতে পারিয়া রাজা কবিকে এক লক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

তারপর দ্বারপাল আসিয়া বলিল, মহারাজ ! কোনও এক সূত্রধারী স্ত্রী (ছুতোরের মেয়ে) দ্বারে রহিয়াছে। রাজা বলিলেন, প্রবেশ করাও। তারপর সে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—মহারাজ ! তুমি পাতালবাসী বলিকে অধঃকৃত (ছোট) করিয়াছ, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ? তবে যে স্বর্গস্থ কল্পবৃক্ষকেও অধঃকৃত করিয়াছ (নিচে ফেলিয়াছ, ছোট করিয়াছ)

ततः कदाचिन्मृगयापरिश्रान्तः राजा क्वचित् सहकारतरोरधस्तात्तिष्ठति स्म। तत्र मल्लिनाथाख्यः कविरागत्य प्राह,—

"शाखाशतशतवितताः सन्ति कियन्तो न कानने तरवः।
परिमलभरमिलदलिकुलदलितदलाः शाखिनो विरलाः॥"

ततो राजा तस्मै हस्तवलयं ददौ॥ २३॥

तत्रैव आसीने राज्ञि कोऽपि विद्वानागत्य "स्वस्ति" इत्युक्त्वा प्राह, "राजन्! काशीदेशमारभ्य तीर्थयात्रया परिभ्रम्यते चौलदेशवासिना मया।" राजाह,—"भवादृशानां तीर्थवासिनां

ইহাই আশ্চর্য্যের বটে। শ্লোক শুনিয়া রাজা তাহার প্রতি অক্ষর পরিমাণে লক্ষমুদ্রা করিয়া দান করিয়াছিলেন।

তারপর কোনও এক সময়ে মৃগয়া করিতে গিয়া পরিশ্রমের অপনোদনার্থ রাজা কোনও একস্থানে অতি সুরভি আম্রবৃক্ষতলে অবস্থান করিয়াছিলেন। মল্লিনাথনামক কোনও এক কবি সেখানে আসিয়া বলিলেন,—শত শত শাখায় বিস্তৃত হইয়া কত কতই না বৃক্ষ কাননে অবস্থান করে; কিন্তু প্রগাঢ় পরিমল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মিলিত মধুমক্ষিকারাজীর পদপিষ্ট পত্র ধারণ করিতে সক্ষম, এরূপ বৃক্ষ (শাখাধারী) অতি অল্পই। (ধনযানবাহনাদিবিভূষিত রাজা অনেকেই আছে; কিন্তু আপনার ন্যায় যশস্বী ও দানবীর রাজা অতি অল্প; সুতরাং মহারাজ! আপনি ধন্য!) রাজা শ্লোক শুনিয়া তাঁহাকে হস্তস্থিত বলয় দান করিয়াছিলেন। ২৩।

রাজা সেইখানে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই কোনও এক বিদ্বান্ আসিয়া রাজাকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আমার দেশ ঘর কিছুই নাই, আমি কাশীদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে পরিভ্রমণ করিতেছি। রাজা বলিলেন,—আপনাদিগের ন্যায় তীর্থবাসীর দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাম।

दर्शनात् कृतार्थोऽस्मि।" स आह,—"वयं मान्त्रिकाश्च।" राजाह,—"विप्रेषु सर्वं सम्भाव्यते।" राजा पुनः प्राह,—"विप्र! मन्त्रविद्यया यथा परलोके फलप्राप्तिः, तथा किमिह लोकेऽप्यस्ति"? विप्रः,—"राजन्! सरस्वतीचरणाराधनाद्विद्यावाप्तिर्विश्वविदिता; परं धनावाप्तिर्भाग्याधीना।

गुणाः खलु गुणा एव न गुणा भूतिहेतवः।
धनसञ्चयकर्तॄणि भाग्यानि पृथगेव हि॥

देव! विद्यागुणा एव लोकानां प्रतिष्ठायै भवन्ति; न तु केवलं सम्पदः। देव!

आत्मायत्ते गुणग्रामे नैर्गुण्यं वचनीयता।
दैवायत्तेषु वित्तेषु पुंसां का नाम वाच्यता॥

ব্রাহ্মণ,—আমি মান্ত্রিকও বটে; আমার মন্ত্রসিদ্ধিও আছে। রাজা বলিলেন,—ব্রাহ্মণদিগের সকলই সম্ভবে। রাজা আবারও বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! মন্ত্রবিদ্যাদ্বারা যেমন পরলোকে ফলপ্রাপ্তি ঘটে; ইহলোকেও ফলে; এরূপ কিছু কি আছে? (যদি থাকে, তবে তুমি দরিদ্র কেন? তদ্দ্বারা ত ধনী হইতে পারিতে।) ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মহারাজ! সরস্বতীর চরণসেবা করিলে বিদ্যালাভ হয়, ইহা বিশ্ববিদিত; কিন্তু ধনলাভ ভাগ্যের অধীন। গুণসকল ধনসম্পদ্ লাভের একটা গৌণ কারণ বটে; কিন্তু গুণ কখন ধন সম্পদ্ লাভের মুখ্য কারণ হইতে পারে না; প্রচুর ধন উপার্জ্জনের দ্বারা ধনী হওয়ার একমাত্র কারণ ভাগ্য; তাহা বিদ্যা হইতে একেবারে পৃথক্ পদার্থ। মহারাজ! দেখুন একমাত্র বিদ্যাগুণ লোকের প্রতিষ্ঠাপ্রতিপত্তি জন্মাইতে সক্ষম হয়; কিন্তু কেবল সম্পত্তি তাহা পারে না। এইজন্য বলি মহারাজ! গুণসমূহ লাভ করা আত্মায়ত্ত; এ ক্ষেত্রে

দেব! মন্ত্রারাধনেনাপ্রতিহতা শক্তিঃ স্যাৎ, দেব! এবং কুতূহলং যস্য। ময়া যস্য শিরসি করো নিধীয়তে, স সরস্বতী-প্রসাদেন অস্খলিতবিদ্যাপ্রসারঃ স্যাৎ।" রাজা প্রাহ,—"সুমতি! মহতী দেবতাশক্তিঃ।" ততো রাজা কামপি দাসী-মাকার্য্য বিপ্রং প্রাহ,—"দ্বিজবর! অস্যা বেশ্যায়াঃ শিরসি করং নিধেহি।" বিপ্রস্তস্যাঃ শিরসি করং নিধায় তাং প্রাহ,—"দেবি! যদ্রাজাঽঽজ্ঞাপয়তি তদ্বদ।" ততো দাসী প্রাহ,—দেব! অহমদ্য সমস্তবাঙ্ময়জাতং হস্তামলকবৎ পশ্যামি; দেব! আদিশ কিং বর্ণয়ামি?" ততো রাজা পুরঃ খড়্গং বীক্ষ্য প্রাহ,—"খড়্গং মে ব্যাবর্ণয়" ইতি। দাসী প্রাহ,—

যদি পুরুষ গুণহীন হয়, তবে সে নিন্দনীয়; ধন ভাগ্যের অধীন বলিয়া যদি পুরুষ ধনবান্ না হইতে পারে, তবে তাহাতে নিন্দা কি? মহারাজ! মন্ত্রের আরাধনার দ্বারা শক্তি প্রতিঘাতহীন (বাধারহিত) হয়। শক্তির প্রতিঘাতের (বাধার অভাবের, স্বাধীন শক্তির) কৌতুক এইরূপ অনেক মহারাজ! এইরূপ অনেক। (এই দেখুন না) আমি যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিব, সরস্বতীর প্রসাদে সে বিদ্যার গ্রাহ্য শেষ বিষয়টী পর্য্যন্তও অক্ষুণ্ণভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। রাজা বলিলেন,—হে মতিমান্! দেবতার শক্তি মহতী! ব্রাহ্মণ দ্বারা রাজা অনুরুদ্ধ হইয়া কোনও একটি দাসীকে আহ্বান করাইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! এই বেশ্যার মস্তকে হস্ত স্থাপন কর। ব্রাহ্মণ তাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া তাহাকে বলিলেন,—দেবি! রাজা যাহা বলিতে আজ্ঞা করেন, তাহা বল। তারপর দাসী বলিল,—মহারাজ! আমি আজ সমস্ত শব্দময় শাস্ত্র, উপশাস্ত্র প্রভৃতি হস্তস্থিত আমলকীফলের ন্যায় অতি বিস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। অতএব মহারাজ! আদেশ করুন, কি বর্ণনা করিব? দাসীর

"धाराधरस्त्वदसिरेष नरेन्द्र ! चित्रं,
वर्षन्ति वैरिवनिताजनलोचनानि ।
कोशेन सन्ततमसङ्गतिराहवेऽस्य,
दारिद्र्यमभ्युदयति प्रतिपार्थिवानाम् ॥"
राजा तस्मै रत्नकलशाननर्घ्यान् पञ्च ददौ ॥ २४ ॥

धारेति। हे नरेन्द्र! एष त्वदसिः तव खड़्गः चित्रं आश्चर्य्यं यथा, तथा धाराधरः धारा तीक्ष्णाग्रधारस्तस्या धरो धारकः, धारायाः वा नगर्य्या धारकः अविच्छेदेन धारयति इति। श्लेषात् धाराधरो जलधर इति। तथा चेत्, अस्योदये किं भवति? अस्मिन् उदिते सति वैरिवनिताजन-लोचनानि वर्षन्ति केवलमश्रूणि, वीरस्वामी मत इति। तथाच आश्चर्य्यमिदं यदुदितस्त्वयं, वर्षणं कुर्व्वन्ति च शत्रुस्त्रीपरिजनसकलानां नयनानि। तथा अन्यदपि चित्रं पश्य, आहवे युद्धकाले अस्य खड़्गस्य सन्ततं निरन्तरं कोशेन आधारपात्रेण, श्लेषात् शत्रूणां धनभाण्डारेण सह असङ्गतिरसम्बन्धः, नहि युद्धे अरिमनिपात्य खड़्गं कोषे स्थापयसीति दृढ़मुष्टिरसीति, पक्षे नचायं शत्रीभाण्डारं प्रविशति, ग्रह-णाय नापि च यतते, तथापि प्रतिपार्थिवानां प्रतिद्वन्द्विनां राज्ञां दारिद्र्यं दरिद्रता अभ्युदयति उपस्थितं भवति, श्लेषात् अभ्युदयं करोति 'आस्तां खड़्ग ते स्वस्ति,

কথা শুনিয়া মহারাজ সম্মুখে খড়্গ দেখিয়া বলিলেন,—আমার এই খড়্গখানিকে বর্ণনা কর। দাসী বলিল,—

মহারাজ! আপনার এই খড়্গ আশ্চর্য্য রকমের ধারাধর, (তীক্ষ্ণধার, বা ধারা-নগরীরক্ষক, জলধারাধর মেঘ) (যাহার উদয়ে) শত্রুদিগের কামিনী ও পরিজনবর্গের নয়নসকল (কেবল অশ্রু) বর্ষণ করিতে থাকে। (এটা বড়ই আশ্চর্য্য যে, তোমার খড়্গ ধারাধররূপে উদিত হয়, আর বর্ষণ করে শত্রুর স্ত্রীদের নয়ন, তদ্ব্যতিরিক্ত আরও আশ্চর্য্য এই যে) যুদ্ধকালে ইহার কোষের সহিত সঙ্গতি (সম্বন্ধ) নাই; কিন্তু প্রতিদ্বন্দী রাজাদিগের দরিদ্রতা উপস্থিত হয়। (যুদ্ধকালে তোমার খড়্গ

ততস্তস্মিন্ ক্ষণে কুতশ্চিৎ পঞ্চ কবয়ঃ সমাজগ্মুঃ। তানবলোক্য ঈষদ্বিচ্ছায়মুখং রাজানং দৃষ্ট্বা মহেশ্বরকবিঃ বৃক্ষমিষেণাঽঽহ,—

"কিং জাতোঽসি চতুষ্পথে ? ঘনতরচ্ছায়োঽসি কিং ছায়য়া,
ছন্নশ্চেৎ ফলিতোঽসি কিং ফলভরৈঃ ? পূর্ণোঽসি কিং সংনতঃ।
হে সদ্বৃক্ষ ! সহস্ব সম্প্রতি চিরং শাখাশিখাকর্ষণ-,
ক্ষোভামোটনভঞ্জনানি জনতঃ স্বৈরেব দুশ্চেষ্টিতৈঃ ॥"

ততো রাজা তস্মৈ লক্ষং দদৌ ॥ ২৫ ॥

মন্ময়া লব্ধং স্থানমি'তি। তথাচ ইদমপ্যদ্ভুতং চিত্রং যদয়ং যুদ্ধে সঙ্গতিহীনো ভবতি ; তস্মাচ্চ হেতোঃ শত্রুর্ভবতি দরিদ্র ইতি। তথাচ বীরশ্রেষ্ঠোঽসি মহারাজ ! শিক্ষা চ তে মহীয়সী, খড়্গস্য তে সার্থকশিবশক্তিঃ শত্রূন্ সমূলঘাতনুপহন্তীতি অপূর্ব্বোঽয়ং খড়্গ ইতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

সঙ্গতিহীন হয় ; কিন্তু শত্রু রাজারা হয় দরিদ্র ! আবার আশ্চর্য্য এমনই যে শত্রুদিগের নিকট দরিদ্রতা উপস্থিত হইয়া তোমার খড়্গের অভ্যুদয় [মঙ্গলকামনা] করে, যেন বলে,—হে খড়্গ ! তোমার মঙ্গল হউক যে, তোমার দ্বারা আমি থাকিবার স্থান পাইয়াছি। অতএব মহারাজ ! আপনি বীরের শ্রেষ্ঠ ; আপনার অসিচালনাশিক্ষাও অতীব পূজনীয় ; আপনি ও এ খড়্গ অতি অপূর্ব্ব !)। রাজা এই শ্লোক শুনিয়া ব্রাহ্মণকে অমূল্য রত্নপূর্ণ পাঁচটি কলশি দিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

তারপর সেই ক্ষণেই কোনও দেশ হইতে পাঁচজন কবি সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাজার মুখ ঈষৎ বিবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া মহেশ্বরকবি বৃক্ষের ছলে রাজাকে বলিলেন, হে সদ্বৃক্ষ ! তুমি কেন চতুষ্পথের মধ্যে জন্মিয়াছ ? জন্মিই বা জন্মিলে, তবে কেনই বা প্রগাঢ় ছায়া ধারণ করিয়াছ ? হইলেই বা ছায়ায় আচ্ছন্ন, তথাপি ফল ধারণ করিলে কেন ? ফলিলেই বা, রাশি রাশি

ततस्ते द्विजवराः पृथक् पृथगाशीर्वचनमुदीर्य्य यथाक्रमं राजाज्ञया कम्बल उपविश्य मङ्गलं चक्रुः। तत एकः पठति,—

"कूर्मः पातालगङ्गापयसि विहरतां तत्तटीरूढ़मुस्ता-,
मादत्तामादिपोत्री शिथिलयतु फणामण्डलं कुण्डलीन्द्रः।
दिङ्मातङ्गा मृणालीकवलनकलनां कुर्वतां पर्वतेन्द्राः,
सर्वे स्वैरं चरन्तु त्वयि वहति विभो! भोज! देवीं धरित्रीम्॥"

हे विभो भोज! धरित्रीं पृथ्वीं देवीं वहति त्वयि तव पृथिवीवहनकाले कूर्म्मः कच्छपः पातालगङ्गापयसि भोगवतीजले विहरतां विहरतु। आदिः पोत्री पोत्रं शूकरमुखाग्रं, तद्वान् वराहावतारः भोगवतीतटजातमुस्तकं गृह्णातु। मृणालीकवलनकलनां मृणालभक्ष्यान्वेषणं कुर्व्वतां करोतु। सर्व्वे पर्व्वतेन्द्राः श्रेष्ठाः पर्व्वताः स्वैरं यथेच्छं चरन्तु व्यवहरन्तु। नास्ति तेषां भारवहनचिन्तेति भावः। दोर्द्दण्डप्रतापशालितया त्वयि सुप्तेऽपि पृष्ठतो वहसि पृथ्वीं त्वमिति दुष्टा विशृङ्खलयितुं नार्हन्ति। पापपयोधौ

ফলে পরিপূর্ণ হইলে কেন? হইলেই বা ফলপূর্ণ, তথাপি ফলভরে নত হইয়া পড়িলে কেন? যখন নিজের দুশ্চেষ্টায় এরূপ হইয়াছ, তখন চিরকালের জন্য এখন সাধারণ জনের নিকট শাখার অগ্রের আকর্ষণ, ক্ষোভ (চাপিয়া রাখা), আমোটন (মোচড়ান), এবং ভঞ্জন (ভাঙ্গিয়া ফেলা), এ সকল সহিতে থাক। রাজা ইহা শুনিয়া তাঁহাকে লক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন। ২৫।

তারপর সেই দ্বিজবরসকল পৃথক পৃথক ভাবে আশীর্ব্বাদবাক্য পাঠ করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে যথাক্রমে কম্বলে উপবেশন করিয়া মঙ্গলবাক্য পাঠ করিয়াছিলেন। সেই মঙ্গলশ্লোক তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন পাঠ করিলেন,—

হে মহারাজ! তোমার পৃথিবীবহন কালে কূর্ম্মাবতার পাতালগঙ্গার জলে বিহার করুন; কারণ, তোমার এমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ যে তুমি নিদ্রা গিয়াও এই পৃথিবীকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতেছ, দুষ্টেরা ত তখনও বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারে না। বরাহাবতার সেই ভোগবতীর তীরে উৎপন্ন মুস্তা খাইবার জন্য সংগ্রহ করিতে

রাজা চমৎকৃতঃ তস্মৈ শতাশ্বান্ দদৌ। ততো ভাণ্ডারিকো লিখতি,—

"ক্রীড়োদ্যানে নরেন্দ্রেণ শতমশ্বা মনোজবাঃ।
প্রদত্তাঃ কামদেবায় সহকারতরোরধঃ॥" ২৬ ॥

ততঃ কদাচিদ্ভোজো বিচারয়তি স্ম, "মৎসদৃশো বদান্যঃ কোঽপি নাস্তি" ইতি। তদ্‌দেবং বিদিত্বা মুখ্যামাত্যো বিক্রমা-

---

নিমগ্নামপি ত্বমুদ্ধরসি যথার্থং শাসনেন। বিধিবদ্ধে খল্বনন্তে নিয়মে স্থাপিতেয়ম্। দিশি দিশি স্থাপিতঃ সুশাসকঃ। স্বয়ঞ্চ বেগমুদ্বহন্ স্বকক্ষায়াং ভ্রময়স্যেনামিতি ॥২৬॥

থাকুন; কারণ পাপসমুদ্রে নিমগ্ন পৃথিবীকে যথাযথ শাসনপ্রভাবে তুমি উদ্ধার করিতেছ। অনন্তদেব ফণামণ্ডল শিথিল করুন; কারণ, তোমার বিধিবদ্ধ অনন্ত নিয়মের উপর পৃথিবী এখন স্থাপিত হইয়াছে। দিগ্‌গজসকল ভক্ষণ-যোগ্য মৃণালের অন্বেষণ করিতে থাকুন; কারণ, তুমি প্রতিদিকেই দিগ্‌গজের ন্যায় শাসকসকলকে স্থাপিত করিয়াছ। ভূধরগণও ইচ্ছা অনুসারে যে কোন ব্যবহার করিতে পারেন; কারণ, তুমি নিজেই বেগে পরিচালিত করিয়া যে কক্ষায় পৃথিবীর ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য, তাহা করাইতেছ; সুতরাং পৃথিবীর ভার বহনের জন্য এ সকল এখন নিষ্প্রয়োজন। রাজা এই শ্লোক শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে একশত অশ্ব দান করিয়াছিলেন। দেওয়া হইলে ভাণ্ডারিক পুণ্যপত্রে (দানের খাতায়) লিখিল,—ক্রীড়াকাননে সহকারবৃক্ষের তলে বসিয়া ভোজরাজ কামদেবপণ্ডিতকে মনের ন্যায় বেগশালী শত অশ্ব দিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

তারপর কোনও এক সময়ে ভোজরাজ মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন, আমার ন্যায় উদার দানশীল কেহই নাই। রাজার সেই অহঙ্কার জানিতে পারিয়া প্রধানমন্ত্রী মহারাজ বিক্রমার্কের পুণ্যপত্র (দানের খাতাপত্র) ভোজকে প্রদর্শন করাইয়া-

कस्य पुण्यपत्रं भोजाय प्रदर्शयामास। भोजस्तत्र पत्रे कश्चित् प्रस्तावमपश्यत्। तथाहि विक्रमार्कः पिपासया प्राह,—

"स्वच्छं सज्जनचित्तवल्लघुतरं दीनार्त्तिवच्छीतलं,
पुत्रालिङ्गनवत्तथैव मधुरं तद्बाल्यसञ्जल्पवत्।
एलोशीरलवङ्गचन्दनलसत्कर्पूरकस्तूरिका-,
जातीपाटलिकेतकैः सुरभितं पानीयमानीयताम्॥"

ततो मागधः प्राह,—

"वक्त्राम्भोजं सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते,
बाहुः काकुत्स्थवीर्य्यस्मृतिकरणपटुर्दक्षिणस्ते समुद्रः।
वाहिन्यः पार्श्वमेताः कथमपि भवतो नैव मुञ्चत्यभीक्ष्णं,
स्वच्छे चित्ते कुतोऽभूत् कथय नरपते! तेऽम्बुपानाभिलाषः?"

ततो विक्रमार्कः प्राह,—तथाहि,—

ছিলেন। ভোজ সেই পত্রে কোনও একটা প্রস্তাব দেখিলেন। তাহা এই,—বিক্রমার্ক পিপাসা হওয়ায় বলিলেন,—সজ্জনের চিত্তের ন্যায় স্বচ্ছ, (নির্ম্মল) দরিদ্রকে পীড়া দেওয়ার ন্যায় লঘুতর (খুব হাল্‌কা), পুত্রের আলিঙ্গনের ন্যায় শীতল, আর সেইরূপ বাল্যকালের সঙ্গীদিগের সহিত পরস্পর গল্পগুজপের ন্যায় মধুর, এলাচ, উশীর (বেনামূল), লবঙ্গ, চন্দনসংমিশ্রিত কর্পূর, মৃগনাভি ও জাতিপুষ্প, পাটলিপুষ্প, এবং কেতকপুষ্পে সুরভিত (সুগন্ধিকৃত) পানীয় জল আনয়ন কর। মাগধ (বন্দনা-গায়ক) এই কথা শুনিয়া বলিল,—হে নরপতে! সরস্বতী (দেবী, নদী) আপনার মুখপদ্মে বাস করিতেছেন, আপনার অধর (নিম্নের ওষ্ঠ) সর্ব্বদাই শোণ (নদ, লোহিত) আপনার দক্ষিণ বাহু সমুদ্র (মুদ্রা অঙ্গুরীয়ক, তদ্দ্বারা সুশোভিত, এবং দক্ষিণ সাগর); কারণ, সে বাহু কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের বীর্য্য স্মৃতি করাইতে সক্ষম

"অষ্টৌ হাটককোটয়স্ত্রিনবতির্মুক্তাফলানাং তুলাঃ,
পঞ্চাশন্মধুগন্ধমত্তমধুপাঃ ক্রোধোদ্ধতাঃ সিন্ধুরাঃ।
অশ্বানামযুতং প্রপঞ্চচতুরং বারাঙ্গনানাং শতং,
দত্তং পাণ্ড্যনৃপেণ যৌতুকমিদং বৈতালিকায়ার্প্যতাম্॥"

ততো ভোজঃ প্রথমত এব অদ্ভুতং বিক্রমার্কচরিত্রং দৃষ্ট্বা নিজগর্বং তত্যাজ॥ ২৭॥

ততঃ কদাচিদ্ধারানগরে রাত্রৌ বিচরন্ রাজা কস্মিংশ্চিদ্ দেবালয়ে শীতার্ত্তং ব্রাহ্মণমিত্থং পঠন্তমবলোক্য স্থিতঃ।—

(সেতুবন্ধ দেখিলে রামের বাহুর কথা মনে হয়, আপনার বাহু দেখিলেও মনে হয়; সুতরাং বাহু দক্ষিণ সমুদ্র)। বাহিনীসকল (সেনাবিন্যাস, এবং নদীসকল) কোনওরূপে আপনার পার্শ্ব পরিত্যাগ করে না। আপনার চিত্ত সকল সময়েই স্বচ্ছ। অতএব বলুন, আপনার জলপানের অভিলাষ কি হেতু হইয়াছে? এই শ্লোক শুনিয়া বিক্রমার্ক বলিলেন,—তাহা এই,—হে ভাণ্ডারিক! আটকোটি হাটক (অলঙ্কার বিশেষ), তিরনব্বই টি মুক্তাফল, সমান পঞ্চাশটিহস্তী, যাহাদিগের গণ্ড হইতে ক্ষরিত মদের গন্ধে মধুমক্ষিকা মত্ত হইয়াছে, এবং যাহারা সকল সময়েই ক্রোধে উদ্ধতপ্রকৃতি হইয়াই রহিয়াছে, এক অযুত (দশ হাজার) অশ্ব, বিলোলভঙ্গিপ্রকাশে চতুরা শত বেশ্যা, পাণ্ড্যরাজ যে এই যৌতুক দিয়াছিলেন, ইহা এই বৈতালিককে (মাগধকে, বন্দিকে) দাও। এই শ্লোক পাঠ করিয়া প্রথমেই অদ্ভুত রকমের চরিত্র দেখিয়া নিজের অহঙ্কার ত্যাগ করিলেন। ২৭॥

তারপর কোনও একদিন রাত্রে ধারানগরের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে দেবালয়ে কোনও এক ব্রাহ্মণকে শীতে পীড়িত হইয়া এইরূপ পাঠ করিতে দেখিয়াছিলেন,—

"शीतेनाध्युषितस्य माघजलवच्चिन्तार्णवे मज्जतः,
शान्ताग्नेः स्फुटिताधरस्य धमतः क्षुत्क्षामकुक्षेर्मम ।
निद्रा क्वाप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य दूरङ्गता,
सत्पात्रप्रतिपादितेव कमला नो क्षीयते शर्वरी ॥"

शीतेनेति। शीतेन अध्युषितस्य कृताधिष्ठानस्य शीतार्त्तस्य इति यावत्, अतएव चिन्तार्णवे मज्जतः स्नानं कुर्व्वतो जनस्य माघजलवत् माघमासस्य जलमिव भयङ्करं, यथाहि शीतालुः पुमान् माघे मासि स्नातुं गतो जलं दृष्ट्वा चिन्तार्णवे मज्जति कथमिदमङ्गुल्याप्यस्पृश्यं करकवदङ्गैः स्नानीयमिति स्नातुं नैव पारयति, चिन्तयत्येव केवलं, तादृशस्य मम तादृशोऽयं कालः, यद्धाऽर्णवे मज्जतश्चिन्तेव ; किञ्च शान्ताग्नेः निर्व्वापितवह्नेः पुंसः क्षुत्क्षामकुक्षेः क्षुधाक्षीणप्रायजठरस्य पुनः स्फुटिताधरस्य धमतः फुत्कारैरग्निसंयोगं कुर्व्वत इव मम ; यथा भोजनाय व्याकुलात्मा पाकाय चुल्लीं ज्वालयन्नपि निर्व्वापयन् दुर्व्वलप्रायतया क्षीणं क्षीणं फूत्करोति ; किन्तु स्फुटितावोष्ठौ इति फूत्कारो नैव निःसरति, नश्यत्येव केवलं, नाग्निः प्रज्वलति, क्लिश्नाति च, तादृशस्य मम शान्ताग्निरिव निद्रा नायाति ; किञ्च अवमानिता कृतावमानना दयिता कान्ता इव तादृशस्य मम निद्रा सन्त्यज्य मां परित्यज्य क्वापि कुत्रापि काले दूरं देशं गता प्राप्ता। किञ्च शर्व्वरी रात्रिः सत्पात्रप्रतिपादिता सत्पात्रसात्कृता कमला लक्ष्मीरिव नो क्षीयते नैव नश्यति प्रभातं नाप्नोति। धन्यो विधाता, यदियं तेन विशाला रजनी

মাঘ মাসের জলের ন্যায় ভয়ঙ্কর এই কাল, ঐ সময় স্নান করিতে গিয়া যেমন চিন্তার সাগরে ডুব দেয়, সেইরূপ সমস্ত শীত আসিয়া একেবারে আমায় অধিকার করিয়া বসিয়াছে, আমার মহাভাবনা হইয়াছে, বুঝি একাল আর কাটে না! আমি এখন অপার চিন্তাসাগরে পড়িয়া কেবল ডুবই দিতেছি। আমার আগুন নিভিয়া গিয়াছে ; ফুঁ দিয়া জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেছি ; কিন্তু ক্ষুধায় উদর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, ফুঁয়ে জোর হইতেছে না, তাহাতে আমার ওষ্ঠ ফাটিয়া গিয়াছে, সকল বাতাস ফুঁয়ের সঙ্গে বাহিরেও আসিতেছে না ; বড়ই অসুবিধায় পড়িয়া

ইতি শ্রুত্বা রাজা প্রাতঃ তমাহূয় পপ্রচ্ছ,—"বিপ্র! পূর্ব্বেদ্যুঃ রাত্রৌ ত্বয়া দারুণঃ শীতভারঃ কথং সোঢ়ঃ?" বিপ্র আহ,—

"রাত্রৌ জানুর্দিবা ভানুঃ কৃশানুঃ সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
এবং শীতং ময়া নীতং জানুভানুকৃশানুভিঃ॥"

রাজা তস্মৈ সুবর্ণকলশত্রয়ং প্রাদাৎ। ততঃ কবিঃ স্তৌতি,—

"ধারয়িত্বা ত্বয়াত্মানং মহাত্যাগধনায়ুষা।
মোচিতা বলিকর্ণাদ্যাঃ স্বযশোগুপ্তকর্ম্মণঃ॥"

রাজা তস্মৈ লক্ষং দদৌ॥ ২৮॥

মহ্যং প্রতিপাদিতা; নতু কমলেতি শ্লেষঃ। নূনমদ্য ম্রিয়ে ইতি ভাবঃ। মহান্তি ত্যাগধনায়ূংষি যস্য, যদ্বা মহাদানপ্রখ্যাতং আয়ুর্যস্য। স্বস্য যশসা গুপ্তং রক্ষিতং কর্ম্ম যেষাং, তে তথা, অতএব তে অমরা জাতাঃ। অদ্য তে মোচিতা মুক্তিং গতাস্তথা ত্বাদৃশেন নবীনেনামরেণ ইতি ভাবঃ॥ ২৮॥

গিয়াছি। এই ত আমার অবস্থা; তা নয় একটু নিদ্রা আসুক! তাও কি হইবার উপায় আছে! অপমানিতা ভার্য্যার ন্যায় নিদ্রা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় দূর হইয়া চলিয়া গিয়াছে। আর এই রাত্রিটা সৎপাত্রে অর্পিত লক্ষ্মীর ন্যায় একেবারে ক্ষয় হইতেই চাহে না। (বিধাতাকে ধন্যবাদ যে, এই বিশাল রাত্রিটা আমায় দিয়া পাঠাইয়াছেন; কিন্তু লক্ষ্মীটা আর দিতে পারিলেন না। হায়! নিশ্চয় আজ মরিব দেখিতেছি।) রাজা এই কথা শুনিয়া চলিয়া গেলেন, এবং প্রাতঃকালে তাহাকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; ব্রাহ্মণ! পূর্ব্বদিন রাত্রে দারুণ শীতভার তুমি কিরূপে সহ্য করিলে? ব্রাহ্মণ বলিল,—রাত্রিকালে জানু (হাঁটু), দিনের বেলায় ভানু (সূর্য্য), প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যায় কৃশানু (অগ্নি)। এইরূপে জানু, ভানু ও কৃশানু দ্বারা আমি শীত কাটাইয়াছি। এই কথা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে তিন কলসী সুবর্ণমুদ্রা দান করিলেন। ধন পাইয়া কবি রাজাকে স্তব করিলেন, আপনার দান, ধন ও আয়ুঃ, এ সকলই মহৎ

একদা ক্রীড়োদ্যানপাল আগত্য একমিক্ষুদণ্ডং রাজ্ঞঃ পুরো মুমোচ। তং রাজা করে গৃহীতবান্। ততো ময়ূরকবিঃ নিতান্তপরিচয়বশাৎ আত্মনি রাজ্ঞা কৃতামবজ্ঞাং মনসি নিধায় ইক্ষুমিষেণাহ,—

"কান্তোঽসি নিত্যমধুরোঽসি রসাকুলোঽসি,
কিঞ্চাসি পঞ্চশরকার্মুকমদ্বিতীয়ম্।
ইক্ষো! তবাস্তি সকলং পরমেকমূনং,
যৎ সেবিতো ভজসি নীরসতাং ক্রমেণ॥"

রাজা কবিহৃদয়ং জ্ঞাত্বা ময়ূরং সম্মানিতবান্॥ ২৯॥

(অথবা আপনার জীবন মহাদানেই বিখ্যাত)। অতএব আপনি এরূপ দানশীল, ধনবান্ অমর আত্মাকে ধারণ করিয়াছেন বলিয়া নিজের যশোরাশি দ্বারা রক্ষিত হইয়া যাঁহাদিগের কর্ম্ম জনসমাজে প্রচারিত হইত, সেই বলি ও কর্ণাদি বিখ্যাত মহাত্মারা আজ আপনা কর্ত্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত হইলেন। (আপনার যশে তাঁহাদিগের যশ আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া (অমর করিয়া) রাখিবার যোগ্য কর্ম্মও জনসমাজে প্রচবরূপে আর থাকিবে না। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের অমরত্বও আজ বিনষ্ট হইয়া গেল)। রাজা এই শ্লোক শুনিয়া তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন॥ ২৮॥

এক সময়ে ক্রীড়াকাননপাল আসিয়া একগাছি (আক) ইক্ষুদণ্ড রাজার সম্মুখে আনিয়া রাখিল। রাজা সেইগাছি হস্তে করিয়া লইয়াছিলেন। তাই দেখিয়া ময়ূরকবি ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ায় নিজের উপর রাজার কৃত অবজ্ঞা মনে চাপিয়া রাখিয়া ইক্ষুর ছলে রাজাকে বলিলেন;—হে ইক্ষুদণ্ড! তুমি দেখিতে কমনীয়; নিত্যই মধুর; রসেও আকুল বটে; কেবল তাহাই নহে, তুমি কামদেবের অদ্বিতীয় ধনুও বটে; অতএব তোমার সকলই আছে; কিন্তু একটি অল্প দেখি যে,

ततः कदाचिद्रात्रौ सौधोपरि क्रीड़ापरो राजा शशाङ्क-
मालोक्य प्राह,—

"यदेतच्चन्द्रान्तर्जलदलवलीलां वितनुते,
तदाचष्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा।"

ततश्चाधोभूमौ सौधान्तरप्रविष्टः कश्चिच्चोर आह,—

"अहं त्विन्दुं मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणी-,
कटाक्षोल्कापातव्रणकणकलङ्काङ्कितततनुम्॥".

यदिति। यदेतत् वस्तु चन्द्रस्य अन्तर्मध्ये जलदलवस्य लेशमितमेघस्य लीलां बहुधा क्षुद्राकारेण अवस्थितिं वितनुते विस्तारयति प्रतिपदादितिथिमारभ्य चतुर्दश्यादितिथौ, लोकस्तदन्तु शशक इति आचष्टे कथयति, यतो भवति शशाङ्क इति। किन्तु मां प्रति नो तथा मम समीपे तादृक् न प्रतिभातीति शेषः। चोरः प्राह—अहमिति। तु किन्तु अहं चोरकविः इन्दुं चन्द्रं तव शत्रुभूतस्वामिनी युद्धादौ मरणादिना जातेन विरहेण वियोगेन आक्रान्तानां पत्नीभूताना तरुणीनां युवतीनां क्रुद्धाः कटाक्षाः एव उल्का ज्वलल्लोहितशिलादिपिण्डानि, तेषां पातेन पतनेन चन्द्रस्योपरि जातानां व्रणानां दाहजक्षतानां कणपरिमितैः कलङ्कैरङ्कितं चिह्नितं तनु शरीरं यस्य, तथाभूतं त्राणिताङ्गं मन्ये उत्प्रेक्ष्ये। नेयमुत्प्रेक्षा, किन्तु वितर्कमात्रमित्य-

তোমার সেবা করিতে থাকিলে তুমি ক্রমে নীরস হইতে থাক। রাজা এই শ্লোক শুনিয়া কবির হৃদয়ভাব বুঝিতে পারিয়া সম্মাননা করিয়াছিলেন। ২৯।

কোনও এক সময়ে রাত্রে সৌধের উপরিভাগে ক্রীড়া করিতে করিতে রাজা চন্দ্রমণ্ডল দেখিয়া বলিলেন,—এই যে চন্দ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘের লীলা বিস্তার করিয়াছে, লোকে তাহাকে বলে শশক; কিন্তু আমার নিকট তাহা সেরূপ প্রতিভাত হয় না। সেই স্থানের নিম্নে সৌধের মধ্যেই প্রবিষ্ট কোনও এক চোর বলিল;—আমি কিন্তু চন্দ্রকে তোমার শত্রুর বিরহে আক্রান্ত যুবতীদিগের

राजा तत् श्रुत्वा प्राह, "अहो महाभाग! कस्त्वमर्द्धरात्रे कोशगृहमध्ये तिष्ठसि" ? इति। स आह, "देव! अभयं नो देहि" इति। राजा तथेति प्राह। ततो राजानं स चोरः प्रणम्य स्ववृत्तान्तमकथयत्। तुष्टो राजा चोराय दशकोटिः सुवर्णस्याष्टौ मत्तान् गजेन्द्रांश्च ददौ। ततः कोशाधिकारी धर्म्मपत्रे लिखति,—

"तदस्मै चोराय प्रतिनिहतमृत्युप्रतिभिये,
प्रभुः प्रीतः प्रादादुपरितनपादद्वयकृते।
सुवर्णानां कोटीर्दश दशनकोटिक्षतगिरीन्,
गजेन्द्रानप्यष्टौ मदमुदितकूजन्मधुलिहः॥" ३०॥

विद्वान् प्रस्तावं साहित्यदर्पणकृदाह। पाठवैकल्यमप्यनुग्राह्यमेव। तदस्मा इति। तथा चरिताय, प्रतिनिहतमृत्युप्रतिभिये प्रतिनिहता विनिमथिता मृत्योः प्रतिभीः प्रतिद्वन्द्विभयं जीवनं अभयश्च येन, तादृशाय। अन्याः पठन्ति 'प्रतिनियते'ति। तद् साधु, निहता निघाता विधिना अवश्यम्भाविनी, प्रतिनिहता हि विधिप्राप्तावश्यम्भाव-विरुद्धा; अतएव कृतविनिमया इति भवति। चरणद्वयं हि पठता चोरेण दण्डस्थाने पुरस्कारो विनिमयः कृत इति। दशनयोर्दन्तयोः कोटिभ्यां शृङ्गाभ्यां क्षता विध्वस्ता गिरयो यैः, तथाविधान् मदेन गण्डचरितरसेन मुदिता हृष्टाः पुलकिता अतएव

সকোপ কটাক্ষরূপ উল্কাপিণ্ডের পাতদ্বারা সঞ্জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের চিহ্নে (দাগে) অঙ্কিতগাত্র বলিয়া মনে করি। রাজা শ্লোকের পূরণ শুনিয়া বলিলেন,— ওহে মহাভাগ! কে তুমি এই অর্দ্ধরাত্রে ভাণ্ডারের মধ্যে অবস্থান করিতেছ? সে বলিল,—মহারাজ! আমাকে অভয় দান করুন। রাজা বলিলেন,— আচ্ছা তোমার ভয় নাই। তারপর সেই চোর রাজাকে প্রণাম করিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। রাজা তুষ্ট হইয়া চোরকে দশ কোটি সুবর্ণমুদ্রা, আর

ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य प्राह, "देव ! कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्त्तते" इति। राजा—"प्रवेशय" इत्याह। ततः प्रविष्टः स कविर्भोजमालोक्य, "अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यति" इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह, "कवे ! किं रोदिषि" ? इति। ततः कविराह, "राजन् ! आकर्णय मद्गृहस्थितिम्,—

अयि लाजा उच्चैः पथि वचनमाकर्ण्य गृहिणी,
शिशोः कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना।

कूजन्तो मधुर ध्वनिं कुर्वन्तो मधुलिहो मधुव्रता येषु, तथाभूतान् गजेन्द्रानष्टौ प्रादात् प्रददौ प्रीतः प्रभुरिति ॥ ३० ॥

আটটি মত্ত শ্রেষ্ঠ হস্তী দিয়াছিলেন। দেওয়া হইলে ভাণ্ডারের অধিকারী ধর্ম্মপত্রে (ধর্ম্মকর্ম্মের খাতায়) লিখিল,—নিম্নের পাদদ্বয় পূরণ করার জন্য প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইবার ভয়ে ভীত সেই চোরকবিকে বিনিময়ে দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা, এবং দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা পর্ব্বতকেও ক্ষত করিয়াছে ও মদের গন্ধে পুলকিত হইয়া গুঞ্জনকারী মধুমক্ষিকাসকলদ্বারা পরিব্যাপ্ত আটটি শ্রেষ্ঠ হস্তীও দান করিয়াছিলেন ৩০।

তারপর কোনও এক সময়ে দ্বারপাল আসিয়া বলিল,—মহারাজ! কৌপীন মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন একটি বিদ্বান্ দ্বারে রহিয়াছেন। রাজা বলিলেন,—প্রবেশ করাও দ্বারপাল যাইয়া প্রবেশ করিতে বলিলে সেই কবি সভায় প্রবিষ্ট হইয়া রাজাকে দেখিয়া 'আজ আমার দারিদ্র্যকষ্ট ঘুচিয়া যাইবে' এই মনে করিয়া খুব হৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে তথাবিধ দেখিয়া বলিলেন,—হে কবে! তুমি কেন রোদন করিতেছ? রাজার প্রশ্ন শুনিয়া কবি বলিলেন,—মহারাজ! আমার সংসারের অবস্থা শ্রবণ করুন,—

ময়ি ক্ষীণোপায়ে যদকৃত দৃশাবশ্রুবহুলে,
তদন্তঃশল্যং মে ত্বমসি পুনরুদ্ধর্তুমুচিতঃ ॥

রাজা "শিব শিব কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ইত্যুদীরয়ন্, প্রত্যক্ষরলক্ষং দত্ত্বা প্রাহ, "সুকবে ! ত্বরিতং গচ্ছ গৃহং, ত্বদ্গৃহিণী খিন্নাऽভূত্" ইতি ॥ ৩১ ॥

ততঃ কদাচিন্মৃগয়াপরিশ্রান্তো রাজা কস্যচিন্মহাবৃক্ষস্য ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি স্ম। তত্র শাম্ভবদেবো নাম কবিঃ কশ্চিদাগত্য রাজানং বৃক্ষমিষেণাহ,—

"আমোদৈর্মরুতো মৃগাঃ কিশলয়োল্লাসৈস্ত্বচা তাপসাঃ,
পুষ্পৈঃ ষট্চরণাঃ ফলৈঃ শকুনয়ো ঘর্ম্মার্দ্দিতাশ্ছায়য়া।

'চাই থৈ'! এইরূপ খৈবালার চীৎকারশব্দ শ্রবণ করিয়া দারিদ্র্যক্লেশের অভিব্যক্তি-কর ম্লানমুখে শিশুপুত্রের কর্ণদ্বয় যত্নসহকারে দৃঢ়ভাবে আচ্ছাদন করিয়া ধরিলেন। আমি যে নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ করিয়াছি, তাহার কারণ আমার অন্তরে একটি শল্য (অশেষক্লেশকর খোঁটার ন্যায় দুঃখপরম্পরা) বিদ্ধ হইয়া আছে; আপনি শক্তি-শালী, উচিত আপনি আমার সেই অন্তঃশল্য উদ্ধার করেন। রাজা 'শিব শিব কৃষ্ণ কৃষ্ণ', এইরূপ কর্ণশুদ্ধি ও মানসশুদ্ধিকর নাম উচ্চারণ করিয়া শ্লোকের প্রতি অক্ষরের পরিমাণে লক্ষ মুদ্রা করিয়া দিয়া বলিলেন,—সুকবে! শীঘ্র গৃহে যাও। তোমার গৃহিণী খেদে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ৩১ ॥

তারপর কোনও একদিন রাজা মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া কোনও একটি মহা-বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই স্থলে শাম্ভবদেব নামে কোনও এক জন কবি আগমন করিয়া রাজাকে বৃক্ষের ছলে বলিলেন,—ঘ্রাণতৃপ্তিকর সুগন্ধে সমস্ত বায়ু, নবপল্লবগুচ্ছে মৃগসকল, বল্কলে তপস্বিগণ,

স্কন্ধৈর্গন্ধগজাস্ত্বয়ৈব বিহিতাঃ সর্ব্বে কৃতার্থাস্তত,-
স্ত্বং বিশ্বোপকৃতিক্ষমোঽসি ভবতা ভগ্নাপদোঽন্যেদ্রুমাঃ ॥”

কিঞ্চ,—

অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্।
অনধিগতপরিমলাপি চ হরতি দৃশং মালতীমালা ॥”

তাভ্যাং শ্লোকাভ্যাং চমৎকৃতো রাজা প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ ॥৩২॥

আমার এখন কিছু উপায় (উপার্জ্জন) নাই। সেই জন্য আমার গৃহিণী পথে পুষ্পে মধুকরসমূহ, ফলদ্বারা পক্ষিকুল, ছায়াদ্বারা গ্রীষ্মপ্রপীড়িত ব্যক্তিরা, স্কন্ধদ্বারা গন্ধমৃগসকল (বানরবিশেষ) এ সকলকেই তুমি কৃতার্থ করিয়াছ। অতএব তুমি বিশ্বের উপকারে সক্ষম হইতেছ। অধিক কি বলিব, একমাত্র তোমা দ্বারাই অন্য সকল বৃক্ষ আজ নিরাপৎ হইয়াছে। (অথবা, তুমি অন্য সমস্ত বৃক্ষের পদ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়াছ, সকলেই অচল হইয়া পড়িয়াছে। আমি দারিদ্র্যনিদাঘক্লিষ্ট; আমারও একটু ছায়াদান কর। (আচ্ছা, তুমি কি করিয়া জানিলে যে, এ সকল গুণ বৃক্ষের আছে; তুমি ইহার নিকট এইমাত্র আসিলে; কিন্তু এ সকল ত একই সময়ে সংসাধিত হয় না? ইহার উত্তরেই যেন কবি বলিলেন),—আরও দেখুন—সুগন্ধ না পাইলেও মালতীপুষ্পমালা চক্ষুদ্বয়কেও আকর্ষণ করে। ইহাই স্বাভাবিক যে সৎকবির বাক্য গুণতঃ পরিচিত না হইলেও সকলের কর্ণেই মধুর ধারা ঢালিয়া দিয়া থাকে। (অতএব মহারাজ! সমস্ত বিষয় পরিচিত না হইলেও বস্তুশক্তির এমনই অপূর্ব্ব প্রভাব যে, সে তাহাকে পরিচিত করিবেই। সেই জন্য বলিয়াছি, হে সদ্বৃক্ষ! তুমি বিশ্বের উপকারে সক্ষম।) রাজা এই শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এবং প্রতি অক্ষরের পরিমাণে লক্ষমুদ্রা দান করিলেন ॥ ৩২ ॥

অন্যদা শ্রীভোজঃ শ্রীমহেশ্বরং নন্তুং শিবালয়মভ্যগাৎ। তদা কোঽপি ব্রাহ্মণো রাজানং শিবসন্নিধৌ প্রাহ,—"দেব!

অর্দ্ধং দানববৈরিণা, গিরিজয়াপ্যর্দ্ধং শিবস্যাহৃতং,
দেবেত্থং জগতীতলে পুরহরাভাবে সমুন্মীলতি।
গঙ্গা সাগরমম্বরং শশিকলা নাগাধিপঃ ক্ষ্মাতলং,
সর্ব্বজ্ঞত্বমধীশ্বরত্বমগমৎ ত্বাং মাং তু ভিক্ষাটনম্ ॥"

রাজা অক্ষরলক্ষং দদৌ ॥ ৩২ ॥

ততঃ কদাচিদ্ দ্বারপাল আগত্য প্রাহ, "দেব! কোঽপি বিদ্বান্ দ্বারি তিষ্ঠতি" ইতি। রাজা—"প্রবেশয়" ইত্যাহ। ততঃ প্রবিষ্টো বিদ্বান্ পঠতি,—

অন্য এক সময়ে শ্রীমান ভোজ শ্রীমদ্ভগবান্ মহেশ্বরকে প্রণাম করিতে শিবা- লয়ে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কোনও এক ব্রাহ্মণ রাজাকে শিবের নিকটেই বলিলেন, —মহারাজ! শিবের অর্দ্ধভাগ দানববৈরি হরি লইয়া হরিহর হইয়াছেন, আর অর্দ্ধভাগও গিরিজা উমা লইয়াছেন (উমামহেশ্বরের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন)। মহারাজ! এই ভাবে জগতীতলে (সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে) মহাদেবের অভাব সম্যক্‌ভাবে উপস্থিত হইলে পর (তাঁহার ভূষণ ও গুণসকল কি হইল? না,) গঙ্গা সাগরকে যাইয়া অবলম্বন করিলেন, অর্দ্ধচন্দ্রকলা আকাশকে, সর্পরাজ পাতালকে, সর্ব্বজ্ঞতা আর সর্ব্বেশ্বরতা আপনাকে আশ্রয় করিল; কিন্তু আমাকে আশ্রয় করিল ভিক্ষাচর্য্যা! (আপনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে একই সঙ্গে সেবা করিতেছেন; আপনিই ধন্য।) এই শ্লোক শুনিয়া রাজা প্রতি অক্ষর পরিমাণে লক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন। ৩২।

তারপর কোনও এক সময়ে দ্বারপাল আসিয়া বলিল,—মহারাজ কোনও

"क्षणमप्यनुगृह्णाति यं दृष्टिस्तेऽनुरागिणी।
ईर्ष्ययेव त्यजत्याशु तं नरेन्द्र! दरिद्रता॥"

राजा लक्षं ददौ। पुनरपि पठति कविः,—

"केचिन्मूलाकुलाशाः कतिचिदपि पुनः स्कन्धसम्बन्धभाज,-
श्छायां केचित् प्रपन्नाः प्रपदमपि परे पल्लवानुन्नयन्ति।
अन्ये पुष्पाणि पाणौ दधति तदपरे गन्धमात्रस्य पात्रं,
वाग्वल्ल्याः किन्तु मूढ़ाः फलमहह! न हि द्रष्टुमप्युत्सहन्ते॥"

क्षणमिति। हे नरेन्द्र! ते दृष्टिः कृपादृष्टिरनुरागिणी आसक्ता सती गुण-लीभाद् यं गुणिनं क्षणमपि अनुगृह्णाति आश्लिष्यति सङ्गमयति च, यं दयते इत्यर्थः। तं गुणिनं कृपादृष्टिनायकं ईर्ष्ययेव असूययेव लम्पटोऽयमिति दोषाविष्कारणक्रिययेव दरिद्रता नायिका आशु शीघ्रं त्यजति जिहीते। उत्प्रेक्षामूलकसमासोक्तिरियं कवेः। केचिदिति। मूलेन आकुला व्याकुला आशा आकाङ्क्षा येषां, ते मूललाभ-पूर्णमनोरथाः। प्रपदं पदाग्रम्। पल्लवानुन्नमय्य नयन्ति नयनपथम्। वाग्वल्ल्याः वाक्लतायाः सरस्वत्यवतारमूर्त्तेः राज्ञः। उत्सहन्ते प्रयतन्ते। तत् किमहहमपि मूढ़ो

এক বিদ্বান্ দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। রাজা বলিলেন, প্রবেশ করাও। তারপর সভায় প্রবিষ্ট হইয়া সেই বিদ্বান্ পাঠ করিলেন,—হে নরেন্দ্র! তোমার দৃষ্টি অনুরাগিণী হইয়া ক্ষণ কালের জন্যও যাহাকে অনুগ্রহ করে, যেন ঈর্ষ্যা করিয়াই অতি শীঘ্র তাহাকে দারিদ্র্য পরিত্যাগ করে। শ্লোক শুনিয়া রাজা তাঁহাকে লক্ষমুদ্রা দিলেন। কবি আবারও পাঠ করিলেন,—কেহ কেহ বাগ্‌বল্লীর (বাক্যরূপ লতার, সরস্বতীর অবতার এই রাজমূর্ত্তির) মূল লাভ করায় পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছে; কতকগুলি আবার উহার স্কন্ধের সম্বন্ধভাগী (কাঁধে চাপিয়া বসিয়াছে, যেমন কালিদাসাদি), কেহ কেহ ছায়া লাভ করিয়াছে, এবং পরের

एतदाकर्ण्य बाणः प्राह,—

"परिच्छिन्नस्वादोऽमृतगुड़मधुक्षौद्रपयसां,
कदाचिच्चाभ्यासाद्भजति ननु वैरस्यमधिकम्।
प्रियाबिम्बोष्ठे वा रुचिरकविवाक्येऽप्यनवधि-,
र्नवानन्दः कोऽपि स्फुरति तु रसोऽसौ निरुपमः॥"

यत् फलं द्रष्टुमलमिति भावः। परीति। परिच्छिन्नः परिच्छेदयुक्त आवृतः ससीम इति यावत्। अज्ञाः कल्पयन्ति 'परिच्छिन्न' इति; न हि जानन्ति परस्परभेदज्ञाने यदावरणज्ञानं कारणं भवतीति। धारो हि स परिच्छेदः। तत्तारतम्यानुभवाद्धि परस्परं भिन्नतया ज्ञायन्ते। भेदश्चान्यसम्बन्धे सति, इति प्राप्तं ससीमत्वम्। अभ्यासा-द्धेतोः पौनःपुन्येन सेवनात् हेतोः कदाचित् अधिकं यथा स्यात तथा वैरस्यं विरसतां विकृतिमिति यावत्, ननु भजति प्राप्नोत्यपि। किन्तु प्रियाया बिम्बोष्ठे बिम्बवदा-रक्ताधरे, अथवा रुचिकरे मनोज्ञे कविवाक्ये कोऽप्यसौ लोकोत्तरोऽयं रसः अनव-धिरसीमः निरुपमः, तथा नवानन्दः सन् नवं नवमानन्दं कुर्वन् स्फुरति दैदीप्यते।

অগ্রভাগও কেহ প্রাপ্ত হইয়াছে; অন্য কেহ কেহ পল্লব পাইয়া উন্নত করিয়াও দেখিতেছে, অন্য কেহ পুষ্পসকল হস্তে করিয়া ধারণ করিতেছে, সেইখানেই অপরে তাহার কেবল গন্ধের পাত্র হইতেছে; কিন্তু হায়! মূঢ় ব্যক্তিরা কখন তাহার ফল দেখিতেও (সক্ষম হইল না) প্রযত্নঃকরিল না! এই শ্লোক শুনিয়া বাণকবি বলিলেন,—অমৃত, গুড়, মধু, দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধের আস্বাদ সীমাবদ্ধ। অভ্যাস-বশতঃ কখন কখন অতিরিক্ত বিরস হইয়া থাকে; কিন্তু প্রিয়ার বিম্বোষ্ঠে (টুক্ টুকে অধরে), অথবা কবির মনোরম বাক্যে (সকল সময়েই নূতন আনন্দ, এবং তাহা সীমাবদ্ধও নয়, অসীম; তদ্ভিন্ন তাহাতে আরও একটি অপূর্ব্ব নিরুপম রস দেদীপ্যমান আছে) সীমাহীন, নূতন আনন্দদায়ক, উপমারহিত

ततो राजा लक्षं दत्तवान् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्राजराजेश्वरवल्लालसेनसूरिविरचिते भोजप्रबन्धे काव्यप्रकाशप्रबन्धो नाम पञ्चमः परिच्छेदः ॥ ५ ॥

तस्मात् हे कवे ! नास्ति च राज्ञोऽरुचिः फलप्रदर्शनाय ; मूल्यन्त्वेतावदेवेति तावत् दत्तमिति ॥ ३४ ॥

श्रीमन्महामहोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण-भैरवचन्द्रविद्यासागरभट्टाचार्य्य सूरिसूनु-श्रीकृष्णविचारभट्टाचार्य्यात्मज-श्रीगङ्गाचरणवेदान्तविद्यासागर-भट्टाचार्य्यकृतौ भोजप्रबन्धटीकायां काव्यप्रकाशप्रबन्धो नाम पञ्चमः परिच्छेदः ॥ ५ ॥

অতি অপূর্ব্ব এক রস স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। এই শ্লোক শুনিয়া রাজা আর এক লক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন। ৩৪।

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বরবল্লালসেনসূরিবিরচিত ভোজপ্রবন্ধে কাব্যপ্রকাশ-প্রবন্ধনামক পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ৫ ॥

ভবভূতিকালিদাসয়োঃ প্রাধান্যপরীক্ষাপ্রবন্ধঃ।

ততঃ কদাচিৎ সিংহাসনমলঙ্কুর্ব্বাণে শ্রীভোজে দ্বারপাল আগত্য প্রাহ, "দেব ! বারাণসীদেশাদাগতঃ কোঽপি ভবভূতির্নাম কবির্দ্বারি তিষ্ঠতি" ইতি। রাজা প্রাহ, "প্রবেশয়" ইতি। ততঃ প্রবিষ্টঃ সোঽপি সভামগাৎ। ততঃ সভ্যাঃ সর্ব্বে তদাগমনেন তুষ্টা অভূবন্। রাজা চ ভবভূতিং প্রেক্ষ্য প্রণমতি স্ম। স চ "স্বস্তি" ইত্যুক্ত্বা তদাজ্ঞয়া উপবিষ্টো ভবভূতিঃ প্রাহ,—"দেব !

নানীয়ন্তে মধুনি মধুপাঃ পারিজাতপ্রসূনৈঃ,
নাভ্যর্থ্যন্তে তুহিনরুচিনশ্চন্দ্রিকায়াং চকোরাঃ।

ততঃ কাব্যবিলাসেনৈব কালে অতিবাহিতে সতি। সোঽপি সঃ ভবভূতিরপি দ্বারপালশ্চ। প্রণমতি স্ম প্রাগ্‌গুণপরিচিতত্বাদিতীঃ। উপবিষ্ট উপবেষ্টুমুদ্যতঃ প্রাহ। নানীয়ন্তে ইতি। মধুনি মধুনিমিত্তং 'চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তী'তিবৎ। তথাচ মধুপাননিমিত্তং নানীয়ন্তে নাভ্যর্থ্যন্তে মধুপা ভৃঙ্গাঃ। তুহিনরুচিনশ্চন্দ্রিকাপানকামিনঃ।

তারপর কোনও এক সময়ে শ্রীভোজরাজ সিংহাসন অলঙ্কার করিয়া বিরাজ করিতে থাকিলে দ্বারপাল আসিয়া বলিল, মহারাজ ! ভবভূতিনামে কোনও এক কবি কাশীদেশ হইতে আসিয়া দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। রাজা বলিলেন, প্রবেশ করাও। তারপর দ্বারপাল ও ভবভূতি উভয়েই সভায় আসিয়াছিল। রাজসভায় ভবভূতির আগমন দ্বারা সভ্যসকল তুষ্ট হইয়াছিলেন। রাজা ভবভূতিকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। ভবভূতিও রাজাকে স্বস্তিবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে উপবেশন করিলেন এবং উপবেশনের

अस्मद्वाङ्माधुरिमधुरमापद्य पूर्वावताराः,
सोल्लासाः स्युः स्वयमिह बुधाः किं सुधाभ्यर्थनाभिः॥
नास्माकं शिबिका, न कापि कटकाद्यालङ्क्रिया सत्क्रिया,
नोत्तुङ्गस्तुरगो न कश्चिदनुगो नैवाम्बरं सुन्दरम्।
किन्तु क्ष्मातलवर्त्यशेषविदुषां साहित्यविद्याजुषां,
चेतस्तोषकरी शिरोनतिकरी विद्यानवद्यास्ति नः॥"१॥

सुधांशुना इति शेषः। पूर्वावताराः अस्यां सभायां ये पूर्वं कवित्वेन प्रख्याताः सरस्वत्याः पुरुषावतारा इति, ते बुधाः पण्डिताः कवयः अस्मद्वाङ्माधुरिमधुरं अस्माकं वाचां श्लोकस्य माधुरिम्नः मधुरभावस्य धुरं भारं मधुरभावप्रवाहं आपद्य प्राप्य स्वयं सोल्लासाः उल्लासवन्तोऽस्मदागमनेन स्युः, तेषामुल्लास एवास्मदभ्यर्थना ; सुतरामिह पुनर्मुधा वृथाऽभ्यर्थनाभिः किं प्रयोजनम् ? वृथैवाभ्यर्थनाडम्बरः। अत्र हेतुनाकाक्रमिति। अनवद्या अनिन्दनीया पूज्या इति यावत्। तथैवाभ्यर्थितस्य व्यक्तिगताभ्यर्थना निष्फलेति भावः। १ ॥

উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন,—মহারাজ। মধুর নিমিত্ত মধুকরদিগকে পারিজাতপুষ্পের অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে হয় না; জ্যোৎস্নাপানকামী চকোরকেও সুধাংশু চন্দ্রের চন্দ্রিকায় অভ্যর্থনা করিতে হয় না, আপনার সভায় যাঁহারা পূর্ব্বে সরস্বতীর পুরুষাবতার বলিয়া বিখ্যাত ; সেই সকল পণ্ডিত আমার পঠিত শ্লোকের সুমধুর ভাবপ্রবাহের আস্বাদ পাইয়া নিজেরাই উল্লাস প্রকাশ করিবেন; তাহাই অভ্যর্থনা ; সুতরাং বৃথা আর অভ্যর্থনার প্রয়োজন কি ? অবশ্য আমাদিগের শিবিকা (পাল্কী) নাই সত্য ; কটক কুণ্ডলাদি অলঙ্কারের সাজসজ্জাও নাই ; বৃহদাকারের ঘোটক নাই ; কোনও অনুগমকারী ভৃত্য নাই বা সুন্দর বস্ত্রও নাই সত্য ; কিন্তু কাব্যবিদ্যার সেবাকারী ভূতলবাসী বিদ্বান সকলের মানসসন্তোষকারিণী, মস্তক অবনত করাইতে সক্ষমা পূজনীয়া বিদ্যা আমাদিগের আছে।

ইত্যাকর্ণ্য বাণপণ্ডিতপুত্রঃ প্রাহ, "আঃ পাপ! ধরাধীশ-সভায়ামহঙ্কারং মা কৃথাঃ।

নিশ্বাসোঽপি ন নির্যাতি বাণে হৃদয়বর্ত্মনি।
কিং পুনঃ প্রকটাটোপপদবদ্ধা সরস্বতী? ॥"

ততো ভবভূতিঃ পরাভবমসহমানঃ প্রাহ,—

"হঠাদাকৃষ্টানাং কতিপয়পদানাং রচয়িতা,
জনঃ স্পর্দ্ধালুশ্চেদহহ! কবিনা বশ্যবচসা।
ভবেদদ্য শ্বো বা কিমিহ বহুনা পাপিনি কলৌ,
ঘটানাং নির্মাতুস্ত্রিভুবনবিধাতুশ্চ কলহঃ ॥"

(অতএব তদ্দ্বারাই ত আমাদিগের সর্ব্বত্র অভ্যর্থনা হইয়া থাকে। তবে আর বৃথা অভ্যর্থনার (অবশ্য ব্যক্তিগত) প্রয়োজন কি? (আপনার ব্যক্তিগতভাবে অভ্যর্থনা নিষ্ফল)। ১॥

এই কথা শুনিয়া বাণপণ্ডিতের পুত্র বলিলেন;—কি পাপ! আরে মহারাজের সভায় থাকিয়া আর অহঙ্কার প্রকাশ করিও না। বাণ (বাণকবি, শর) হৃদয়পথে থাকিতে নিশ্বাসও বাহির হইয়া যাইতে পারে না; প্রকাণ্ড আস্ফালনকর পদসমূহদ্বারা বিরচিত বাক্যের কথা আর কি বলিব? (বাণকবি বর্ত্তমান থাকিতে তোমার আস্ফালন নিতান্ত হাস্যকর!) বাণপুত্রের এই কথা শুনিয়া ভবভূতি নিজের পরাজয় বার্ত্তা সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত কতকগুলি পদের রচনাকারী জন যদি বাগ্‌বাদিনীর বশীকরণকারী কবির সহিত স্পর্দ্ধা করিতে অগ্রসর হয়, ওহো তবে আর অধিক কি বলিব? এই পাপ কলিতে আজই হউক, বা কালই হউক, কতকগুলি ঘটের নির্ম্মাণকর্ত্তা কুম্ভকারের ত্রিভুবনের, নির্ম্মাতা বিধাতার সহিত নিশ্চয় কলহ উপস্থিত

पुनराह—

"कालिदासकवेर्वाणी कदाचिन्मद्गिरा सह।
कलयत्यर्थसाम्यं चेद्भीता भीता पदे पदे॥"

ततः कालिदासः प्राह, "सखे भवभूते! महाकविरसि,
अत्र किमु वक्तव्यम्?

एषा धारेन्द्रपरिषन्महापण्डितमण्डिता।
आवयोरन्तरं वेत्ति राजा वा शिवसन्निभः॥"२॥

तच्छ्रुत्वा राजा प्राह, "युवाभ्यां रत्यन्तो वर्णनीयः" इति।
भवभूतिः प्राह,—

"मुक्ताभूषणमिन्दुबिम्बमजनि व्याकीर्णतारं नभः,
स्मारं चापमपेतचापलमभूदिन्दीवरे मुद्रिते।

रत्यन्तः सुरतक्रीड़ाया अवसानिको व्यापारः; नासौ काममूलीकरतावसानिक इति। मुक्ताभूषणमिति। इन्दुबिम्बं चन्द्रमण्डलं मुक्ताभूषणं मुक्तं त्यक्तं आभूषणं हास्यापाङ्गभङ्ग्यादिकं भूषणं येन, तादृशं अजनि जातं मुखेन भङ्ग्या प्रकाशित आनन्द

হইবে। আরও বলিলেন,—কালিদাসকবির কাব্যকথা আমার কাব্যকথার সহিত সমান অর্থ ও ভাব যদি কখনও প্রকাশ করে, ত' করিতেও পারে; কিন্তু পদে পদে ভয়ে ভয়ে করিতে পারে। (অন্যের কথা আমি ধরিই না।)

ভবভূতির এই কথা শুনিয়া কালিদাস বলিলেন,—সখে ভবভূতি! তুমি মহাকবি, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ধারাধিপতির এই পরিষৎ (সভা) মহামহোপাধ্যায়পণ্ডিতগণ দ্বারা অলঙ্কৃত; কিন্তু তথাপি আমাদিগের দুইজনের পার্থক্য এই শিবসদৃশ রাজাই জানিতে সমর্থ, অন্যে নহে॥ ২॥

সে কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—আপনারা দুইজনেই সুরতক্রীড়ার শেষ

व्यालीनं कलकण्ठमन्दरणितं मन्दानिलैर्मन्दिरं,
निष्पन्दस्तवका च चम्पकलता साभून्न जाने ततः ॥"

ततः कालिदासः प्राह,—

"खिन्नं मण्डलमैन्दवं विलुलितस्रग्भारनद्धं तमः,
प्रागेव प्रथमानकेतकशिखालीलायितं सुस्मितम् ।

उपरमेऽन्तर्निविष्ट इति प्रभातचन्द्रवन्मुखमभूदित्यर्थः। नभः आकाशवच्चुर्णीतकं व्याकीर्णतारं व्याकीर्णा वाह्यादुत्क्षिप्यान्तर्विक्षिप्ता तारा तारका यस्य, तत्तथा लब्ध-षट्व नेत्रतारा क्लान्ताऽपतत्; यद्वा विपरीतशृङ्गारामक्ततया वक्षसो हारस्त्री विच्छिन्नी जातः। आरं कामसम्बन्धि चापं धनुर्भ्रूलता अपेतचापलं नष्टचाञ्चल्यं अभूत् प्रातम्, आक्षेपविक्षेपशून्या बभूव। इन्दीवरे नायिकाया नीलकमलवत् लोचनयुगलं मुद्रिते रसावेशादाच्छादिते। मन्दानिलैः क्षीणैः श्वासैः रसास्वादव्यग्रतया मन्दिरं जातमन्दवेगं कलकण्ठमन्दरणितं कलकण्ठानां कपोतानां मन्दं रणितमिव रणि यत्ने साधनस्य गमनागमनजनितोऽव्यक्तमधुरध्वनिः व्यालीनं शान्तं सुरतागमस्पर्शज-सुखसम्भोगव्यग्रत्वात्। सा च चम्पकलता इव गौराङ्गी निष्पन्दस्तवका स्थिरशिरः-पुष्पगुच्छा च रसव्यग्रतयाऽभूत्। ततस्तस्मात् परं न जाने किं वृत्तमिति। कालि-दासः प्राह,—खिन्नमिति। ऐन्दवं इन्दुसम्बन्धि मण्डलं मुखं खिन्नं प्राप्तखेदं म्लानं जातम्। स्रजां मालानां भारेण नद्धमावद्धं तमस्तिमिरपुञ्जं केशपाशः विलुलितं

ভাগটা বর্ণনা করুন। ভবভূতি বলিলেন,—চন্দ্রমণ্ডল অলঙ্কারপরিত্যক্ত হইল (মুখমণ্ডল প্রসন্নভাব ও হর্ষাদি ত্যাগ করিল); আকাশে তারকা ছড়াইয়া পড়িল (হৃদয়ের মুক্তাহার ছড়াইয়া পড়িল, বা চক্ষের তারা শিথিল হইয়া পড়িল); মদনের ধনু চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিল (ভ্রূলতা চঞ্চলতা ছাড়িল); ইন্দীবরদ্বয় মুদ্রিত হইল; (নেত্রদ্বয় বুঁজিয়া আসিল); ক্ষীণ (মলয়জ) বায়ুবেগ মন্দ হইয়া আসিল কলকণ্ঠের মৃদু মধুর শব্দ বিলোপ পাইল, (প্রশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিল,

श्रान्तं कुण्डलताण्डवं कुवलयद्वन्द्वं तिरोमीलितं,
वीतं विद्रुमसीत्कृतं न हि ततो जाने किमासीदिति" ॥२॥

राजा कालिदासं प्राह, "सुकवे! भवभूतिना सह साम्यं

इतस्ततो विचित्रं जातम्। सुस्मितं सुन्दरं तत् मनाक् हास्यं प्रागिव प्रथमत एव प्रथमानकैतकशिखालीलायितं प्रथमाना या कैतकशिखा कैतकपुष्पं तस्या लीला इव आचरितं, यथा हि कैतकपुष्पं प्रस्फुटदेव म्लानमिव मोटितमिवायं शिथिल-श्रति, हास्यमपि तथैव विराजितमस्ति; किन्तु इदानीमनुभवस्य अन्तःप्रहितत्वात् म्लानमिव मोटितमिव च शिथिलमिव च भवति इति भावः। कुण्डलयोस्ताण्डवं विकटं नृत्यं श्रान्तं नष्टम्। कुवलयद्वन्द्वं पद्मयुगलं कुचयुग्मं नेत्रयुग्मं वा तिरो वक्रं मीलितं मुद्रितं पिष्टं वा वचसा, विद्रुमयोरधरोष्ठयोः सीत्कृतं चुम्बनादिना स्वर्णीकृशब्दाविष्करणं वीतं तिरोहितं रसग्रहव्यस्तत्वात्। ततः किमासीदिति न हि जाने। वेगस्यावेशेन मिथो गाढमाश्लिष्यतीति वक्तुं न पार्यते, तवैवानुभवेन व्यक्तव्यत्वादिति भावः ॥ २ ॥

ও দ্বারা যন্ত্রে সাধনের গমনাগমনজাত মৃদু অব্যক্ত মধুর ধ্বনি বন্ধ হইল); তারপর সেই চম্পকলতার (সেই গৌরাঙ্গীর) স্তবকগুলি স্পন্দনহীন (শিরঃস্থিত পুষ্প-গুচ্ছের স্পন্দন রোধ) হইল। আর তারপর জানি না। কালিদাস বলিলেন,—চন্দ্রমণ্ডল (মুখ) খিন্ন হইল, পুষ্পদামবদ্ধ তিমিররাশি (কেশপাশ) ছড়াইয়া পড়িল, আর প্রথমতই সেই স্মিত (মুচ্‌কে হাসি) বিরাজমান কেতকীপুষ্পের লীলার ন্যায় যেন ম্লান, যেন মচকিয়া যাওয়া, যেন শিথিল অথচ সমানই আছে, এই ভাবের আকার ধারণ করিল, কুণ্ডলদ্বয়ের বিকট নৃত্য শান্ত হইল, কমল দুটি (পয়োধরযুগল) বক্র ও মুদ্রিত ভাব পাইল; অধরপল্লবের সীৎকৃত (ক্রিয়মাণ ধ্বনিবিশেষ) কোথায় গেল; কিন্তু তারপর কি হইল, তাহা আর আমি জানি না।

রাজা কালিদাসকে বলিলেন, হে সুকবে! ভবভূতির সহিত একেবারেই তোমার সাম্য বলা যায় না। ভবভূতি বলিলেন,—মহারাজ! সমতা করা

তব ন বক্তব্যম্।" ভবভূতিরাহ, "দেব! কিমিতি বারয়সি.
রাজাহ,—"সর্ব্বপ্রকারেণ কবিরসি।" ততো বাণঃ প্রাহ,—
"রাজন্! ভবভূতিঃ কবিশ্চেৎ, কালিদাসঃ কিং বক্তব্যঃ।"
রাজাহ,—"বাণকবে! কালিদাসঃ কবির্ন; কিন্তু পার্বত্যাঃ
কশ্চিদবনৌ পুরুষাবতার এব।" ততো ভবভূতিরাহ,—"দেব!
কিমত্র প্রাশস্ত্যং ভাতি?" রাজা প্রাহ,—"ভবভূতে! কিমু
বক্তব্যং প্রাশস্ত্যং কালিদাসশ্লোকে, যতঃ 'কেতকশিখালীলায়িতং
সুস্মিতমি'তি পঠিতম্।" ততো ভবভূতিরাহ,—"দেব! পক্ষ-
পাতেন বদসি?" ইতি। ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ,—"দেব! অপ-
খ্যাতির্মা ভূৎ। ভুবনেশ্বরীদেবতালয়ং গত্বা তৎসন্নিধৌ তাং
পুরস্কৃত্য ঘটে সংশোধনীয়ং ত্বয়া।" ততো ভোজঃ সর্বকবিবৃন্দ-

বারণ করিতেছেন কেন? রাজা বলিলেন,—তুমি সকল প্রকারেই কবি। সে
কথা শুনিয়া বাণ বলিলেন,—মহারাজ! ভবভূতি যদি কবি হইলেন, তাহা
হইলে কালিদাসকে কি বলা যাইবে? রাজা বলিলেন,—দেখুন বাণকবি!
কালিদাস কবি নন; কিন্তু মহাসরস্বতীস্বরূপা পার্ব্বতীর কোনও একটি ভূতলগত
পুরুষরূপে অবতারই। সে কথা শুনিয়া ভবভূতি বলিলেন,—মহারাজ! কালি-
দাসের শ্লোকে প্রাশস্ত্য (অপূর্ব্বভাব ও রসসম্পদ) কি প্রকাশ হইতেছে?
রাজা বলিলেন,—ভবভূতি! কালিদাসের শ্লোকে প্রাশস্ত্যের কথা আর বলিব
কি? যেহেতু 'সেই সুন্দর ঈষৎ হাস্য কেতকীপুষ্পের লীলায় ন্যায় লীলা
প্রকাশ করিল' ইহা কালিদাস পাঠ করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া ভবভূতি বলিলেন,
মহারাজ! পক্ষপাত করিয়া বলিতেছেন। পক্ষপাতের কথা শুনিয়া কালিদাস
বলিলেন,—মহারাজ! আপনার যেন অপযশঃ না হয়; এই জন্য ভুবনেশ্বরী
দেবতালয়ে যাইয়া তাঁহার নিকট তাঁহাকে ইহার বিচারকরূপে সম্মুখে রাখিয়া

परिवृतः सन् भुवनेश्वरीदेवालयं प्राप्य, तत्र तत्सन्निधौ भवभूति-हस्ते धटं दत्त्वा श्लोकद्वयञ्च तुल्यपत्रद्वये लिखित्वा तुलायां-मुमोच। ततो भवभूतिभागे लघुत्वोद्भूतां ईषदुन्नतिं ज्ञात्वा, देवी भक्तपराधीना, सदसि तत्परिभवो मा भूदिति स्वावतंस-कह्लारमकरन्दं वामकरनखाग्रेण गृहीत्वा, भवभूतिपत्रे चिक्षेप। ततः कालिदासः प्राह,—

"अहो मे सौभाग्यं मम च भवभूतेश्च भणितं,
घटायामारोप्य, प्रतिफलति तस्यां लघिमनि।

অহো ইতি। মে মম সৌভাগ্যং সুভগতা পবিত্রং অবর্ত্তত। কিং? তদাহ— ভণিতং শ্লোকরূপং বাক্যম্। ঘটায়াং তুলায়াং আরোপ্য ছন্দেন পরিমাপ্য, তস্যাং ভব-ভূতিভাগস্থঘটায়াং লাঘবেন উচ্চায়ত্বরূপে লঘুত্বে প্রতিফলতি ধর্ম্মপ্রসাদেন প্রতিবিম্ব-

তুলাদণ্ডে করিয়া ইহার মীমাংসা আপনার করা কর্ত্তব্য। কালিদাসের কথায় তাহাই করা স্থির হইলে ভোজ সকলকবিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া ভুবনেশ্বরীদেবীর বাটীতে গেলেন, এবং সেই মন্দিরে তাঁহার নিকটে ভবভূতির হস্তে তুলাদণ্ড দিয়া সমান দুটি পত্রে সেই শ্লোকদ্বয় লেখাইয়া তুলায় চড়াইয়া দিলেন। যথাবিধি শাস্ত্রানুসারে তুলার সম্পাদন করা হইয়াছিল বলিয়া ভবভূতির দিকে লঘুতাপ্রযুক্ত ঈষৎ উচ্চতা হইতেছে জানিতে পারিয়া ভক্তের অধীনা দেবী ভুবনেশ্বরী সভার মধ্যে তাহার পরাজয় না হয়, এই জন্য নিজের কর্ণভূষণ কহ্লারপুষ্পের মধুকণা বাম হস্তের নখাগ্রদ্বারা লইয়া ভবভূতির পত্রে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তাহা দেখিতে পাইয়া কালিদাস বলিলেন,—

ওঃ আমার বড় সৌভাগ্য! কারণ দেবী মহাসরস্বতীস্বরূপা ভগবতী ভুবনেশ্বরী আমার এবং ভবভূতির শ্লোকবদ্ধ বাক্য তুলাদণ্ডে (দাঁড়িপাল্লায়) পরিমাণচ্ছলে উঠাইয়া, ভবভূতির দিকে লঘুভাব প্রতিফলিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার পরি-

गिरां देवी सद्यः श्रुतिकलितकह्लारकलिका-,
मधूलीमाधुर्य्यं क्षिपति परिपूर्त्त्यै भगवती ॥"

ततः कालिदासपादयोः पतति भवभूतिः, राजानञ्च विशेषज्ञं मनुते स्म। ततो राजा भवभूतिकवये शतं मत्तगजान् ददौ।

इति श्रीमद्राजराजेश्वरवल्लालसेनसूरिविरचिते भोजप्रबन्धे काव्यविलासे भवभूतिकालिदासयोः प्राधान्यपरीक्षा-प्रबन्धो नाम षष्ठः परिच्छेदः ॥ ६ ॥

रूपतया प्रकाशमाने सति भगवती गिरां देवी महासरस्वतीस्वरूपा भुवनेश्वरी, सेयमुमारूपत्वोक्तिः कालिदासेन व्याख्याता देवी सद्यस्तत्क्षणात् श्रुतौ कलितायाः धृतायाः कह्लारस्य कलिकाया मुकुलस्य मधूलीमाधुर्य्यं घनीभूतं पिशङ्गं मधुकणं परिपूर्त्त्यै गौरवपरिपूरणाय क्षिपति अर्पयति, पश्य भोः पश्य पश्य। अहो मे सौभाग्यं लोकोत्तरं पवित्रञ्च मदहटम्। धन्योऽस्मीति भावः। पतति स्म, मनुतेस्म अमन्यत विशेषं नामात्ययं भोज इति।

श्रीमन्महामहोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणभैरवचन्द्रविद्यासागरभट्टाचार्य्य-सूरिसूनुश्रीकृष्णविद्यारत्नभट्टाचार्य्यात्मजस्य श्रीगङ्गाचरणवेदान्तविद्यासागर-भट्टाचार्य्यस्य कृतौ भोजप्रबन्धटीकायां भवभूतिकालिदासयोः प्राधान्य-परीक्षाप्रबन्धो नामः षष्ठः परिच्छेदः ॥ ६ ॥

পূরণার্থ নিজকর্ণে ধৃত কহ্লারকলিকার ঘনীভূত হরিদ্রাভ মধুকণা তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন। এই কথা শুনিয়া ও তাহা দেখিয়া ভবভূতি ঘটনা বুঝিলেন এবং কালিদাসের পদদ্বয়ে পতিত হইলেন, আর রাজাকেও বিশেষজ্ঞ বলিয়া মানিয়া লইলেন। ইহার পরে রাজা ভবভূতিকে এক শত মত্তহস্তী দান করিয়াছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বরবল্লালসেনসূরিবিরচিত ভোজপ্রবন্ধে ভবভূতি ও কালিদাসের প্রাধান্যপরীক্ষানামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ ৬ ॥

অথ কান্তামোদপ্রবন্ধঃ।

অথান্যদা রাজা ধারানগরে রাত্রাবেকাকী বিচরন্ কাঞ্চন স্বৈরিণীং সঙ্কেতং গচ্ছন্তীং দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ,—"দেবি! কা ত্বমেকাকিনী মধ্যরাত্রৌ ক্ব গচ্ছসী"তি। ততশ্চতুরা স্বৈরিণী সা তং রাত্রৌ বিচরন্তং শ্রীভোজং নিশ্চিত্য প্রাহ,—

"ত্বত্তোঽপি বিষমো রাজন্! বিষমেষুঃ ক্ষমাপতে!।
শাসনং যস্য রুদ্রাদ্যা দাসবন্মূর্ধ্নি কুর্বতে॥"

ততস্তুষ্টো রাজা দোর্দণ্ডাদাদায় অঙ্গদং বলয়ঞ্চ তস্যৈ দত্তবান্। সা চ যথাস্থানং প্রাপ॥ ১॥

অথ তয়োঃ প্রাধান্যে পরীক্ষিতে, দিবসে চ তথৈবাতিবাহিতে, কবিভিঃ পণ্ডিতৈশ্চ সহ কাব্যামোদলাভানন্তরম্। সঙ্কেতং গচ্ছন্তীমভিসারিকাখ্যাং নায়িকাম্। ত্বত্তোঽপীতি। বিষমেষুঃ পঞ্চশরঃ কামঃ, বিষমঃ কষ্টপ্রদঃ। শাসনমাজ্ঞা দণ্ডো বা। অতস্তদাজ্ঞাপালনায় বহির্গতেতি ভাবঃ॥ ১॥

তারপর অন্য এক সময়ে রাজা ধারানগরে রাত্রে একাকী বিচরণ করিতে করিতে কোন এক স্বৈরিণী (স্বেচ্ছাচারিণী) সঙ্কেতস্থানে গমন করিতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবি তুমি কে? মধ্যরাত্রে একাকী কোথায় যাইতেছ? সে স্বৈরিণী অত্যন্তচতুরা বলিয়া রাত্রে বিচরণকারী তাঁহাকে ভোজরাজ নিশ্চয় করিয়া বলিল,—মহারাজ! আপনি পৃথিবীর অধীশ্বর বটে; কিন্তু পঞ্চশরধারী মদনদেব তোমা অপেক্ষাও বিষম। দেখুন না, যাঁহার আজ্ঞা রুদ্রাদিদেবগণ দাসের ন্যায় মাথায় করিয়া বহন করিয়া থাকে। রাজা স্বৈরিণীর প্রকৃত কথায় সন্তুষ্ট হইয়া দোর্দণ্ড হইতে অঙ্গদ ও বলয় খুলিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন। সেও তাহা লইয়া যথাস্থানে চলিয়া গিয়াছিল॥ ১॥

ततो वर्त्मनि गच्छन् क्वचित् गृहे एकाकिनीं रुदन्तीं नारीं दृष्ट्वा, किमियमर्द्धरात्रौ रोदिति, किं दुःखमेतस्या इति विचारयितुमेकमङ्गरक्षकं प्राहिणोत्। ततोऽङ्गरक्षकः पुनरागत्य प्राह, "देव! मया पृष्टा यदाह तत् शृणु,—

"वृद्धो मत्पतिरेष मञ्चकगतः स्थूणावशेषं गृहं,
कालोऽयं जलदागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्त्तापि नो।
यत्नात् सञ्चिततैलविन्दुघटिका भग्नेति पर्य्याकुला,
दृष्ट्वा गर्भभरालसां निजवधूं श्वश्रूश्चिरं रोदिति॥"

वृद्ध इति। मञ्चकगतः शयनवाहिन्यां खट्वायां शयानः। स्थूणा गृहस्तम्भः (খুঁটীতি-भाषा)। वत्सस्य पुत्रस्य कुशलिनी मङ्गलमयी वार्त्तापि नो न प्राप्तेति शेषः। सञ्चितास्तैलस्य विन्दवो यस्यां, सा चासौ घटिका क्षुद्रो घटः भग्नेति पर्य्याकुला सती गर्भभरेण अलसां कातरां आसन्नप्रसवाम् निजवधूं स्नुषां दृष्ट्वा श्वश्रूश्चिरं रोदिति। एवं हि प्राह इति॥ २॥

তারপর পথে যাইতে যাইতে কোন এক গৃহে একটি নারীকে একাকিনী বসিয়া রোদন করিতে দেখিয়া 'কেন রাত্রি দ্বিপ্রহরে রোদন করে, এর দুঃখ কি'? ইহা জানিতে একজন অঙ্গরক্ষককে পাঠাইয়াছিলেন। সেখান হইতে অঙ্গরক্ষক ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—মহারাজ! আমি জিজ্ঞাসা করিলে যাহা বলিল, তাহা শ্রবণ করুন;—আমার স্বামী বৃদ্ধ এই খাটে শায়িত; গৃহের খুঁটি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; তাহাতে আবার এই কাল বর্ষার কাল. আহা আমার বৎসের মঙ্গল সংবাদও পাওয়া যায় নাই! অতি যত্নে একটি স্থালীতে (থালিতে) বিন্দু বিন্দু করিয়া তৈল সঞ্চয় করিয়াছিলাম; কিন্তু হায়! তাহাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! তাহার উপর নিজের পুত্রবধুকে গর্ভভরে কাতর দেখিয়া তাঁহার শ্বশ্রূ (শাশুড়ী)

ततः कृपावारिधिः क्षौणीपालः तस्यै लक्षं ददौ ॥ २ ॥

अन्यदा कोङ्कणदेशवासी विप्रः राज्ञे "स्वस्ति" इत्युक्त्वा प्राह,—

"शुक्तिद्वयपुटे भोज ! यशोऽब्धौ तव रोदसी ।
मन्ये तदुद्भवं मुक्ताफलं शीतांशुमण्डलम् ॥"

राजा तस्मै लक्षं ददौ ॥ ३ ॥

अन्यदा काश्मीरदेशात् कोऽपि कौपीनावशेषो राज-निकटस्थकवीन् कनकमाणिक्यपट्टदुकूलालङ्कृतान् अवलोक्य राजानं प्राह,—

शुक्तिद्वयपुट इति । हे भोज ! तव यशोऽब्धौ यशःसागरे रोदसी द्यावा-पृथिव्यौ शुक्तिद्वयपुटे शुक्तिद्वयी च पुटा च आवरणपात्ररूपा च, यथाहि शुक्तिकाया द्वयं पुटं, तद्वत् । तथा शीतांशुमण्डलं चन्द्रमण्डलं तदुद्भवं यशोऽब्धितो शुक्तिद्वयपुट-रोदसीजातं मुक्ताफलं मन्ये इत्युत्प्रेक्ष्यते अतिशयोक्तिरूपकमुखेन मया ॥ २ ॥

অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতেছে। রাজা কৃপার সাগর সেই শাশুড়ীকে একলক্ষ মুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

অন্য এক সময়ে কোঙ্কণদেশবাসী এক ব্রাহ্মণ রাজাকে স্বস্তিবাক্যে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন ;—হে ভোজ ! তোমার যশঃস্বরূপ ক্ষীরের সমুদ্রে এই আকাশ ও পৃথিবী হইতেছে শুক্তির পুটদ্বয় (দুইখানি ঝিনুক) ; আর তাহা হইতে উৎপন্ন এই শীতলকিরণরাশিময় চন্দ্র হইতেছে মুক্তাফল, আমি এইরূপ মনে করি। এই শ্লোক শুনিয়া রাজা তাঁহাকে একলক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অন্য এক সময়ে কাশ্মীরদেশ হইতে কোনও এক কৌপীনমাত্রাবশিষ্টসম্বল কবি আসিয়া রাজার নিকটস্থ কবিদিগকে সুবর্ণ, মাণিক্য ও পট্টবস্ত্রাদি দ্বারা

"নো পাণী বরকঙ্কণক্কণযতী নো কর্ণযোঃ কুণ্ডলে,
ক্ষুভ্যৎক্ষীরধিদুগ্ধমুগ্ধমহসী নো বাসসী ভূষণম্।
দন্তস্তম্ভবিকাসিকা ন শিবিকা নাশ্বোঽপি বিশ্বোন্নতো,
রাজন্! রাজসভাসুভাষিতকলাকৌশল্যমেবাস্তি নঃ॥"
ততস্তস্মৈ রাজা লক্ষং দদৌ॥ ৪॥

অন্যদা রাজা রাত্রৌ চন্দ্রমণ্ডলং দৃষ্ট্বা তদন্তস্থকলঙ্কং বর্ণযতি স্ম,—

"অঙ্কং কেঽপি শশঙ্কিরে জলনিধেঃ পঙ্কং পরে মেনিরে,
সারঙ্গং কতিচিচ্চ সঞ্জগদিরে ভূচ্ছাযমৈচ্ছন্ পরে।"

নো ইতি। পাণী হস্তদ্বযং বরাভ্যাং শ্রেষ্ঠাভ্যাং কঙ্কণাভ্যাং ক্বণযতী শব্দং কুর্ব্বন্তৌ ন স্ত ইতি শেষঃ। ন চ কর্ণযোঃ কুণ্ডলে স্তঃ। ক্ষুভ্যতঃ মথিতস্য ক্ষীরধেঃ ক্ষীরোদসাগরস্য দুগ্ধস্য মুগ্ধং মনোরমং মহস্তেজ আভা যযোঃ, তে তথা বাসসী বাসোযুগলং ন মে ভূষণং অলঙ্কারকারণং অস্তীতি শেষঃ। দন্তানাং স্তম্ভস্য বিকাশকারিণী প্রহর্ষকারিণী শিবিকা নাস্তীতি শেষঃ। বিশ্বোন্নতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ "তেষামশ্বঃ প্রথমগামী ভবতী"তি নিরুক্তে নবমাধ্যাযপ্রথমে দর্শনাৎ। কিন্তু রাজসভাযাং বাক্কলাকৌশলং বাক্কুশলতা নঃ অস্মাকং গৌরবে অস্তি। নাহং বিলাসজড়ঃ; পাণ্ডিত্যন্তু মে অনিন্দ্যমেবেতি ভাবঃ॥ ৪॥

অঙ্কমিতি। জলনিধেঃ সমুদ্রস্য অঙ্কং চিহ্নং কেঽপি কবযঃ শশঙ্কিরে সংশয-

অলঙ্কৃত দেখিয়া রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! আমার হস্তদ্বয় উৎকৃষ্ট কঙ্কণদ্বারা শব্দিত নহে, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল নাই, মথিত ক্ষীরসাগরের ক্ষীরের মনোহর শোভার ন্যায় ধবল বস্ত্রযুগল আমার অলঙ্কারস্বরূপ নাই; দন্তপাটীবিকাশকরী শিবিকা নাই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অশ্বও নাই; কিন্তু রাজসভার যোগ্য সুমধুর বাক্কলার আমার কৌশল (দক্ষতা) আছে! শ্লোক শুনিয়া রাজা তাঁহাকে লক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন। ৪।

অন্য এক সময়ে রাজা রাত্রে চন্দ্রমণ্ডল দেখিয়া তাহার মধ্যে স্থিত কলঙ্কের

ইতি রাজা পূর্ব্বার্দ্ধং লিখিত্বা কালিদাসহস্তে দদৌ। ততঃ স তস্মিন্নেব ক্ষণে উত্তরার্দ্ধং লিখতি কবিঃ,—

"ইন্দৌ যদ্দলিতেন্দ্রনীলশকলশ্যামং দরীদৃশ্যতে,
তন্মান্দ্রং নিশিপীতমন্ধতমসং কুক্ষিস্থমাচক্ষ্মহে॥"

রাজা প্রত্যক্ষরলক্ষমুত্তরার্দ্ধস্য দত্তবান্॥ ৫॥

মারোপয়ামাসুঃ—নীলাম্বুচ্ছায়ামিতি। অপরে কবয়ঃ পঙ্কং বায়ুহীনত্বাজ্জলাভাবেন জলাশয়তলগতঃ পঙ্কোঽয়মিতি পঙ্কং মেনিরে মন্যন্তে স্ম। কতিচিচ্চ কবয়ঃ শারঙ্গং মৃগং সজ্জগদিরে সংকথয়ামাসুঃ। অপরে কবয়ঃ ভূচ্ছায়ং তম এব ঐচ্ছন্ প্রতিপাদয়িতুং কামিতবন্তঃ, চন্দ্রমণ্ডলস্থগিরিদরিস্থিরং তম এবায়লঙ্ক ইতি। ইন্দৌ চন্দ্রে যত্ দলিতস্য ঘর্ষণদ্বারা নির্ম্মলীকৃতস্য ইন্দ্রনীলমণেঃ শকলস্য খণ্ডস্য শ্যামো নীলবর্ণ-ইব শ্যামো বর্ণো যস্য, স তথা অঙ্কং দরীদৃশ্যতে পুনঃপুনর্ভৃশং বা দৃশ্যতে, তত্ নিশি রাত্রৌ পীতং কুক্ষিস্থং জঠরস্থিতং সান্দ্রং অন্ধতমসং অন্ধকারং আচক্ষ্মহে বয়ং কথয়ামঃ। কবেরিয়মুত্প্রেক্ষা॥ ৫॥

বর্ণনা করিলেন,—ইহা সমুদ্রের নীল জলের চিহ্ন, এইরূপ সংশয়ের আরোপ কেহ কেহ করিয়াছেন; অপর কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, বায়ুর অভাব বশতঃ জলাশয় শুষ্ক হওয়ায় তাহার নিম্নস্থ পঙ্কই ঐ কলঙ্ক; কতকগুলি কবি বলিয়াছেন, যক্ষ্মরোগী বলিয়া চন্দ্র মৃগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন, তাহার চিহ্ন ওটি; অপর পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে, উহা উহার মধ্যবর্ত্তী গিরিগুহাস্থ গাঢ় অন্ধকার,—এই অর্দ্ধ শ্লোক লিখিয়া রাজা কালিদাসের হস্তে দিলেন। তারপর কালিদাস তখনই উত্তরার্দ্ধ লিখিলেন,—যে, ঘর্ষণদ্বারা নির্ম্মলীকৃত ইন্দ্রনীলমণিখণ্ডের শ্যামবর্ণের ন্যায় চিহ্ন যে চন্দ্রে বারংবার দেখায়, আমরা বলি, সেটা রাত্রে পান করা হইলে উদরে গিয়া অবস্থিত গাঢ় অন্ধকার মাত্র। রাজা উত্তরার্দ্ধের প্রতি অক্ষর পরিমাণে লক্ষমুদ্রা কালিদাসকে দিয়াছিলেন॥ ৫॥

ततो राजा कालिदासकवितापद्धतिं वीक्ष्य चमत्कृतः पुनराह,—"सखे! अकलङ्कं चन्द्रमसं व्यावर्णये"ति। ततः कविः पठति,—

"लक्ष्मीक्रीड़ातड़ागो रतिधवलगृहं दर्पणो दिग्वधूनां,
पुष्पं श्यामालतायास्त्रिभुवनजयिनो मन्मथस्यातपत्रम्।
पिण्डीभूतं हरस्य स्मितममरधुनीपुण्डरीकं मृगाङ्को,
ज्योत्स्नापीयूषवापी जयति सितवृषस्तारकागोलकस्य॥"

राजा पुनः प्रत्यक्षरलक्षं ददौ॥ ६॥

लक्ष्मीति। लक्ष्म्याः शोभाया देव्याः श्रियाः क्रीड़ातड़ागोऽयं केलिदीर्घिका, रतेः कामवध्वाः सुरतफलस्यानन्दविशेषस्य च धवलं गृहं, आतपत्रं शुक्लं छत्रं, अमरधुन्या देवनद्या मन्दाकिन्याः पुण्डरीकं सिताम्भोजं, ज्योत्स्ना एव पीयूषं सुधा, तस्या वापी 'शतेन धनुभिः पुष्करिणी। त्रिभिः शतैर्दीर्घिका। चतुर्भिर्द्रोणः। पञ्चभिस्तड़ागः। द्रोणाद्दशगुणा वापी'ति लक्षिता। तारकाया गोलकस्य मण्डलस्य, तारारूपगोयुक्तस्य आकाशगोष्ठस्य सितवृषः शुक्लो महोक्षः, मृगाङ्कश्चन्द्रः जयति सर्व्वोत्कर्षे वर्त्तते निष्कलङ्क एवास्ति इति भावः॥ ६॥

তারপর রাজা কালিদাসের কবিতার রীতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং আবার বলিলেন, সখে! নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রকে বর্ণনা কর। রাজার কথা শুনিয়া কালিদাস পড়িতে লাগিলেন,—শোভার কেলিদীর্ঘিকা, রতির ধবলগৃহ, দিগ্বধূদিগের দর্পণ, শ্যামালতার পুষ্প, ত্রিভুবনবিজয়ী কামদেবের শ্বেতচ্ছত্র, হরের পিণ্ডীভূত হাস্যরাশি, দেবনদী মন্দাকিনীর শ্বেতপদ্ম, জ্যোৎস্নারূপ সুধার বাপী, তারামণ্ডলের শুক্লবৃষভ শশাঙ্ক চন্দ্রের জয় হউক। এই শ্লোক শুনিয়া রাজা আবার প্রতি অক্ষর পরিমাণে লক্ষমুদ্রা করিয়া দিয়াছিলেন॥ ৬॥

एकदा कश्चित् दूरदेशादागतो वीणाकविराह,—

"तर्कव्याकरणाध्वनीनधिषणो नाहं न साहित्यवित्,
नो जानामि विचित्रवाक्यरचनाचातुर्य्यमत्यद्भुतम्।
देवी कापि विरिञ्चिवल्लभसुता पाणिस्थवीणाकल-,
क्वाणाभिन्नरवं तथापि किमपि ब्रूते मुखस्था मम॥"

राजा तस्मै लक्षं ददौ। बाणस्तस्य सुललितप्रबन्धं श्रुत्वा प्राह,—"देव!

मातङ्गीमिव माधुरीं ध्वनिविदो नैव स्पृशन्त्युत्तमां,
व्युत्पत्तिं कुलकन्यकामिव रसोन्मता न पश्यन्त्यसौ।

तर्केति। यद्यपि तर्कव्याकरणयोरध्वनीनस्य पथिकस्य धिषणेव धिषणा यस्य, स तथा। विरिञ्चिश्च विरिञ्चिश्च तौ विरिञ्चौ, तौ वल्लभसुतौ स्वामिपुत्रौ यस्याः, सा तथा ब्रह्मजननी ब्रह्मप्रिया च "एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे।" इति चण्डी-रहस्ये महासरस्वती ब्रह्मा जाता, ब्रह्माणमुद्दाह्य च सरस्वतीं कन्यां जनयामास, तां पुनर्महालक्ष्मीसुताय विरिञ्चाय ददौ इति भास्कररायः। ऋग्वेदीयोपनिषद्भाष्ये चैतन्मतमपोद्यास्माभिर्व्यवस्थापितं महासरस्वत्यादीनां स्वस्वामिरूपता नास्ति; सर-स्वत्यादीनान्तु परोत्पादितपुंस्वामिकत्वमिति। मम मुखस्था कापि देवी सरस्वती किमपि अपूर्व्वं पाणिस्थाया वीणापाणिकरस्थायाः वीणायाः कलक्वाणेन कलध्वनिना

কোন এক সময়ে দূর দেশ হইতে এক জন বীণাকবি আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন,—যদিও আমি ন্যায় ও ব্যাকরণের পথের পথিক নহি, আমি কাব্যজ্ঞানবানও নহি; আমি অদ্ভুত রকমের বিচিত্র কাব্যরচনায় চতুরতা জানি না, তথাপি ব্রহ্মার স্ত্রী ও কন্যা কোনও এক দেবী আমার মুখে অবস্থান করিয়া তাঁহার হস্তস্থ বীণার অব্যক্ত মধুরধ্বনির সমান অপূর্ব্ব শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। শ্লোক শুনিয়া রাজা তাঁহাকে একলক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন। বাণ-

कस्तूरीघनसारसौरभसुहृद् व्युत्पत्तिमाधुर्य्ययो-,
र्योगः कर्णरसायनं सुकृतिनः कस्यापि सम्पद्यते ॥ ७ ॥

अन्यदा राजा सीतां प्रातः प्राह,—"देवि ! प्रभातं व्यावर्णये"ति। सीता प्राह,—

"विरलविरलाः स्थूलास्ताराः कलाविव सज्जना,
मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नमभून्नभः।

अभिन्नं भेदरहितमेकं एवं तथापि ब्रूते व्यक्तं कथयति। मातङ्गीमिति। ध्वनिविदः कलावन्तो गायका मातङ्गीं हस्तिनीं नायिकामिव उत्तमां माधुरीं अनुप्रासादिरूपं श्रेष्ठं सौन्दर्य्यं न स्पृशन्ति, सङ्गीतरसोन्मत्ता अमी कुलकन्यकां कुलकुमारीमिव व्युत्पत्तिं शास्त्रभावनाजं संस्कारं न पश्यन्ति स्पृष्टव्यतया, यथेच्छं हि शब्दं तदा व्यवहरन्ति; किन्तु कस्यापि सुकृतिनः पुण्यात्मनः कस्तूरिकया घनः पुष्टः सारश्चन्दनं, तस्य सौरभस्य सुहृत् प्रियः, तद्वन्मनोहरः व्युत्पत्तिमाधुर्य्ययोर्योगः सम्बन्धः कर्णरसायनं श्रुतिसुखकरं सम्पद्यते भवति। केचिद्व्युत्पन्ना भवन्ति, केचिच्च माधुर्य्यविदः, व्युत्पन्ना माधुर्य्यविदश्च भाग्येन केचिद्भवन्तीत्यर्थः। तस्मादसौ महापुण्यात्मा कीषाकविः समुपागत इति भावः ॥ ७ ॥

কবি তাঁহার সুললিত শ্লোক শুনিয়া বলিলেন,—মহারাজ ! কলাবান্ (কালোয়াৎ) সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিরা হস্তিনীস্ত্রীর ন্যায় উত্তম শব্দবিন্যাসমাধুরীকে স্পর্শ করেন না, ইঁহারা সঙ্গীতরসে উন্মত্ত হইয়া কুলকুমারীর ন্যায় ব্যুৎপত্তিকে স্প্রষ্টব্য বলিয়া জানেন না (যাহা হইলে তানলয়াদির সুবিধা হয়, তাহার জন্য যেমন ইচ্ছা, তেমন করিয়া শব্দবিন্যাস করেন) ; কিন্তু কোনও পুণ্যাত্মার ব্যুৎপত্তি ও মাধুর্য্যের সম্বন্ধ মৃগনাভিসুরভিদ্বারা পরিপুষ্ট চন্দনের সুরভির ন্যায় অতি মনোহরভাবে শ্রুতি-সুখকররূপে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। (আগত এই মহাত্মাও সেইরূপ।) ॥ ৭ ॥

অন্য একদিন প্রাতঃকালে রাজা সীতাকে বলিলেন,—দেবি ! প্রভাত বর্ণনা কর। সীতা বলিলেন, কলিতে সাধুব্যক্তির ন্যায় স্থূল স্থূল তারাগুলিও অতি

अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनो,
व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीरनुद्यमिनामिव॥"

राजा लक्षं दत्त्वा कालिदासं प्राह, "सखे! सुकवे! त्वमपि प्रभातं व्यावर्णये"ति। कालिदासः प्राह,—

"अभूत् पिङ्गा प्राची रसपतिरिव प्राश्य कनकं,
गतच्छायश्चन्द्रो बुधजन इव ग्राम्यसदसि।
क्षणात् क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा,
न दीपा राजन्ते द्रविणरहितानामिव गुणाः॥"

विरलविरला इति। विरलाश्च विरलाश्च विरलविरला अतीव दूरा दूराः। सर्व्वैव सर्व्वासु अवस्थासु; मनो हि चतुर्धा मननचिन्तनाहङ्करणाध्यवसायनभेदात् मनश्चित्ताहङ्कारबुद्धिरूपं भवतीति। दुर्जनः पापात्मा; स हि चित्तप्रसादकामैत्र्युपेक्षणीय उक्तः। तथाच "मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्" इति पातञ्जलसूत्रम्। अनुद्यमिनामनुद्योगिनाम्; स्मरन्ति च,—'उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः।' तद्विपरीतानां लक्ष्मीर्व्रजति अपैति। अभूदिति। पिङ्गा पिङ्गलाभा कनकं प्राश्य भक्षयित्वा भवन् रसपतिः पारद इव। ग्राम्यसदसि ग्राम्याणामचतुराणां, नागरो हि चातुर्य्यवान् ग्राम्यां प्रतारयितुमर्हतीति वात्स्यायनस्मरणात्, सदसि सभायां, गतच्छायः म्लानच्छायः विवर्णः। क्षीणाः क्षीण-

বিরল বিরল হইয়া পড়িয়াছে; আকাশের সকল স্থানেই মুনির মনের ন্যায় পরিষ্কার হইয়াছে, সাধুর মন হইতে পাপাত্মার ন্যায় অন্ধকাররাশি দূর হইয়া যাইতেছে; উদ্যোগ উদ্যমরহিত ব্যক্তিদিগের লক্ষ্মীর ন্যায় রাত্রিও শীঘ্রই চলিয়া গেল। সীতাদেবীকে লক্ষমুদ্রা দিয়া রাজা কালিদাসকে বলিলেন,—সখে সুকবে! তুমিও প্রভাত বর্ণনা কর। কালিদাস বলিলেন,—সুবর্ণ ভক্ষণ করিয়া পারদ যেরূপ ঈষৎ পিঙ্গলাভ হয়, পূর্ব্বদিক্‌টা সেইরূপ পিঙ্গল হইয়াছে; গ্রাম্যলোকের

রাজা তস্মৈ প্রত্যক্ষর-লক্ষং দদৌ ॥ ৮ ॥

অন্যদা দ্বারপাল আগত্য প্রাহ,—"দেব! কাপি মালা-কারপত্নী দ্বারি তিষ্ঠতী"তি। রাজাহ—"প্রবেশয়ে"তি। ততঃ প্রবেশিতা সা চ নমস্কৃত্য পঠতি,—

"সমুন্নতঘনস্তনস্তবকচুম্বিতুম্বীফল-
ক্বণন্মধুরবীণয়া বিবুধলোকলোলভ্রুবা।
ত্বদীয়মুপগীয়তে হরকিরীটকোটিস্ফুর-,
ত্তুষারকরকন্দলীকিরণপূরগৌরং যশঃ ॥"

জ্যোতিষঃ। দ্রবিণরহিতানাং নির্দ্ধনানাং গুণাঃ পাণ্ডিত্যকবিত্বাদয় ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ প্রভাতা শর্ব্বরীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

সমুন্নতেতি। সমুন্নতে তুঙ্গে ঘনেঽন্যোঽন্যমুৎপীড়িতে স্তনয়োঃ স্তবকে গুচ্ছে চুম্বতি, তত্র স্থাপিতত্বাৎ উপগূহতি ইতি তথা, তচ্চ তুম্বীফলঞ্চ অলাবুফলম্, তথা তস্য ক্বণন্তী মধুরা মধুরং শব্দায়মানা বীণা যস্যাঃ সা তথা, তয়া, বিশেষ্যবিশেষণ-ভাবানাং বিবক্ষাপরতন্ত্রত্বনিয়মাৎ; বিবুধলোকস্য স্বর্গস্য লোলভ্রুবা চপলাপাঙ্গ্যা

সভায় নাগরিকপণ্ডিতজনের ন্যায় চন্দ্র ম্লানাভ হইয়াছে; উদ্যমহীন বীর্য্যহীন রাজা-দিগের ন্যায় ক্ষণকালের মধ্যেই তারাগুলি নিষ্প্রভ হইয়াছে; ধনহীন মানবের গুণের ন্যায় প্রদীপসকল আর শোভা পাইতেছে না। (অতএব জানা যাইতেছে রাত্রি প্রভাত হইল)। কালিদাসকে রাজা প্রতি অক্ষরের পরিমাণে লক্ষমুদ্রা করিয়া দিলেন ॥ ৮ ॥

অন্য একদিন দ্বারপাল আসিয়া বলিল, মহারাজ! কোন এক মালাকারপত্নী দ্বারে রহিয়াছে। রাজা—প্রবেশ করাও। সেই মালাকারপত্নী প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিল, এবং বলিল,—মহারাজ! উন্নত ও ঘন স্তনস্তবকযুগলে স্থাপিত তুম্বীফলযোগে কৃত মধুরঝঙ্কারকারী বীণার সাহায্যে স্বর্গলোকের চঞ্চলকটাক্ষে

राजा "अहो ! महती पदपद्धतिः" इति तस्याः प्रत्यक्षरलक्षं ददौ ॥ ९ ॥

अन्यदा रात्रौ राजा धारानगरे विचरन्, कस्यचिद् गृहे कामपि कामिनीमुलूखलपरायणां ददर्श। राजा तां तरुणीं पूर्णचन्द्राननां सुकुमाराङ्गीं विलोक्य तत्करस्थं मुसलं प्राह,—"हे मुसल ! एतस्याः करपल्लवस्पर्शेनापि त्वयि किसलयं नासीत्। तर्हि सर्वथा काष्ठमेव त्वमि"ति। ततो राजा एकं चरणं पठति स्म,—

"मुसल ! किसलयन्ते तत्क्षणाद् यन्न जातम्।"

ततो राजा प्रातः सभायां समागतं कालिदासं वीक्ष्य,

देवयुवत्या त्वदीयं हरस्य किरीटकोटेः मुकुटाग्रात् स्फुरतः प्रभातः, तुषारा हिमाः करकन्दल्यो मयूखमाला यस्य, स तथा, तस्य चन्द्रस्य किरणपूर इव गौरं शुभ्रं यश उपगीयते सङ्गीयते। धन्यस्त्वं देवयुवतीनामपि मनोहरोऽसीति भावः ॥ ९ ॥

নিপুণা দেবযুবতীরা, মহাদেবের মুকুটাগ্র হইতে দীপ্যমান হিমকররাশিস্বরূপ চন্দ্রের কিরণচ্ছটার ন্যায় শুভ্র আপনার যশঃ গান করিতেছে। রাজা শুনিয়া বলিলেন, ওঃ আচ্ছা পদের ছটা ! এই কথা বলিয়া তাহার প্রতি অক্ষর পরিমাণে লক্ষমুদ্রা করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

অন্য এক সময়ে রাত্রে রাজা ধারানগরে বিচরণ করিতে করিতে কাহারও গৃহে কোনও এক কামিনীকে উলূখলে (ঢেঁকির কার্য্যকারী পৃথক্ গড় কাষ্ঠকে উলূখল, এবং মোনাকে মুসল বলে) কার্য্য করিতে দেখিয়াছিলেন। রাজা সেই যুবতীকে পূর্ণচন্দ্রমুখী ও সুকুমারকলেবরা দেখিয়া তাহার হস্তস্থিত মুসলকে বলিলেন,—হে মুসল ! এই যুবতীর করপল্লবের স্পর্শেও যদি তোমার পল্লব না হইল, তাহা হইলে (জানিলাম) তুমি সকল রকমে কাষ্ঠই। এই ভাব

"মুসল ! কিশলয়ন্তে তৎক্ষণাদ্ যন্ন জাতম্ ।"

ইতি পঠিত্বা "সুকবে ! ত্বং চরণত্রয়ং পঠ" ইত্যুবাচ ।

ততঃ কালিদাসঃ প্রাহ,—

"জগতি বিদিতমেতৎ কাষ্ঠমেবাসি নূনং,
তদপি চ কিল সত্যং কাননে বর্দ্ধিতোঽসি ।
নবকুবলয়নেত্রীপাণিসঙ্গোৎসবেঽস্মিন্,
মুসল ! কিশলয়ন্তে তৎক্ষণাদ্ যন্ন জাতম্ ॥"

ততো রাজা চরণত্রয়স্য প্রত্যক্ষরং লক্ষং দদৌ ॥ ১০ ॥

অন্যদা রাজা দীর্ঘকালং জলকেলিং বিধায় পরিশ্রান্ত-স্তত্তীরস্থবটবিটপিচ্ছায়ায়াং নিষণ্ণঃ । তত্র কশ্চিৎ কবি-রাগত্য প্রাহ,—

লইয়া রাজা এক চরণ পাঠ করিলেন,—হে মুসল ! যেহেতু তৎক্ষণাৎ তোমার পল্লব জন্মায় নাই। তারপর রাজা প্রাতঃকালে সভায় সমাগত কালিদাসকে দেখিয়া 'হে মুসল ! যেহেতু তৎক্ষণাৎ তোমার পল্লব জন্মায় নাই।' এই চরণটি পাঠ করিলেন, এবং বলিলেন,—সুকবে ! তুমি আর তিন চরণ পাঠ কর। রাজার আজ্ঞা পাইয়া কালিদাস পাঠ করিলেন,—'তুমি নীরস কাষ্ঠময়, জগতে যে এইরূপ অসন্দিগ্ধভাবে পরিচিত আছ, তাহা সত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ; কেন ? না, তুমি বনেই বর্দ্ধিত (বুনো ধাঙ্গড়, গ্রাম্যরসের অপরিচিত) ; হে মুসল ! যেহেতু পদ্মনয়না যুবতীর এই করস্পর্শরূপ উৎসবে তৎক্ষণাৎ তোমার পল্লব জন্মায় নাই।' এই তিন চরণ শুনিয়া রাজা প্রতি অক্ষর পরিমাণে লক্ষমুদ্রা করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

অন্য এক সময়ে বহুক্ষণ ধরিয়া জলকেলি করায় পরিশ্রান্ত হইয়া রাজা তাহার তীরস্থিত একটি বটবৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়াছিলেন। কোন এক কবি

"छन्नं सैन्यरजोभरेण भवतः श्रीभोजदेव! क्षमा-
रक्षादक्षिण! दक्षिणक्षितिपतिः प्रेक्ष्यान्तरीक्षं क्षणात्।
निःशङ्को निरपत्रपो निरनुगो निर्बान्धवो निःसुहृत्,
निःस्त्रीको निरपत्यको निरनुजो निर्हाटको निर्गतः॥

किञ्च—

अकाण्डधृतमानसव्यवसितोत्सवैः सारसै-,
रकाण्डपटुताण्डवैरपि शिखण्डिनां मण्डलैः।

छन्नमिति। हे क्षमारक्षादक्षिण पृथ्वीपालनपटो! क्षमायां सहनशक्तौ रक्षायां पालनशक्तौ च दक्षिण कुशल! इति श्लेषः। यमो, दक्षिणदेशपतिश्च। निर्हाटकः गोदावरीतीरस्थहाटकनामकदेशात् निष्क्रान्तः, स्वर्णमयालङ्कारमुक्तश्च। निर्गतः निरगमत्। हाटकेश्वरशिवदर्शनार्थं हि गतो भोजः स्वाच्छन्द्यार्थं दक्षिणापथप्रसिद्धं हाटकाधिपतिं पराजयदिति प्रसिद्धमैतिह्यासिकानाम्। अकाण्डेति। सरसं सानुरागं निर्भरं पूर्णञ्च यथास्यात् तथा प्रोल्लसन्तौ प्रचलन्तौ भवतः पृथुर्विशाला वरू-

সেখানে আসিয়া বলিলেন, হে পৃথিবীপালনপটু শ্রীমান্ ভোজ! তুমি ক্ষমা ও রক্ষা করিতে পরম কুশল বলিয়া দক্ষিণপৃথিবীর অধীশ্বর (শ্লেষবশতঃ যমও), সৈন্যের পদোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যেই আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া উৎকটভয়ে নির্লজ্জভাবে, কেহ অনুগভৃত্য না থাকিলেও কোন বান্ধব সঙ্গে না গেলেও, সহৃদয় বন্ধুহীন হইয়াও, স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া লইতে না পারিলেও, সন্তানসন্ততিগণকে ছাড়িয়া যাইতে হইলেও, কনিষ্ঠ (প্রাণোপম) ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াও হাটক দেশ ছাড়িয়া (স্বর্ণালঙ্কাররাশি স্খলিত হইয়া যাইতে থাকিলেও) বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। (ধন্য আপনার সমরশিক্ষা!) কেবল তাহাই নহে; আরও দেখুন প্রীতিসহকারে পূর্ণমাত্রায় অভিযানকারী আপনার বিশাল সেনারূপ নীলিক্ষেত্র ভূমি হইতে উত্থিত ধূলিপটল দ্বারা নীলাভাপ্রাপ্ত দিক্‌সকলকে দেখিয়া জলদাগমকালভ্রান্তিবশতঃ অসময়ে মানস-

দিশঃ সমবলোকিতাঃ সরসনির্ভরপ্রোল্লসদ্-
ভবত্পৃথুবরূথিনীরজনিভূরজঃশ্যামলাঃ ॥”
ততো রাজা লক্ষদ্বয়ং দদৌ ॥ ১১ ॥

তদানীমেব তস্য শাখায়ামেকং কাকং রটন্তং প্রেক্ষ্য, কোকিল-ঞ্চান্যশাখায়াং কূজন্তং বীক্ষ্য, দেবজয়নামা কবিরাহ,—

“নো চারু চরণৌ ন চাপি চতুরা চঞ্চুর্ন বাচ্যং বচো,
নো লীলাচতুরা গতির্ন চ শুচিঃ পক্ষগ্রহোঽয়ং তব ।

থিনী সেনা, সৈব রজনিভূঃ নিশাস্থানং, তস্যা রজোভিঃ শ্যামলাঃ সৈনিকানাং পদোত্-ক্ষিপ্তবিক্ষিপ্তধূলিপটলৈঃ নীলা দিশঃ প্রাচ্যাদ্যাঃ অতএব অকাণ্ডে অসময়ে জলদাগমকাল-ভ্রান্ত্যা ধৃতঃ গৃহীতঃ মানসব্যবসায়স্য মানসসরোবরে গমনকালনিশ্চয়স্য উত্সব আয়োজনবিশেষঃ যৈ, তৈ, তথাভূতৈঃ সারসৈর্হংসৈঃ ‘মানসং যান্তি হংসাঃ’ বর্ষাগমে ইতি কবিপ্রসিদ্ধেঃ। অকাণ্ডে অসময়ে নবজলধরভ্রান্ত্যা পটুঃ কুশলস্তাণ্ডবো নৃত্যবিশেষো যেষাং, তৈ, তথাভূতৈঃ শিখণ্ডিনাং ময়ূরাণাং মণ্ডলৈঃ সমূহৈরপি সমবলোকিতাঃ সস্পৃহং নিরীক্ষিতাঃ। বিচিত্রেয়ং ভ্রান্তির্ভবত্কারণা! অহো চাতুর্য্যং তবেতি উদ্যোগি-ত্বাল্লক্ষ্মীনিবাসোঽসীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

নো চারু ইতি। বাচ্যং বক্তব্যমপ্রিয়ত্বাত্ শ্রোতব্যং নেতি যাবত্। পক্ষগ্রহো ভাব-

সরোবরে যাইবার জন্য হংসসকল উদ্যোগ আয়োজন এবং ময়ূরময়ূরীসকল মেঘোদ্গমভ্রান্তিবশতঃ অসময়ে সহসা নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল, আর সেই দিক্সকলকে বারংবার সতৃষ্ণভাবে দেখিতেছিল। (মহারাজ! আপনি এই বিচিত্র ভ্রান্তির কারণ; ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, আপনি উদ্যোগী পুরুষ বলিয়া লক্ষ্মী আপনাতেই বাস করিতেছেন। ধন্য আপনি!) এই শ্লোকদ্বয় শুনিয়া রাজা তাঁহাকে দুইলক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন।

সেই সময়েই সেই বৃক্ষের শাখায় একটি কাক ডাকিতেছিল, এবং অন্য শাখায় একটি কোকিল কূজন করিতেছিল দেখিয়া দেবজয়নামক এক কবি বলিলেন,—

ক্রূরক্রেঙ্কৃতিনির্ভরাং গিরমিহ স্থানে বৃথৈবোদ্গিরন্,
মূর্খধ্বাঙ্ক্ষ! ন লজ্জসেঽপ্যসদৃশং পাণ্ডিত্যমুন্নাটয়ন্॥”

তত এনাং দেবজয়কবিনা কাকমিষেণ বিরচিতাং স্বগর্হণাং মন্যমানস্তৎস্পর্দ্ধালুর্হরিশর্ম্মা নাম কবিঃ কোপেনের্ষ্যাপূর্বং প্রাহ,—

“তুল্যবর্ণচ্ছদৈঃ কৃষ্ণঃ কোকিলৈঃ সহ সঙ্গতঃ।
কেন ব্যাখ্যায়তে কাকঃ স্বয়ং যদি ন ভাষতে॥”

প্রাধান্যং, পক্ষগ্রহণং যমদূতত্বেন সর্ব্বৈরুচ্যমানত্বান্ন শুচিঃ পবিত্র আদরণীয় ইতি যাবৎ। ক্রূরক্রেঙ্কৃতিনির্ভরাং ক্রূরা অশুভকরী ঘোরা ক্রেঙ্কৃতিঃ শব্দানুকৃতিঃ নির্ভরো বহুলং যস্যা, সা তথাভূতাং গিরং বাচং উদ্গিরন্ উচ্চারয়ন্। বৃথৈব উন্নাটয়ন্ অভিনয়ন্ ন লজ্জসে; অপিতু লজ্জৈব তে সমুচিতা। কবিপ্রসিদ্ধির্হি গৃহীতা বান্তাশনগ্রহণমিব ভবতীতি ভাবঃ। কোকিলৈঃ সহ সঙ্গতঃ সঙ্গং প্রাপ্তঃ। কেন ব্যাখ্যায়তে কেন উপায়েন কথ্যতেঽয়ং কাকো, ন পরপুষ্টঃ কোকিল ইতি। তস্মান্মাতাপিতৃপালিতস্য মে যুক্তমেব ভাষণং; নতু তেঽজ্ঞতস্যাধার্ম্মিকস্য ইতি ভাবঃ। ‘কৈন বা

তোমার পদদ্বয় মনোজ্ঞ নহে, চক্ষুদ্বয়ও দেখিতে ভাল নয়, তোমার কথাও অপ্রিয় বলিয়া শ্রোতব্যই নহে, তোমার গমনেও কিছু লীলাচাতুর্য্য নাই, আর তোমার এই পক্ষগ্রহণ (যমের দূত বলিয়া যে লোকে প্রসিদ্ধি আছে, সেই সাধারণ ভাবও) কেহই ভালবাসে না; সুতরাং শুচি নয়—আদরণীয় নয়, তথাপি হে মূর্খ কাক! তুমি এস্থানে অশুভকারী ঘোর ক্রেঙ্কারবহুল কথা (কাকা শব্দ) উচ্চারণ করিয়া যে বৃথাই অযোগ্য পাণ্ডিত্যের অভিনয় করিতেছ, ইহা দ্বারা তুমি কেন লজ্জা পাইতেছ না? (তুমি কবিপ্রসিদ্ধি অবলম্বন করিয়া যে শ্লোক পাঠ করিয়াছ, তাহা তোমার বান্তাশনের [পরের বমন করা খাওয়ার] ন্যায় হইয়াছে। এইরূপ কবিদিগের নিকট ইহা তোমার নিশ্চয় লজ্জার কারণ হওয়া উচিত।) এই শ্লোক দ্বারা দেবজয়কবি কাকের ছলে নিজের নিন্দা করিয়াছেন

ততো রাজা তয়োর্হরিশর্ম্মদেবজয়য়োরন্যোঽন্যবৈরং জ্ঞাত্বা, মিথ আলিঙ্গনাদিবস্ত্রালঙ্কারাদিদানেন চ মিত্রত্বং ব্যধাৎ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বর-বল্লালসেনসূরিবিরচিতে কাব্যবিলাসে
কান্তামোদপ্রবন্ধো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞায়তে' ইত্যন্যাঃ পঠন্তি। তন্মূলং নাস্তীতি। মিথঃ পরস্পরং। ব্যধাদ্বিহিতবান্ অঘটয়দিত্যর্থঃ। ১২ ॥

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়প-দবাক্যপ্রমাণপারাবারপারীণ-ভৈরবচন্দ্রবিদ্যাসাগর-ভট্টাচার্য্যসূরিসূনুশ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্যাত্মজস্য শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবিদ্যা-সাগরভট্টাচার্য্যস্য কৃতৌ ভোজপ্রবন্ধটীকায়াং কাব্যবিলাসে কান্তামোদ-প্রবন্ধো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ। ৭।

মনে করিয়া হরিশর্ম্মা নামে সেই কবি দেবজয়কবিকে পরাভব করিবার ইচ্ছায় কোপ দ্বারা ক্ষমা করিতে না পারিয়া বলিলেন,—সমানবর্ণের পক্ষধারী কৃষ্ণবর্ণ কাক, কোকিলের সঙ্গে মিলিত হইয়া যদি নিজেই কোন কথা না বলে, তবে কি উপায়ে লোকের নিকট কথিত হইবে যে, এটি কাক, (পরপালিত অধার্ম্মিক কোকিল নহে? অতএব আমার আপনা হইতে অগ্রেই কথা বলা উচিত হইয়াছে)। পরস্পরের শ্লোক শুনিয়া রাজা তাঁহাদিগের পরস্পর শত্রুতা আছে জানিয়া পরস্পর আলিঙ্গনাদি ও বস্ত্রালঙ্কারাদিদানদ্বারা এবং বৈরশোধন দ্বারাও মিত্রতাবিধান করিয়াছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বরবল্লালসেনসূরিবিরচিতে ভোজপ্রবন্ধে কাব্য-বিলাসে কান্তামোদপ্রসঙ্গনামক সপ্তম পরিচ্ছেদ। ৭।

অথ কালিদাসবিয়োগযোগপ্রবন্ধঃ।

অথান্যদা রাজা যানমারুহ্য গচ্ছন্ বর্ত্মনি কঞ্চিত্তপোনিধিং দৃষ্ট্বা তং প্রাহ,—"ভবাদৃশানাং দর্শনং ভাগ্যায়ত্তম্। ভবতাং ক্ব স্থিতিঃ? ভোজনার্থং কে বা প্রার্থ্যন্তে"? ইতি। ততঃ স রাজবচনমাকর্ণ্য তপোনিধিরাহ,—

"ফলং স্বেচ্ছালভ্যং প্রতিবনমখেদং ক্ষিতিরুহাং,
পয়ঃ স্থানে স্থানে শিশিরমধুরং পুণ্যসরিতাম্।

অথ কমনীয়ে খল্বামোদেন কালেঽতিবাহিতে সতি। তপোনিধিস্তাপসপ্রবরঃ। অখেদমনায়াসং যথা স্যাত্তথা। দ্রুপথাঃ ফলহেতবঃ কামিন ইতি যাবৎ। নন্বিতম্ সর্বং পরিতাপকারণং সর্ব্বেষামিতি অস্ত্যেব সর্ব্বপ্রসিদ্ধিঃ। সত্যং, তং সন্তাপমপি

এইরূপ আমোদে সেই মনোরম কাল অতিবাহিত হইতে থাকিলে কোনও এক সময়ে রাজা যানে আরোহণ করিয়া যাইতে যাইতে পথে কোনও একজন তাপসপ্রবরকে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আপনাদিগের ন্যায় ব্যক্তিসকলের দর্শনলাভ অদৃষ্টবশতঃ হইয়া থাকে। (আমি মহাভাগ্যবান্ যে, আপনার ন্যায় ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম।) আপনার কোথায় অবস্থিতি হয়? আর ভোজন লাভার্থ কোন্ ভাগ্যবান্ বা আপনাদিগের প্রার্থনীয়? (যদি ভোজনাদিলাভার্থ গৃহীর আশ্রয় লইতে হয়, তবে ঠাকুর! এ হেন ভেক ধরিবার প্রয়োজন কি?) রাজার কথা শুনিয়া ভাবার্থ বুঝিয়া তাপসপ্রবর বলিলেন,—প্রতিবনে অনায়াসে বৃক্ষের ফল নিজের ইচ্ছানুসারে লাভ করিতে পারা যায়, স্থানে স্থানে পবিত্র নদীসকলের তুষারবৎ মধুর জলও স্বেচ্ছালভ্য; সুকোমল

মৃদুস্পর্শা শয্যা সুললিতলতাপল্লবময়ী,

সহন্তে সন্তাপং তদপি ধনিনাং দ্বারি কৃপণাঃ ॥

রাজন্! বয়ং কমপি নাভ্যর্থয়ামঃ, ন গৃহ্নীমশ্চে"তি রাজা তুষ্টো নমতি ॥ ১ ॥

তত উত্তরদেশাদাগত্য কশ্চিদ্রাজানং "স্বস্তি" ইত্যাহ। তঞ্চ রাজা পৃচ্ছতি, "বিদ্বন্! কুত্র তে স্থিতিঃ?" ইতি। বিদ্বানাহ,—

"যত্রাম্বু নিন্দ্যত্যমৃতম্ অন্ত্যজাশ্চ সুরেশ্বরান্।

চিন্তামণিশ্চ পাষাণস্তত্র নো বসতিঃ প্রভো! ॥"

অন্যকৃক্ষিমকারণমপি, যদ্বা এতেষু সুলভেষু সৎসু তথাপি, ধনিনাং দ্বারি উপস্থিতাঃ প্রার্থিনঃ সহন্তে ঘনন্ত এবাতস্য অপ্রার্থিনঃ সতঃ সমানমেবেতি ভাবঃ। অধিকন্তু ভবত্যাশাভঙ্গঃ প্রার্থিনামিতি কবিহৃদয়ম্। অতো নৌহগর্ভে নিপাতঃ! ইতি ভাবঃ ॥১॥

পল্লবশালিনী লতাদ্বারা নির্ম্মিত সুকোমল সুখস্পর্শ শয্যাও যথেচ্ছা পাওয়া যায়; (এই আমার আহার্য্য, পেয়, ও শয়নীয়। যদি এ সকল দুঃখকর বলিয়া প্রসিদ্ধ বল, তবে বলিব) কৃপণ ভিক্ষুকগণ ত ধনীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া সে সকল ক্লেশের কারণ হইলেও সহ্য করিয়া থাকে; (সুতরাং তাহাতে আর আমার অধিক কি দুঃখ জন্মাইবে? বরং ভিক্ষুকদিগের আশা ভঙ্গজনিত আরও গুরুতর ক্লেশ আছে।) মহারাজ! সেইজন্য আমরা কাহারও নিকট প্রার্থনা করি না, এবং দিলেও গ্রহণ করি না। রাজা এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রণাম করিলেন। ১।

তারপর উত্তরদেশ হইতে আসিয়া কোনও এক কবি রাজাকে স্বস্তিবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিদ্বান্! আপনার কোথায় অবস্থিতি হয়? বিদ্বান্ বলিলেন,—যেখানে জল অমৃতকে

তদা রাজা লক্ষং দত্ত্বা প্রাহ,—"কাশীদেশে কা বিশেষবার্ত্তেতি?" স আহ,—"দেব! ইদানীং কাচিদদ্ভুতবার্ত্তা নব লোকমুখেন শ্রুতা 'দেবা দুঃখেন দীনা' ইতি"। রাজাহ,—"দেবানাং কুতো দুঃখং বিদ্বন্?" স চাহ,—

"নিবাসঃ ক্বাদ্য নো দত্তো ভোজেন কনকাচলঃ।
ইতি ব্যগ্রধিয়ো দেবা ভোজ! বার্ত্তেতি নূতনা॥"

ততো রাজা কুতূহলোক্ত্যা তুষ্টঃ সন্ তস্মৈ পুনর্লক্ষং দদৌ॥২॥

বার্ত্তেতি। জনশ্রুতিপ্রসিদ্ধং খল্বেতৎ। অদ্ভুতবার্ত্তা নূতনঃ সংবাদঃ। নিবাস ইতি। কনকাচলঃ কাঞ্চনময়ঃ পর্ব্বতঃ সুমেরুরিতি পৌরাণিকপ্রসিদ্ধিঃ। স হি দেবানামাবাসভূমিঃ। ক্ব কুত্র দেশে দ্বিজায় কস্মৈ ইতি শেষঃ। ব্যগ্রধিয়ঃ ব্যগ্রা পৈতৃকভদ্রাসনপরিত্যাগদুঃখেন উদ্বিগ্না ধীঃ বুদ্ধির্যেষাং, তে, তথা ভবন্তীতি শেষঃ॥২॥

নিন্দা করে, অন্ত্যজগণ (ম্লেচ্ছ শ্বপাকাদিরা) সুরেশ্বর ইন্দ্রকে অবজ্ঞা করে, সামান্য প্রস্তরও চিন্তামণিকে ঘৃণা করে, মহারাজ! সেইখানে আমাদিগের বসতি। এই কথা শুনিয়া একলক্ষ মুদ্রা দান করিলেন, এবং বলিলেন,—কাশীদেশে (এখন) বিশেষ খবর কি? তিনি বলিলেন,—মহারাজ! দেবগণ দুঃখে কাতর হইয়াছেন, এইরূপ কোনও একটি বড় অদ্ভুত সংবাদ এখন লোকমুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। রাজা বলিলেন,—হে বিদ্বন্! কিজন্য দেবগণের দুঃখ? বিদ্বান্ বলিলেন,—ভোজ আজ আমাদিগের নিবাসস্থল কাঞ্চনময় সুমেরু পর্ব্বত কোথায় কোন্ ব্রাহ্মণকে দিয়া ফেলিয়াছেন,—এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণ উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছেন, হে ভোজ! এই সংবাদটি নূতন। বিদ্বানের এই অপূর্ব্বশক্তি অনুভব করিয়া সেই কুতূহলোদ্দীপক কথায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে আবার আর এক লক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন॥২॥

ततो द्वारपालः प्राह,—"देव ! श्रीशैलादागतः कश्चिद्विद्वान् ब्रह्मचर्य्यनिष्ठो द्वारि वर्त्तते" इति। राजा "प्रवेशय" इत्याह। तत आगत्य ब्रह्मचारी "चिरं जीव" इति वदति। राजा तं पृच्छति, "ब्रह्मन् ! बाल्य एव कलिकालाननुरूपं किं नाम व्रतं ते ? अन्वहमुपवासेन कृशोऽसि, कस्यचित् ब्राह्मणस्य कन्यां तुभ्यं दापयिष्यामि, त्वञ्चेद् गृहस्थधर्ममङ्गीकरिष्यसि" इति ब्रह्मचारी प्राह,—"देव ! त्वमीश्वरस्त्वया किमसाध्यम् ?

"सारङ्गाः सुहृदो गृहं गिरिगुहा शान्तिः प्रिया गेहिनी,
वृत्तिर्वन्यलताफलैर्निवसनं श्रेष्ठं तरूणां त्वचः।

कलिकालाननुरूपमिति 'दीर्घकालं ब्रह्मचर्य्यं धारणञ्च कमण्डलोः।" "कलेरादौ महात्मभिः"। "निवर्त्तितानि कार्य्याणि" इत्यनेन निषिद्धत्वात्। कृशोऽसीति। "अनड्वान् ब्रह्मचारी च आहिताग्निश्च चे त्रयः। अश्नन्त एव सिध्यन्ति नैषां सिद्धिरनश्नताम्।" इति कृशताविधानस्य निषेधादिति भावः। सारङ्गा इति। हरिणविशेषाः 'बड़शिङ्गा' इति भाषया कथिताः। वृत्तिर्वर्त्तनं भोजनं जीविकानिर्व्वाहः वन्यलताफलैरभिन्ना। निवसनं वस्त्रम्। त्वचो निवसनमित्युद्देश्यविधेयभावेनान्वयः

তারপর দ্বারপাল আসিয়া বলিল,—মহারাজ! শ্রীশৈল হইতে আগত কোনও একটি বিদ্বান্ ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা বলিলেন—প্রবেশ করাও। দ্বারপাল যাইয়া প্রবেশ করিবার আজ্ঞা শুনাইলে, ব্রহ্মচারী আগমন করিয়া চিরঞ্জিবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! বাল্যকালেই কলিকালে অকর্ত্তব্য এইরূপ অসদৃশ দীর্ঘকালব্রহ্মচর্য্যব্রত তোমার কি জন্য ? প্রত্যহ উপবাস করিয়া কৃশ হইয়েছ। যদি তুমি গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ কর, তবে কোনও ব্রাহ্মণের কন্যা তোমায় দান করাইব। ব্রহ্মচারী বলিলেন,—মহারাজ! তুমি ঐশ্বর্য্যশালী; তোমার

तद्ध्यानामृतपूरमग्नमनसां येषामियं निर्वृति,-
स्तेषामिन्दुकलावतंसयमिनां मोक्षेऽपि नो न स्पृहा" ॥२॥

राजा उत्थाय पादयोः पतति, आह च, "ब्रह्मन्! मया किं कर्त्तव्यमि"ति? स आह,—"देव! वयं काशीं जिगमिषवः, तत एवं विधेहि ये त्वत्सदने पण्डितवराः, तान् सर्वानपि सपत्नीकान् काशीं प्रति प्रेषय। ततोऽहं गोष्ठीव्रतः काशीं गमिष्यामी"ति। राजा तथा चक्रे। ततः सर्वं

'वेदाः प्रमाणमि'तिवत्। तस्य शिवस्य ध्यानमेव अमृतपूरः सुधाप्रवाहस्तस्मिन् मग्नं मनो येषां, ते तथा, तेषां येषां साधकानां इयं निर्वृतिः सन्तोषः परमाह्लादः, तेषां इन्दुकलावतंसे चन्द्रशेखरे शिवे यमिनां संयमिनां "त्रयमेकत्र संयमः" इति पतञ्जल्युक्तधारणाध्यानसमाधिमतां नोऽस्माकं मोक्षेऽपि सबीजाविद्यानिवृत्तितत्स्वरूपानन्दावाप्तिलक्षणे मुक्तौ स्पृहाऽऽकाङ्क्षा नास्ति, किमङ्ग! विषये? इति भावः॥ २॥

অসাধ্য কি? কিন্তু—হরিণসকল প্রিয় সুহৃৎ, গিরিগুহা গৃহ, শান্তি মনোহরুকূলা স্ত্রী, বন্যলতার ফল উপজীবিকা, বৃক্ষের বল্কলসকল শ্রেষ্ঠ বসন; আর শিবের ধ্যান রূপ অমৃতপ্রবাহে নিমগ্নচেতা যাহাদিগের এই প্রকার সন্তোষ, সেই শশাঙ্কশেখর শিবে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকারী আমাদিগের পরমানন্দস্বরূপ মোক্ষেও আকাঙ্ক্ষা নাই। বিষয়ের আকাঙ্ক্ষার কথা আর কি বলিব? ॥ ৩ ॥

এই কথা শুনিয়া রাজা আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন, এবং বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমার কর্ত্তব্য কি? তিনি বলিলেন,—মহারাজ! আমরা কাশী যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। তাহাতে আপনি এরূপ করুন যে, আপনার বাটীতে যে সকল শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আছেন, সে সকলকে সস্ত্রীক কাশী পাঠাইয়া দিন। তাহা হইলে আমি পণ্ডিতগোষ্ঠীতে মিলিত হইয়া বিশেষ তৃপ্তিসহকারে কাশী যাইতে পারিব। এই আদেশ শুনিয়া রাজা তাহাই

পণ্ডিতবরাস্তদাজ্ঞয়া প্রস্থিতাঃ, কালিদাস একো ন গচ্ছতি স্ম। তদা রাজা কালিদাসং প্রাহ,—সুকবে! ত্বং কুতো ন গতোঽসী"তি। ততঃ কালিদাসো রাজানং প্রাহ,—"দেব! সর্ব্বজ্ঞোঽসি।

তে যান্তি তীর্থেষু বুধা যে শম্ভোর্দূরবর্ত্তিনঃ।
যস্য গৌরীশ্বরশ্চিত্তে তীর্থং ভোজ! পরং হি তৎ॥" ৪॥

ততো বিদ্বৎসু কাশীং গতেষু রাজা কদাচিৎ সভায়াং কালিদাসং পৃচ্ছতি স্ম, "কালিদাস! অদ্য কিমপি শ্রুতং কিং ত্বয়ে"তি। স আহ,—

"মেরৌ মন্দরকন্দরাসু হিমবৎসানৌ মহেন্দ্রাচলে,
কৈলাসস্য শিলাতলেষু মলয়প্রাগ্ভারভাগেষ্বপি।
সহ্যাদ্রাবপি তেষু তেষু বহুশো ভোজ! শ্রুতং তে ময়া,
লোকালোকবিচারচারণগণৈরুদ্গীয়মানং যশঃ॥"

করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার আজ্ঞায় শ্রেষ্ঠপণ্ডিত সকলেই প্রস্থান করিয়াছিলেন। একমাত্র কালিদাস যান নাই। তাহাতে রাজা কালিদাসকে বলিলেন,—হে সুকবে! তুমি কেন গেলে না? সেই কথা শুনিয়া কালিদাস রাজাকে বলিলেন,—মহারাজ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলই ত জানিতেছেন। যাহারা শম্ভু হইতে দূরবর্ত্তী, সেই পণ্ডিতেরা তীর্থে যাইয়া থাকেন; কিন্তু যাহার চিত্তে গৌরীনাথ সর্ব্বদা বিরাজমান, হে ভোজ! সে-ই ত পরম তীর্থ। ৪।

তারপর পণ্ডিতসকল কাশীতে চলিয়া গেলে, রাজা কোনও একদিন সভায় কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কালিদাস! আজ কি তুমি কিছু শ্রবণ করিয়াছ? কালিদাস বলিলেন,—মেরুপ্রদেশে, মন্দরপর্ব্বতের গুহায়, হিমালয়পর্ব্বতের উপরিস্থ

ततस्तत्क्षणतो राजा प्रत्यक्षरलक्षं ददौ ॥ ५ ॥

ततः कदाचिद्राजा विद्वद्वृन्दं निर्गतं, कालिदासञ्च अनवरतवेश्यालम्पटं ज्ञात्वा व्यचिन्तयत्, "अहह ! बाणमयूरप्रभृतयो मदीयामाज्ञां व्यदधुः, अयञ्च वेश्यालम्पटतया ममाज्ञां नाद्रियते, किं कुर्म्मः" इति । ततो राजा सावज्ञं कालिदासमपश्यत् । तत आत्मनि राज्ञोऽवज्ञां ज्ञात्वा कालिदासः बल्लालदेशं गत्वा तद्देशाधिनाथं प्राप्य प्राह,—"देव । मालवेन्द्रस्य भोजस्यावज्ञया त्वद्देशं प्राप्तोऽहं कालिदासनामा कवि-

---

সমতল প্রদেশে, মহেন্দ্রপর্ব্বতে, কৈলাসপর্ব্বতের উপরিভাগে, মলয়পর্ব্বতের উপর, এবং সহ্যপর্ব্বতে, সকল প্রসিদ্ধস্থলেই লোকালোকপর্ব্বতে বিচরণশীল চারণগণ হে ভোজ ! তোমার যশঃ উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়াছে, আমি প্রচুর পরিমাণে শ্রবণ করিয়াছি। (আজ তোমাকে যশঃশরীরে স্বর্গে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। ধন্য তুমি !) রাজা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এবং প্রতি অক্ষর পরিমাণে লক্ষ মুদ্রা করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

তারপর কোনও সময়ে পণ্ডিত সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, একমাত্র কালিদাস যান নাই ; কিন্তু অনবরত বেশ্যায় আসক্ত জানিয়া রাজা চিন্তা করিয়াছিলেন,—কি আক্ষেপের কথা ! বাণময়ূর-আদি পণ্ডিতসকল আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন ; আর এই ব্যক্তি বেশ্যা-লম্পট বলিয়া আমার আদেশের আদর করিল না ? কি করিব ? তারপর হইতে রাজা কালিদাসকে নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত দেখিতে থাকিলেন। রাজার এইরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শনের পর কালিদাস আপনার উপর রাজার প্রদর্শিত অবজ্ঞা বুঝিতে পারিয়া দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বল্লালরাজের রাজ্যে গিয়াছিলেন, এবং সেই দেশের রাজার নিকট যাইয়া বলিয়াছিলেন,—মহারাজ ! মালবদেশের রাজার অবজ্ঞায় আপনার দেশের আশ্রয় গ্রহণ

রি”তি। ততো রাজা তমাসনে উপবেশ্য প্রাহ,—সুকবে ! ভোজ-সভায়া ইহাগতৈঃ পণ্ডিতৈঃ বর্ণিতঃ শতশস্তে মহিমা। সুকবে ! ত্বাং সরস্বতীং বদন্তি। ততঃ কিমপি পঠে”তি। ততঃ কালি-দাস আহ,—

“বল্লালক্ষৌণিপাল ! ত্বদহিতনগরে সঞ্চরন্তী কিরাতী,
কীর্ণান্যাদায় রত্নান্যুরুতরখদিরাঙ্গারশঙ্কাকুলাঙ্গী।
ছিত্বা শ্রীখণ্ডখণ্ডং তদুপরি মুকুলীভূতনেত্রা ধমন্তী,
শ্বাসামোদানুপাতৈর্মধুকরনিকরৈর্ধূমশঙ্কাং বিভর্ত্তি॥”

বল্লালদেবো নাম দক্ষিণাপথস্থৈকশিলানগরে এড়গঙ্গস্য জ্যেষ্ঠপুত্রো রাজা ভূত্বা শান্তারারাজং জগদ্দেবং পরাজয়ৎ। তদাহ বল্লালেতি। ভল্লালেত্যজ্ঞাঃ পঠন্তি। অহো মৌঢ্যম্! ত্বদহিতনগরে তব শত্রোর্নগরে কাষ্ঠমাহর্ত্তুং সঞ্চরন্তী বনে ইব ভ্রমন্তী কিরাতী ব্যাধবধূ, এতেন শত্রুনগরে জঙ্গলং জাতমিত্যুক্তম্, কীর্ণানি বিক্ষিপ্তানি বিজ্ঞানামভাবাত রত্নানি পদ্মরাগাদীনি উরুতরাণি প্রচুরতরাণি খদিরাঙ্গারাণি খদিরকাষ্ঠস্য অঙ্গারাণি অগ্নিসংযোগাল্লোহিতবর্ণানি এতানি, ইতি শঙ্কয়া সম্ভাবনয়া আকুলং হর্ষপ্লুতং অঙ্গং যস্যাঃ, সা তথা ভূতা সতী, তদুপরি কীর্ণমেব গ্রাহকাভাবাৎ

করিয়াছি। আমি কালিদাসনামক কবি। কালিদাসের পরিচয় পাইয়া রাজা তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া বলিলেন,—হে সুকবে! ভোজের সভা হইতে এখানে আসিয়া পণ্ডিতেরা তোমার অপারশক্তির কথা নানারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হে সুকবে! তাঁহারা সকলেই তোমাকে সরস্বতী বলেন। আমি তোমার পরিচয়ের জন্য বলি, কোনও একটি কাব্য পাঠ কর। রাজার কথা অনুসারে কালিদাস পাঠ করিলেন,—হে বল্লালদেশের অধীশ্বর! তোমার শত্রুর নগরে (কাষ্ঠাদি আহরণার্থ) ভ্রমণকারিণী পদ্মিনীজাতীয়া ব্যাধবধূ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পদ্মরাগমণিপ্রভৃতি কুড়াইয়া লইয়া প্রচুরতর লোহিতবর্ণের খদিরকাষ্ঠ-

ততস্তস্মৈ প্রত্যক্ষরলক্ষং দদৌ ॥ ৬ ॥

ততঃ কদাচিদ্বল্লালরাজা কালিদাসং পপ্রচ্ছ, "সুকবে! একশিলানগরীং ব্যাবর্ণয়ে"তি। ততঃ কবিরাহ,—

"অপাঙ্গপাতৈরপদেশপূর্ব্বৈ,-রেণীদৃশামেকশিলানগর্য্যাম্।
বীথীষু বীথীষু বিনাপরাধং, পদে পদে শৃঙ্খলিতা যুবানঃ॥"

শ্রীখণ্ডখণ্ডং চন্দনকাষ্ঠখণ্ডং ক্ষিপ্ত্বা নিক্ষিপ্য দত্ত্বা মুকুলীকৃত্য নেত্রং ধমন্তী ফূৎকারেণাগ্নিসংযোগং কুর্ব্বন্তী বহির্গতস্য শ্বাসস্য আমোদং পদ্মগন্ধং, পদ্মিন্যাস্তথাদর্শনাৎ অনুযাতৈরনুগতৈর্ভৃঙ্গসমূহৈঃ শ্রেণীবদ্ধৈর্ভৃঙ্গৈরভিন্নাং ধূমশঙ্কাং ধূমসম্ভাবনাং জাতেয়ং ধূম-লতেতি বিভর্ত্তি ধারয়তি। ভুজপ্রতাপাৎ তে শত্রুশূন্যং জগৎ জাতমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

পপ্রচ্ছ জ্ঞাতুমৈচ্ছৎ 'ব্যাবর্ণয়ে'তি কথয়ন্নিতিশেষঃ। যদ্বা ইতি অনেন পপ্রচ্ছ আনর্চ্চ, নিরুক্তেঽর্চ্চতিকর্ম্মসু পৃচ্ছতিদর্শনাৎ। অপাঙ্গপাতৈরিতি। একশিলানগর্য্যাং একশৈলে নগরে এণীদৃশাং মৃগীনয়নানাং যুবতীনাং অপদেশপূর্ব্বৈশ্ছলনিমিত্তকৈরপাঙ্গপাতৈঃ কটাক্ষনিক্ষেপৈর্বীথীষু বীথীষু প্রতিপথি অপরাধং বিনাপি দোষম্ঋতেঽপি যুবানঃ

জাত জ্বলন্ত অঙ্গার ভাবিয়া পুলকিতচিত্তে তাহার উপর চন্দনকাষ্ঠের খণ্ড সকল ফেলিয়া অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে ফুৎকার দ্বারা অগ্নি জ্বালাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, এবং ফুৎকারের বায়ুতে পদ্মগন্ধ থাকায় সেই গন্ধের অনুসরণ করিয়া উপস্থিত ভৃঙ্গশ্রেণীকে ধূম বলিয়া সম্ভাবনার পোষণ করিতেছে। (আর ভাবনা কি, এই যে ধূমলতা বাহির হইয়াছে, এইরূপ নিশ্চয় করিতেছে। ধন্য আপনার তেজ-প্রতাপ যে, জগৎ আপনার শত্রুশূন্য হইয়াছে!) এই শ্লোক শুনিয়া বল্লালরাজ প্রতি অক্ষর পরিমাণে লক্ষ মুদ্রা করিয়া মূল্য দিয়াছিলেন ॥ ৬॥

তারপর কোনও একদিন বল্লালরাজ 'হে সুকবে! একশিলানগরীর বর্ণনা কর' এইরূপ অনুরোধ দ্বারা কালিদাসকে পূজিত সম্মানিত করিয়াছিলেন (তুমি আমার নগরীতে আসিয়াছ বলিয়া আমার নগরী কবিদিগের জ্ঞেয় হইবে;

পুনশ্চ প্রত্যক্ষরলক্ষং দদৌ। পুনশ্চ পঠতি কবিঃ,—
"অম্ভোজপত্রায়তলোচনানা,-মম্ভোধিদীর্ঘাস্বিহ দীর্ঘিকাসু।
সমাগতানাং কুটিলৈরপাঙ্গৈ,-রনঙ্গবাণৈঃ প্রহৃতা যুবানঃ॥"
পুনশ্চ বল্লালনৃপঃ প্রত্যক্ষরলক্ষং দদৌ। এবং তত্রৈব স্থিতঃ কালিদাসঃ॥ ৭॥

পদে পদে প্রতিপদং শৃঙ্খলিতাঃ শৃঙ্খলপ্রায়া অনুরাগিণ্যো ভবন্তি। সর্ব্বা এব হি যুবতয়ো মৃগনয়নাঃ সুন্দর্য্যঃ, যুবানোঽপি নির্দ্দোষাঃ। অহো দ্বিতীয়োঽয়ং স্বর্গ ইতি ভাবঃ। অম্ভোধীতি। অম্ভোধিবৎ দীর্ঘাসু বিশালাসু। অনঙ্গবাণৈঃ সম্মোহনোন্মাদনাদিভিরিব যুবানঃ প্রহৃতাঃ কৃতপ্রহারাঃ; ন তু শত্রুবাণৈরহো অপূর্ব্বেয়ং নগরী জিতস্বর্গেতি ভাবঃ॥ ৭॥

সুতরাং তাহার কোন উপায় তোমার করা উচিত। সে উপায় একমাত্র এ নগরীর সংক্ষেপে সরস বর্ণনা করা। অতএব আমি তোমায় সেই বর্ণনার জন্য পূজা করিতেছি। প্রসন্ন হও, বর্ণনা কর)। কালিদাস বলিলেন,—একশিলা নগরীতে মৃগনয়না যুবতীদিগের ছলপূর্ব্বক কটাক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা প্রতিপথে (যাহার উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজি শোভা পায়) দোষ না থাকিলেও যুবকেরা পদে পদে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতেছে। (আশ্চর্য্য নগরী যে, এখানকার সকল যুবতীই মৃগনয়না, এবং যুবকেরাও নির্দ্দোষ। অহো এটি দ্বিতীয় স্বর্গ)। রাজা প্রতি অক্ষর পরিমাণে লক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন। কবি আবারও পাঠ করিলেন,—একশিলানগরীতে সমুদ্রের ন্যায় বিশাল দীর্ঘিকায় সমাগত পদ্মপত্রের ন্যায় বিশালনয়না যুবতীদিগের কুটিল কটাক্ষরূপ কামবাণদ্বারাই যুবকগণ প্রহৃত হয়। (আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যুবকগণ কখনই শত্রুবাণের প্রহার পায় না। ওঃ একশিলানগরী শান্তিতে স্বর্গকেও জয় করিয়াছে)। এই শ্লোক শুনিয়া বল্লালরাজ আবার প্রতি অক্ষর পরিমাণে লক্ষ মুদ্রা করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে কালিদাস সেই স্থানেই থাকিয়া কাল কাটাইয়াছিলেন॥ ৭॥

অত্রান্তরে ধারানগর্য্যাং ভোজং প্রাপ্য দ্বারপালঃ প্রাহ,—দেব! গুর্জ্জরদেশাৎ মাঘনাম্না পণ্ডিতবর আগত্য নগরাদ্বহিরাস্তে, তেন চ স্বপত্নী রাজদ্বারি প্রেষিতা।" রাজা "তাং প্রবেশয়" ইত্যাহ। ততো মাঘপত্নী প্রবেশিতা। সা রাজহস্তে পত্রং প্রায়চ্ছত্। রাজা তদাদায় বাচয়তি,—

"কুমুদবনমপশ্রি শ্রীমদম্ভোজষণ্ডং,
ত্যজতি মুদমুলূকঃ প্রীতিমাংশ্চক্রবাকঃ।
উদয়মহিমরশ্মির্যাতি শীতাংশুরস্তং,
হতবিধিনিহতানাং হা! বিচিত্রো বিপাকঃ॥" ইতি

রাজা তদদ্ভুতং প্রভাতবর্ণনমাকর্ণ্য লক্ষত্রয়ং দত্বা মাঘ-

এই অবসরে ধারানগরীতে ভোজরাজের নিকট যাইয়া দ্বারপাল বলিল,—মহারাজ! গুর্জ্জরদেশ হইতে মাঘনামে একজন শ্রেষ্ঠকবি আসিয়া নগরের বাহিরে আছেন। তিনি রাজদ্বারে নিজপত্নীকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজা বলিলেন,—তাঁহাকে প্রবেশ করাও। দ্বারপাল যাইয়া মাঘকবির পত্নীকে সভায় আনিয়া উপস্থিত করিল। মাঘকবির পত্নী রাজার হস্তে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। রাজা সেখানি লইয়া পড়িতে লাগিলেন,—এক দিকে কুমুদসকল হতশ্রী হইতেছে, অন্য দিকে পদ্মসকল সুশ্রী হইতেছে, পেচকগণ আনন্দ পরিত্যাগ করিতেছে, চক্রবাকগণ আনন্দযুক্ত হইতেছে; অশীতলরশ্মি সূর্য্য উদয় হইতেছে, শীতলরশ্মি চন্দ্র অস্ত যাইতেছে; হায় হায়! পোড়া বিধি দ্বারা বঞ্চিতদিগের কর্ম্মফলভোগ বিচিত্র! (অস্মদাদি মহাকবিসকল কালের প্রভাবে দারিদ্র্যকষ্টপ্রাপ্ত এবং আশ্রয়চ্যুত, যেমন কালিদাস; আর বাণময়ূরাদি রাজার ভোগে কাশীবাসী: সুতরাং দুরদৃষ্ট ছাড়া আর কি বলিব? কবির এই ভাব)। রাজা সেই আশ্চর্য্যরূপের প্রভাতবর্ণনা করা দেখিয়া ও শুনিয়া তিন লক্ষ মুদ্রা দিয়া মাঘ

পত্নীমাহ,—"মাতঃ! ইদং ভোজনায় দীয়তে, প্রাতরহং মাঘ-পণ্ডিতম্ আগত্য নমস্কৃত্য পূর্ণমনোরথং করিষ্যামী"তি। ততঃ সা তদাদায় গচ্ছন্তী যাচকানাং মুখাৎ স্বভর্তুঃ শারদ-চন্দ্রকিরণগৌরান্ গুণান্ শ্রুত্বা, তেভ্য এব ধনমখিলং ভোজ-দত্তং দত্তবতী মাঘপণ্ডিতং স্বভর্তারমাসাদ্য প্রাহ,—"নাথ! রাজ্ঞা ভোজেনাহং বহুমানিতা, ধনং সর্বং যাচকেভ্যস্ত্বদ্গুণানাকর্ণ্য দত্তবতী।" মাঘঃ প্রাহ,—দেবি! সাধু কৃতং, পরমেতে যাচকাঃ সমায়ান্তি কিল। তেভ্যঃ কিং দেয়মি"তি? ততো মাঘপণ্ডিতং বস্ত্রাবশেষং জ্ঞাত্বা কোঽপ্যর্থী প্রাহ,—

"আশ্বাস্য পর্বতকুলং তপনোষ্ণতপ্ত-,
সুদ্দামদাববিধুরাণি চ কাননানি।

কবির পত্নীকে বলিয়াছিলেন,—মা! এটা ভোজনের জন্য দেওয়া হইল। আমি প্রাতঃকালে মাঘপণ্ডিতের নিকট যাইয়া নমস্কার করিব এবং তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিব। তারপর মাঘপত্নী সেই তিন লক্ষ মুদ্রা লইয়া যাইতে যাইতে ভিক্ষুকদিগের মুখে নিজ স্বামীর শরৎকালীন নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের কিরণের ন্যায় বিমল গুণের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া তাহাদিকে ভোজদত্ত সমস্ত ধন দান করিয়াছিলেন। তারপর নিজের ভর্ত্তা সেই মাঘপণ্ডিতের নিকট আসিয়া বলিলেন,—নাথ! রাজা ভোজ আমাকে বহু সম্মান করিয়াছিলেন; কিন্তু তোমার গুণবর্ণনা শ্রবণ করিয়া আমি সে সকল ধনই সেই ভিক্ষুকদিগকে দিয়াছি। মাঘ বলিলেন,—দেবি! উত্তম করিয়াছ। কিন্তু এখনও ত এই সকল ভিক্ষুক আসিতেছে। তাহাদিগকে কি দেওয়া যাইবে? তারপর মাঘপণ্ডিত পরিধেয়বসনমাত্র সম্বল করিয়া আছেন জানিতে পারিয়া কোনও এক ভিক্ষুক বলিল,—হে জলদানকারিন্ মেঘ! সূর্য্যের উষ্ণতাপে

নানানদীনদশতানি চ পূরয়িত্বা,

রিক্তোঽসি যজ্জলদ! সৈব তবোত্তমশ্রীঃ॥” ৮॥

ইত্যেতদাকর্ণ্য মাঘঃ স্বপত্নীমাহ,—

“অর্থা ন সন্তি ন চ মুঞ্চতি মাং দুরাশা,

ত্যাগে রতিং বহতি দুর্ললিতং মনো মে।

যাচ্ঞা চ লাঘবকরী স্ববধে চ পাপং,

প্রাণাঃ স্বয়ং ব্রজত কিং পরিদেবিতেন॥

দারিদ্র্যানলসন্তাপঃ শান্তঃ সন্তোষবারিণা।

যাচকাশাবিঘাতান্তর্দাহঃ কেনোপশাম্যতি॥”

ততস্তে মাঘপণ্ডিতস্য তামবস্থাং বিলোক্য সর্বে যাচকাঃ যথাস্থানং জগ্মুঃ। এবং তেষু যাচকেষু যথাযথং গচ্ছৎসু মাঘঃ প্রাহ,—

তপ্ত পর্ব্বতসকলকে এবং উদ্দামদাবানলে কাতর কাননসমূহকে বর্ষণ দ্বারা আশ্বস্ত (সুশীতল) করিয়া, আর নানাপ্রকার নদনদীকে পূরণ করিয়া যে তুমি আজ রিক্ত (সঙ্গতিহীন) হইয়াছ, তাহাই তোমার উত্তম শোভা॥ ৮।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মাঘকবি নিজ পত্নীকে বলিলেন,—দেবি! ধন নাই; কিন্তু দুষ্টা আকাঙ্ক্ষা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেনা; দুশ্চরিত্র আমার মনঃ দানের উপর আসক্তি (ভালবাসা) বহন করিতেছে; ভিক্ষা নিজের আত্মমর্য্যাদার লাঘব করে; কিন্তু আত্মহত্যায়ও পাপ জন্মে। অতএব আর শোক করিয়া প্রয়োজন কি? আমার প্রাণবায়ুরা আপনা হইতেই আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাক। দরিদ্রতাদুঃখরূপ অগ্নির সন্তাপ সন্তোষরূপ জল দ্বারা প্রশান্ত হইয়াছে; কিন্তু যাচকের আশাভঙ্গজনিত অন্তর্দাহ কি উপায়ে উপশান্ত

"ব্রজত ব্রজত প্রাণা অর্থিভির্ব্যর্থতাং গতৈঃ।
পশ্চাদপি চ গন্তব্যং ক্ব সোঽর্থঃ পুনরীদৃশঃ॥"

ইতি বিলপন্ মাঘপণ্ডিতঃ পরলোকমগাৎ। ততো মাঘপত্নী স্বামিনং পরলোকগতং দৃষ্ট্বা প্রাহ,—

"সেবন্তে স্ম গৃহং যস্য দাসবদ্ ভূভুজঃ সদা।
স ভার্য্যাসহায়োঽয়ং ম্রিয়তে মাঘপণ্ডিতঃ॥"

ততো রাজা মাঘং বিপন্নং জ্ঞাত্বা নিজনগরাদ্বিপ্রশতাবৃতঃ মৌনী রাত্রাবেব তত্রাগাৎ॥ ৯॥

ততো মাঘপত্নী রাজানং বীক্ষ্য প্রাহ,—"রাজন্। যতঃ পণ্ডিতবরস্ত্বদ্দেশং প্রাপ্তঃ পরলোকমগাৎ, ততোঽস্য কৃত্যমিদং

হইবে? মাঘপণ্ডিত এইরূপ বলিতে বলিতে হতচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তখন ভিক্ষুকেরা সকলে মাঘপণ্ডিতের সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। এইরূপে ভিক্ষুকসকল যথাস্থানে গমন করিলে পর, মাঘ বলিলেন,—হে প্রাণসকল! যাচকশব্দের ব্যর্থতাপ্রাপ্ত (আশাভগ্ন) অর্থীদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাও, সঙ্গে সঙ্গে যাও; পরেও ত তোমার যাইতে হইবে; কিন্তু তখন আর এরূপ সেই পবিত্রসঙ্গ কোথায় পাইবে? এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মাঘপণ্ডিত পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। তারপর মাঘপত্নী স্বামী পরলোকে গেলে বলিলেন,—হায়! হায়! সর্ব্বদা রাজাসকল ভৃত্যের ন্যায় যাহার গৃহ সেবা করিয়াছেন, সেই মাঘপণ্ডিত আজ নিজের ভার্য্যামাত্র সহায় হইয়া এই ভাবে মরিলেন! তারপর রাজা ভোজ মাঘপণ্ডিত মরিয়াছেন জানিয়া শত শত ব্রাহ্মণে পরিবৃত হইয়া নিজ নগর হইতে বহির্গত হইয়া মৌনভাব অবলম্বন করিয়া সেই রাত্রেই সেই স্থলে গিয়াছিলেন॥ ৯।

তারপর মাঘপত্নী রাজাকে দেখিয়া বলিলেন, মহারাজ! যখন পণ্ডিতবর

সম্যক্ করণীয়ং ভবতা” ইতি। ততো রাজা মাঘং বিপন্নং নর্ম্মদাতীরং নীত্বা যথোক্তেন বিধিনা সংস্কারমকরোৎ। তত্র চ মাঘপত্নী বহ্নৌ প্রবিষ্টা। তয়োশ্চ পুত্রবৎ সর্ব্বং চক্রে ভোজঃ। ততো মাঘে দিবং গতে রাজা শোকাকুলো বিশেষেণ কালিদাস-বিয়োগেন চ পণ্ডিতানাং প্রবাসেন কৃশোঽভূৎ দিনে দিনে বহুল-পক্ষশশীব। ততোঽমাত্যৈর্মিলিত্বা চিন্তিতম্ “বল্লালদেশে কালিদাসো বসতি। তস্মিন্নাগতে রাজা সুখী ভবিষ্যতী”তি। এবং বিচার্য্যামাত্যৈঃ পত্রে কিমপি লিখিত্বা তৎ পত্রঞ্চৈকস্যা-মাত্যস্য হস্তে দত্ত্বা প্রেষিতম্। স কালক্রমেণ কালিদাস-মাসাদ্য রাজ্ঞোঽমাত্যৈঃ প্রেষিতোঽস্মীতি নত্বা তৎ পত্রং দত্তবান্। ততস্তৎ কালিদাসো বাচয়তি,—

তোমার দেশে আসিয়াই পরলোকে গিয়াছেন, তখন ইঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি তোমা-রই কর্ত্তব্য। রাজা তাহাই স্বীকার করিয়া মৃতমাঘকবিকে নর্ম্মদাতীরে লইয়া গিয়া যথোক্ত বিধানানুসারে অগ্নিসংস্কার করিয়াছিলেন। চিতানল প্রজ্বলিত হইলে তাহাতে মাঘপত্নী প্রবেশ করিয়া স্বামীর সহগমন করিয়াছিলেন। ভোজ পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের সকল কর্ম্মই করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধশান্তি হইয়া গেলে (মাঘ স্বর্গগামী হইয়া গেলে) রাজা ভোজ শোকে আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন; বিশেষতঃ কালিদাসের বিয়োগে, এবং বাণময়ুরাদি পণ্ডিতসকলের প্রবাসগমন দ্বারা কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন কৃশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজার তাদৃশ অবস্থার কথা পরস্পর পর্য্যালোচনা করিয়া মন্ত্রিগণ একমত হইয়া স্থিরনিশ্চয় করিলেন যে, বল্লালদেশে কালিদাস বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি আসিলে রাজা সুখী হইবেন। মন্ত্রিগণ বিচার করিয়া এইরূপ স্থির করিয়া পত্রে কিছু লিখিয়া, সেই পত্রখানি একজন মন্ত্রীর হস্তে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি

"न भवति स भवति न चिरं भवति चिरञ्चेत् फले विसंवादी ।
कोपः सत्पुरुषाणां तुल्यः स्नेहेन नीचानाम् ॥
सहकारे चिरं स्थित्वा सलीलं बालकोकिल ! ।
तं हित्वाद्यान्यवृक्षेषु विचरन्न विलज्जसे ॥
कलकण्ठ ! यथा शोभा सहकारे भवद्गिरः ।
खदिरे वा पलाशे वा किं तथा स्याद्विचारय ॥" इति ।

ततः कालिदासः प्रभाते तं भूपालमापृच्छ्य मालवदेशमागत्य

न भवतीति । भवति कालिदासे चिरं न भवति नागच्छति सति, यद्वा न सति सति स राजा भोजो न भवति स्थातुं न पारयति । विसंवादी वञ्चनावान् भविष्यतीति शेषः । आमोदाय आगमनं विषादाय भविष्यतीत्यर्थः । नैतत् कुपितप्रसादायालमिति चेन्नैवं, यतः कोप इति । हे कलकण्ठ कोकिल ! विचारय

যথাসময়ে কালিদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া 'মহারাজ ভোজের অমাত্যবৃন্দ দ্বারা আমি আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি' এই কথা বলিয়া প্রণাম করিয়া সেই পত্রখানি দিয়াছিলেন। পত্রখানি লইয়া কালিদাস পাঠ করিলেন, আরও বহুদিন না আসিলে রাজা ভোজ বাঁচিয়া থাকিবেন না; সুতরাং আসিতে বহু বিলম্ব হইলে আগমনের ফললাভে বঞ্চিত হইবেন। সাধুপুরুষের ক্রোধ ও নীচশঠ-ব্যক্তির স্নেহের তুল্য ক্ষণভঙ্গুর। হে বালকোকিল! চিরকাল অত্যন্তসৌরভ আম্রবৃক্ষে বিলাসিতার সহিত অবস্থান করিয়া, আজ তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষে বিচরণ করিতে লজ্জা করিতেছে না? হে কলকণ্ঠ কোকিল! সহকার বৃক্ষে তোমার বাক্যের যাদৃশ শোভা হয়, খদিরবৃক্ষে, বা পলাশবৃক্ষে কি সেরূপ হয়, তুমিই বিচার করিয়া স্থির কর—তোমার ফিরিয়া আসা উচিত কি না? এই পত্র পাঠ করিয়া কালিদাস প্রভাতকালে সেই বল্লালরাজকে নিজের ইচ্ছা

রাজ্ঞঃ ক্রীড়োদ্যানে তস্থৌ। ততো রাজা চ তত্রাগতং জ্ঞাত্বা স্বয়ং গত্বা মহতা পরিবারেণ তমানীয় সম্মানিতবান্। ততঃ ক্রমেণ বিদ্বন্মণ্ডলে চ সমায়াতে সা ভোজপরিষৎ প্রাগিব রেজে ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বরবল্লালসেনসূরিবিরচিতে
কাব্যবিলাসে কালিদাসবিয়োগযোগপ্রবন্ধো
নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

যিচারিয়াগমনমেব নিশ্চিনু। আপৃচ্ছ্য আভাষণপূর্ব্বকমভিপূজ্য। রেজে বিরাজমানা বভূবেতি ॥ ১০ ॥

শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়পদবাক্যপ্রমাণপারাবারপারীণ-ভৈরবচন্দ্রবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্য-
সূরিসূনু-শ্রীকৃষ্ণবিহারবভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবিদ্যাসাগর-
ভট্টাচার্য্যকৃতৌ ভোজপ্রবন্ধটীকায়াং কাব্যবিলাসে কালিদাস-
বিয়োগযোগপ্রবন্ধো নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

জানাইয়া এবং এতদিন সাহায্য করার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদাদি দ্বারা অভিপূজিত করিয়া মালবদেশে আসিয়াছিলেন, এবং রাজার ক্রীড়োদ্যানমধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। কালিদাসের তথায় আগমনসংবাদ পাইয়া রাজা ভোজ সকলপরিবারের সহিত মিলিয়া নিজে যাইয়া তাঁহাকে আনিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তারপর ক্রমে সেই বিদ্বন্মণ্ডলীও আসিয়া উপস্থিত হইলে ভোজের সেই সভা আবার পূর্ব্বের ন্যায় বিরাজমান হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বরবল্লালসেনসূরিবিরচিতে ভোজপ্রবন্ধে কালিদাস-
বিয়োগযোগপ্রবন্ধনামক অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ ৮ ॥

অথ সমস্যাবিনোদপ্রবন্ধঃ।

ততঃ সিংহাসনমলঙ্কুর্বাণং ভোজং দ্বারপাল আগত্য প্রণম্যাহ,—"দেব! কোঽপি বিদ্বান্ জালন্ধরদেশাদাগত্য দ্বার্য্যাস্তে" ইতি। রাজা "প্রবেশয়" ইত্যাহ। স চ বিদ্বানাগত্য সভায়াং তথাবিধং রাজানং জগন্মান্যান্ কালিদাসাদীন্ কবিপুঙ্গবান্ বীক্ষ্য বদ্ধজিহ্ব ইবাজায়ত। সভায়াং কিমপি তস্য মুখান্ন নিঃসরতি। তদা রাজ্ঞোক্তং, "বিদ্বন্! কিমপি পঠ" ইতি। স আহ,—

"আরনালগলদাহশঙ্কয়া, মন্মুখাদপগতা সরস্বতী।
তেন বৈরিকমলাকচগ্রহ-,ব্যগ্রহস্ত! ন কবিত্বমস্তি মে॥"

ততঃ কালিদাসস্য বিয়োগানন্তরং যোগে জাতে সতি। আরনালেতি। হে বৈরিকমলাকচগ্রহব্যগ্রহস্ত শত্রুলক্ষ্মীকেশগ্রহণে ব্যস্তপাণে! সরস্বতী গিরাং দেবী আরনালস্য কাঞ্জিকস্য গলে যো দাহঃ যন্ত্রণং, তস্য শঙ্কয়া ভয়েন হেতুনা মম মুখাদপসৃত্য পলায়িতা। তেন কবিত্বং মে নাস্তি; কিং পঠামীতি ভাবঃ॥ ১॥

এইরূপে কালিদাসের বিয়োগের পর আবার মিলন ঘটিলে, একদিন সিংহাসনের অলঙ্কারকারী ভোজের নিকট আসিয়া দ্বারপাল বলিল,—মহারাজ! জালন্ধর দেশ হইতে আসিয়া কোনও এক বিদ্বান্ দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। রাজা বলিলেন,—প্রবেশ করাও। সেই বিদ্বান্ সভায় আসিয়া রাজাকে তাদৃশভাবে এবং জগৎমান্য মহাকবি কালিদাস প্রভৃতিকে দেখিয়া যেন বদ্ধজিহ্ব হইয়া পড়িলেন। সভার মধ্যে আর কিছুই তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না। তখন রাজা বলিলেন,—হে বিদ্বন্! যাহা হয়, কিছুও পড়। কবি বলিলেন,—

राजा तस्मै महिषीशतं ददौ ॥ १ ॥

अन्यदा राजा कौतुकाकुलः सीतां प्राह,—"देवि ! सुरतं पठ" इति। सीता प्राह ;—

"सुरताय नमस्तस्मै जगदानन्दहेतवे।
आनुषङ्गि फलं यस्य भोजराज ! भवादृशात् ॥"

ततस्तुष्टो राजा तस्मै हारं ददौ।

सुरतायेति। यस्य सुरतस्य निधुवनस्य फलमानन्दः भवादृशां विध्येकनिष्ठानां संयमिनां आनुषङ्गि अप्रधानं, श्लेषात् भवादृशां आनुषङ्गि अनुषङ्गः सङ्ग एव यस्य फलं, तस्मै जगदानन्दकारणाय सुरताय नमः स्वापकर्षज्ञापनं करोमि। आसीत् सुरत इति आवयोः सङ्गमो जात इति भावः। भवं संसरणमापश्यन्तीति भवादृशः, तेषां पन्नयोगज्ञानामिति स्पर्शविशेषविषयेत्युक्तम्। आनुषङ्गि आभिमानिकसुखं ; फलं विशिष्टिः ; जगदानन्दहेतुरिति अर्थप्रतीतिः। अतएव कामसूत्रे 'स्पर्शविशेषविषया आभिमानिकसुखानुविद्धा फलवत्यर्थप्रतीतिः प्राधान्यात् कामः।" इत्युक्तं। स च हेतुः,

হে শত্রুদিগের লক্ষ্মীর কেশপাশগ্রহণে ব্যস্তপাণে! বাগ্‌দেবী সরস্বতী পচা আমানি খাইলে গলায় যন্ত্রণা হইবার ভয়ে আমার মুখ হইতে অপসৃত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। সেইজন্য আমার কবিত্ব নাই ; সুতরাং কি পড়িব ? এই শ্লোক শুনিয়া তাঁহাকে রাজা একশত মহিষী দান করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অন্যএকদিন রাজা কৌতূহলবশতঃ সীতাকে বলিলেন,—দেবি ! সুরতক্রীড়া অবলম্বন করিয়া একটি শ্লোক পাঠ কর। সীতা বলিলেন,—হে ভোজরাজ ! ভবাদৃশ সাধুব্যক্তিদিগের সঙ্গও যাহার নিকট আনুসঙ্গিক ফল (অপ্রধান), (যাহার ফলে আপনার সঙ্গম লাভ করা যায়), সেই জগতের আনন্দের কারণ সুরতকে নমস্কার। সীতাদেবীর প্রকৃত বর্ণনায় রাজা তুষ্ট হইয়া সীতাকে হার দিয়াছিলেন।

ततो राजा चामरग्राहिणीं वेश्यामवलोक्य कालिदासं प्राह,—"सुकवे! वेश्यामिमां वर्णय" इति। तामवलोक्य कालिदासः प्राह;—

"कचभारात् कुचभारः कुचभारात् भीतिमेति कचभारः।
कचकुचभाराज्जघनं कोऽयं चन्द्रानने चमत्कारः॥"

भोजस्तुष्टः सन् स्वयमपि पठति,—

"वदनात् पदयुगलीयं वचनादधरश्च दन्तपङ्क्तिश्च।
कचतः कुचयुगलीयं लोचनयुगलीयञ्च मध्यतस्त्रसति।"२॥

रसो रतिः फलमिति विवेकः। तस्मादर्पितं सुरतमिति। कचभारादिति। केशपाशादपेत्य कुचभारश्चमत्कार आश्चर्य्यजनकः, उभयोः स्तवकस्याङ्गश्लेषेऽपि विस्मयकरता कुचस्तवकस्य पीनोन्नतघनत्वादिति भावः। कथम्? यस्मात् कुचभारः कचभाराद्भीतिं प्राप्नोति न मां कश्चिदुच्छेत्स्यतीति। एवं कचभारोऽपि कुचभाराद्भयमाप्नोति नानुरागहेतुः स्यामिति। जघनञ्च कचकुचभाराभ्यां बिभेति रसयितुमलमस्मीति। तथा जघन्याश्च तौ बिभ्यतः, हरिष्यति सर्व्वथा चतुरं तदिति। अतएव हे चन्द्रानने! अयं कश्चमत्कारः? लोकोत्तरोऽयं चमत्कार इति भावः। वदनादिति। पदयुगलीयं पदयुगलं तत्तुल्यं वा कमलवन्मनोहारित्वं वदनात् चन्द्रमण्डलात्त्रसति

তারপর রাজা চামরগ্রাহিণী বেশ্যাকে দেখিয়া কালিদাসকে বলিলেন,—সুকবে এই বেশ্যাকে বর্ণনা কর। তাহাকে দেখিয়া কালিদাস বলিলেন,—কেশপাশ দেখিয়া পয়োধরস্তবক ভয় পাইতেছে, আবার পয়োধরস্তবক দেখিয়া কেশপাশ ভয় পাইতেছে। আবার সেই কেশপাশ ও পয়োধরস্তবক দেখিয়া জঘন ভীত হইতেছে এবং জঘনকে দেখিয়া কেশপাশ ও পয়োধরস্তবক ভয় পাইতেছে, পাছে তাহার জন্য তাহারা অদ্রষ্টব্য হইয়া পড়ে। অতএব হে চন্দ্রাননে। এ কিরূপ কৌতুককর ব্যাপার? (তোমার সকলই যে পরম রমণীয়।) বর্ণনা শুনিয়া

अन्यदा राजा भोजो धारानगरे एकाकी विचरन् कस्यचिद्विप्रवरस्य गृहं गत्वा तत्र काञ्चन पतिव्रतां स्वाङ्के शयानं भर्त्तारमुद्वहन्तीमपश्यत्। ततः तस्या शिशुः सुप्तोत्थितः ज्वालायाः समीपमगच्छत्। इयं च पतिधर्म्मपरायणा स्वपतिं नोत्थापयामास। ततः शिशुस्तु वह्नौ पतन्तं नाग्रहीत्। राजा चाश्चर्य्यमालोक्यातिष्ठत्। ततः सा पतिधर्म्मपरायणा वैश्वानरमप्रार्थयत्, "यज्ञेश्वर ! त्वं सर्व्वकर्म्मसाक्षी सर्व्वधर्म्मान् जानासि, मां पतिधर्म्मपराधीनां शिशुमगृह्णन्तीं च जानासि।

बिभेति, यदि प्रसादोदयः स्यात्, अपि नश्येन्मे शोभेति। वचनात् मधुरात् सिताद्विशदाच्च अधरो रक्तः, रक्तादधराच्च रक्ता दन्तपङ्क्तिः, दशनवसनाङ्गरागस्य कामसूत्रे लोके च विदितत्वादस्या नागरत्वमावेदितम्। कुचयुगलमनोहारित्वात् लोचनयुगलं, अतीवविशालत्वादुन्नतत्वाच्च। सर्व्वञ्चैतन्मध्यतः कटिभागात्तसति स्पन्दे सति भिनत्त्यपि इति भावः॥ २॥

রাজা তুষ্ট হইয়া নিজেও পাঠ করিলেন;—(চন্দ্রসদৃশ) মুখ দেখিয়া (পদ্মসদৃশ মনোহর) পদযুগল ভয় পাইতেছে, (সুরক্ত) বচন হইতে (রক্ত) অধর ভয় পাইতেছে, এবং সেই অধর হইতে দন্তপঙ্ক্তি ভীত হইতেছে; কেশপাশ হইতে কুচযুগল ও তাহা হইতে (বিশাল) লোচনযুগল ত্রস্ত হইতেছে। কিন্তু সকলেই কটিভাগ দেখিয়া ভয় পাইতেছে, পাছে স্পন্দিত হইলেই ভাঙ্গিয়া যায়। ২।

অন্য একদিন রাজা ভোজ ধারানগরে একাকী বিচরণ করিতে করিতে কোনও এক ব্রাহ্মণবরের গৃহে যাইয়া সেখানে কোন এক পতিব্রতাকে নিজ ক্রোড়ে শয়ান ভর্ত্তার সেবা করিতে দেখিলেন। তারপর দেখিলেন, সেই পতিব্রতার শিশুপুত্র নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির নিকটে গেল। আবারও দেখিলেন, এই পতিব্রতা পতিধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া নিজ পতিকে আর

ততো মদীয়শিশুমনুগৃহ্য ত্বং মা দহে”তি। ততঃ শিশুঃ বহ্নি-স্বরং প্রবিশ্য অর্দ্ধঘটিকাপর্য্যন্তং তত্রৈবাতিষ্ঠত্। ততো নারোদীত্ প্রসন্নমুখশ্চ শিশুঃ। সা চ ধ্যানারূঢ়াঽতিষ্ঠত্। ততো যদৃচ্ছয়া সমুত্থিতে ভর্ত্তরি সা ঝটিতি শিশুং জগ্রাহ। তং চ পরধর্ম-মালোক্য বিস্ময়াবিষ্টো নৃপতিরাহ, ‘অহো! মম সমং ভাগ্যং কস্যাস্তি, যদীদৃশ্যঃ পুণ্যস্ত্রিয়োঽপি মন্নগরে বসন্তী”তি। ততঃ প্রাতঃ সভায়ামাগত্য সিংহাসনে উপবিষ্টঃ রাজা কালিদাসং প্রাহ, “সুকবে! মহদাশ্চর্য্যং ময়া পূর্বেদ্যু রাত্রৌ দৃষ্টমস্তি” ইত্যুক্ত্বা রাজা পঠতি,—

উঠাইল না। সেইজন্য শিশুটিকে অগ্নিতে পতিত হইতে দেখিয়াও গ্রহণ করিল না। রাজা সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তারপর সেই পতিধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী বৈশ্বানরের নিকট প্রার্থনা করিল,—হে যজ্ঞেশ্বর! তুমি সকল কর্ম্মের সাক্ষী; কারণ তুমি সকল ধর্ম্মই জানিতেছ। আমি যে পতিধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া শিশুকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তাহাও জানিতেছ। সেইজন্য আমার শিশুর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি দগ্ধ করিও না। তারপর শিশু সেই অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই অগ্নি হস্ত দিয়া ধরিয়া অর্দ্ধ ঘটিকা পর্য্যন্ত সেইখানেই ছিল। শিশু প্রসন্নমুখেই ছিল, রোদন করে নাই। সে স্ত্রী ধ্যানমগ্না হইয়াছিল। তারপর যদৃচ্ছাক্রমে ভর্ত্তা নিদ্রা হইতে উঠিলে সে শীঘ্রই শিশুকে লইয়াছিল। সেই পরমধর্ম্ম দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট রাজা বলিলেন,—অহো আমার সমান ভাগ্য কাহার আছে যে, এরূপ পবিত্র স্ত্রীসকলও আমার নগরে আছেন? তারপর প্রাতঃকালে সভায় আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজা কালিদাসকে বলিলেন,—হে সুকবে! কল্য রাত্রে মহৎ আশ্চর্য্য আমি দেখিয়াছি। এই কথা বলিয়া রাজা পাঠ করিলেন,—

“हुताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः ।” इति ।

कालिदासस्ततश्चरणत्रयं झटिति पठति,—

“सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके, न बोधयामास पतिं पतिव्रता ।
तदाऽभवत्तत्पतिभक्तिगौरवात्, हुताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः ॥”

राजा च स्वाभिप्रायमालोक्य विस्मितस्तमालिङ्ग्य पादयोः पतति स्म ॥ ३ ॥

एकदा ग्रीष्मकाले राजा अन्तःपुरे विचरन् घर्मतापतप्त आलिङ्गनादिकमकुर्वन् ताभिः सह सरससंलापाद्युपचारमनुभूय तत्रैव सुप्तः । ततः प्रातरुत्थाय राजा सभां प्रविष्टः कुतूहलात् पठति,—

“सुरतागमवार्त्तयापि शून्ये, समये जाग्रति संप्रहृष्ट एव ।”

অগ্নি চন্দনপঙ্কের ন্যায় শীতল হইল। তাহা শুনিয়া কালিদাস শীঘ্রই অন্য তিনচরণ পাঠ করিলেন,—অগ্নিতে পুত্রকে পতিত হইতে দেখিয়াও পতিব্রতা নারী পতিকে জাগরিত করে নাই। তাহার পতিভক্তির গৌরবের রক্ষার জন্য তখন অগ্নি চন্দনপঙ্কের ন্যায় শীতল হইল। রাজা নিজের ভাব অভিব্যক্ত করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, এবং কালিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া পদদ্বয়ে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

এক সময় গ্রীষ্মকালে রাজা অন্তঃপুরে বিচরণ করিয়া গ্রীষ্মের তাপে পরিতপ্ত হইয়া আর আলিঙ্গনাদি ব্যাপারের অনুষ্ঠান করেন নাই; কেবল অবলাদিগের সহিত আলাপ প্রভৃতি উপচার (কামসূত্র সাম্প্রয়োগিক অধিকরণ ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) প্রয়োগ করিয়া সেইখানেই নিদ্রা গিয়াছিলেন। তারপর প্রাতঃকালে উঠিয়া রাজা সভায় আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়া কুতূহল বশতঃ পাঠ করিলেন—

ভবভূতিরাহ,—

"উরগী শিশবে বুভুক্ষবে স্বা-,মদিশত্ ফুত্কৃতিমাননানিলেন।
মরুদাগমবার্ত্তয়াপি শূন্যে, সময়ে জাগ্রতি সম্প্রবৃদ্ধ এব॥"

রাজা প্রাহ,—"ভবভূতে! লোকোক্তিঃ সম্যগুক্তে"তি। ততোঽপাঙ্গেন রাজা কালিদাসং পশ্যতি। ততঃ স আহ,—

"অবলাসু বিলাসিতোঽন্বভূবং, নয়নৈরেব নবোপগূহনানি।
মরুদাগমবার্ত্তয়াপি শূন্যে, সময়ে জাগ্রতি সম্প্রবৃদ্ধ এব॥"

উরগীতি। উরগী সর্পী, সংপ্রবৃদ্ধেঽতিবৃদ্ধিযুক্তে প্রসক্তে সতি, জাগ্রতি জাগরণাবস্থায়াং, অদিশত্ উপদিষ্টবতী। অবলাস্বিতি। সম্প্রবৃদ্ধ এব অতিপ্রাচীন এব সন্, ঘর্ম্মতাপতপ্তস্য শ্রমেণ কর্ত্তব্যে কর্ম্মণ্যরুচের্দ্দর্শনাত্; বিলাসিতো বচসা, নয়নৈর্দ্দর্শনৈরেব নবানি অপূর্ব্বাণি অন্যৈঃ কদাপ্যননুভূতত্বাত্, উপগূহনানি আলিঙ্গনযোগান্ 'লতাবেষ্টিতকং, বৃক্ষাধিরূঢ়কং, তিলতণ্ডুলকং, ক্ষীরনীরকমিতি চত্বারি সম্প্রয়োগকালে' ইত্যাদিনা লক্ষিতান্ অন্বভূবমনুভূতবানহমিতি শেষঃ। ঘর্ম্মক্লেশাত্ ক্রিয়ানিবৃত্তির্নৈব সাঙ্গা জাতেতি ভাবঃ॥ ৪॥

বায়ুর আগমন সংবাদেরও সহিত সম্পর্কহীন সময়ে জাগরণকালে অতি বৃদ্ধ হইয়াছি। ইহা শুনিয়া ভবভূতি বলিলেন,—বায়ুর আগমন সংবাদেরও সহিত সম্পর্কহীন সময় জাগরণকালে অসহ্য হওয়ায় সর্পী ভোজনেচ্ছু শিশুকে মুখের বায়ু দ্বারা নিজের ফুৎকার উপদেশ করিয়াছিল। রাজা শ্লোক শুনিয়া বলিলেন,—ভবভূতি! লোকের যেরূপ বলা উচিত, তাহা তুমি বলিয়াছ। তারপরে কটাক্ষ করিয়া রাজা কালিদাসকে দেখিলেন। কালিদাস ভঙ্গি বুঝিয়া বলিলেন,—বায়ুর আগমন সংবাদেরও সহিত সম্পর্কহীন সময়ে জাগিয়া থাকিয়াও অতি প্রাচীনের ন্যায় হইয়াই নায়িকাদিগের নিকট বিলাসক্রীড়া করিয়াছি, এবং দর্শনপরম্পরা দ্বারাই একেবারে নূতন রকমের আলিঙ্গনব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছি

तदा राजा स्वाभिप्रायं ज्ञात्वा तुष्टः कालिदासं विशेषेण सम्मानितवान् ॥ ४ ॥

अन्यदा मृगयापरवशो राजा अत्यन्तमार्त्तः कस्यचित् सरोवरस्य तीरे निविड़च्छायस्य जम्बूवृक्षस्य मूलमुपाविशत्। तत्र शयाने राज्ञि जम्ब्वोरुपरि बहुभिः कपिभिर्जम्बूफलानि सर्वाण्यपि चालितानि। तानि सशब्दं पतितानि पश्यन् घटिकामात्रं स्थित्वा श्रमं परिहृत्य उत्थाय तुरङ्गमवरमारुह्य गतः। ततः सभायां राजा पूर्वानुभूतकपिचालितफलपतनरव-मनुकुर्वन् समस्यामाह,—

"गुलु गुग्गुलु गुग्गुलु।"

तत आह, कालिदासः,—

"जम्बूफलानि पक्कानि पतन्ति विमले जले।
कपिकम्पितशाखाभ्यो गुलुगुग्गुलुगुग्गुलु॥"

মাত্র। তখন রাজা নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে জানিয়া তুষ্ট হইলেন, এবং বিশেষরূপে কালিদাসকে সম্মানিত করিলেন। ৪।

অন্য এক সময়ে মৃগয়াসক্ত রাজা ভোজ গ্রীষ্মে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কোন এক সরোবরের তীরে নিবিড়ছায়াসম্পন্ন একটি জম্বুবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়াছিলেন। রাজা সেখানে শয়ন করিয়া থাকিতে থাকিতে জম্বুবৃক্ষের উপর বহু বানর আসিয়া সমস্ত জম্বুফল চালিত (ঝাঁকাইয়া ঝাঁকাইয়া ফেলা) করিয়াছিল। সেগুলি সশব্দে পতিত হইতে লাগিল দেখিয়াছিলেন, এবং একঘটিকা পরিমাণ সময় সেখানে থাকিয়া শ্রম দূর করিয়া উঠিয়া ঘোটকে আরোহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তারপর সভায় রাজা পূর্ব্বে অনুভূত বানরচালিত ফলের পতনজনিত শব্দ অনুকরণ করিয়া একটি সমস্যা বলিলেন,—'গুলু গুগ্গুলু

রাজা তুষ্ট আহ, "সুকবে! অদৃষ্টমপি পরহৃদয়ং কথং জানাসি ? সাক্ষাৎকারদাসী"তি মুহুর্মুহুঃ পাদয়োঃ পততি স্ম।

একদা ধারানগরে প্রচ্ছন্নবেশঃ বিচরন্ কস্যচিৎ বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণস্য গৃহং রাজা মধ্যাহ্নসময়ে গচ্ছন্ তত্র তিষ্ঠতি স্ম। তদা বৃদ্ধবিপ্রো বৈশ্বদেবং কৃত্বা কাকবলিং গৃহ্ণন্ গৃহান্নির্গত্য ভূমৌ জলশুদ্ধায়াং নিক্ষিপ্য কাকমাহ্বয়তি স্ম। তত্র হস্ত-বিস্ফালনেন হাহেতি শব্দেন চ কাকাঃ সমায়াতাঃ। তত্র কশ্চিৎ কাকস্তারং রটতি স্ম। তচ্ছ্রুত্বা তৎপত্নী তরুণী ভীতেব হস্তং নিজোরসি নিধায় "অয়ে মাতঃ!" ইতি চক্রন্দ।

গুগ্‌গুলু।' তাহা শুনিয়া কালিদাস বলিলেন,—পক্ক জম্বুফলসকল বানরদ্বারা কম্পিত শাখা হইতে নির্ম্মল জলে পতিত হইতেছে। তাহাতে শব্দ হইতেছে 'গুলু গুগ্‌গুলু গুগ্‌গুলু।' রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—সুকবে! পরের হৃদয়ভাব জানিতে পারা যায় না; কিন্তু তুমি কি করিয়া জানিতে পার ? নিশ্চয় তুমি সাক্ষাৎ সরস্বতী দেবী। এই কথা বলিয়া বারংবার তাঁহার পদে পতিত হইয়াছিলেন।

অন্য কোনও এক সময়ে ধারানগরে রাজা প্রচ্ছন্নবেশে বিচরণ করিতেছিলেন, এবং মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে কোনও এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাটিতে গিয়া তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈশ্বদেববলি (মধ্যাহ্নে কর্ত্তব্য ক্রিয়া বিশেষ) সমাপন করিয়া কাকবলি দিবার জন্য লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জল দ্বারা পরিশুদ্ধ ভূমিতে (উঠানে) ফেলিয়া কাক ডাকিতেছিলেন। তখন পক্ষপুট বিস্ফালন (সশব্দে চালন) ও হাহা শব্দ করিয়া কাকসকল আসিয়াছিল। তন্মধ্যে কোনও কাক শব্দ করিয়া বারংবার ডাকিয়াছিল। সেই শব্দ শুনিয়া সেই বৃদ্ধের যুবতী পত্নী যেন ভয় পাইয়াই হস্ত নিজের হৃদয়ে স্থাপন করিয়া

ततो ब्राह्मणः प्राह,—"प्रिये साधुशीले! किमर्थं बिभेषी"ति ? सा प्राह,—"नाथ! मादृशीनां पतिव्रतास्त्रीणां क्रूरध्वनिश्रवणं न सह्यम्।" "साधुशीले! तथा भवेदेव" इति विप्र आह। ततो राजा तच्चरितं सर्वं दृष्ट्वा व्यचिन्तयत्, "अहो! इयं तरुणी दुःशीला नूनं, यतो निर्व्याजं बिभेति, स्वपातिव्रत्यं स्वयमेव कीर्त्तयति च। नूनमियं निर्भीता सती अत्यन्तं दारुणं कर्म्म रात्रौ करोत्येव।" एवं निश्चित्य राजा तत्रैव रात्रावन्तर्हित एवातिष्ठत्। अथ निशीथे भर्त्तरि सुप्ते सा मांसपेटिकां वेश्याकरेण वाहयित्वा नर्मदातीरमगच्छत्। राजाऽप्यात्मानं गोपयित्वाऽनुगच्छति स्म। ततः सा नर्मदां प्राप्य तत्र समागतानां ग्राहाणां मांसं दत्त्वा नदीं तीर्त्वा अपरतीरस्थेन शूलाग्रारोपितेन स्वमनोरमेण सह रमते स्म।

'ও মাগো' বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিল। প্রাণাধিকপ্রিয়তমা পত্নীর তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,—প্রিয়ে সাধুশীলে! কি জন্য ভয় পাইতেছ? তিনি বলিলেন,—নাথ! আমার ন্যায় পতিব্রতা স্ত্রীদিগের কঠোর শব্দ শ্রবণ সহ্য হয় না। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সচ্চরিত্রে! সেরূপ নিশ্চয় হওয়া উচিত। তারপর রাজা তার চরিত্রসকল দেখিয়া (আচরণ সব দেখিয়া) বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন,—ওহোহো! এ যুবতী নিশ্চয় দুশ্চরিত্রা। যখন স্বাভাবিক অভিনয় করিয়া ভয় পায়, এবং নিজের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নিজেই কীর্ত্তন করে, তখন নিশ্চয়ই এ নির্ভীকভাবে রাত্রিকালে অত্যন্ত দারুণ কর্ম্ম করিয়া থাকেই। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাজা রাত্রিকালে সেইখানেই লুকাইয়া থাকিলেন। তারপর সময়ে তাহার ভর্ত্তা নিদ্রা গেলে মাংসপেটিকা (মাংস বোঝাই পেঁটরা) বেশ্যার

তচ্চরিতং দৃষ্ট্বা রাজা গেহং সমাগত্য প্রাতঃ সভায়াং কালিদাস-মালোক্য প্রাহ,—"সুকবি! শৃণু,—

দিবা কাকরুতাদ্ভীতা,"

ততঃ কালিদাস আহ,—

"রাত্রৌ তরতি নর্ম্মদাম্।"

ততঃ তুষ্টো রাজা পুনঃ প্রাহ,—

"তত্র সন্তি জলে গ্রাহাঃ"

ততঃ কবিরাহ,—

"মর্ম্মজ্ঞা সৈব সুন্দরী॥"

ততো রাজা কালিদাসস্য পাদয়োঃ পততি॥ ৫॥

একদা ধারানগরে বিচরন্ বেশ্যাবীথ্যাং রাজা কন্দুকলীলা-

হস্তে দিয়া বহাইয়া লইয়া নর্ম্মদার তীরে গিয়াছিল। রাজাও আত্মগোপন করিয়া অনুগমন করিয়াছিলেন। তারপর সে নর্ম্মদায় উপস্থিত হইয়া সেখানে উপস্থিত কুম্ভীরাদিকে মাংস দিয়া নদী পার হইয়া পরতীরে অবস্থিত শূলাগ্রে স্থাপিত নিজ মনোরম রমণের সহিত রমণ করিয়াছিল। তাহার আচরণ দেখিয়া রাজা বাটীতে আসিলেন, এবং প্রাতঃকালে সভায় কালিদাসকে দেখিয়া বলিলেন,—সুকবে! শ্রবণ কর,—দিনের বেলায় কাকের ডাকেও ভয় পায়। তাহা শুনিয়া কালিদাস বলিলেন,—রাত্রে নর্ম্মদা কিন্তু পার হয়। তাহা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইয়া আবার বলিলেন,—সে নর্ম্মদার জলে যে কুম্ভীরাদি গ্রাহসকল আছে। তাহা শুনিয়া কবি বলিলেন,—হাঁ, সে সুন্দরী তাহার মর্ম্মও জানে (মাংস খাইতে দিলে আর তাহারা আক্রমণ করে না, তাহা সে জানে।) সেই কথা শুনিয়া রাজা কালিদাসের পদদ্বয়ে পতিত হইলেন॥ ৫॥

একদিন ধারানগরে বিচরণ করিতে করিতে বেশ্যাপল্লীতে রাজা কোনও এক

तत्परां तद्भ्रमणवेगेन पादयोः पतितावतंसां काञ्चन सुन्दरीं दृष्ट्वा सभायामाह,—"कन्दुकं वर्णयन्तु कवय" इति। तदा भवभूतिराह,—

"विदितं ननु कान्दुक ! ते हृदयं, प्रमदाधरसङ्गमलुब्ध इव ।
वनिताकरतामरसाभिहतः, पतितः पतितः पुनरुत्पतसि ॥"

ततो वररुचिः प्राह,—

"एकोऽपि त्रय इव भाति कन्दुकोऽयं,
कान्तायाः करतलरागरक्तरक्तः ।
भूमौ तच्चरणनखांशुगौरगौरः,
खस्थः सन्नयनमरीचिनीलनीलः ॥"

ततः कालिदास आह,—

"पयोधराकारधरो हि कन्दुकः,
करेण रोषादभिहन्यते मुहुः ।

সুন্দরীকে কন্দুকক্রীড়া- (বল খেলা) তৎপর বলিয়া তাহার ভ্রমণ বেগে ভূষণ-স্বরূপে ধৃত নীলপদ্ম কর্ণ হইতে পাদদ্বয়ের উপর পতিত হইতে দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, কবিগণ! আপনারা কন্দুক বর্ণনা করুন। সে কথা শুনিয়া ভবভূতি বলিলেন, হে কন্দুক! নিশ্চয় তোমার হৃদয় জানিতে পারা গিয়াছে, তুমি যেন প্রমদার অধরপানলুব্ধ; কারণ, যুবতীর করকমল দ্বারা অভিহত হইয়া পড়িতেছ, তথাপি আবারও উঠিতেছ। তারপর বররুচি বলিলেন, এই কন্দুক একটি হইলেও যেন তিনটার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; প্রথম কামিনীর করতল-রাগে সম্বন্ধ হইয়া যেন রক্ত রক্ত; দ্বিতীয় ভূমিতে পতিত হইয়া তাহার পদনখরের জ্যোতির সহিত সম্বন্ধ হইয়া যেন শুক্ল শুক্ল; তৃতীয় যখন আকাশে আবার উঠি-

দ্বতীব নেত্রাকৃতিভীতমুৎপলং,
স্ত্রিয়ঃ প্রসাদায় পপাত পাদয়োঃ ॥”

তদা রাজা তুষ্টস্ত্রয়াণামক্ষরলক্ষং দদৌ। বিশিষ্য চ কালিদাসমদৃষ্টাবতংসকুসুমপতনবোদ্ধারং সম্মানিতবান্ ॥ ৬ ॥

ততঃ কদাচিৎ চিত্রকর্মাবলোকনতৎপরঃ রাজা চিত্রলিখিতং মহাশেষং দৃষ্ট্বা “সম্যক্ লিখিতমি”ত্যবদৎ। তদা কশ্চিচ্ছিবশর্মা নাম কবিঃ শেষমিষেণ রাজানং স্তৌতি,—

“অনেকে ফণিনঃ সন্তি ভেকভক্ষণতৎপরাঃ।
এক এব হি শেষোঽয়ং ধরণীধরণক্ষমঃ ॥”

তেছে, তখন নয়নের কিরণের সহিত সম্বন্ধ হইয়া যেন নীল নীন। তারপর কালিদাস বলিলেন, যেহেতু কন্দুক পয়োধরের আকার ধারণ করিয়াছে, সেই হেতু কামিনী ক্রোধে হস্ত দিয়া বারংবার অভিহত (প্রহৃত) করিতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়াই যেন কর্ণভূষণ নীলকমল নেত্রের আকৃতির ন্যায় আকৃতি ধারণে ভীত হইয়া স্ত্রীর প্রসাদের জন্য পদদ্বয়ে পতিত হইয়াছিল। এই সকল কবিতা শ্রবণ করিয়া রাজা তুষ্ট হইয়া তিন শ্লোকের প্রতি অক্ষর পরিমাণে লক্ষ মুদ্রা করিয়া দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ অদৃষ্ট কর্ণভূষণ পুষ্পের পতনজ্ঞানে সক্ষম কালিদাসকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ৬ ॥

তারপর কোনও এক সময়ে চিত্রকার্য্য দর্শনে নিরত রাজা চিত্রে লিখিত মহাশেষ অনন্তদেবকে দেখিয়া বলিলেন,—বাঃ উত্তম লিখিয়াছে। সেই সময়ে শিবশর্ম্মা নামে কোনও এক কবি অনন্তদেবের ছলে রাজাকে স্তব করিলেন,—ভেক-ভক্ষণতৎপর অনেক ফণাধারীই আছে বটে; কিন্তু পৃথিবীকে ধারণ করিতে সক্ষম মাত্র এই এক ও শেষ (প্রথমও এই, শেষও এই, দ্বিতীয় আর “ন ভূতো ন

तदानीं राजा तदभिप्रायं ज्ञात्वा तस्मै लक्षं ददौ। कदाचिद्धेमन्तकाले समागते ज्वलन्तीं हसन्तीं संसेवयन् राजा कालिदासं प्राह,—"सुकवे! हसन्तीं वर्णये"ति। ततः सुकविराह,—

"कविमतिरिव बहुलोहा, सुघटितचक्रा प्रभातवेलेव।
हरमूर्त्तिरिव हसन्ती, भाति विधूमानलोपेता॥"

राजा अक्षरलक्षं ददौ॥ ७॥

एकदा भोजराजोऽन्तर्गृहे भोगार्हांस्तुल्यगुणान्वितान्निजा-

अनेक इति। शेषोऽनन्तदेवः। कविमतिरिति। कविमतिः कविप्रतिभा, बहुलोहा रक्तबहुला रक्ता, प्रभातवेला प्रभातकालः सुघटितचक्रा सुरक्षितप्रदेशा। विधूमानलोपेता निर्धूमज्वालाजटिला हरमूर्त्तिरग्निमूर्त्तिरष्टमूर्त्त्यन्तर्गता। तद्वत् हसन्ती हासं कुर्व्वन्तीति श्लेषः, हसनी हसन्तिका अङ्गारधानीति यावत्। भाति देदीप्यते। सर्व्वथा निर्म्मलेयं हसन्तीति भावः॥ ७॥

ভবিষ্যতি।") তখন রাজা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

কোনও এক সময়ে হেমন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইলে জ্বলন্ত অঙ্গারধানীর (আগুনের মালসা) সেবা করাইয়া (আগুন পোহাইতে দিয়া) রাজা কালিদাসকে বলিলেন,—সুকবে! এই হসন্তীকে (অঙ্গারধানীকে) বর্ণনা কর। তাহা শুনিয়া সুকবি বলিলেন,—কবির বুদ্ধির ন্যায় (প্রতিভার ন্যায়) ধকৃধকে রক্তবহুলা, প্রভাতকালের ন্যায় সুরক্ষিত প্রদেশবিশেষ, সাক্ষাৎ হরমূর্ত্তি ধূমহীন জ্বালাজটিল বহ্নির ন্যায় নির্ধূমবহ্নিযুক্ত এই হসন্তী শোভা পাইতেছে। শ্লোক শুনিয়া রাজা অক্ষর পরিমাণে লক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন॥ ৭॥

এক সময়ে ভোজরাজ বাটীর মধ্যে গিয়া ভোগের যোগ্য তুল্যগুণসম্পন্ন নিজের

ঙ্গনা অপশ্যৎ। তাসু চ কুন্তলেশ্বরপুত্র্যাং পদ্মাবত্যাং চ ঋতুস্নানম্, অঙ্গরাজস্য পুত্র্যাং চন্দ্রমুখ্যাং ক্রমপ্রাপ্তিং, কমলানাম্ন্যাস্তু দ্যূতপণজয়লব্ধপ্রাপ্তিম্, অগ্রমহিষ্যাং চ লীলাদেব্যাং দূতীপ্রেষণমুখেনাহ্বানং চ, এবং চতুরো গুণান্ দৃষ্ট্বা তেষু গুণেষু ন্যূনাধিকভাবং ব্যচিন্তয়ৎ। তত্র সর্বত্র দাক্ষিণ্যনিধিঃ রাজরাজঃ শ্রীভোজঃ তুল্যভাবেন দ্বিত্রিঘটিকাপর্য্যন্তং বিচিন্ত্য বিশেষানবধারণেন নিদ্রাং গতঃ, প্রাতরুত্থায় কৃতাহ্নিকঃ সভামগাৎ। তত্র চ সিংহাসনমলঙ্কুর্বাণঃ শ্রীভোজঃ সকলবিদ্বৎকবিমণ্ডলমণ্ডনং কালিদাসমালোক্য "সুকবে! ইমাং ত্র্যক্ষরহীনতুরীয়চরণাং সমস্যাং শৃণু" ইত্যুক্ত্বা পঠতি,—

"অপ্রতিপত্তিমূঢ়মনসা দ্বিত্রাঃ স্থিতা নাড়িকাঃ।"

ইতি পঠিত্বা রাজা কালিদাসমাহ,—"সুকবে! এতৎস-

চারিটি স্ত্রীকে দেখিলেন। তন্মধ্যে কুন্তলেশ্বরের কন্যা পদ্মাবতীর ঋতুস্নান উপস্থিত, অঙ্গরাজের কন্যা চন্দ্রমুখীর ক্রমপ্রাপ্তি বার (পালার দিন), কমলানাম্নী স্ত্রী দ্যূতক্রীড়ার পণে জয়লাভ করিয়া অদ্যকার পালা পাইয়াছে, প্রধানমহিষী লীলাদেবী দূতী পাঠাইয়া তাহা দ্বারা আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছেন। এইরূপ চারিটি গুণ দেখিলেন, এবং তাহার মধ্যেও রাজা কোন্টি ন্যূন, কোন্টি অধিক চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সকল গুণের মধ্যে সকলগুলিতে তুল্যভাব নিশ্চয় করিয়া দাক্ষিণ্যসাগর রাজরাজেশ্বর শ্রীমান্ ভোজ দুই তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া বিশেষ কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া আহ্নিক সমাপন করিয়া সভায় আসিয়াছিলেন। সভায় আসিয়া সিংহাসনকে অলঙ্কৃত করিয়া শ্রীমান্ ভোজ সকল বিদ্বান্ ও কবিমণ্ডলের অলঙ্কারস্বরূপ কালিদাসকে দেখিয়া,—'সুকবে! চতুর্থচরণের তিন অক্ষর ন্যূন

समस्यापूरणं कुर्वि"ति। ततः कालिदासः तस्य हृदयं कर-तलामलकवत् प्रपश्यन् त्र्यक्षराधिकचरणत्रयविशिष्टां तां समस्यां पठति,—"देव !

स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोऽङ्गराजस्वसु-,
र्द्यूतैरात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्याधुना।
इत्यन्तःपुरसुन्दरीजनगुणे न्यायाधिकं ध्यायता,
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थिता नाडिका॥"

तदा राजा स्वहृदयमेव ज्ञातवतः कालिदासस्य पादयोः पतति स्म, कविमण्डलञ्च चमत्कृतमजायत॥ ८॥

एकदा राजा धारानगरे विचरन् क्वचित् पूर्णकुम्भं धृत्वा

এই সমস্যা শ্রবণ কর' এই বলিয়া পাঠ করিলেন,—অনিশ্চয় দ্বারা জড়ীভূত মনে দুই তিন দণ্ড অতিবাহিত করা হইয়াছে।' ইহা পাঠ করিয়া রাজা কালিদাসকে বলিলেন, সুকবে! এই সমস্যা পূরণ কর। তাহা শুনিয়া কালিদাস রাজার হৃদয় করতলস্থিত আমলকীফলের ন্যায় প্রকৃষ্টরূপে দেখিয়া তিন অক্ষর অধিক তিনচরণবিশিষ্ট সমস্যা পাঠ করিলেন,—কুন্তলেশ্বরের কন্যা স্নান করিয়া রহিয়াছেন, অঙ্গরাজের ভগিনীর বার, কমলা আজকার রাত্রি দ্যূতে জয় করিয়া পাইয়াছে, এখন দেবী (লীলাবতীকেও দর্শন দিবার আহ্বান) প্রসাদ পাইবার যোগ্য। এইরূপে অন্তঃপুরস্থ সুন্দরীজনসকলের গুণের মধ্যে কোন্‌টায় ন্যায় অধিক, ধ্যান করিয়া মহারাজকর্ত্তৃক অনিশ্চয়দ্বারা জড়ীভূতমনে দুই তিন দণ্ড অতিবাহিত করা হইয়াছে। তখন রাজা তাঁহার হৃদয়গত ভাবও জানিতে সক্ষম দেখিয়া কালিদাসের এই পদে পতিত হইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা সমগ্র কবিমণ্ডল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। ৮॥

এক সময়ে রাজা ধারানগরে বিচরণ করিতে করিতে কোনও এক স্থানে

সমায়ান্তীং পূর্ণচন্দ্রাননাং কাঞ্চিদ্ দৃষ্ট্বা তৎকুম্ভজলে শব্দঞ্চ কঞ্চন শ্রুত্বা "নূনমেব তস্যাঃ কণ্ঠগ্রহেঽয়ং ঘটঃ রতিকূজিতমিব কূজতী"তি মন্যমানঃ সভায়াং কালিদাসং প্রাহ,—

"কূজিতং রতিকূজিতমি"তি।

কবিরাহ,—

"বিদগ্ধে সুমুখে রক্তে নিতম্বোপরিসংস্থিতে।
কামিন্যাশ্লিষ্টসুগলে কূজিতং রতিকূজিতম্ ॥"

তদা তুষ্টো রাজা প্রত্যক্ষরলক্ষং দদৌ, ননাম চ ॥ ৯ ॥

একদা নর্মদায়াং মহাহ্রদে জালকৈরিকঃ শিলাখণ্ড ঈষদ্ব্যঞ্জিতাক্ষরঃ কশ্চিদ্ দৃষ্টঃ। তৈশ্চ পরিচিন্তিতম্ "ইদমত্র

বিদগ্ধ ইতি। বিদগ্ধে রসিকে, অতিপ্লুষ্টে চ। সুমুখে মনোজ্ঞে বিদুষি বা, সুন্দরমুখযুক্তে চ। রক্তে অনুরাগযুক্তে রাগবতি, রক্তবর্ণে চ। কামিন্যা বাহুলতয়া আশ্লিষ্টকণ্ঠে ঘটে কূজিতং শব্দঃ রতিকূজিতং মন্য ইত্যুৎপ্রেক্ষা। ৯ ॥

পূর্ণকুম্ভ লইয়া কোনও এক পূর্ণচন্দ্রাননাকে আসিতে দেখিয়া, এবং সেই কুম্ভের জলে কোনও একরূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া 'নিশ্চয়ই সেই পূর্ণচন্দ্রাননার বাহুলতা দ্বারা গলা জড়াইয়া ধরা হইয়াছে বলিয়া এ ঘট রতিকূজিতপ্রায় শব্দ করিতেছে, এইরূপ মনে করিয়া সভায় কালিদাসকে বলিলেন,—'হইতেছে যে শব্দ, তাহা রতিকূজিতই। কবি বলিলেন,—নিতম্বের উপর অবস্থিত, কামিনীর বাহুলতার দ্বারা আশ্লিষ্ট কণ্ঠ, বিদগ্ধ, সুমুখ ও রক্ত ঘটে যে শব্দ হইতেছে, তাহা রতিকূজিতই। শ্লোক শুনিয়া তখনই রাজা অক্ষর পরিমাণে লক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন, এবং প্রণামও করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

এক সময় নর্মদার মহাহ্রদে জালিকেরা অল্পবিকৃত-বর্ণবিশিষ্ট কোনও একখণ্ড

लिखितमिव किञ्चिद्भाति। नूनमिदं राजनिकटं नेयमि"ति बुद्ध्वा भोजसदसि समानीतम्। तदाकर्ण्य भोजः प्राह, "पूर्वं भगवता हनुमता श्रीमद्रामायणं कृतं, तदत्र ह्रदे प्रक्षेपितमिति श्रुतमस्ति। ततः किमिदं लिखितमित्यवश्यं विचार्य्यमिति लिपिज्ञानं कार्य्यम्।" जतुपरीक्षयाक्षराणि परिज्ञाय पठति। तत्र चरणद्वयमानुपूर्व्य्यालब्धम्;—

"अयि! खलु विषमः पुराकृतानां,
भवति हि जन्तुषु कर्म्मणां विपाकः।"

ततो भोजः प्राह, "एतस्य पूर्वार्द्धं कथ्यतामि"ति। तदा भवभूतिराह,—

"क्व नु कुलमकलङ्कमायताक्ष्याः,
क्व नु रजनीचरसङ्गमापवादः।

শিলা দেখিতে পাইয়াছিল। সেখানি পাইয়া তাহারা চিন্তা করিয়াছিল,—এই ত এতে যেন লেখার মত কি দেখা যাইতেছে? অতএব নিশ্চয় এটা রাজার নিকট লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ বুঝিয়া ভোজের সভায় তাহারা আনিয়াছিল। তাহাদের নিকট সেই কথা শুনিয়া ভোজ বলিলেন,—পূর্ব্বে ভগবান্ হনূমান্ শ্রীমদ্রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা এই হ্রদে প্রক্ষেপ করাইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ শ্রুত হইয়াছে। সেই জন্য এ লিখিতটি কি, ইহা নিশ্চয় বিচার্য্য। এজন্য ইহার লিপিজ্ঞান করণীয়। তারপর জতু গালাইয়া তাহাতে ঢালিয়া নিয়া ছাপ লইয়া অক্ষরগুলি জানিতে পারিয়া পাঠ করিলেন,—তাহার মধ্যে চরণদ্বয় আনুপূর্ব্বীক পাওয়া গিয়াছিল,—প্রাণীদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ কতই বিষম হয়। তারপর ভোজ বলিলেন,—এর পূর্ব্বার্দ্ধ বল। সে কথা

অয়ি খলু বিষমঃ পুরাকৃতানাং,
ভবতি হি জন্তুষু কর্ম্মণাং বিপাকঃ ॥”

ততো ভোজস্তত্র ধ্বনিদোষং মন্বানস্তদৈব পূর্বার্দ্ধমন্যথা পঠতি স্ম,—

“ক্ব জনকতনয়া ক্ব রামজায়া,
ক্ব চ দশকন্ধরমন্দিরে নিবাসঃ।
অয়ি ! খলু বিষমঃ পুরাকৃতানাং,
ভবতি হি জন্তুষু কর্ম্মণাং বিপাকঃ ॥”

ততো ভোজঃ কালিদাসং প্রাহ,—“সুকবে ! ত্বমপি কবিহৃদয়ং পঠ”তি। স আহ,—

“শিবশিরসি শিরাংসি যানি রেজুঃ,
শিব ! শিব ! তানি লুঠন্তি গৃধ্রপাদে।

শুনিয়া ভবভূতি বলিলেন,—আয়তলোচনা সীতার কোথায় অকলঙ্ক কুল, আর কোথায় নিশাচরসঙ্গমের অপবাদ ! ওঃ প্রাণীদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ কতই বিষম হয়। ইহা শুনিয়া তাহাতে ধ্বনিগত দোষ হয় মনে করিয়া রাজা সেই পূর্ব্বার্দ্ধ অন্যপ্রকারে পাঠ করিয়াছিলেন,—কোথায় জনকের কন্যা, কোথায় রামের পত্নী, আর কোথায় দশাননের গৃহে নিবাস ! ওঃ প্রাণীদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ বড়ই বিষম ! তারপর ভোজ কালিদাসকে বলিলেন,—সুকবে ! তুমিও কবির হৃদয়গত ভাব লইয়া পূর্ব্বার্দ্ধ পাঠ কর। কালিদাস বলিলেন,—যে মস্তকগুলি (বলিদান করিলে পর) শিবের মস্তকের উপর অবস্থিত হইয়া শোভা পাইয়াছিল, শিব ! শিব ! সেগুলি গৃধ্রের পদে

अयि ! खलु विषमः पुराकृतानां,
भवति हि जन्तुषु कर्म्मणां विपाकः ॥”

ततस्तस्य शिलाखण्डस्य पूर्व्वपुटे जतुशोधनेन कालिदासः पठति। ‘तमेव दृष्ट्वा राजा भृशं तुतोष ॥ १० ॥

कदाचिद्भोजेन विलासार्थं नूतनगृहान्तरं निर्म्मितम्। तत्र गृहान्तरे गृहप्रवेशात् पूर्व्वमेकः कश्चित् ब्रह्मराक्षसः प्रविष्टः। स च रात्रौ तत्र ये वसन्ति, तान् भक्षयति। ततो मान्त्रिकान् समाहूय तदुच्चाटनाय राजा यतते स्म। स च आगच्छन्नेव मान्त्रिकानेव भक्षयति। किन्तु स्वयं कवित्वादिकं पूर्व्वाभ्यस्तमेव पठन् तिष्ठति। एवं स्थिते तत्रैव रक्षसि, राजा कथमस्य निवृत्तिरिति व्यचिन्तयत्। तदा कालिदासः प्राह,—“देव !

লুণ্ঠিত হইল। ওঃ পূর্ব্বে কৃত কর্ম্মের ফলভোগ কতই বিষম! তারপর তাহার নিশ্চয়ার্থ সেই শিলাখণ্ডের পূর্ব্বপুটে (অন্য পৃষ্ঠে) লাক্ষা সংস্কার দ্বারা মুদ্রা উঠাইয়া কালিদাস তাহাই পাঠ করিলেন। রাজা তাহা দেখিয়াই অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

কোনও এক সময়ে ভোজ বিলাসার্থ অন্য একটি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই নূতন গৃহে গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বেই কোনও একটি ব্রহ্মরাক্ষস প্রবেশ করিয়াছিল। রাত্রে সেই গৃহে যে বাস করে, তাহাদিগকে সে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। তারপর মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ আনাইয়া রাজা তাহার উচ্চাটনার্থ প্রযত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু সে আসিয়াই অগ্রে মান্ত্রিকদিগকে ভক্ষণ করে। কেবল তাহাই নহে, সে পূর্ব্বে অভ্যস্ত কবিতাদিও পাঠ করিয়া থাকে। এইরূপে রাক্ষস সে গৃহে অবস্থান করিলে পর রাজা ‘এর নিবৃত্তি কি করিয়া হয়?’

নূনময়ং রাক্ষসঃ সকলশাস্ত্রপ্রবীণঃ সুকবিশ্চ ভাতি। অতস্তমেব তোষয়িত্বা কার্য্যং সাধয়ামি, মান্ত্রিকাস্তিষ্ঠন্তু। মম মন্ত্রং পশ্যে”ত্যুক্ত্বা স্বয়ং তত্র রাত্রৌ গত্বা শেতে স্ম। ততঃ প্রথমযামে ব্রহ্মরাক্ষসঃ সমাগতঃ। স চ তমপূর্ব্বং পুরুষং দৃষ্ট্বা প্রতিযামমেকৈকাং সমস্যাং পাণিনিসূত্রমেব পঠতি। যেনোত্তরং তদ্ধৃদয়গতং নোক্তম্ “অয়ং ন ব্রাহ্মণোঽসৌ হন্তব্য” ইতি নিশ্চিত্য হন্তি। তদানীমপি পূর্ব্ববদয়মপূর্ব্বঃ পুরুষঃ, অতো ময়া সমস্যা পঠনীয়া, ন চেদ্বক্তি সদৃশমুত্তরং তস্যাঃ, তদা হন্তব্য ইতি বুদ্ধা পঠতি,—

“সর্ব্বস্য দ্বে”

ইতি। তদা কালিদাসঃ প্রাহ,—

চিন্তা করিয়াছিলেন। তখন কালিদাস বলিলেন,—মহারাজ! নিশ্চয় এ রাক্ষস সকলশাস্ত্রে প্রবীণ, এবং সুকবি বলিয়াও প্রতিভাত হইতেছে। অতএব তাহাকে তুষ্ট করিয়া কার্য্যসাধন (হাঁসিল) করিয়া লইব। মান্ত্রিকেরা থাকুন (এ কাজ তাঁহাদিগের নয়)। আমার মন্ত্র দেখুন। এই কথা বলিয়া নিজেই সেখানে রাত্রে যাইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তারপর প্রথম প্রহরে ব্রহ্মরাক্ষস আসিয়াছিল। সে অপূর্ব্ব পুরুষকে দেখিয়া প্রত্যেক প্রহরে এক এক সমস্যা করিয়া একএকটি পাণিনীয়সূত্রই পাঠ করিয়া থাকে। যে তাহার হৃদয়গত অভিপ্রায় বলিতে না পারে, ‘এ ব্রাহ্মণ নহে। অতএব হন্তব্য।’ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহাকে হত্যা করে। তখনও ‘পূর্ব্বেরই ন্যায় তিনি অপূর্ব্ব পুরুষ (কালিদাস) দেখা যাইতেছে। অতএব আমি সমস্যা পাঠ করিব। যদি তাহার সদৃশ উত্তর বলিতে না পারে, তাহা হইলে একে হনন করিব, এইরূপ বুঝিয়া পাঠ করিল,—

"सुमतिकुमती सम्पदापत्तिहेतू,"

इति। ततः स गतः, पुनरपि द्वितीययामे समागत्य पठति,—

"वृद्धो यूना"

इति। तदा कविराह,—

'सह परिचयात् त्यज्यते कामिनीभिः।'

इति। तृतीययामे स राक्षसः पुनस्तमागत्य पठति,—

"एको गोत्रे"

इति। ततः कविराह,—

"प्रभवति पुमान् यः कुटुम्बं बिभर्त्ति,"

ततश्चतुर्थयामे आगत्य स राक्षसः पठति,—

"स्त्री पुंवच्च"

इति। ततः कविराह,—

"प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्॥"

সকলের দুইটি। কালিদাস বলিলেন,—সুমতি ও কুমতি সম্পদ ও আপদের হেতু। উত্তর শুনিয়া সে চলিয়া গেল। আবারও দ্বিতীয় প্রহরে আসিয়া পাঠ করিল,—বৃদ্ধ, যুবকের সহিত। তাহা শুনিয়া কবি বলিলেন,—পরিচয় হইলে কামিনীগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। তৃতীয় প্রহরে সে রাক্ষস আবার আসিয়া পাঠ করিল,—একজন কুলে। তাহার উত্তরে কবি বলিলেন,—প্রভাব পায়, যে পুরুষ কুটুম্বসকলকে ভরণপোষণ করে। তারপর চতুর্থ প্রহরে আসিয়া সে রাক্ষস পাঠ করিল, স্ত্রী পুরুষের ন্যায়। তাহার উত্তরে কবি পাঠ করিলেন,

ইতি। ততঃ স রাক্ষসো যামচতুষ্টয়েঽপি স্বাভিপ্রায়মেব জ্ঞাত্বা তুষ্টঃ প্রভাতসময়ে সমাগত্য তমাশ্লিষ্য প্রাহ, "সুমতে! তুষ্টোঽস্মি, কিং তবাভীষ্টমি"তি? কালিদাসঃ প্রাহ, "ভগবন্! এতদ্গৃহং বিহায়ান্যত্র গন্তব্যমি"তি। সোঽপি "তথে"তি গতঃ। অনন্তরং তুষ্টো ভোজঃ কবিং বহু মানিতবান্ ॥ ১১ ॥

একদা সিংহাসনমলঙ্কুর্বাণে শ্রীভোজে সকলভূপালশিরোমণৌ দ্বারপাল আগত্য প্রাহ, "দেব! দক্ষিণদেশাৎ কোঽপি মল্লিনাথনামা কবিঃ কৌপীনাবশেষো দ্বারি বর্ত্ততে।" রাজা "প্রবেশয়" ইত্যাহ। ততঃ কবিরাগত্য "স্বস্তি" ইত্যুক্ত্বা তদাঽঽজ্ঞয়া চোপবিষ্টঃ পঠতি,—

"নাগো ভাতি মদেন, খং জলধরৈঃ, পূর্ণেন্দুনা শর্বরী,
শীলেন প্রমদা, জবেন তুরগো, নিত্যোৎসবৈর্মন্দিরম্।

প্রভাব পায় যে কুলে, সে গৃহ নষ্ট হইয়াছে (জানিবে)। তারপর সে রাক্ষস চারি প্রহরেই নিজের অভিপ্রায় অনুসারে সমস্যা পূরণ হইয়াছে জানিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিল, এবং প্রভাতসময়ে আসিয়া কালিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—সুকবে! আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার অভীষ্ট কি? কালিদাস বলিলেন,—ভগবন্! এ গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। সেও বলিল,—তাহাই হইবে। এই বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তারপর তুষ্ট হইয়া ভোজ কালিদাসকে বহু সম্মান করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

কোনও এক সময়ে সকলনরপালশিরোমণি শ্রীমান্ ভোজ সিংহাসন অধিকার করিতে থাকিলে দ্বারপাল আসিয়া বলিল, মহারাজ! দক্ষিণ দেশ হইতে কৌপীনমাত্র সম্বল মল্লিনাথ নামে কোনও এক কবি দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা বলিলেন, প্রবেশ করাও। তারপর কবি আসিয়া স্বস্তিবাক্যে

वर्णा व्याकरणेन, हंसमिथुनैर्नद्यः, सभा पण्डितैः,
सत्पुत्रेण कुलं त्वया वसुमती, लोकत्रयं भानुना ॥"

ततो राजा प्राह, "विद्वन्! तवोद्देश्यं किम्" इति? ततः कविराह,—

"अम्बा कुप्यति न मया, न स्नुषया सापि नाम्बया न मया।
अहमपि न तया न तया, वद राजन्! कस्य दोषोऽयम् ॥"

इति। राजा च दारिद्र्यदोषं ज्ञात्वा कविं पूर्णमनोरथं चक्रे ॥ १२ ॥

एकदा द्वारपाल आगत्य राजानं प्राह, "देव! कविशेखरो नाम महाकविर्द्वारि वर्त्तते।" राजा "प्रवेशय" इत्याह। ततः कविरागत्य "स्वस्ति" इत्युक्त्वा पठति,—

মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিয়া, রাজার আজ্ঞায় উপবেশন করিয়া পাঠ করিলেন,—হস্তী মদদ্বারা শোভা পায়, আকাশ মেঘসমূহ দ্বারা, রাত্রি পূর্ণচন্দ্র দ্বারা, প্রমদানারী-শীলদ্বারা ঘোটক বেগদ্বারা, গৃহ নিত্যোৎসব দ্বারা, ভাষা ব্যাকরণ দ্বারা, নদীসকল হংস ও হংসী দ্বারা, সভা পণ্ডিত দ্বারা, কুল সৎপুত্র দ্বারা, বসুমতী পৃথিবী তোমাদ্বারা, আর ত্রিলোক সূর্য্য দ্বারা শোভা পায়। সেই শ্লোক শুনিয়া রাজা বলিলেন, বিদ্বন্! তোমার উদ্দেশ্য কি? তারপর কবি বলিলেন, মাতা কুপিত হইতেছেন, তা আমাদ্বারাও নয়, বা তাঁহার পুত্রবধূ দ্বারাও নয়। তাঁহার পুত্রবধূ কুপিত হইতেছে, তা মাতাদ্বারাও নয়, বা আমাদ্বারাও নয়। আমিও কুপিত হই, তা মাতাদ্বারাও নয়, তাঁহাদ্বারাও নয়। অতএব মহারাজ! বল এ দোষ তবে কাহার? রাজা তাহা দারিদ্র্য দোষ জানিয়া কবিকে পূর্ণমনোরথ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

এক সময়ে দ্বারপাল আসিয়া রাজাকে বলিল, মহারাজ! কবিশেখর নামে

"রাজন্! দৌবারিকাদেব প্রাপ্তবানস্মি বারণম্।
মদবারণমিচ্ছামি ত্বত্তোঽহং জগতীপতে!॥"

তদা প্রাঙ্মুখস্তিষ্ঠন্ রাজাঽতিসন্তুষ্টস্তং প্রাগ্দেশং সর্বং কবয়ে দত্তং মত্বা দক্ষিণাভিমুখোঽভূৎ। ততঃ কবিশ্চিন্তয়তি, "কিমিদং? রাজা মুখং পরাবৃত্য মাং ন পশ্যতী"তি। ততো দক্ষিণদেশং সমাগত্যাঽভিমুখঃ কবিঃ পঠতি,—

"অপূর্বেয়ং ধনুর্বিদ্যা ভবতা শিক্ষিতা কথম্।
মার্গণৌঘঃ সমায়াতি গুণো যাতি দিগন্তরম্॥"

রাজন্নিতি। বারণং হস্তিনং প্রবেশনিষেধঞ্চ। মদবারণং মম প্রবেশনিষেধবারণং, মদস্য গর্ব্বমত্ততায়া নিষেধং, মদমত্তবারণঞ্চ। অপূর্ব্বেয়মিতি। মার্গণৌঘঃ বাণ-

একটি মহাকবি দ্বারে রহিয়াছেন। প্রবেশ করাও, রাজা এই কথা বলিলেন। দ্বারপাল যাইয়া প্রবেশ করিবার আদেশ শুনাইলে কবি সভায় আসিয়া স্বস্তিবাক্যে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠ করিলেন; রাজন্! দৌবারিকের নিকট আমি বারণ (হস্তী, প্রবেশনিষেধ) প্রাপ্ত হইয়াছি। হে জগতীশ্বর! এখন আমি আপনার নিকট হইতে মদবারণ (আমার প্রবেশ নিষেধের নিষেধ, গর্ব্বজন্য মত্ততার প্রতিকার, মদমত্ত হস্তী) পাইতে ইচ্ছা করি। সে সময়ে রাজা পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই পূর্ব্বদিকে স্থিত সমস্তই কবিকে দেওয়া হইয়াছে মনে করিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া কবি চিন্তা করিলেন, একি? রাজা মুখ ফিরাইয়া আমায় দেখিতেছেন না কেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া দক্ষিণদিকে আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কবি পাঠ করিলেন, আপনি এই অপূর্ব্ব ধনুর্ব্বিদ্যা কি করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন যে, মার্গণ সকল (বাণসকল, যাচক সকল) আপনার দিকে আসে, আর গুণ (ধনুর ছিলা,

ततो राजा दक्षिणदेशमपि मनसा कवये दत्त्वा स्वयं प्रत्यङ्मुखोऽभूत्। कविस्तत्रागत्य प्राह,—

"सर्वज्ञ इति लोकोऽयं भवन्तं भाषते मृषा।
पदमेकं न जानीषे वक्तुं नास्तीति याचके॥"

ततो राजा तमपि देशं कवेर्दत्तं मत्वा उदङ्मुखोऽभूत्। कविस्तत्रापि आगत्य प्राह,—

"सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्या त्वं कथ्यते बुधैः।
नारयो लेभिरे पृष्ठं न वक्षः परयोषितः॥"

ततो राजा स्वां भूमिं कवेर्दत्तां मत्वा उत्तिष्ठति स्म। कविश्च तदभिप्रायमज्ञात्वा पुनराह,—

सूहः, याचकसमूहस्य। गुणः न्या दयादाक्षिण्यादिगुणस्य। सर्व्वज्ञ इति। सर्व्वं जानातीति सर्व्वज्ञः। मृषा मिथ्या। सर्व्वदेति। सर्व्वं ददातीति सर्व्वदः। अरयः शत्रवः॥ १२॥

দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ) দূর দিকে চলিয়া যায়? এই শ্লোক শুনিয়া রাজা দক্ষিণ দেশও মনে মনে কবিকে দান করিয়া নিজেই পশ্চিমাভিমুখ হইয়াছিলেন। কবি সে দিকে আসিয়া বলিলেন, এই লোক সকল আপনাকে মিথ্যামিথ্যাই সর্ব্বজ্ঞ বলে; কারণ, যাচকের নিকট আপনি ত 'নাই' এই একটি পদ বলিতে জানেন না। সেই শ্লোক শুনিয়া রাজা সেই পশ্চিমদেশও কবিকে দেওয়া হইয়াছে মনে করিয়া উত্তরমুখ হইয়াছিলেন। কবি আবার সে দিকেও আসিয়া বলিলেন, তুমি সর্ব্বদ সকলই দান কর, পণ্ডিতেরা সর্ব্বদাই এই মিথ্যা কথা বলেন; কারণ; শত্রুসকল ত তোমার পৃষ্ঠ কখন লাভ করে নাই, এবং পরনারীও ত তোমার বক্ষঃস্থল লাভ করে নাই। এই কবিতা শুনিয়া রাজা নিজের সমস্ত ভূসম্পত্তি কবিকে দেওয়া হইয়াছে মনে করিয়া উঠিয়াছিলেন। কবিও তাঁহার অভিপ্রায় বুদ্ধিতে

"রাজন্। কনকধারাভিস্ত্বয়ি সর্ব্বত্র বর্ষতি।
অভাগ্যচ্ছত্রসংচ্ছন্নে ময়ি নায়ান্তি বিন্দবঃ॥"

তদা রাজা চ অন্তঃপুরং গত্বা লীলাদেবীং প্রাহ, "দেবি সর্ব্বং রাজ্যং কবয়ে দত্তং, ততস্তপোবনং ময়া সহাগচ্ছে"তি। অস্মিন্নবসরে বিদ্বান্ দ্বারি নির্গতো বুদ্ধিসাগরেণ মহামাত্যেন পৃষ্টঃ,—"বিদ্বন্! রাজ্ঞা কিং দত্তমি"তি। স আহ,—"ন কিমপী"তি। তদা অমাত্যঃ প্রাহ,—"তত্রোক্তং শ্লোকং পঠ।" ততঃ কবিঃ শ্লোকচতুষ্টয়ং পঠতি। অমাত্যস্ততঃ প্রাহ,—"সুকবে! তব কোটিদ্রব্যং দীয়তে, পরং রাজ্ঞা যদত্র তব দত্তং ভবতি, তৎ পুনর্বিক্রীয়তামি"তি। কবিস্তথা করোতি। ততঃ কোটিদ্রব্যং দত্ত্বা কবিং প্রেষয়িত্বা অমাত্যো রাজনিকটমাগত্য তিষ্ঠতি স্ম।

না পারিয়া আবারও বলিলেন; রাজন্! স্বর্ণধারায় তুমি সর্ব্বত্র বর্ষণ করিতেছ; কিন্তু দুর্ভাগ্যচ্ছত্রে আচ্ছাদিত বলিয়া আমার নিকট দুই চারি বিন্দুও আসিল না। তখন রাজাও অন্তঃপুরে গিয়া লীলাদেবীকে বলিলেন, দেবি! সমস্ত রাজ্য একজন কবিকে দিয়া ফেলিয়াছি। সেই হেতু আমার সহিত তপোবনে আইস। এই ফাঁকে সেই বিদ্বান্ও দ্বারদেশে বহির্গত হইয়াছিলেন। অমাত্য বুদ্ধিসাগর বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বিদ্বান্! রাজা আপনাকে কি দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, কিছুই নয়। তখন অমাত্য বলিলেন, আচ্ছা, সেখানে পঠিত শ্লোক পাঠ করুন ত। তারপর কবি শ্লোক চারিটি পড়িলেন। তাহা শুনিয়া অমাত্য বলিলেন, সুকবে! তোমাকে এক কোটি দ্রব্য দেওয়া যাইতেছে; কিন্তু ইহার জন্য তোমাকে যাহা কিছু রাজার দেওয়া হইবে, তাহা তুমি বিক্রয় কর। কবি তাহাই করিলেন। তারপর এক কোটি দ্রব্য দিয়া কবিকে পাঠাইয়া দিয়া অমাত্য রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

तदा राजा च तमाह, "बुद्धिसागर! राज्यमिदं सर्वं दत्तं कवये, पत्नीभिः सह तपोवनं गच्छामि। तत्र तपोवने तवापेच्छा यदि, मया सहागच्छे"ति। ततोऽमात्यः प्राह,—"देव! कविना कोटिद्रव्यमूल्येन राज्यमिदं विक्रीतं, कोटिद्रव्यञ्च विदुषे दत्तम्, अतो राज्यं भवदीयमेव, भुङ्क्ष्वे"ति। तदा राजा च बुद्धिसागरं विशेषेण सम्मानितवान्॥ १३॥

अन्यदा राजा मृगयारसेनाटवीमटन् ललाटन्तपे तपने खिन्नदेहः, पिपासापर्य्याकुलस्तुरगमारुह्य उदकार्थं निकटतट-भुवमटन् तदलब्ध्वा परिश्रान्तः कस्यचिन्महातरोः अधस्ता-दुपविष्टः। तत्र काचिद्गोपकन्या सुकुमारमनोज्ञसर्वाङ्गा यदृच्छया धराजगरं प्रति तक्रं विक्रेतुकामा तक्रभाण्डञ्चोद्वहन्ती

সেই সময়ে রাজাও তাঁহাকে বলিলেন, বুদ্ধিসাগর! কবিকে এই সমস্ত রাজ্য দান করিয়াছি। আমি এখন পত্নীদিগের সহিত তপোবনে যাইতেছি। সেই তপো-বনে তোমার যদি প্রয়োজন থাকে, তবে আমার সহিত আইস। সে কথা শুনিয়া অমাত্য বলিলেন, মহারাজ! সেই কবি কোটি দ্রব্য মূল্যে এই রাজ্য বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন। বিদ্বান্‌কে কোটি দ্রব্য দেওয়াও হইয়াছে। অতএব রাজ্য আপনারই রহিয়াছে। ভোগ করুন। তখন সমস্ত জানিতে পারিয়া রাজা বুদ্ধি-সাগরকে বিশেষ করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৩।

অন্য এক সময়ে রাজা মৃগয়ায় আসক্তিবশতঃ বনভ্রমণ করিতে সূর্য্য ললাটতাপকারী হইলে খিন্নদেহে পিপাসায় পর্য্যাকুল হইয়া ঘোটকে আরোহণ করিয়া জল পাইবার জন্য নিকটস্থ প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং জল না পাইয়া পরিশ্রান্তভাবে কোন এক মহাতরুর নিম্নে উপবেশন করিয়া-ছিলেন। সেইস্থলে কোনও এক গোপকন্যা মনোহর ও সুকুমার সকল অঙ্গে

সমাগচ্ছতি। তামাগচ্ছন্তীং দৃষ্ট্বা রাজা পিপাসাবশাদে-
তদ্ভাণ্ডস্থং পেয়ঞ্চেৎ পিবামীতি বুদ্ধ্যাऽপৃচ্ছৎ, "তরুণি! কিমা-
বহসী"তি? সা চ তন্মুখশ্রিয়া ভোজং মত্বা, তৎপিপাসাঞ্চ
জ্ঞাত্বা, তন্মুখাবলোকনবশাচ্ছন্দোরূপেণাহ,—

"হিমকুন্দশশিপ্রভশঙ্খনিভং, পরিপক্ককপিত্থসুগন্ধরসম্।
যুবতীকরপল্লবনির্মথিতং, পিব হে নৃপরাজ! রুজাপহম্॥"

রাজা তচ্চ তক্রং পীত্বা তুষ্টঃ তাং প্রাহ,—"সুভ্রু! কিং
তবাভীষ্টমি"তি? সা চ কিঞ্চিদাবিষ্কৃতযৌবনা মদপরবশ-
মোহাকুলনয়না প্রাহ,—"দেব! মাং কন্যামিবাবেহি।" সা
পুনরাহ,—

"ইন্দুং কৈরবিণীব, কোকপটলীবাম্ভোজিনীবল্লভং,
মেঘং চাতকমণ্ডলীব, মধুপশ্রেণীব পুষ্পব্রজম্।

বিরাজিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ধারানগরে যাইয়া তক্র বিক্রয় কামনায় তক্রভাণ্ড
(ঘোলের হাঁড়ী) বহন করিয়া আসিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া রাজা
পিপাসাবশতঃ 'এই ভাণ্ডে যদি জল হয়, তবে তাহা আমি পান করিব' এই
নিশ্চয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—যুবতি! তুমি কি বহিয়া লইয়াছ?
সে তাঁহার মুখশ্রী দ্বারা ভোজ মনে করিয়া, এবং তাঁহার পিপাসা জানিয়া তাঁহার
মুখ অবলোকন বশতঃ কবিতারূপে বলিল,—হে রাজরাজেশ্বর! হিম, কুন্দপুষ্প,
ও চন্দ্রের প্রভার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন শঙ্খের সদৃশ ধবল, সুপক্ক কপিত্থের গন্ধ ও
রসের ন্যায় সুগন্ধ ও সুরস, যুবতীদিগের করপল্লব দ্বারা নির্ম্মথিত রোগাপহারী
তক্র পান কর। রাজা সেই তক্র পান করিয়া তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—
হে সুভ্রু! তোমার অভীষ্ট কি? সেও তাহার অল্পমাত্র যৌবন আবিষ্কৃত
হইয়াছে বলিয়া নবযৌবনমদের অধীন রূপজমোহে আকুলনয়না হইয়া বলিল,—

माकन्दं पिकसुन्दरीव, रमणीवात्मेश्वरं प्रोषितं,
चेतोवृत्तिरियं सदा नृपवर। त्वां द्रष्टुमुत्कण्ठते॥"

राजा चमत्कृतः प्राह,—"सुकुमारि! त्वां लीलादेव्या अनुमत्या स्वीकुर्म्म" इति। धारानगरं नीत्वा तां तथैव स्वीकृतवान्॥ १४॥

कदाचिद्राजाभिषेके कस्याश्चित् मदिराक्ष्याः करतलगलितो हेमकलशः सोपानपंक्तिषु रठन्नेवं पपात। ततो राजा सभायामागत्य कालिदासं प्राह,—"सुकवे! एनां समस्यां पूरय—
"ठठं ठठं ठं ठठठं ठठं ठम्।"

तदा कालिदासः प्राह,—
"राजाभिषेके मदविह्वलाया, हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्याः।
सोपानमार्गेषु चकार शब्दं, ठठं ठठं ठं ठठठं ठठं ठम्॥"

মহারাজ! আমাকে কুমারীই জানিবেন। সে আবারও বলিল,—হে নৃপবর! কৈরবিণী যেমন চন্দ্রকে, পদ্মিনীবল্লভ সূর্য্যকে যেমন চক্রবাকমণ্ডলী, চাতকমণ্ডলী যেমন মেঘকে, মধুকরশ্রেণী যেমন পুষ্পসমূহকে, কোকিলবধূ যেমন আম্রবৃক্ষকে রমণী যেমন প্রবাসগত প্রাণেশ্বরকে দেখিতে চায়, সেইরূপ আমার এই মনোবৃত্তি তোমাকে সর্ব্বদা দেখিতে উৎকণ্ঠিত হয়। রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—সুকুমারি! লীলাদেবীর অনুমতিক্রমে তোমাকে স্বীকার করিব। ইহার পর তাহাকে ধারানগরে লইয়া গিয়া সেইরূপেই স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৪।

কোনও এক সময়ে রাজার অভিষেককালে কামদেবের সম্মোহন ও উন্মাদন বাণে হত হওয়ায় কোনও এক মদিরাক্ষী যুবতীর করতল হইতে স্খলিত সুবর্ণ কলস সোপান (পৈঠা) শ্রেণীতে শব্দ করিতে করিতে পড়িয়াছিল। তারপর রাজা সভায় আসিয়া কালিদাসকে বলিলেন,—'ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ঠং'

तदा राजा स्वाभिप्रायं ज्ञात्वाऽक्षरलक्षं ददौ ॥ १५ ॥

अन्यदा सिंहासनमलङ्कुर्वाणे श्रीभोजे कश्चिच्चोर आरक्षकै राजनिकटं नीतः। राजा तं दृष्ट्वा कोऽयमित्यपृच्छत्। तदा आरक्षकाः प्राहुः,—"देव! अनेन कुम्भिलकेन कस्मिंश्चिद्वेश्या-गृहे खातपातमार्गेण द्रव्याणि अपहृतानी"ति। तदा राजा प्राह,—"अयं दण्डनीय" इति। ततः भुक्कुण्डो नाम चोरः प्राह,—

"भट्टिर्नष्टो भारवीयोऽपि नष्टो,
भिक्षुर्नष्टो भीमसेनोऽपि नष्टः।

भट्टिरिति। भट्टिनामकः कविः नष्टः भ्रष्टचरित्रः कुम्भिलक एव, भट्टिकाव्यादौ स्वप्रणीते च परेषां भावादीनां चौर्य्येण गृहीतत्वात्। ततो भारविर्नाम कविः, स द्वि-महाकुम्भिलक इति वेदितव्यः। भिक्षुर्दण्डी। भीमसेनोऽपि विराट-पाकशालायाम्।

এই সমস্যার পূরণ কর। তখন কালিদাস বলিলেন,—রাজার অভিষেককালে মদবিহ্বলা যুবতীর হস্ত হইতে প্রচ্যুত স্বর্ণকলস সোপানপথে 'ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ঠম্' শব্দ করিতেছিল। তখন রাজা নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে জানিয়া অক্ষর পরিমাণে লক্ষমুদ্রা দিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

অন্য এক সময়ে শ্রীমান্ ভোজরাজ সিংহাসন অলঙ্কার করিতে থাকিলে, কোনও এক চোর আরক্ষকদিগদ্বারা (থানাওয়ালাগণ দ্বারা, দারোগা বাবুদিগ দ্বারা) রাজার নিকটে নীত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কে? তখন আরক্ষকগণ (থানেশ্বর) বলিল,—মহারাজ! এই বেটা কুম্ভিলক কোনও এক বেশ্যার গৃহে সিঁদ কাটিয়া সেই পথ দিয়া অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে। তখন রাজা বলিলেন,—ইহাকে দণ্ড দিতে হইবে। সেই কথা শুনিয়া সেই ভুক্কুণ্ডনামক চোর বলিল,—

ভুক্কুণ্ডোঽহং ভূপতিস্ত্বং হি রাজন্ ।
ভ স্থাপঙ্‌ক্তাবন্তকঃ সন্নিবিষ্টঃ ॥”

তদা রাজা প্রাহ,—“ভো ভুক্কুণ্ড! গচ্ছ গচ্ছ যথেচ্ছং বিহর ॥” ১৬ ॥

কদাচিদ্ভোজো মৃগয়াপর্য্যাকুলঃ বনে বিচরন্ বিশ্রমাবিষ্ট-হৃদয়ঃ কঞ্চিত্তটাকমাসাদ্য স্থিতবান্ শ্রমাৎ প্রসুপ্তঃ। ততোঽপরপয়োনিধিকুহরং গতে ভাস্করে,—

ভৈমব্যাকরণাদিকৃৎ কবিশ্চ ভস্থাপঙ্‌ক্তৌ ভাৎ ভূপর্য্যন্তং যা আপঙ্‌ক্তিরাদিবর্ণশ্রেণী, তস্যাং ত্বং অন্তকঃ সন্নিবিষ্টঃ অন্তে সন্নিবিষ্টঃ ভূ-পতিরিতি, স্তেয়াৎ ত্বং যমরূপঃ কুম্ভিলকঃ সর্ব্বেষাং ভচক্র এব, বহূনাং গ্রন্থানাং বিরচনেন কিং ন চৌরিতং, ন জানে। ত্বঞ্চ চৌরচক্রবর্ত্ত্যসি ইতি অন্তকঃ শাসকো মে ভবসীতি যুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

ভট্টিনামক মহাকবি অনেকের ভাব চুরি করিয়া নষ্ট হইয়াছেন ; ভারবিকাব্যের কবি ভারবি ত মহাকুম্ভিলক ; সুতরাং তিনিও নষ্ট ; ভিক্ষুব্রতধারী দণ্ডীমহারাজ দশকুমারচরিতকাব্যে আগাগোড়া চুরি করিয়া নষ্ট হইয়াছেন ; ভীমসেনও (ধাতুপাঠ, ভৈমব্যাকরণ ও অলঙ্কারাদিপ্রণেতা) নষ্ট হইয়াছেন ;—আমি ভুক্কুণ্ড ত ধরাই পড়িয়াছি ; তুমি ভূপতি বড় ছোট চোর নহ, (বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছ বলিয়া কি যে চুরি না করিয়াছ, তাহা বলিতে পারি না। অতএব ভ, ভা, ভি, ভী, ভু ও ভূর মধ্যে তুমি শেষে আছ বলিয়া তুমি সকল চোরের যম চোরচক্রবর্ত্তী ; সুতরাং তুমিই শাসক আমার হইতে পার বটে !) এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, ও ভুক্কুণ্ড ! আরে যাও যাও, যেখানে ইচ্ছা বেড়াইয়া বেড়াও গিয়া। ১৬।

কোনও একদিন ভোজ মৃগয়াব্যাপৃত হইয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় বিশ্রামের আবেশে (ঝোঁকে নেশায়) আবিষ্টহৃদয়ে কোনও একটি তড়াগে গিয়া বসিয়াছিলেন, এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু ঘুমাইয়াও

'তত্রৈবারোচত নিশা তস্য রাজ্ঞঃ সুখপ্রদা ।
চঞ্চচ্চন্দ্রকরানন্দসন্দোহপরিকন্দলা ॥'

ততঃ প্রত্যূষসময়ে নগরীং প্রতি প্রস্থিতো রাজা চরমগিরিনিতম্বলম্বমানশশাঙ্কবিম্বমবলোক্য সকুতূহলঃ সভামাগত্য তদা সমীপস্থান্ কবীন্দ্রান্ নিরীক্ষ্য সমস্যামেকামবদত্,—

"চরমগিরিনিতম্বে চন্দ্রবিম্বং ললম্বে ॥"

তদা প্রাহ ভবভূতিঃ,—

"অরুণকিরণজালৈরন্তরিক্ষে গতর্ক্ষে,"

ততো দণ্ডী প্রাহ,—

"চলতি শিশিরবাতে মন্দমন্দং প্রভাতে ॥"

তত্রেতি। চঞ্চতঃ প্রাপ্নুবতশ্চন্দ্রকরস্য চন্দ্ররশ্মেরানন্দসন্দোহেন সুখসমবায়েন পরিকন্দলা উপরক্তা চন্দ্রকরস্পর্শসুখব্যাপ্তা অতএব সুখপ্রদা সুখদায়িনী সর্ব্বা নিশা তস্য প্রসুপ্তস্য রাজ্ঞস্তত্রৈব অরোচত অচকাশত, সুখময়ী রাত্রির্জাতা ইত্যর্থঃ। অরুণেতি। গতং ভ্রষ্টং ঋক্ষং নক্ষত্রমণ্ডলং যত্র, তত্তথা তস্মিন্। শিশিরবাতে শিশির-

পড়িয়াছিলেন। তারপর ভাস্কর পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেলে, সেইখানেই প্রাপ্ত চন্দ্রকরের প্রচুর আনন্দে ভরা, সুখদায়িনী রাত্রি সেই প্রসুপ্ত রাজার নিকটে প্রকাশিত হইয়াছিল (রাজার নিকটে রাত্রিটা বড় সুখের বলিয়া বোধ হইয়াছিল)। তারপর নিদ্রা ভাঙ্গিলে, উষাকালে রাজা নগরে যাইবার জন্য বহির্গত হইয়া অস্তপর্ব্বতের তটপ্রদেশে অধোভাবে পতিত চন্দ্রমণ্ডল দর্শন করিয়া কুতূহলবশতঃ সভায় আসিয়া সর্ব্বদা সমীপে স্থিত কবীন্দ্রসকলকে দেখিয়া (লক্ষ্য করিয়া) একটি সমস্যা বলিয়াছিলেন,—'চরমগিরিনিতম্বে চন্দ্রবিম্ব ভ্রষ্ট হইয়াছিল।' তাহা শুনিয়া ভবভূতি বলিলেন,—অরুণের করসকলদ্বারা আকাশ-প্রদেশে তারাগণ অদৃশ্য হইলে। তারপর দণ্ডী বলিলেন,—প্রভাতকালে শীতল

ततः कालिदासः प्राह,—

"युवतिजनकदम्बे नाथमुक्तौष्ठबिम्बे,

चरमगिरिनितम्बे चन्द्रबिम्बं ललम्बे ॥"

ततो राजा सर्वानपि सम्मानितवान्, तत्र कालिदासं विशेषतः पूजितवान् ॥ १७ ॥

इति श्रीमद्राजराजेश्वरबल्लालसेनसूरिविरचिते भोजप्रबन्धे काव्यविलासे समस्याविनोदप्रबन्धो नाम दशमः परिच्छेदः ॥१०॥

युक्तवाथौ । युवतिजनसमूहे नाथेन मुक्तं परित्यक्तं श्रोष्ठबिम्बं बिम्बौष्ठं यस्य युवतिजनकदम्बस्य, तत्तथा तस्मिन् नाथत्यक्ताधरे सति चरमगिरेरस्तपर्व्वतस्य पश्चिमगगनस्य नितम्बे प्रान्तदेशे तटे वा चन्द्रबिम्बं चन्द्रस्य मण्डलं ललम्बे अस्रंसत् भ्रष्टमित्यर्थः । अस्मिन् समये भुक्तोच्छिष्टा युवतयो नितम्बे चन्द्रहारादिभूषणं वसनञ्च परिधाय निष्क्रामत इति व्यवहारध्वनिरत्र द्रष्टव्यः । विशेषतः स्वाभिप्रेतव्यवहारध्वनेः प्रदर्शनाद्भेतीरिति ॥ १७ ॥

श्रीमन्महामहोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणभैरवचन्द्रविद्यासागरभट्टाचार्य्यसूरिसूनुश्रीकृष्णविद्यारत्नभट्टाचार्य्यात्मजस्य श्रीगङ्गाचरणवेदान्तविद्यासागरभट्टाचार्य्यस्य कृतौ भोजप्रबन्धटीकायां काव्यविलासे समस्याविनोदप्रबन्धो नाम दशमः परिच्छेदः ॥ १० ॥

বায়ু ধীরে ধীরে বহিতে থাকিলে। তারপর কালিদাস বলিলেন;—নাথগণ দ্বারা যুবতিগণের বিম্বোষ্ঠসকল পরিত্যক্ত হইলে চন্দ্রবিম্ব (চন্দ্র, চন্দ্রহার) শেষ পর্ব্বতের নিতম্বদেশে বিলম্বিত (ঝুলিয়া) হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সকল পূরণ শুনিয়া রাজা সকলকেই সম্মানিত করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ করিয়া কালিদাসের পূজা করিয়াছিলেন । ১৭ ।

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বর-বল্লালসেন-সূরিবিরচিতে ভোজপ্রবন্ধে কাব্যবিলাসে সমস্যাবিনোদপ্রবন্ধনামক দশম পরিচ্ছেদ । ১০ ॥

অথ স্ববৈদ্যচিকিৎসাপ্রবন্ধঃ।

অথ কদাচিদ্ভোজঃ নগরাদ্বহির্নির্গতঃ নূতনেন তটাকাম্ভসা বাল্যসাধিতকপালশোধনাদি চকার। তন্মূলেন কশ্চন শফর-শাবঃ কপালং প্রবিষ্টো বিকটকরোটিকানিকটঘটিতো বিনির্গতঃ। ততো রাজা স্বপুরীমবাপ। তদারভ্য রাজ্ঞঃ কপালে বেদনা জাতা। ততস্তত্রত্যৈর্ভিষগ্বরৈঃ সম্যক্‌চিকিৎসিতাপি ন শান্তা। এবমহর্নিশং নিতরামস্বস্থে রাজ্ঞি অমানুষবিদিতেন মহা-রোগেণ,—

এবং সমস্যাবিনোদসুখেন কালেঽতিবাহিতে সতি। বাল্যাৎ প্রভৃতি সাধিতমনু-ষ্ঠিতং কপালশোধনাদি ভালভাতিপ্রভৃতি হঠযোগকর্ম্ম; যথোপদিষ্টং শিবসংহিতায়াং— "বাৎক্রমেণ ব্যুৎক্রমেণ শীৎক্রমেণ তথৈব চ। ভালভাতিং ত্রিধা কুর্য্যাৎ কফদোষ-প্রশান্তয়ে।" ইতি। তত্র নাগিনীমুদ্রয়াঽঽকণ্ঠনিমগ্নেন নাসাবিলাভ্যাং জলমুদ্-গৃহ্যতে যত্র, স এষ বাৎক্রমো বাতক্রম ইবেতি। তন্মূলেন তেনৈব নিদানেন, শফরশাবঃ প্রোষ্ঠীমৎস্যবৎসঃ কশ্চিন্মৎস্যবৎস ইতি বক্তব্যম্। বিকটয়োঃ করোটিকয়োঃ শিরসো-ঽস্থ্নোঃ নিকটে ঘটিতঃ সঙ্ঘটিতঃ সঙ্ঘৃষ্টস্ত্যক্তশল্ক ইতি যাবৎ। অমানুষবিদিতেন

এইরূপে সমস্যাবিনোদসুখে কাল অতিবাহিত হইতে থাকিলে, কোনও এক সময়ে ভোজ নগর হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়া নূতনতড়াগজলে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত কপালশোধনপ্রভৃতি ধৌতীকরণ কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহাই মূল করিয়া কোনও একটি মৎস্যবৎস (পুঁটি মাছের বাচ্ছা) কপালে প্রবিষ্ট হইয়া বিকটাকার কপালাস্থিফলকে ঘর্ষণদ্বারা শল্কত্যাগ করিয়া (আঁইস ছাড়িয়া) বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। তারপর রাজা নিজপুরে আসিয়াছিলেন। সেই হইতে রাজার কপালে বেদনা জন্মিয়াছিল। তজ্জন্য ভাল ভাল চিকিৎসক ডাকিয়া দেখান-

'क्षामं क्षाममभूद्वपुर्गतसुखं हेमन्तकालेऽब्जवत् ;
वक्त्रं निर्गतकान्ति राहुवदनाक्रान्ताब्जबिम्बोपमम् ।
चेतः कार्य्यपदेषु तस्य विमुखं क्लीवस्य नारीष्विव,
व्याधिः पूर्णतरो बभूव विपिने शुष्के शिखावानिव ॥' १ ॥

एवमतीते संवत्सरेऽपि काले न केनापि निवारितः स गदः । ततः श्रीभोजो नानाविधसमानौषधग्रसनरोगदुःखितमनाः समीपस्थं शोकसागरनिमग्नं बुद्धिसागरं कथमपि संयताक्षरा-मुवाच वाचम्,—"बुद्धिसागर ! इतः परमस्मद्विषये न कोऽपि

मानुषैरविदितेन योगिविदितेनेत्यर्थः। महारोगेण महता रोगेण दुश्चिकित्स्येनेत्यर्थः। न तु महारोगलक्षणाक्रान्तेन, विवक्षाया अभावात्। क्षाममिति। क्षीणं क्षीणं। राहो-र्वदनेन,आक्रान्तस्य ग्राससम्बद्धस्य अब्जस्य चन्द्रस्य बिम्बं मण्डलं उपमा सादृश्यं यस्य, तत्तथा निर्गतकान्ति प्रभाहीनम्। कार्य्यपदेषु करणीयकर्म्मसु। विमुखं पराङ्मुखम्। शिखावान् अग्निरित्यर्थः ॥ १ ॥

হইলে, এবং সেখানকার ভিষগ্বরকর্ত্তৃক সেই বেদনা উত্তমরূপে চিকিৎসিত হইলেও শমতা পায় নাই। এইরূপে দিন রাত ধরিয়া রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ হওয়ায় মানুষের অবিদিত সেই দুশ্চিকিৎস্য রোগ দ্বারা শরীর সুখহীন হইয়া হেমন্তকালের পদ্মের ন্যায় ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়াছিল। মুখ কান্তিশূন্য হইয়া রাহুর মুখে গ্রস্ত চন্দ্রের সদৃশ হইয়াছিল। নারীর নিকট ক্লীবের ন্যায় তাঁহার চিত্ত কর্ত্তব্যকার্য্যেও বিমুখ হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে শুষ্কবনের বহ্নির ন্যায় ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১ ॥

এইরূপে এক বৎসর কাল কাটিয়া গেলেও কেহই তাঁহার রোগ নিবারণ করিতে পারে নাই। তারপর শ্রীমান্ ভোজ নানাবিধ একই প্রকারের ঔষধ সেবা-রোগে মনে মনে আরও দুঃখ পাইয়া নিকটস্থ শোকসাগরনিমগ্ন বুদ্ধিসাগরকে

ভিষগ্বরো বসতিমাতনোতু। বাগ্‌ভটাদিভেষজকোশান্ নিখিলান্ স্রোতসি নিরস্যাগচ্ছ। মম দেবসভাগমসময়ঃ সমাগত” ইতি। তচ্ছ্রুত্বা সর্বেঽপি পৌরজনাঃ কবয়শ্চ অবরোধজনাশ্চ বিগলদস্রাসারনয়না বভূবুঃ ॥ ২ ॥

ততঃ কদাচিদ্দেবসভায়াং পুরন্দরঃ সকলমুনিবৃন্দমধ্যস্থং বীণামুনিমাহ,—“মুনে ! ইদানীং ভূলোকে কা নাম বার্ত্তে”তি ? ততঃ নারদঃ প্রাহ,—“সুরনাথ ! ন কিমপ্যাশ্চর্য্যং ; কিন্তু ধারানগরবাসী শ্রীভোজভূপালো রোগপীড়িতো নিতরামস্বস্থো বর্ত্ততে। স তস্য রোগঃ কেনাপি ন নিবারিতঃ। তদনেন ভোজনৃপালেন ভিষগ্বরা অপি স্বদেশান্নিষ্কাসিতাঃ, বৈদ্যশাস্ত্রমপি অনৃতমিতি

অতি কষ্টে অল্প কথায় কিছু বলিলেন, বুদ্ধিসাগর ! ইতঃপর আমার দেশে কোনও ভিষগ্বর আর বাস বিস্তার করিতে পারিবে না। আর বাহ্বট প্রভৃতি ভেষজকোষ-গ্রন্থ গুলা সমস্তই স্রোতে ফেলিয়া দিয়া আইস। আমার দেবতার সঙ্গে মিলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে কথা শুনিয়া পুরবাসী সকলে, কবি সকলে, এবং অন্তঃপুরস্থ রাজপত্নী সকলে চক্ষুতে অশ্রুধারার সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সকলেই চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন। ২ ॥

তারপর কোনও এক সময়ে সুধর্ম্মানামক দেবসভায় দেবরাজ ইন্দ্র সকল-মুনিবৃন্দমধ্যস্থ বীণামুনি নারদকে বলিলেন, মুনে ! এখন ভূলোকে নূতন সংবাদ কি ? তাহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, সুরনাথ ! নূতন কিছুই নাই। তবে ধারানগরবাসী শ্রীমান্ ভোজরাজ রোগপীড়িত হইয়া নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সে রোগ কেহই নিবারণ করিতে পারে নাই। সেই হেতু এই ভোজরাজ নিজের দেশ হইতে সমস্ত কবিরাজমহাশয়দিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। বৈদ্যশাস্ত্রও মিথ্যা, এই বলিয়া তাহাও সমস্ত জলে ফেলিয়া

निरस्तम्।" एतदाकर्ण्य पुरुहूतः समीपस्थौ अश्विनीकुमारा-विदमाह,—"भोः स्वर्वैद्यौ! कथमनृतं धन्वन्तरीयं शास्त्रम्।" तदा तावाहतुः,—"अमरेश! देव! न व्यलीकमिदं शास्त्रं. किन्त्वमरविदितेन रोगेण बाध्यतेऽसौ भोज" इति। इन्द्रः प्राह,—"कोऽसाववाध्यरोगः? किं भवतोर्विदितः"? ततस्ता-वूचतुः,—"देव! भोजेन कापालशोधने कृते तदा प्रविष्टः पाठीनः। तन्मूलोऽयं रोग" इति। तदा इन्द्रः स्मयमानमुखः प्राह,—"तदिदानीमेव युवाभ्यां गन्तव्यं, नचेदितः परं भूलोके भिषक्शास्त्रस्यासिद्धिर्भवेत्; स खलु सरस्वतीविलासस्य निके-तनं, शास्त्राणामुद्धर्त्ता चे"ति। ततः सुरेन्द्रादेशेन तावुभावपि धृतद्विजवेषौ धारनगरं प्राप्य द्वारस्थं प्राहतुः—"द्वारस्थ! आवां भिषजौ काशीदेशादागतौ श्रीभोजाय विज्ञापय। तेनानृत-मित्यङ्गीकृतं वैद्यशास्त्रमिति श्रुत्वा तत्प्रतिष्ठापनाय तद्रोग-

---

দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সম্মুখে স্থিত স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই বলিলেন, ওহে স্বর্বৈদ্যযুগল! কি হে! ধন্বন্তরিপ্রণীত শাস্ত্র মিথ্যা হইল কিপ্রকারে? সে কথা শুনিয়া তাঁহারা দুইজনেই বলিলেন,—দেব অমরেশ্বর! এ শাস্ত্র মিথ্যা হইবার নহে; কিন্তু দেববিদিত রোগে এই ভোজ পীড়িত হইয়াছেন; (সুতরাং মানুষচিকিৎসার কি হইবে?)। ইন্দ্র বলিলেন, এই রোগটি কি যে, মানুষের নিবারণীয় নহে? তোমরা দুইজনে কি জান? তাহা শুনিয়া তাঁহারা দুইজনে বলিলেন, দেবরাজ! ভোজ কপালশোধন করিয়াছিলেন। তখন একটা মৎস্যবৎস (পাঠীন) কপালে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এ রোগের সেই হইল আদিকারণ। তাহা শুনিয়া ঈষদ্ধাস্যমুখে বলিলেন, তাহা হইলে এখনই আপনাদের দুইজনের যাইতে হইবে। নতুবা ইতঃপর ভূলোকে বৈদ্যকশাস্ত্র

নিবারণায় আগতৌ চে”তি। ততো দ্বারস্থঃ প্রাহ,—“ভো বিপ্রৌ! ন কোঽপি ভিষক্প্রবরঃ প্রবেষ্টব্য ইতি রাজ্ঞোক্তম্। রাজা তু কেবলমস্বস্থঃ, নায়মবসরো বিজ্ঞাপনস্যে”তি। তস্মিন্ ক্ষণে কার্য্যবশাদ্বহির্নির্গতো বুদ্ধিসাগরস্তৌ দৃষ্ট্বা “কৌ ভবন্তৌ” ইত্যপৃচ্ছত্। ততস্তৌ যথাপূর্বমূচতুঃ। ততো বুদ্ধিসাগরেণ তৌ রাজ্ঞঃ সমীপং নীতৌ। ততো রাজা তাববলোক্য মুখশ্রিয়া অমানুষাবিতি বুদ্ধ্বা “আভ্যাং মদ্ব্যলীঽয়ং রোগো নিবারিতুমি”তি নিশ্চিত্য তৌ বহু মানিতবান্। ততস্তাবূচতুঃ,—“রাজন্! ন ভেতব্যং, রোগো নির্গতঃ। কিন্তু কুত্রচিদেকান্তে ত্বয়া ভবিতব্য-

---

আর দেখা যাইবে না। জান ত তিনি সরস্বতীর ক্রীড়ার আশ্রয়, এবং সকল শাস্ত্রের উদ্ধারকর্ত্তা। তারপর দেবরাজের আদেশে তাঁহারা দুইজনেই ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া ধারানগরে আসিয়া দ্বারস্থ দৌবারিককে বলিলেন, ওহে দৌবারিক! আমরা দুইজনই কবিরাজ কাশীদেশ হইতে আসিয়াছি। শ্রীমান্ ভোজরাজকে বিজ্ঞাপিত কর। তিনি সমস্ত বৈদ্যশাস্ত্র মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাহার সত্যফলকতা প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য, এবং তাঁহার রোগ নিবারণ করিবার জন্যও বটে। সে কথা শুনিয়া দৌবারিক বলিল,—হে ব্রাহ্মণদ্বয়! কোনও কবিরাজ প্রবেশ করাইবে না, রাজা এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। রাজা ত এখন সর্ব্বদাই অপ্রকৃতিস্থ। মহাশয়দ্বয়! এখন বিজ্ঞাপন করিবার অবসর হইবে না। তখনই কোনও কার্য্যবশতঃ বুদ্ধিসাগর বাহিরে আসিয়া তাঁহাদিগের দুইজনকে দেখিয়া ‘আপনারা দুইজন কে?’ ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহারা যেজন্য আসিয়াছেন বলিলেন। তাহা শুনিয়া বুদ্ধিসাগর তাঁহাদিগের দুইজনকে রাজার নিকটে লইয়া গেলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাদের দুইজনকে দেখিয়া মুখশ্রী দ্বারা অপূর্ব্বমানুষদ্বয়

सि”ति। ततः राज्ञापि तथा कृतम्। ततस्तावपि राजानं मोहचूर्णेन मोहयित्वा शिरःकपालमादाय तत्करोटिकापुटे स्थितं शफरकुलं गृहीत्वा कस्मिंश्चिद्भाजने निक्षिप्य सन्धान-करण्या कपालं यथावदारच्य सञ्जीवन्या च तं जीवयित्वा तस्मै तद्दर्शयताम्। तदा तद् दृष्ट्वा राजा विस्मितः “किमेतदि”ति तौ पृष्टवान्। तदा तावूचतुः “राजन्! त्वया बाल्यादारभ्य परिचितकपालशोधनतः संप्राप्तमिदमि”ति। ततो राजा तावा-प्तिनौ मत्वा, तच्छोधनार्थमपृच्छत्,—“किमस्माकं पथ्य-मि”ति। ततस्तावूचतुः,—

বুঝিয়া ‘ইহারা দুইজনেই এ রোগ নিবারণ করিতে সক্ষম হইবেন’ এই নিশ্চয় করিয়া তাঁহাদিগকে বহু সম্মান করিলেন। তারপর তাঁহারা বলিলেন, রাজন্! ভয় নাই। রোগ নিবারিত হইয়াছে জানিবেন। তবে আপনাকে কোনও নির্জ্জন স্থানে যাইয়া থাকিতে হইবে। সে কথা শুনিয়া রাজাও তাহাই করিলেন। সেখানে তাঁহারা দুইজনেও যাইয়া মোহচূর্ণ দ্বারা মোহিত করিয়া (হতসংজ্ঞ) শিরঃকপাল কাটিয়া পৃথক্ করিয়া তাহার করোটিকাযুগলে স্থিত শফরের (পুঁটি মাছের) কুল (শল্ক, অস্থিবিশেষ) বাহির করিয়া লইয়া কোনও এক ভাজনে (পাত্রে) ফেলিয়া সন্ধানকরণী (যোড়ালাগানোর) প্রণালী দ্বারা কপাল যেরূপ ছিল, সেইরূপ স্থাপন করিয়া এবং যোড়া লাগাইয়া সঞ্জীবনী প্রণালী দ্বারা তাঁহাতে চৈতন্য সম্পাদন করিয়া সেই মৎস্যশল্ক তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। তখন তাহা দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি এটা? প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন,—রাজন্! তুমি বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কপালশোধন কার্য্যে পরিচিত বলিয়া এইটি প্রাপ্ত হইয়াছ। (বিষয়ব্যস্ত ব্যক্তির অসাবধানতাবশতঃ এইরূপই ফলভোগ হইয়া থাকে।) তাঁহাদিগের ব্যাপার

"অশীতিনাম্ভসা স্নানং পয়ঃ পানং বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
এতদ্বো মানুষাঃ! পথ্যম্"

ইতি। তদান্তরে রাজা মধ্যে "মানুষা" ইতি সম্বোধনং শ্রুত্বা, "বয়ঞ্চেন্মানুষাঃ, কৌ যুবামি"তি? তয়োঃ হস্তৌ ঝটিতি স্বহস্তাভ্যাম্ অগ্রহীত্। ততস্তত্ক্ষণে এব তাবন্তর্দ্ধত্তৌ ব্রুবন্তাবেব "কালিদাসেন পূরণীয়ং তুরীয়চরণমি"তি। ততো রাজা বিস্মিতঃ সর্বানাহুয় তদ্বৃত্তমব্রবীত্। তত্ শ্রুত্বা

অশীতিনেত্যাদি। অশীতেন উষ্ণেন অম্ভসা জলেন। পয়ঃ ক্ষীরম্ পানমুষ্ণমেব। বরাঃ বরারোহাঃ সুভগাঃ শ্রেষ্ঠাঃ স্ত্রিয়ো যুবতয়ঃ, সামর্থ্যাচ্ছুক্রনিষ্কাসনস্য রঞ্জনস্য চ। হে মানুষাঃ! বো যুষ্মাকমেতদেব পথ্যমপরীঽম্নতাদীনামভাবাত্। 'কবীণবুধ-

দেখিয়া রাজা তাঁহাদিগকে অশ্বিনীকুমার মনে করিয়া, জ্ঞানে ভ্রান্তি আছে কি না, তাহার স্থিরীকরণ জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমাদিগের পথ্য কি? (আপনারা দেবতা; সুতরাং আপনাদের দ্বারা আমি চিকিৎসিত হইলাম বলিয়া আমাকে দেবভোগ্য পথ্য খাইতে হইবে, বা মানুষের পথ্যই চলিবে?) রাজার প্রশ্নার্থ বুঝিয়া তাঁহারা বলিলেন,—

'উষ্ণজলে স্নান, উষ্ণ দুগ্ধ পান, শ্রেষ্ঠ যুবতী সেবন, হে মনুষ্যপ্রবর! এই তোমাদিগের পথ্য' এই পর্য্যন্ত বলিলে রাজা তাহার মধ্যে 'মানুষ' বলিয়া সম্বোধন করিতে শুনিয়া 'আমরা যদি মানুষ, তবে আপনারা দুই জনে কি?' এই বলিয়া তাঁহাদিগের দুই হস্ত তাড়াতাড়ি নিজের দুই হস্ত দ্বারা ধরিয়া ফেলিলেন। রাজা এইরূপ করিলে তৎক্ষণেই তাঁহারা লীলাবিগ্রহ আকাশ মধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন,—চতুর্থচরণ কালিদাসের নিকট পূরণ করিয়া লইও। তাঁহারা অন্তর্দ্ধান করিলে পর, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রাজা সকলকে আহ্বান করিয়া সেই ব্যাপার

सर्वेऽपि चमत्कृताः विस्मिताश्च बभूवुः। ततः कालिदासेन तुरीयचरणं पूरितम्,—

"स्निग्धमुष्णञ्च भोजनम् ॥" इति।

ततो भोजोऽपि कालिदासं लीलामानुषं मत्वा परं सम्मानितवान् ॥ ३ ॥

इति श्रीमद्राजराजेश्वरवल्लालसेनसूरिविरचिते भोजप्रबन्धे स्वैद्यचिकित्साप्रबन्धो नामैकादशः परिच्छेदः ॥ ११ ॥

सेवनमि'त्यन्याः कल्पयन्ति। स्निग्धं स्नेहगुणवत्। उष्णं उष्णवीर्य्यं पलान्नादि भोजनं भोज्यं द्रव्यमिति ॥ ३ ॥

श्रीमन्महामहोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण-भैरवचन्द्रविद्यासागरभट्टाचार्य्य-सूरिसूनु-श्रीकृष्णविद्यारत्नभट्टाचार्य्यात्मज-श्रीगङ्गाचरणवेदान्तविद्यासागर-भट्टाचार्य्यकृतौ भोजप्रबन्धटीकायां काव्यविलासे स्वैद्य-चिकित्साप्रबन्धो नामैकादशः परिच्छेदः ॥ ११ ॥

বলিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কালিদাসের নিকট বলিলে, কালিদাস চতুর্থ চরণ পূরণ করিলেন—স্নেহগুণ-সম্পন্ন ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য হইতেছে ভোজন। কালিদাসের পূরণ শুনিয়া ভোজও কালিদাসকে লীলামানুষ মনে করিয়া যারপর নাই সম্মান করিয়াছিলেন। ৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বরবল্লালসেনসূরিবিরচিতে ভোজপ্রবন্ধে স্বর্বৈদ্য চিকিৎসাপ্রবন্ধনামক একাদশম পরিচ্ছেদ ॥ ১১ ॥

অথ মল্লিনাথকবিপরিচয়প্রবন্ধঃ।

অথ ভোজনৃপালঃ প্রতিদিনং সঞ্জাতবলকান্তির্ববৃধে ধারাধীশঃ কৃষ্ণেতরপক্ষে চন্দ্র ইব। ততঃ কদাচিৎ সিংহাসনমলঙ্কুর্বাণে শ্রীভোজে কালিদাস-ভবভূতি-দণ্ডি-বাণ-ময়ূর-বররুচিপ্রভৃতি-কবিতিলককুলালঙ্কৃতায়াং সভায়াং দ্বারপাল এত্যাহ—"দেব! কশ্চিৎকবির্দ্বারি তিষ্ঠতি। তেনেয়ং প্রেষিতা গাথাসনাথা চীটিকা 'দেবসভায়াং নিক্ষিপ্যতামিতি" তদ্দর্শয়তি। রাজা গৃহীত্বা তাং বাচয়তি,—

"কাচিদ্বালা রমণবসতিং প্রেষয়ন্তী করণ্ডং,
দাসীহস্তাৎসভয়মলিখদ্ ব্যালমস্যোপরিস্থম্।

অথেতি। স্বর্বৈদ্যচিকিৎসানন্তরম্। ববৃধে বর্দ্ধতে স্ম, গুণতোঽবয়বতশ্চোপচিত ইত্যর্থঃ। ধারাধীশ ইতি পুনরুক্তিভিয়াঽস্তৈঃ পরিত্যক্তম্। গাথয়া সনাথা সহায়বতী লিখিতশ্লোকেতি যাবৎ। ইতি উক্ত্বা ইতি শেষঃ। দাসীহস্তাৎ দাসীহস্তে দত্ত্বা প্রেষয়ন্তী কাচিদ্ বালা যুবতী সভয়ং যথাস্যাৎ তথা, ব্যালং সর্পং অনন্তঃ কালোঽ-

এইরূপে স্বর্বৈদ্য আসিয়া চিকিৎসা করিয়া গেলে পর ধারার অধীশ্বর ভোজরাজ প্রতিদিন বল ও কান্তি লাভ করিয়া শুক্লপক্ষে চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন। তারপর কোনও এক সময়ে শ্রীমান্ ভোজরাজ সিংহাসন অলঙ্কার করিয়া বসিলে কালিদাস, ভবভূতি, দণ্ডী, বাণ, ময়ূর, বররুচি প্রভৃতি কবিতিলক-সমূহে অলঙ্কৃত সভায় দ্বারপাল আসিয়া বলিল,—মহারাজ! কোনও এক কবি দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। তিনি এই শ্লোকসনাথ চিঠি,'রাজসভায় দাও' বলিয়া পাঠাইয়াছেন। এই বলিয়া সেখানি দেখাইল। রাজা লইয়া পড়িলেন,—কোনও এক যুবতী নায়কের গৃহে পুষ্পপেটিকা দাসীর হস্তে দিয়া পাঠাইতে ভয়ে

गौरीकान्तं पवनतनयं चम्पकं चात्र भावं,

पृच्छत्यार्य्ये निपुणतिलको मल्लिनाथः कवीन्द्रः॥"

तत् श्रुत्वा सर्वापि विद्वत्परिषच्चमत्कृता। ततः कालिदासः प्राह,—"राजन्! मल्लिनाथः शीघ्रमाकारयितव्य" इति। ततो राजादेशात् द्वारपालेन स प्रवेशितः कवी राजानं स्वस्तीत्युक्त्वा तदाज्ञयोपविष्टः। ततो राजा प्राह तं कवीन्द्रं, "विद्वन्मल्लिनाथकवे! साधु रचिता गाथा।" तदा कालिदासः प्राह,—"किमुच्यते साध्विति? देशान्तरगतकान्तायाश्चरित-

---

त्रीति ज्ञापनार्थम्, तदुपरिस्थं गौरीकान्तं महादेवं संसारवैराग्यस्य जितकामस्य च ज्वलन्तीं मूर्त्तिं, कान्तो मे जितकाम इति ज्ञापनार्थं शीघ्रागमनसम्भावनानिरुत्तरार्थं च, पवनतनयं हनूमन्तं वियोगिन्या अवरुद्धायाय विरहवार्त्ताया उद्दीपनार्थम्, विरहखिन्नाहमस्मीति ख्यापनार्थम्। चम्पकस्य हृदे स्थितेव विशीर्णपत्रं भवतीति प्रायशः सत्नवलोकनात विशीर्णा म्रिये इति ज्ञापनार्थम्। केचिद्वासन्तिकमिदं रात्रौ स्फुटितमिति कालस्मारकं मन्यन्ते। अत एषु भावप्रतिभटेषु भावं कं कथयितुं बोधकमूर्त्तिषु किमलिखदित्यभिसन्धिं आर्य्यः स्वामीत्युपाधिकः। निपुणं दक्षं तिलक कामसूत्रादिवर्णितपत्रच्छेद्यकविधिविषयं यस्य, स तथा, मल्लिनाथः नामतः, कवीन्द्रः पदवीतश्च पृच्छतीति॥ १॥

ভয়ে একটি সর্প, তদুপরিস্থ গৌরীকান্ত শিব, পবনতনয় হনূমান্, এবং একটি চম্পকপুষ্প আঁকিয়া লিখিয়াছিল। তিলকশাস্ত্রে কুশল স্বামী মল্লিনাথকবীন্দ্র এইসকল বিষয়ের ভাব জিজ্ঞাসা করিতেছে, বল কেন এ সব লিখিল? সেই শ্লোক শুনিয়া পণ্ডিতসভা'শুদ্ধ' সকলেই চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল। সকলের সেই ভাব দেখিয়া কালিদাস বলিলেন,—রাজন্! মল্লিনাথকে শীঘ্র আহ্বান করান। তারপর রাজার আদেশ অনুসারে দ্বারপাল যাইয়া তাঁহাকে প্রবেশিত করিলে, কবি রাজাকে স্বস্তিবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজার আজ্ঞায় উপবেশন

বর্ণনেন শ্লাঘনীয়োঽসি, বিশিষ্য তত্তদ্ভাবপ্রতিভটবর্ণনেন।” তদা ভবভূতিঃ প্রাহ,—“বিশিষ্যতে ইয়ং গাথা পংক্তিকণ্ঠো-দ্যানবৈরিণো বাতাত্মজস্য বর্ণনাদি”তি। ততঃ প্রীতেন রাজ্ঞা তস্মৈ দত্তং সুবর্ণানাং লক্ষং, পঞ্চ গজাশ্চ, দশ তুরগাশ্চ দত্তাঃ। ততঃ প্রীতো বিদ্বান্ স্তৌতি রাজানম্ ;—

“দেব ভোজ ! তব দানজলৌঘৈঃ, সোঽয়মদ্য রজনীতি বিশঙ্কে।
অন্যথা তদুদিতেষু শিলাগো-,ভূরুহেষু কথমীদৃশদানম্ ? ॥”

দেবেতি। অয়ন্দ্রঃ রজনী রঞ্জনবান্ রক্তা ইতি যাবত্। তদুদিতেষু তস্মাত্ প্রাদুর্ভূতেষু, যদ্বা তত্ তস্যেত্যর্থে, উ সম্বোধনার্থে, দিতেষু ছিন্নভিন্নেষু চৈতন্যরহিতেষ্বিত্যর্থঃ, যদ্বা উদিতেষু উদয়প্রাপ্তেষু জাতেষ্বিত্যর্থঃ, শিলা চ গৌশ্চ, ভূরুহাশ্চ তৃণগুল্মলতা-বনস্পতিবৃক্ষাস্তেষু তত্ তস্য চন্দ্রস্য ঈদৃশদানং অমিতরশ্মিত্যাগঃ কথমন্যথা সম্ভবেত্ ? চন্দ্রস্য তব দানজলধিতো রক্তত্বে তু সংসর্গজগুণবত্ত্বেনৈতত্ সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

করিলেন। মল্লিনাথ উপবেশন করিলে তাঁহাকে রাজা বলিলেন,—বিদ্বন মল্লিনাথ কবে! তুমি উত্তমগাথা রচনা করিয়াছ। সেই কথা শুনিয়া তখন কালিদাস বলিলেন,—উত্তম আর কি বলিব? তুমি বিদেশগতস্বামিক, যুবতীর চারিত্র্য বর্ণনায় শ্লাঘনীয় হইয়াছ। বিশেষতঃ একএকটি ভাবের প্রতিভট (অনুকরণক্ষম সৈনিকবিশেষ) বর্ণনায়। তখন ভবভূতি বলিলেন,—পঙ্‌ক্তিকণ্ঠ রাবণের উদ্যানশত্রু বায়ুনন্দনের বর্ণনায় এ গাথা আরও বিশেষত্ব প্রকাশ করিতেছে। মল্লিনাথের গাথারচনার নৈপুণ্যে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন। আর পাঁচটি হস্তী ও দশটি ঘোটকও দিয়াছিলেন। সেই দানে প্রীত হইয়া বিদ্বান্ রাজাকে স্তব করিলেন,—

হে ভোজদেব ! আমি আজ সম্ভাবনা করি, এই চন্দ্র তোমার দানবারি দ্বারা দেহ ধৌত (শুভ্র, পরিষ্কার) করিয়া উদিত হয় ; অন্যথা কি করিয়া এই সকল জায়মান পর্ব্বত, পৃথিবী, ও ভূমিতে যাহা কিছু জন্মে, সে সকলের নিকটে ঈদৃশ

ततो लोकोत्तरं श्लोकं श्रुत्वा राजा पुनरपि तस्मै लक्षत्रयं ददौ ॥ २ ॥

ततो लिखति स्म भाण्डारिको धर्म्मपत्रे,—

"प्रीतः श्रीभोजभूपः सदसि विरहिणीगूढ़नर्म्मोक्तिपद्यं,
श्रुत्वा हैम्नाञ्च लक्षं दश वरतुरगान् पञ्च नागानयच्छत्।
पश्चात्तत्रैव सोऽयं वितरणगुणसद्वर्णनात् प्रीतचेता,
लक्षं लक्षञ्च लक्षं पुनरपि च ददौ मल्लिनाथाय तस्मै ॥"३ ॥

इति श्रीमद्राजराजेश्वरवल्लालसेनसूरिविरचिते भोजप्रबन्धे मल्लि-
नाथकविपरिचयप्रबन्धो नाम द्वादशः परिच्छेदः ॥ १२ ॥

प्रीत इति। सदसि सभायां विरहिण्या गूढ़ा गोपनीया नर्म्मोक्तिः 'क्रीड़ोक्ति-विंहारीक्तिर्वा भावप्रतिभटलिपिः, तद्वत् पद्यं चतुष्पदि श्लोकं। हैम्नां सुवर्णमुद्राणां अशीतिरत्तिकापरिमितानां। नागान् हस्तिनः। वितरणगुणस्य सद्वर्णनात् उप-मेयाधिक्यस्य उपमानापकर्षेण साधुतया स्तवनात्। तस्मै पूर्व्वोल्लिखिताय, नान्यस्मै कवये इत्यर्थः ॥ ३ ॥

श्रीमन्महामहोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण-भैरवचन्द्रविद्यासागरभट्टाचार्य्य-
सूरिसूनु-श्रीकृष्णविद्यारत्नभट्टाचार्य्यात्मज-श्रीगङ्गाचरणवेदान्तविद्यासागर-
भट्टाचार्य्यकृतौ भोजप्रबन्धटीकायां काव्यविलासे मल्लिनाथकवि-
परिचयप्रबन्धो नाम द्वादशः परिच्छेदः ॥ १२ ॥

অপরিমিত অভাবিত তাঁহার করুরাশির দান সম্ভবপর হয়? রাজা এই অপূর্ব্ব শ্লোক শুনিয়া আবারও তাঁহাকে তিনলক্ষ মুদ্রা দিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তাঁহাকে সমস্ত দেওয়া হইয়া গেলে ভাণ্ডারিক ধর্ম্মপত্রে লিখিল ;—মল্লিনাথের শ্লোকে বিরহিণীর গূঢ় নর্ম্মোক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ ভোজরাজ প্রীতিসহকারে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, দশটি অশ্ব ও পাঁচটি হস্তী দান করিয়াছিলেন। পরে সেই সভাতেই মল্লিনাথের কৃত শ্লোকে বিতরণগুণের সদ্বর্ণনায় মনে অতিমাত্র প্রীত হইয়া সেই মল্লিনাথকে আরও তিন লক্ষ দান করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বরবল্লালসেনসূরিবিরচিতে ভোজপ্রবন্ধে মল্লিনাথকবি-
পরিচয়প্রবন্ধনামক দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥ ১২ ॥

অথ চরমশ্লোকপ্রবন্ধঃ ।

ততঃ কদাচিদ্ভোজরাজঃ কালিদাসং প্রতি প্রাহ,—“সুকবে ! ত্বমস্মাকং চরমগ্রন্থং পঠ।” ততঃ ক্রুদ্ধো রাজানং বিনিন্দ্য কালিদাসঃ ক্ষণেন তং দেশং ত্যক্ত্বা বিলাসবত্যা সহ একশিলা-নগরং প্রাপ। ততঃ কালিদাসবিয়োগেন শোকাকুলস্তং কালিদাসং মৃগয়িতুং রাজা কাপালিকবেষং ধৃত্বা ক্রমেণ একশিলানগরং প্রাপ। ততঃ কালিদাসো যোগিনং দৃষ্ট্বা তং সামপূর্বং পপ্রচ্ছ, “যোগিন্ ! কুত্র তে স্থিতিরি”তি ? যোগী বদতি,—“সুকবে ! অস্মাকং ধারানগরে বসতিরি”তি। ততঃ কবিরাহ,—“তত্র ভোজঃ কুশলী কিম্ ?” ততো যোগী প্রাহ,—“কিং ময়া বক্তব্য-মি”তি ? ততঃ কবিরাহ,—“তত্রাঽতিশয়বার্ত্তাঽস্তি চেৎ, সত্যং কথয়ে”তি। তদা যোগী প্রাহ—“ভোজো দিবং গত” ইতি।

ততস্তদনন্তরং স্বামিমল্লিনাথকবীন্দ্রস্য গৃহং প্রতি প্রেষণানন্তরমিত্যর্থঃ। চরমে শেষে বিনাশে কৃতং গ্রন্থম্ অনুষ্টুপ্ছন্দঃ। যদ্বা মরণসম্বন্ধি ছন্দঃ। যদ্বা চরম এব অন্যঃ শ্লোকঃ, যস্মাদুত্তরং কশ্চিৎ শ্লোকং তে শ্রোতুং ন পারয়িষ্যামঃ। কালিদাসো হি সরস্বত্যবতারস্তন্মরণে সত্যং কিঞ্চিদবশ্যং কথয়িষ্যতি ; অতশ্চ ন শ্রোষ্যামীত্যৌৎসুক্যম্।

তারপর কোনও এক সময়ে ভোজরাজ কালিদাসের প্রতি বলিলেন,—সুকবে ! তুমি আমাদিগের মৃত্যুর পরের একটি শ্লোক করিয়া পাঠ কর। (সত্য কথা শুনিয়া মরি)। রাজার সেই কথায় মহাক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে নিন্দা করিলেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কালিদাস সে দেশ ত্যাগ করিয়া বিলাসবতীর সহিত একশিলানগরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া কালিদাস চলিয়া গেলে, কালিদাসের বিয়োগে রাজা শোকাকুল হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য কাপা-লিকের বেশ ধারণ করিয়া ক্রমে একশিলানগরে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তারপর কালিদাস যোগীকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রিয়বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে

ততঃ কবির্ভূমৌ নিপত্য বিলপতি,—"দেব! ত্বাং বিনাঽস্মাকং ক্ষণমপি ভূমৌ ন স্থিতিঃ, অতস্ত্বৎসমীপমহমাগচ্ছামী"তি কালিদাসো বহুশো বিলপ্য চরমশ্লোকং কৃতবান্,—

"অদ্য ধারা নিরাধারা নিরালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতাঃ খণ্ডিতাঃ সর্ব্বে ভোজরাজে দিবং গতে॥" ১॥

এবং যদা কবিনা চরমশ্লোক উক্তস্তদৈব স যোগী ভূতলে বিসংজ্ঞঃ পপাত।

ততঃ কালিদাসস্তথাবিধং তমবলোক্য "অয়ং ভোজ এবে"তি

নামপূর্ব্বং প্রিয়বচনপূর্ব্বকং যথাস্যাৎ, তথা। অতিশয়বার্ত্তা স্বভাবাতিরিক্তসংবাদঃ। অদ্যেতি। ভোজরাজে দিবং স্বর্গং গতে প্রাপ্তে মৃতে সতি, অদ্য ভোজাভাবদিবসে ধারা নাম নগরী নিরাধারা নিরাশ্রয়া জাতা, সরস্বতী নিরালম্বা অবলম্বনহীনা বিধবা বৃত্তা, সর্ব্বে পণ্ডিতাশ্চ খণ্ডিতাঃ নিরাকৃতাঃ হতাঃ সংবৃত্তাঃ, অন্যে তু নামধারিণঃ সর্ব্ব এব ইতি ভাবঃ॥ ১॥

যোগিন্! তোমার অবস্থিতি কোথায় হয়? যোগী বলিলেন,—হে সুকবে! আমাদিগের ধারানগরে বসতি। তারপর কালিদাস বলিলেন,—সেখানে ভোজ কুশলে আছেন কি? তাহার উত্তরে যোগী বলিলেন,—আমি আর কি বলিব? তাহা শুনিয়া কবি বলিলেন,—সেখানকার সংবাদ যদি অন্যরূপ অধিক কিছু থাকে, তবে সত্য করিয়া বল। তখন যোগী বলিলেন,—ভোজ স্বর্গে গিয়াছেন। সেই কথা শুনিয়া কবি ভূমিতে পড়িয়া প্রলাপ বকিতে থাকিলেন,—হায়, মহারাজ! তোমা ছাড়া আমাদিগের একক্ষণও থাকা অসম্ভব। এ হেতু তোমার নিকটে আমি আসিতেছি। এইরূপে কালিদাস বহু প্রকার বিলাপ করিয়া চরমশ্লোক করিয়াছিলেন,—আজ ধারা নিরাশ্রয় হইল, সরস্বতী আলম্বনহীন বিধবা হইল, আজ ভোজরাজ স্বর্গে গিয়াছেন, আজ পণ্ডিত সকল আর কেহই থাকিল না। পৃথিবী পণ্ডিতশূন্য হইল! ॥ ১॥

এইরূপে যখন কালিদাস চরমশ্লোক পাঠ করিলেন, তখনই সেই যোগী হতচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। তারপর কালিদাস তাঁহাকে সেইরূপ দেখিয়া

निश्चित्य,—"अहह ! तत्रभवताऽहं वञ्चितोऽस्मि" इत्यभिधाय झटिति तं श्लोकं प्रकारान्तरेण पपाठ,—

"अद्य धारा सदाधारा सदालम्बा सरस्वती।
पण्डिता मण्डिताः सर्वे भोजराजे भुवं गते॥"

ततो भोजस्तमालिङ्ग्य प्रणम्य धारानगरं प्रति ययौ॥ २॥

इति श्रीमद्राजराजेश्वर-निःशङ्कशङ्करगौड़ेश्वर वल्लालसेनसूरिविरचिते भोजप्रबन्धे चरमश्लोकप्रबन्धो नाम त्रयोदशपरिच्छेदः॥१२॥

तत्रभवता पूज्येन त्वया। सदाधारा साध्वाश्रया, सदालम्बा साध्ववलम्बना सनाथा। मण्डिता अलङ्कृताः सम्मानेन, भुवं गते भुवि पतिते, जाते इति शेषः। अत्र केचित् "शैल" इत्यादि श्लोकं पठन्ति, तत्र असूलत्वादुपेक्ष्यतेऽस्माभिः।

भोजप्रबन्धटीकेयं फाल्गुनाद्यदिने शनौ।
सम्पूर्णाऽष्टादशशते षट्त्रिंशदधिके शके॥ इति।

श्रीमन्महामहोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण-भैरवचन्द्रविद्यासागरभट्टाचार्य्य-सूरिसूनु-श्रीकृष्णविद्यारत्नभट्टाचार्य्यात्मजश्रीगङ्गाचरणवेदान्तविद्यासागरभट्टाचार्य्यस्य कृतौ भोजप्रबन्धटीकायां चरमश्लोकप्रबन्धो नाम त्रयोदशपरिच्छेदः॥ १३॥

अथ सम्पूर्णो ग्रन्थः।

'ও—ইনি যে ভোজ' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দেখিয়া বলিলেন—হায়, হায় ! মহারাজ ! আপনি আমায় প্রবঞ্চনা করিলেন। এই বলিয়া তখনই সেই শ্লোক প্রকারান্তর করিয়া পাঠ করিলেন,—আজ ভোজরাজ ভূমিগত হইয়াছেন; সুতরাং আজ ধারানগরী সাধুর আশ্রিতা, সরস্বতী সাধুর অধীনা, আজ সকলপণ্ডিতই ভূষিত হইয়াছেন। তারপর ভোজ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রণাম করিয়া ধারানগরে প্রতিগমন করিয়াছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্রাজরাজেশ্বরবল্লালসেনসূরিবিরচিতভোজপ্রবন্ধে চরমশ্লোক-প্রবন্ধনামক ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ॥ ১৩॥

ভোজপ্রবন্ধ সম্পূর্ণ।